ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন।

অর্থাৎ

১৮৭০ সালের ১৪ আইন ও ১৮৭০ সালে[illegible]
আইন ও ১৮৭২ সালের ১৯ আইন-
মতে সংশোধিত

১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক

শ্রীজান রাবিন্‌সন সাহেব কর্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৩।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন

সূচীপত্র।

অধ্যায়। | ধারা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন

ধারার নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণ ব্যাখ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের বিধান।

ধারা।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জিত কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

সহায়তার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

সপ্তম অধ্যায়।

পল্টন ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঞ্জনের অপরাধ বিধি।

নবম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকেরা যে অপরাধ করেন ও তাঁহাদের সম্পর্কে যে অপরাধ করা যায় তদ্বিষয়ক বিধি।

দশম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞাবিষয়ক বিধান।

একাদশ অধ্যায়।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

ধারা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্পসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

ধারা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওজন ও পরিমাণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

ধারা।

ধারা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধেব বিধি।

ধারা।

ষোড়শ অধ্যায়।

মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

যাহাতে প্রাণের হানি হয় এমত অপরাধের কথা।

গর্ব্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু ত্যাগ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

পীড়া বিষয়ক বিধি।

অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্যায়মতে বদ্ধ করিবার কথা।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

মনুষ্য চুরী ও হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

বলাৎকারের কথা।

অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সম্পত্তির উপর অপরাধের কথা।

চৌর্য্যের কথা।

ধারা।

ভয় দেখাইয়া অপহরণের কথা।

দস্যুতা ডাকাইতীর কথা।

ধারা

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবৈধ ব্যবহার করিবার কথা।

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

ধারা

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

বঞ্চনা করণের কথা।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কথা।

অপকারের কথা।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের কথা।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

দলীল সম্পর্কীয় এবং শিল্প ব্যবসায়ির কি স্বামিত্ব সূচক চিহ্ন সম্পর্কীয় অপরাধে কথা ।

ব্যবসায়ির এবং স্বামিত্বের চিহ্নের কথা।

ধারা।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তি ভঙ্গের বিধি।

বিংশতি অধ্যায়।

বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

একবিংশ অধ্যায়।

অপবাদের কথা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

ইংবৎর শ্রীযু [illegible] —১৮' [illegible]লের মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৭২ সালের ১ আইন।

সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ

প্রথমখণ্ড।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

১ প্রথম অধ্যায়।

পারিভাষিক কথা।

চ

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

ধারা।

আদালতের নিষ্পত্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তদ্বিষয়ক কথা।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

চরিত্র যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রমাণের কথা।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয় তদ্বিষয়ক কথা।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

ধারা।

রাজকীয় দলীলের কথা।

দলীল বিষয়ক অনুমানের কথা।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওন বিষয়ক বিধি।

ধারা।

তৃতীয় ভাগ।

সাক্ষ্য উপস্থিত করণের ও তৎফলের কথা

৭ সপ্তম অধ্যায়।

প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধাবিষয়ক কথা।

৯ নবম অধ্যায়।

সাক্ষিদের কথা।

উপবিধি।

---

১০ দশম অধ্যায়।

সাক্ষিদের পরীক্ষার কথা।

ধারা।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।

তফসীল

ইঙ্গরেজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রণীত এই আইনে
গবর্ণর জেনারেল সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮৬০
সালের অক্টোবর মাসের ৬ তারিখে সম্মতি
প্রকাশ করেন।

[১৮৭০ সালের [illegible] ও ১৮৭০ সালের ২৭ আইন
ও ১৮৭২ [illegible] আইনমতে সংশোধিত।]

ভারতব[illegible] দণ্ডবিধির আইন।

[illegible] অধ্যায়।

ভূমিকা।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ দেশের জন্যে দণ্ডবিধির সাধারণ একটি আইন করা উচিত, এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

এই আইনের [illegible] তাহার কথা।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। "ভারতবর্ষ দেশ উত্তমরূপে শাসন করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১

ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের আইনমতে যে সমস্ত দেশ উক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি বর্ত্তিয়াছে কি বর্ত্তিবে, সেই সমস্ত দেশে এই আইন ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি চলিবে। কিন্তু পুলুপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মালাকা উপনিবেশে চলিবে না ইতি।

উক্ত দেশের মধ্যে যে যে অপরাধ করা যায় তাহার দণ্ডের কথা।

২ ধারা। ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসের উক্ত ১ তারিখে ও তাহার পরে, উক্ত দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান না মানিয়া অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, এই আইনমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে, অন্য কোন আইনমতে নয় ইতি।

উক্ত দেশের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা গেলেও আইনমতে ঐ দেশের মধ্যে বিচার্য্য হইলে তাহার দণ্ডের কথা।

৩ ধারা। কোন ব্যক্তি উক্ত দেশের সীমার বাহিরে অপরাধ করিলে যদি ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত কোন আইনমতে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে ঐ দেশের বাহিরে ঐ অপরাধ করা গেলেও ঐ দেশের মধ্যে করার ন্যায় ঐ ব্যক্তির প্রতি এই আইনের বিধানমতে কার্য্য হইবে ইতি।

ভিন্ন যে দেশের সঙ্গে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সন্ধি থাকে সেই দেশে শ্রীশ্রীমতীর চাকর অপরাধ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৪ ধারা। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে কোন রাজ্যের কি দেশের যে সন্ধি কি করার হইয়া থাকে তাহার

নিয়মানুসারে, কিম্বা ভারতবর্ষের কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নামে যে সন্ধি কি করার করা গিয়াছে কিম্বা পরে করা যায় তাহার নিয়মানুসারে, শ্রীশ্রীমতীর সঙ্গে কোন সন্ধি থাকিলে শ্রীশ্রীমতীর কোন চাকর ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে কি তাহার পরে, ঐ দেশের কি রাজ্যের মধ্যে চাকরী করিতে নিযুক্ত থাকিয়া এই আইনের বিধান না মানিয়া অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিলে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে এই আইনমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

এই আইন দ্বারা যে২ আইনের ব্যতিক্রম না হইবে তাহার কথা।

৫ ধারা। চতুর্থ উবিলিয়ম রাজার ৩ ও ৪ বৎসরের ৮৫ অধ্যায়ের কোন বিধান, কিম্বা সেই আইন প্রচলিত হইবার পরে পার্লিমেণ্টকর্তৃক অন্য যে কোন আক্ট প্রচলিত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের উপর কি উক্ত দেশের উপর কি তন্নিবাসিদের উপর কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে, তাহার বিধান, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদুরের চাকরীতে নিযুক্ত সেনাপতি সাহেবদের কি হুদ্দাদারদের কি সিপাহীদের রাজবিদ্রোহিতার ও পলায়নের দণ্ড বিষয়ক কোন আইনের কোন বিধান, কিম্বা কোন বিশেষ আইনের কি বিশেষ স্থানের আইনের বিধান রহিত কি পরিবর্ত্তন কি স্থগিত করা কি তাহার ব্যতিক্রম করা, এই আইনের কোন কথার অভিপ্রায় নয় ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণ ব্যাখ্যা।

এই আইনেতে যে কথার যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে তাহা বর্জ্জিত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধরিতে হইবার কথা।

৬ ধারা। এই আইনের সর্ব্বস্থলে অপরাধের যে লক্ষণ ও দণ্ডের যে বিধান করা হইয়াছে, এবং সেই লক্ষণের অথবা দণ্ড বিধানের যে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে "সাধারণ বর্জ্জিত কথা" এই নামীয় অধ্যায়ের লিখিত বর্জ্জিত কথা সকল সম্পর্ক রাখে বুঝিতে হইবে। সেই লক্ষণে কি দণ্ড বিধানে কি উদাহরণে ঐ বর্জ্জিত কথার উল্লেখ না থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) এই আইনের যে যে ধারায় অপরাধের লক্ষণ নির্ণয় হইযাছে তন্মধ্যে সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক তদ্রূপ অপরাধ করিতে পারে না এই কথা লিখিত হয় নাই। কিন্তু সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে এই বিধান আছে, যে "সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক যে কোন কর্ম্ম করে তাহা অপরাধ নয়"। এই বিধান মানিয়া ঐ অপরাধের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

(খ) যদু কোন লোককে বধ করিয়াছে, আনন্দ নামে পোলীসের এক জন আমলা পরওয়ানা না পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। এই স্থলে আনন্দ অন্যায়রূপে আটক করণ অপরাধের অপরাধী নয়, কেননা আইনমতে সে যদুকে গ্রেপ্তার করণে বাধ্য। অতএব "আইনমতে কোন ব্যক্তির যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সেই কার্য্য করা অপরাধ নয়" সাধারণ বর্জ্জিত কথার এই বিধানের মধ্যে তাহার সেই কার্য্য গণ্য হইবে।

একবার যে কথার যে অর্থ করা গেল এই আইনের সমস্ত প্রকরণে
সেই কথার সেই অর্থ ধরিতে হইবার কথা।

৭ ধারা। এই আইনের কোন স্থানে যে কথার যে অর্থ করা গেল, এই আইনের সকল স্থানে সেই অর্থ অনুসারে সেই কথার প্রয়োগ হইয়াছে ইতি।

লিঙ্গ।

৮ ধারা। "তিনি" "সে" এই এই শব্দ, এবং এই সর্ব্ব নামের অন্য কারকাদি পুরুষ ও স্ত্রী উভয় বাচক হইবে ইতি।

বচন।

৯ ধারা। পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, এক বচনের শব্দেতে সেই শব্দের বহুবচন ও বহু-বচনের শব্দেতে সেই শব্দের একবচনও বুঝাইবে ইতি।

"পুরুষ।" "স্ত্রী।"

১০ ধারা। "পুরুষ" এই শব্দেতে তাবদ্বয়স্ক পুরুষকে বুঝাইবে। "স্ত্রী" এই শব্দেতে, তাবদ্বয়স্ক স্ত্রীকে বুঝাইবে ইতি।

"ব্যক্তি।"

১১ ধারা। "ব্যক্তি" এই শব্দের মধ্যে সমাবায়িত কি অসমাবায়িত কোন কোম্পানি কি সমাজ কি সামাজিক ব্যক্তিবাও গণ্য ইতি।

"সাধারণ।"

১২ ধারা। "সাধারণ" এই শব্দেতে সর্ব্ব সাধারণ লোকের কোন জাতি কি কোন শ্রেণী বুঝাইবে ইতি।

"মহারাণী।"

১৩ ধারা। যিনি যে সময়ে গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের রাজত্ব পদ প্রাপ্ত হন, "মহারাণী" শব্দেতে তাঁহাকে বুঝাইবে ইতি।

"মহারাণীর চাকর।"

১৪ ধারা। "ভারতবর্ষ দেশ উত্তমরূপে শাসন করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের উক্ত আইনের দ্বারা কি তাহার বলে, কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কি কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি তাঁহার ক্ষমতাক্রমে, যে সকল কার্য্যকারক কি চাকর ভারত-বর্ষে থাকিতে পান কি নিযুক্ত হন কি কর্ম্ম পান "মহারাণীর চাকর" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে ইতি।

"ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ।"

১৫ ধারা। "ভারতবর্ষ দেশ উত্তমরূপে শাসন করি-বার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎ-সরের ১০৬ অধ্যায়ের উক্ত আইনমতে, পুলুপিনাঙ্গ কি সিংহপুর কি মলাক্কা উপনিবেশছাড়া যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতীর প্রতি বর্ত্তিয়াছে কি পরে বর্ত্তিবে "ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ" শব্দে সেই সকল দেশ বুঝাইবে ইতি।

"ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।"

১৬ ধারা। "ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দে ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহে-বকে, কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব আপনঃ মন্ত্রিসভায় [illegible]ত না থাকিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত

সভাপতি সাহেবকে, কিম্বা মন্ত্রিসভা বা তিনি আইনমতে যে যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন, সেই সেই ক্ষমতা-সম্পর্কে কেবল ভারতবর্ষের [illegible] জেনরল সাহে-বকে বুঝাইবে ইতি।

"গবর্ণমেণ্ট।"

১৭ ধারা। যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা আইনমতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন স্থানে দেশ শাসনার্থ কর্ম্মের বিধান করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, "গবর্ণমেণ্ট" শব্দেতে তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে বুঝাইবে ইতি।

"প্রসিডেন্সী।"

১৮ ধারা। "প্রসিডেন্সী" শব্দে কোন রাজধানীর গবর্ণ-মেণ্টের শাসনাধীন দেশ বুঝাইবে ইতি।

"জজ।"

১৯ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে আপন আপন পদোপলক্ষে জজ নামে বলা যায়, "জজ" শব্দেতে কেবল সেই সেই ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে এমত নয়, দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় যাঁহারা আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারেন, কিম্বা আপীল না হইলে যে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হয় এমত নিষ্পত্তি করিতে পারেন, কিম্বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষদ্বারা [illegible] রাখা গেলে যে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হয় এমত নিষ্পত্তি করিতে পারেন তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে, ও যে ব্যক্তিশ্রেণী [illegible] নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তিশ্রেণীর [illegible] এক ব্যক্তিকেও বুঝাইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কালেক্টর সাহেব ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মত মোকদ্দমায় বিচারকর্ত্তার ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে তিনি জজ হন।

(খ) যে অপরাধের নালিশ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অর্থদণ্ড কি কারাদণ্ড করিবার ক্ষমতা থাকে, তাঁহার আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিলে কি না পারিলেও, তিনি সেই নালিশ লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে তিনিও জজ হন।

(গ) মান্দ্রাজ দেশের ১৮১৬ সালের ৭ আইনমতে যে পঞ্চায়ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, সেই পঞ্চায়তের অন্তর্গত কোন ব্যক্তি জজ হন।

(ঘ) যে অভিযোগ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কেবল অন্য আদালতের দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই অভিযোগ সম্পর্কে তিনি ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে জজ নহেন।

"আদালত।"

২০ ধারা। জজ সাহেব আইনমতে একলা বসিয়া বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, কিম্বা কএক জন জজ আইনমতে একত্র বসিয়া বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, তিনি কি তাঁহারা যে সময়ে বিচার করিতেছেন সেই সময়ে "আদালত" শব্দে তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে বুঝাইবে ইতি।

উদাহরণ।

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপন্ন পঞ্চায়ত মান্দ্রাজ দেশের ১৮১৬ সালের ৭ আইনমতে কর্ম্ম করিলে আদালত হন।

"রাজকীয় কার্য্যকারক।"

২১ ধারা। নিম্নলিখিত কোন এক বর্ণনার মধ্যে যে

ব্যক্তি আইসেন তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলা যায়। অর্থাৎ

প্রথম।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চিহ্নিত প্রত্যেক কার্য্য-কারক।

দ্বিতীয়।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যসম্পর্কীয় কি যুদ্ধ জাহাজসম্পর্কীয় পল্টন যে সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কি কোন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করে, সেই সময়ে ঐ ঐ পল্টনের সনদ প্রাপ্ত প্রত্যেক আফিসর।

তৃতীয়।—প্রত্যেক জন জজ।

চতুর্থ।—আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা কোন দলীল প্রস্তুত করা, কি যথার্থ বলিয়া তাহাতে দস্তখৎ করা কি তাহা রাখা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মায় লওয়া কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কি কোন শপথ করাণ, কি দোভাষির কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা, এই এই কর্ম্ম আদালতের কার্য্যকারক-স্বরূপ যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হয় তিনি, ও অন্য যে ব্যক্তি সেই সকল কর্ম্ম করণার্থে কোন আদালত হইতে বিশেষ ক্ষমতা পান সেই ব্যক্তি।

পঞ্চম।—জুরির অন্তর্গত যে প্রত্যেক ব্যক্তি, কিম্বা যে আসেসর, কি পঞ্চায়তের অন্তর্গত যে ব্যক্তি কোন আদা-লতের কি রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করেন তিনি।

ষষ্ঠ।—সালিসের প্রত্যেক জন, কিম্বা কোন আদালত কি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন রাজকীয় কর্তৃপক্ষ অন্য যে

ব্যক্তির প্রতি কোন মোকর্দ্দমা কি বিষয় নিষ্পত্তি করিবার কি রিপোর্ট করিবার জন্যে অর্পণ করেন তিনি।

সপ্তম।—যে কোন ব্যক্তি কোন পদে থাকা প্রযুক্ত কোন লোককে কয়েদ করিতে কি কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই পদস্থ ব্যক্তি।

অষ্টম।—অপরাধ নিবারণ করা, কি অপরাধের সন্ধান জানান, কি অপরাধিদিগকে বিচারার্থে উপস্থিতকরা, কি সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্য কি নিরাপদ কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকস্বরূপে যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, সেই ব্যক্তি।

নবম।—কার্য্যকারকস্বরূপে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া, কি গ্রহণ করা, কি রাখা, কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরিপী কর্ম্ম করা, কি টাক্স ধার্য্য করা, কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ সম্পর্কীয় কোন দলিল প্রস্তুত করা, কি যথার্থ বলিয়া তাহাতে দস্তখৎ করা কি তাহা রাখা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ রক্ষার জন্য কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা, এই এই কর্ম্ম যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য সেই ব্যক্তি, এবং যে প্রত্যেক কার্য্যকারক রাজকীয় কোন কর্ম্ম করিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে থাকেন কি বেতনভোগী হন, কি ফী কি কমিশ্যনদ্বারা পারিশ্রমিক অর্থাৎ মেহনতানা পান সেই ব্যক্তি।

দশম।—কার্য্যকারকস্বরূপে কোন গ্রামের কি নগরের কি জিলার কোন সাধারণ লৌকিক কার্য্যের নিমিত্তে কোন সম্পত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা কি রাখা কি ব্যয় করা কি কোন স্থানের জরিপ করা কি টাক্স ধার্য্য করা কিম্বা রেট (অর্থাৎ কর) কি টাক্স আদায় করা, কিম্বা কোন গ্রামের কি নগরের কি জিলার লোকদের স্বত্ব নিরূপণের কোন দলীল করা কি যথার্থ বলিয়া তাহাতে দস্তখৎ করা কি তাহা রাখা যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হয় সেই ব্যক্তি।

উদাহরণ।

মুনিসিপল কমিশনর রাজকীয় কার্য্যকারক হন।

১ ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হউন বা নাই হউন, তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক।

২ ব্যাখ্যা।—"রাজকীয় কার্য্যকারক" এই শব্দ প্রয়োগ হইলে, যে ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের পদে থাকেন তাঁহাকেই বুঝাইবে। তাঁহার সেই পদে থাকার অধিকার বিষয়ে আইনমতে কোন প্রকারের দোষ ঘটনা হইলেও বুঝাইবে।

"অস্থাবর সম্পত্তি।"

২২ ধারা। "অস্থাবর সম্পত্তি" এই শব্দে ভূমি ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য ও ভূমিসংলগ্ন দ্রব্যেতে চিরবদ্ধ কোন দ্রব্য ছাড়া, অস্থাবর প্রত্যেক প্রকারের বিষয় গণ্য করা অভিপ্রেত ইতি।

"অন্যায্য লাভ।"

২৩ ধারা। "অন্যায্য লাভ" এইটী আইনমতে যাহার যে সম্পত্তি পাইবার অধিকার নাই, বেআইনী কার্য্যদ্বারা ঐ ব্যক্তির তাহা প্রাপ্ত হওয়াই "অন্যায্য লাভ" হয়।

"অন্যায্য ক্ষতি।"

আইনমতে যাহার যে সম্পত্তিতে অধিকার থাকে, অন্যের বেআইনী কার্য্যদ্বারা তাহার সেই সম্পত্তির ক্ষতি হইলে, তাহাই "অন্যায্য ক্ষতি" হয়।

দ্রব্য অন্যায়মতে রাখিলে তাহাও অন্যায্য লাভের মধ্যে। দ্রব্য অন্যায়মতে প্রতিরোধ করিলে তাহা অন্যায্য ক্ষতি হইবার কথা।

কেহ অন্যায়মতে কোন বস্তু পাইলে যেমন তাহার অন্যায্য লাভ হয়, তেমনি সেই বস্তু অন্যায়মতে রাখিলে তাহাও অন্যায্য লাভ বলা যায়। কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার কোন বস্তু অন্যায়মতে হরণ করা গেলে যেমন তাহার অন্যায্য ক্ষতি হয়, তেমনি নিজ বস্তুতে তাহার অন্যায়মতে বঞ্চিত হওয়াও অন্যায্য ক্ষতি বলা যায় ইতি।

"কুটিলভাবে।"

২৪ ধারা। কোন লোক এক ব্যক্তির অন্যায্য লাভ, কিম্বা অন্য ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করিলে, সে ঐ কর্ম্ম "কুটিলভাবে" করে বলা যায় ইতি।

"প্রতারণাক্রমে"

২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের দ্রব্য লইবার অভিপ্রায়ে

প্রতারণা করিয়া কোন কার্য্য করিলে, সে "প্রতারণাক্রমে" ঐ কার্য্য করে বলা যায়, নতুবা নয় ইতি।

"বিশ্বাস করিবার হেতু।"

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির কোন কথায় বিশ্বাস করিবার প্রচুর হেতু থাকিলে তাহার সেই কথায় "বিশ্বাস করিবার হেতু" আছে বলা যায়, নতুবা নয় ইতি।

স্ত্রীর কি কেরাণীর কি চাকরের হাতে থাকা সম্পত্তির কথা।

২৭ ধারা। কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নিজেরই নিমিত্তে স্ত্রীর কি কেরাণীর কি চাকরের হাতে থাকিলে, এই আইনের অর্থমতে সেই সম্পত্তি ঐ ব্যক্তিরই হাতে আছে।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি অল্পকালের নিমিত্ত কিম্বা বিশেষ কারণে কেরাণী কি চাকরস্বরূপে নিযুক্ত হইলে, সেও এই ধারার অর্থানুসারে কেরাণী কি চাকর ইতি।

"কৃত্রিম করণ।"

২৮ ধারা। কোন ব্যক্তি এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের অনুরূপ করণদ্বারা বঞ্চনা করিবার মনস্থ করিয়া কিম্বা তদ্দারা বঞ্চনা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের অনুরূপ করিলে, সেই ব্যক্তি "কৃত্রিম করে" বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—উক্ত দুই দ্রব্য ঠিক সমান না হইলেও কৃত্রিম করণ দোষ হইতে পারে ইতি।

"দলীল।"

২৯ ধারা। কোন বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে, অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্নদ্বারা কিম্বা ইহার মধ্যে কোন উপায়ে, ঐ বিষয় কোন দ্রব্যের উপর ব্যক্ত কি বর্ণিত

হইলে, কিম্বা তাহা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইতে পারিলে, "দলীল" শব্দে সেই ব্যক্ত কি বর্ণিত বিষয় বুঝায়।

১ ব্যাখ্যা।—ঐ অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্ন যে কোন যন্ত্রদ্বারা কি যে কোন বস্তুর উপর করা যাউক, ও সেই প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলে কি না থাকিলেও, কি তাহা আদালতে ব্যবহার হইতে পারিলে কি না পারিলেও "দলীল" বলা যায়।

উদাহরণ।

যে লিপিতে কোন চুক্তির নিয়ম প্রকাশ হইয়া ঐ চুক্তির প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে, তাহা দলীল।

কোন বণিকের নামে যে বরাৎচিঠী দেওয়া যায় তাহা দলীল।

মোখ্‌তারনামা দলীল।

ম্যাপ কি নক্‌শা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় থাকিলে কি প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইতে পারিলে তাহাও দলীল।

যে লিপিতে কর্ম্ম করিবার আদেশ কি উপদেশ থাকে তাহা দলীল।

২ ব্যাখ্যা। মহাজনদের কি অন্য ব্যক্তিদের দাঁড়ামতে কোন অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্ন দ্বারা যে ভাব বুঝায়, সেই ভাব স্পষ্ট প্রকাশ না হইলেও, এই ধারার তাৎপর্য্যানুসারে সেই অক্ষরে কি অঙ্কে কি চিহ্নে সেই ভাব ব্যক্ত হইল, এমত জানিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে হুণ্ডী করা গেলে, আনন্দ ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দেয়। মহাজনী দাঁড়ামতে ঐ নাম লেখার অভিপ্রায় এই যে, ঐ হুণ্ডী যাহার হাতে থাকে তাহাকে টাকা দিতে হইবে। পৃষ্ঠের সেই লিখনটি দলীল হয়। আর "এই হুণ্ডী যাহার হাতে আছে তাহাকে

টাকা দিবে" আনন্দ এই কথা কিম্বা এই অর্থের কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলে তাহার যে অর্থ হইত, কেবল আনন্দের নাম লেখা থাকাতেই সেই অর্থ বুঝাইবে।

"মূল্যবান নিদর্শনপত্র।"

৩০ ধারা। যে দলীলক্রমে আইনমত কোন স্বত্ব সৃষ্ট কি বিস্তারিত হয়, কি হস্তান্তর কি সঙ্কোচ কি লোপ কি ত্যাগ করা যায়, কিম্বা কোন ব্যক্তি আইনমত দায়ে বদ্ধ আছে, কি আইনমতে তাহার বিশেষ স্বত্ব নাই, এই কথা যে দলীলক্রমে স্বীকার করা যায়, সেই দলীল কিম্বা তদ্রূপ দলীল বলিয়া যে পত্র ব্যক্ত হয় তাহাই "মূল্যবান নিদর্শনপত্র" ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন হুণ্ডীর পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দেয়। সেই লিখনের ফল এই যে, ঐ হুণ্ডী আইনমতে যে ব্যক্তির হাতে আইসে ঐ হুণ্ডীতে তাহার স্বত্ব জন্মায়। অতএব সেই পৃষ্ঠলিপি "মূল্যবান নিদর্শন পত্র।"

"উইল।"

৩১ ধারা। কোন ব্যক্তির মরণোত্তরে তাহার সম্পত্তি প্রভৃতি লইয়া যাহা করিতে হইবে, "উইল" শব্দে এই বিষয়ে তাহার ইষ্ট প্রকাশক দলীল বুঝায় ইতি।

কোন শব্দে ক্রিয়ার উল্লেখ হইলে সেই শব্দের মধ্যে বেআইনী-মতে ঐ ক্রিয়া না করণও ধরিবার কথা।

৩২ ধারা। এই আইনের সর্ব্বস্থলে যে যে শব্দে কোন কার্য্যের উল্লেখ হয়, পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ না হইলে, বেআইনীমতে ঐ কর্ম্মের ত্রুটির প্রতিও ঐ শব্দ বর্ত্তে ইতি।

"ক্রিয়া" "ত্রুটি।"

৩৩ ধারা। "ক্রিয়া" এই শব্দেতে যেমন একি ক্রিয়া বুঝায় তেমনি ক্রিয়া শ্রেণীও বুঝায়। আর "ত্রুটি" এই শব্দেতে যেমন একবার ত্রুটি তেমনি ত্রুটি শ্রেণীও বুঝায় ইতি।

অনেকের সাধারণ মানস সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের কৃত কর্ম্মের দায়ের কথা।

৩৪ ধারা। অনেক লোক আপনাদের সাধারণ মানস সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অপরাধ করিলে, তাহারা একে একে সেই কর্ম্ম করিলে যেমন দায়ী হইত, তাহাদের প্রত্যেক জন তদ্রূপেই দায়ী হইবে ইতি।

উক্ত ক্রিয়া অপরাধ জ্ঞানে কি অপরাধভাবে করা যাওয়াতে অপরাধ হইলে তাহার কথা।

৩৫ ধারা। কোন ক্রিয়া অপরাধের জ্ঞান কি অপরাধের ভাবভিন্ন করা গেলে যদি অপরাধ না হয়, তবে বহু লোক মিলিত হইয়া সেই ক্রিয়া করিলে, তাহাদের যত জন তদ্রূপ জ্ঞানে কি তদ্রূপ অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়াতে লিপ্ত থাকে, তত জন একে একে সেই জ্ঞানে কি অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া করিলে যদ্রূপে দায়ী হইত, সেই ক্রিয়ার নিমিত্তে তদ্রূপেই দায়ী হইবে ইতি।

অংশতঃ ক্রিয়া করণদ্বারা ও অংশতঃ ত্রুটি দ্বারা যে ফল হয় তাহার কথা।

৩৬ ধারা। কোন ক্রিয়া করণদ্বারা কিম্বা কার্য্যের ত্রুটি দ্বারা কোন বিশেষ ফল উৎপন্ন করাই, কিম্বা সেই ফল

জন্মাইবার উদ্যোগ করাই অপরাধ হইলে, অংশতঃ ক্রিয়া করণদ্বারা, অংশতঃ কার্য্যের ত্রুটি দ্বারা সেই ফল উৎপন্ন করা একি অপরাধ বলিয়া জানিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বে আইনীমতে যদুকে একে আহার দিতে ত্রুটি করিয়া আবার প্রহার করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে মারিয়া ফেলে। আনন্দ জ্ঞান কৃত বধ করিয়াছে।

বহু ক্রিয়াতে এক অপরাধ হইলে তাহার মধ্যে কোন এক ক্রিয়া করিয়া সহকারী হইবার কথা।

৩৭ ধারা। অনেক ক্রিয়ার দ্বারা একি অপরাধ হইলে, কোন ব্যক্তি একক কি অন্য কোন লোকের সহিত ঐ সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন এক ক্রিয়া করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ অপরাধের সহকারী হইলে, সে ঐ অপরাধ করে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম পৃথকরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যদুকে অল্প করিয়া বিষ খাওয়াইয়া বধ করিতে পরামর্শ করে। সেই পরামর্শতে আনন্দ ও বলরাম যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে বিষ খাওয়ায়। সেই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিষ খাওয়াব প্রযুক্ত যদু মরিয়া যায়। এই স্থলে আনন্দ ও বলরাম ইচ্ছাপূর্ব্বক বধ অপরাধের সহকারিতা করে। ও যাহাতে যদুর মৃত্যু হইল প্রত্যেক জন এমত ক্রিয়া করিল, অতএব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া করিলেও দুই জনই ঐ অপরাধের অপরাধী।

(খ) আনন্দ ও বলরাম দুই জন একি জেলের রক্ষক। এবং যদু নামে কয়েদী ছয় ছয় ঘণ্টা করিয়া তাহাদের জিম্মায় থাকে। আনন্দ ও বলরাম যদুকে মারিয়া ফেলিতে চাহে। ইহাতে যদুর আহারের জন্যে যে দ্রব্য দেওয়া যায় তাহারা বে আইনীমতে আপন আপন কর্ম্মের পালার

সময়ে যদুকে তাহা দিতে ক্রটি করিয়া, জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে মারিয়া ফেলিবার সহকারিতা করে। যদু অনাহারে মরিয়া যায়। ইহাতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনে যদুকে বধ করিবার অপরাধী।

(গ). আনন্দ জেলরক্ষক। যদু নামে কয়েদী তাহার জিম্মায় থাকে। আনন্দ বেআইনীমতে যদুকে মারিয়া ফেলিবার মানসে তাহাকে আহার দিতে ক্রটি করে। ইহাতে যদু অত্যন্ত কাহিল হইয়া যায়, কিন্তু সেই অনাহারে তাহার মৃত্যু হইল না। আনন্দ কর্ম্মচ্যুত হয়, ও বলরাম তাহার কর্ম্ম পায়। বলরাম আনন্দের সঙ্গে যোগ না করিয়া, ও তাহার সহকারী না হইয়া, যদুকে আহার না দিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারিবে জানিয়া, আহার দিতে বেআইনীমতে ক্রটি করে। যদু অনাহারে মরিয়া যায়। ইহাতে বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী। কিন্তু আনন্দ বলরামের সহকারী না হওয়াতে কেবল বধ করিতে উদ্যোগ করিবার দোষী হয়।

অনেক ব্যক্তি এক অপরাধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের দোষী হইতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। অনেক ব্যক্তি একি অপরাধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলে কি তাহাতে লিপ্ত থাকিলে, তাহারা ঐ কার্য্যদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অপরাধী হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

যদু আনন্দের অতিশয় রাগজনক এমত কর্ম্ম করিল যে তদ্বিবেচনায় আনন্দ তাহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও তাহার জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ না হইয়া, কেবল অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধ হয়। উক্ত যদুর প্রতি বলরামের দ্বেষ আছে, কিন্তু তাহার রাগ জন্মাইবার কোন ব্যাপার ঘটে নাই; তথাপি বলরাম যদুকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে যদুর বধ করণ কার্য্যে আনন্দের সাহায্য করে। এই স্থলে আনন্দ ও বলরাম দুই জনই যদুকে বধ করিবার কার্য্যে

লিপ্ত থাকিলেও, বলরাম [illegible] আনন্দ কেবল অপরাধযুক্ত [illegible] অপরাধী হয়।

"ইচ্ছাপূর্ব্বক।"

৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে কোন ফল জন্মাইবার মনস্থ করিয়া, কিম্বা যে সময়ে সেই উপায়মতে কর্ম্ম করে সেই সময়ে সেই উপায়ে সেই ফল সম্ভাবনা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, ঐ ফল জন্মাইলে, সেই ব্যক্তি "ইচ্ছাপূর্ব্বক" ঐ ফল জন্মাইয়াছে, ইহা বলা যাইবে ইতি।

উদাহরণ।

সহজে ডাকাইতী হইবার নিমিত্তে আনন্দ বৃহৎ কোন নগরে রাত্রি-কালে কোন লোকের বাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়, তাহাতে এক জনের মৃত্যু হয়। আনন্দ কাহারও প্রাণ নষ্ট করিতে মনস্থ করে নাই, বরং সেই ক্রিয়াতে একজন মরিয়াছে বলিয়া তাহার শোকও হইতে পারে, তথাপি সেই কর্ম্ম করিলে প্রাণনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ইহা জানিলে, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক এক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

"অপরাধ।"

৪০ ধারা। এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে যে অধ্যায়ের ও যে যে ধারার উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন সকল ধারার, এই আইনমতে যে কার্য্যের দণ্ড হইতে পারে "অপরাধ" শব্দে সেই কার্য্য জানিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ও ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫ ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯, ও ৪৪৫ ধারার এই আইনমতে অথবা নিম্নভাগে বিশেষ

কিম্বা স্থানীয় আইন বলিয়া যে আইনের নির্দেশ হইয়াছে সেই আইনমতে যে কার্য্যের দণ্ড হইতে পারে "অপরাধ" শব্দে সেই কার্য্য জানিতে হইবে।

বিশেষ কিম্বা স্থানীয় আইনক্রমে যে কার্য্যের দণ্ড হইতে পারে, সেই আইনক্রমে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত অর্থদণ্ডসহিত কিম্বা তদ্ভিন্ন ছয় মাস কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে, ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬, ও ৪৪১ ধারাতেও "অপরাধ" শব্দের ঐ অর্থ ধরিতে হইবে ইতি।

"বিশেষ আইন।"

৪১ ধারা। যে আইন কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি খাটে তাহাকে "বিশেষ আইন" বলা যায় ইতি।

"স্থানীয় আইন।"

৪২ ধারা। যে আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কেবল বিশেষ অংশে খাটে তাহাকে "স্থানীয় আইন" বলা যায় ইতি।

"বেআইনী।" "আইনমতে করিতে বদ্ধ।"

৪৩ ধারা। যে বিষয় অপরাধ হয়, কি আইনে যাহা নিষিদ্ধ হইল, কিম্বা যে ক্রিয়াহেতু দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে "বেআইনী" শব্দ তাহার প্রতি খাটিতে পারে। কোন ব্যক্তির যে কার্য্যের ত্রুটি করা আইনবিরুদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি "আইনমতে সেই কর্ম্ম করিতে বদ্ধ" আছে এমত বলা যায় ইতি।

"হানি।"

৪৪ ধারা। বেআইনীমতে শরীর কি মন কি সুখ্যাতি

কি সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যে অপকার করা যায় "হানি" শব্দে সেই অপকার জানিতে হইবে ইতি।

"প্রাণ।"

৪৫ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, "প্রাণ" শব্দে মনুষ্যের প্রাণ বুঝাইবে ইতি।

"মৃত্যু।"

৪৬ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, "মৃত্যু" শব্দে মনুষ্যের মৃত্যু বুঝাইবে ইতি।

৪৭ ধারা। "জীবজন্তু" শব্দে মনুষ্যভিন্ন জীবকে বুঝাইবে ইতি।

"নৌকাদি।"

৪৮ ধারা। মনুষ্য কি সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার জন্যে যে যানাদি প্রস্তুত করা যায় "নৌকাদি" শব্দে তাহাই বুঝাইবে ইতি।

"বৎসর।" "মাস।"

৪৯ ধারা। "বৎসর" "মাস" এই দুই শব্দ যে কোন স্থানে প্রয়োগ হয়, সেই স্থানে ইঙ্গরেজী পঞ্জিকামত বৎসর ও মাস বুঝিতে হইবে ইতি।

"ধারা।"

৫০ ধারা। এই আইনের নানা অধ্যায়ের যে যে পদের আরম্ভে অঙ্ক থাকে "ধারা" শব্দে সেই সেই পদ বুঝাইবে ইতি

"শপথ।"

৫১ ধারা। আইনমতে শপথের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মতঃ যে

প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে, ও আদালতের মধ্যে কি বাহিরে রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে, কি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবার জন্যে, আইনমতে যে প্রতিজ্ঞা করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি থাকে, "শপথ" শব্দের মধ্যে তাহাও গণ্য ইতি।

"সরলভাবে।"

৫২ ধারা। উপযুক্তমতে মনোযোগ কি অবধান না করিয়া যে কার্য্য করা যায় কি যে বিষয়ে বিশ্বাস হয়, তাহা সরলভাবে করা গেল কি তাহাতে সরলভাবে বিশ্বাস হইল, এরূপ বলা যাইতে পারে না ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের বিধান।

দণ্ডের কথা।

৫৩ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধিদের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারিবে।

প্রথম। প্রাণদণ্ড।

দ্বিতীয়। দ্বীপান্তরে প্রেরণ দণ্ড।

তৃতীয়। [illegible] পরিশ্রম।

চতুর্থ। কারাদণ্ড। এই দণ্ড দুই প্রকারের,

(১) কঠোর অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম সহিত।

(২) সামান্য অর্থাৎ বিনাপরিশ্রমে।

পঞ্চম। সম্পত্তিদণ্ড।

ষষ্ঠ। অর্থদণ্ড।

১৮৬৪ সালের ৬ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল সাহেবের প্রণীত এই আইন

[১৮৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল।]

কোন কোন স্থলে কশাঘাত দণ্ড করণের অনুমতি দিবার আইন।

হেতুবাদ।

কোন কোন স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের বিধানমতে অপরাধিদিগকে কশাঘাত দণ্ডভোগের যোগ্য করা বিহিত, এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

দণ্ডবিধির আইনের ৫৩ ধারায় যে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে কশাঘাত দণ্ড ধরিবার কথা।

১ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৫৩ ধারায় যে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদতিরিক্ত ঐ আইনের বিধানমতে অপরাধিদের কশাঘাত দণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

দণ্ডবিধির আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যে যে অপরাধের জন্যে কশাঘাত দণ্ড হইতে পারে তাহার কথা।

২ ধারা। কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করিলে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে তাহার যে দণ্ড হইতে পারে, তৎপরিবর্ত্তে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে। অর্থাৎ,

কথা।

প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের কথা।

৫৪ ধারা। যে যে স্থলে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সেই স্থলে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা যে স্থানে অপরাধির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে সেই স্থানের গবর্ণমেণ্ট, অপরাধির সম্মতি বিনা সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে এই আইনের বিধানমত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

১। উক্ত আইনের ৩৭৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, চৌর্য্য অপরাধ।

২। উক্ত আইনের ৩৮০ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চুরী করণাপরাধ।

৩। উক্ত আইনের ৩৮১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কেরাণীর কি চাকরের চৌর্য্যাপরাধ।

৪। উক্ত আইনের ৩৮২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, প্রাণনষ্ট করিবার কি পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করণের পর চৌর্য্যাপরাধ।

৫। উক্ত আইনের ৩৮৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণাপরাধ।

৬। উক্ত আইনের ৫৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, অপহরণ করণাভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করণের ভয় জন্মাওনরূপ অপরাধ।

৭। উক্ত আইনের ৪১১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, চোরা দ্রব্য কুটিলভাবে গ্রহণাপরাধ।

৮। উক্ত আইনের ৪১২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, ডাকাইতী

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের কথা।

৫৫ ধারা। যে যে স্থলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডেরআজ্ঞা হয় সেই সেই স্থলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা যে স্থানে অপরাধির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে সেই স্থানের গবর্ণমেণ্ট, অপরাধির সম্মতিবিনা, সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে চৌদ্দ বৎসরের অনধিককাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

করণ সময়ে যে দ্রব্য চুরি করা যায় তাহা কুটিলভাবে গ্রহণাপরাধ।

৯। এই ধারামতে যে অপরাধহেতুক কশাঘাত দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ করণাভিপ্রায়ে, উক্ত আইনের ৪৪৩ ও ৪৪৫ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, লুক্কায়িত-রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পর-গৃহে প্রবেশ করণাপরাধ।

১০। এই ধারামতে যে অপরাধহেতুক কশাঘাত দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ করণাভিপ্রায়ে, উক্ত আই-নের ৪৪৪ ও ৪৪৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, রাত্রিকালে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি রাত্রি-কালে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করণাপরাধ ইতি।

ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত কোন অপরাধ দ্বিতীয়বার নির্ণয় হইলে অন্য দণ্ডের সহিত কশাঘাত হইবার কথা।

৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের মধ্যে কোন ব্যক্তির কোন এক অপরাধ নির্ণয় হইলে পর, যদি

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড না হইয়া, দণ্ডরূপ পরিশ্রমের আজ্ঞা হইবার কথা।

৫৬ ধারা। এই আইনমতে যে অপরাধের জন্যে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে, ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় কোন লোকের এমত অপরাধ নির্ণয় হইলে, আদালত ১৮৫৫ সালের ২৪ আইনের বিধান মতে অপরাধির দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা না করিয়া তাহার দণ্ডরূপ পরিশ্রমের আজ্ঞা করিবেন।

সেই ব্যক্তির পুনশ্চ সেই অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে তাহার সেই অপরাধের নিমিত্ত অন্য যে দণ্ড হইতে পারে তৎপরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

যে যে অপরাধ দ্বিতীয়বার নির্ণয় হইলে অন্য দণ্ডের অতিরিক্ত কশাঘাত হইতে পারে তাহার কথা।

৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার পুনশ্চ সেই অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে তাহার অন্য যে দণ্ড হইতে পারে, তদতিরিক্ত তাহার কশাঘাতও হইতে পারিবে, বিশেষতঃ

১। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারানুসারে যাহাতে দণ্ড হইতে পারে, এমতে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণাপরাধ।

২। উক্ত আইনের ১৯৪ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কোন ব্যক্তির

যাবজ্জীবনের নিমিত্ত না হইয়া দশ বৎসরের অধিককাল ঐ দণ্ডভোগের আজ্ঞা হইলে উপবিধি।

পরন্তু ঐ আইন না থাকিলে যদি ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় অপরাধির যাবজ্জীবন না হইয়া দশ বৎসরের অধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হইতে পারিত, তবে আদালত, যাবজ্জীবন না হইয়া ছয় বৎসরের অধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ ব্যক্তির দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

দণ্ডভোগ করিবার মিয়াদের অংশের কথা।

৫৭ ধারা। দণ্ডের মিয়াদের ভগ্নাংশের হিসাব করিতে হইলে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, বিশ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণের তুল্য বলিয়া গণ্য হইবে ইতি।

প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ নির্ণয় হয় এই অভিপ্রায়ে, মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণাপরাধ।

৩। উক্ত আইনের ১৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কোন ব্যক্তির দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাবদ্ধ হওনের যোগ্য অপরাধ নির্ণয় হয় এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণাপরাধ।

৪। উক্ত আইনের ২১১ ও ৩৭৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক অভিগমন করণের মিথ্যা অভিযোগ করণাপরাধ।

৫। উক্ত আইনের ৩৫৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কোন স্ত্রীর লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে তাহার

যে অপরাধিদের দ্বীপান্তরে প্রেরণের আজ্ঞা হয়, তাহাদিগকে যত কাল দ্বীপান্তরে না পাঠান যায় তত কাল তাহাদিগকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৮ ধারা। দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, অপরাধিকে যতকাল দ্বীপান্তরে পাঠান না যায়, ততকাল তাহাকে লইয়া কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ডের আজ্ঞা হওয়ার মত কার্য্য হইবে, ও যতকাল কয়েদ থাকে তত কাল তাহার দ্বীপান্তরে প্রেরণের দণ্ড ভোগ হইতেছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

প্রতি আক্রমণ কি অপরাধভাবে বল প্রকাশ করণাপরাধ।

৬। উক্ত আইনের ৩৭৫ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, বলাৎকার করণাপরাধ।

৭। উক্ত আইনের ৩৭৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ।

৮। উক্ত আইনের ৩৯০ ও ৩৯১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, দস্যুতা কি ডাকাইতী করণাপরাধ।

৯। উক্ত আইনের ৩৯৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, দস্যুতা করণের উদ্যোগ করণাপরাধ।

১০। উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, দস্যুতা করণকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওনাপরাধ।

১১। উক্ত আইনের ৪১৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, চোরাদ্রব্য নিয়ত গ্রহণ ও তাহা লইয়া ব্যবসায় করণাপরাধ।

যে যে স্থলে কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা হইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৯ ধারা। অপরাধির সাত বৎসর কি তাহার অধিক কাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারিলে, যে আদালত ঐ অপরাধির দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত কারাদণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া, সাত বৎসরের অন্যূন ও এই আইনমতে ঐ অপরাধির যত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অনধিক কাল, অপরাধির দ্বীপান্তরে প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

১২। উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কৃত্রিম করণাপরাধ।

১৩। উক্ত আইনের ৪৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, দলীল কৃত্রিম করণাপরাধ।

১৪। উক্ত আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, দলীল কৃত্রিম করণাপরাধ।

১৫। উক্ত আইনের ৪৬৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে কৃত্রিম করণাপরাধ।

১৬। উক্ত আইনের ৪৬৯ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার জন্যে কৃত্রিম করণাপরাধ।

১৭। এই ধারামতে যে অপরাধের নিমিত্ত কশাঘাত হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ করণাভিপ্রায়ে, উক্ত আইনের ৪৪৩ ও ৪৪৫ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করণাপরাধ।

কোন কোন স্থলে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই সম্পূর্ণ দণ্ড কি তাহার একাংশ কঠোর কি সামান্য হইতে পারিবার কথা।

৬০ ধারা। অপরাধির কারাদণ্ড কোন এক প্রকারের হইতে পারিলে, যে আদালত ঐ অপরাধির দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত ঐ কারাদণ্ড কেবল কঠিন পরিশ্রমসহিত, কিম্বা বিনা পরিশ্রমে, কিম্বা একাংশ কঠিন পরিশ্রমসহিত, অন্য অংশ বিনা পরিশ্রমে হইবে, দণ্ডাজ্ঞাপত্রের মধ্যে এই আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

১৮। এই ধারামতে যে অপরাধের নিমিত্ত কশাঘাত দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ করণাভিপ্রায়ে, উক্ত আইনের ৪৪৪ ও ৪৪৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে, রাত্রিকালে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করণাপরাধ ইতি।

যে অপরাধের প্রাণদণ্ড নাই যুবা ব্যক্তি এমত অপরাধ করিলে তাহার কশাঘাত হইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা। যদি যুবা অপরাধি ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধভিন্ন কোন অপরাধ করে, তবে তাহার সেই অপরাধ প্রথমবার কি আর কএকবার হইলেও, উক্ত আইনমতে সেই অপরাধহেতুক যে দণ্ড হইতে পারে, তৎপরিবর্ত্তে তাহার কশাঘাত হইতে পারিবে ইতি।

সম্পত্তি দণ্ড হওয়ার আজ্ঞার কথা।

৬১ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে সকল সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় হইলে, আজ্ঞামতে যাবৎ তাহার সমস্ত দণ্ড ভোগ না হয়, কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদায় যাবৎ ভোগ না হয়, কিম্বা যাবৎ তাহাকে ক্ষমা না করা যায়, তাবৎ ঐ অপরাধী কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না, যাহা পাইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে ইতি।

সীমান্ত জিলায় কি বন্য প্রদেশে ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ হেতুক যে যে স্থলে কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে তাহার কথা।

৬ ধারা। স্থানবিশেষের কোন গবর্ণমেণ্ট যৎকালে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশপূর্ব্বক আজ্ঞা করেন যে, এই ধারার বিধান সেই স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশের সীমান্ত কোন জিলায় কি কোন বন্য প্রদেশে প্রবল হইবে, তৎকালাবধি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইলে পর উক্ত জিলার কি প্রদেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করে, সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন অনুসারে অন্য যে দণ্ডের যোগ্য হয়, তৎপরিবর্ত্তে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

স্ত্রীলোকের মুক্ত হওনের কথা।

৭ ধারা। কোন স্ত্রীর কশাঘাত দণ্ড হইবে না। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরি-

উদাহরণ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আনন্দের যুদ্ধ করিবার অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারিবে। সেই দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর, ও সেই আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, আনন্দের পিতা ভূমিসম্পত্তি রাখিয়া মরে। ঐ দণ্ডাজ্ঞা না হইলে ভূমিসম্পত্তিতে আনন্দের অধিকার হইত, কিন্তু ঐ দণ্ডপ্রযুক্ত উক্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হইবে।

যে অপরাধিদের প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহাদের সম্পত্তি দণ্ড হওয়ার কথা।

৬২ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে দণ্ড হইবে, আদালত এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও যে অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর প্রেরণ করা যাইবে, কিম্বা তাহার সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের

শ্রমকরণ কিম্বা পাঁচ বৎসরের অধিককাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহার কশাঘাত দণ্ড হইবে না ইতি।

গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিম্নশ্রেণীর কোন কর্ম্মকারকের কশাঘাতের আজ্ঞা করিতে না পারিবার কথা।

৮ ধারা। অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অধীন পদের কোন কর্ম্মকারক, স্পষ্টরূপে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট-হইতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা না পাইলে, কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না ইতি।

আজ্ঞা হইবে, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাহার দ্বীপান্তরে থাকার কি কয়েদ থাকার কালপর্যান্ত গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তির উৎপন্ন খাজনা ও লাভ হইতে তাহার পরিবারের ও পোষ্য ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন এমত নিয়মের অধীনে, ঐ সমুদয় খাজনা ও উপস্বত্ব গবর্ণমেণ্টে দণ্ড হইবে, আদালত এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

যত টাকা দণ্ড হয় তাহার কথা।

৬৩ ধারা। যত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারে ইহা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, অপরাধী যে অর্থদণ্ডের যোগ্য তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু অতিরিক্ত না হয় ইতি।

কারাদণ্ডের অতিরিক্ত কশাঘাতের আজ্ঞা হইলে যে সময়ে ঐ দণ্ড ভোগ হইবে তাহার কথা।

৯ ধারা। উপরিস্থ আদালতের দ্বারা যে আদালতের দণ্ডাজ্ঞার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে, এমত আদালত কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের অতিরিক্ত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, ঐ দণ্ডাজ্ঞা হইবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে, কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল করা যায়, তবে উপরিস্থ আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে, ঐ কশাঘাত হইবে না। কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলেই, কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে, তবে আদালতের যে আজ্ঞাক্রমে সেই দণ্ডের আদেশ স্থিরতর করা যায় সেই

দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে কারাদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৬৪ ধারা। অপরাধির অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে আদালত ঐ অপরাধির ঐ দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞাপত্রে এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে, দণ্ডের টাকা না দিলে নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত অপরাধির কারাদণ্ড হইবে। অর্থ দণ্ডের সহিত কারাদণ্ডেরও আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, কিম্বা অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে কারাদণ্ড হইতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে ইতি।

আজ্ঞা পঞ্চদশ দিনের মধ্যে না পাওয়া গেলে, সেই আজ্ঞা প্রাপণ কালেই ঐ কশাঘাত দণ্ড হইবে ইতি।

দণ্ডকরণের নিয়মের কথা।

১০ ধারা। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যদ্দ্বারা যে রূপে ও শরীরের যে স্থানে আঘাত হইবার আদেশ করেন, তদ্দ্বারা তদনুসারে ঐ দণ্ড সাধন হইবে। যুবা অপরাধী হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘু বেত্রে আঘাত হইবে। যদি কোড়ার দ্বারা আঘাত হয়, তবে ১৫০ দেড় শত ঘার অধিক মারিতে হইবে না, যদি বেত্র দ্বারা হয় তবে ৩০ ত্রিশ ঘার অধিক নহে। শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের অথবা মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের, এবং চিকিৎসকের সাক্ষাতে ঐ দণ্ড সাধন করিতে হইবে। কিন্তু যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি আদেশ করিলে চিকিৎসক উপস্থিত না থাকিলেও দণ্ড সাধন হইতে পারিবে ইতি।

কোন অপরাধের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড উভয় হইতে পারিলে, অর্থদণ্ড না দেওয়াপ্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হয় তাহার মিয়াদের কথা।

৬৫ ধারা। কোন অপরাধের জন্যে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড এই উভয় হইতে পারিলে, যদি দণ্ডের টাকা না দেওয়াপ্রযুক্ত আদালত অপরাধির কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে ঐ অপরাধের জন্যে কারাদণ্ডের অত্যধিক যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে, অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে সেই কারাদণ্ডের মিয়াদ তাহার চতুর্থাংশপর্য্যন্ত হইতে পারিবে, অধিক নয় ইতি।

অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা। বারম্বার না হইবার কথা।

১১ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধির ঐ দণ্ড সহ্য হয়, চিকিৎসক সাহেব বর্ত্তমান থাকিলে যদি এইরূপ সার্টিফিকট দেন, কিম্বা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস সাহেব কি বর্ত্তমান অন্য কার্য্যকারক যদি এইরূপ বোধ করেন, তবে ঐ কশাঘাত দণ্ড হইবে, নতুবা নয়। আর কশাঘাত করণ সময়ে চিকিৎসক সাহেব যদি কহেন, কিম্বা যে কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি যদি বোধ করেন, যে ঐ অপরাধির শরীরগতিক বিবেচনায় তাহার অধিক কশাঘাত সহ্য হয় না, তবে ঐ দণ্ড স্থগিত হইবে। ঐ কশার যে কএক আঘাত হইবে তাহা একি সময়ে করিতে হইবে ইতি।

উক্ত ধারামতে ঐ দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের কোন

অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

৬৬ ধারা। অপরাধের নিমিত্তে অপরাধির (কঠোর কি সামান্য) যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত আদালত যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহাও সেই প্রকারের হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধির কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারিলে তাহা না দেওয়াতে
যে কারাদণ্ড হয় তাহার মিয়াদের কথা।

৬৭ ধারা। অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারিলে, তাহা না দেওয়াতে আদালত অপরাধির কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, এই হিসাবে কারাদণ্ড হইবে, অর্থাৎ অর্থদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে কারাদণ্ডের মিয়াদ দুই মাসের অধিক হইবে না। অর্থদণ্ড এক সত টাকার অধিক

অংশ সাধন হইতে না পারিলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি যতকাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন করিতে না পারেন অপরাধিকে ততকাল কয়েদ করিয়া রাখা যাইবে। ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনা মতে অপরাধির মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা সেই অপরাধের নিমিত্তে অপরাধির অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা হয়, তদতিরিক্ত কশাঘাতের পরিবর্তে তাহার অধিক কতক কাল কয়েদ থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের বিধানমতে অপরাধির যতকাল কারাদণ্ড হইতে পারে, কিম্বা উক্ত আদালত যতকাল কয়েদ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সর্বসুদ্ধ তাহার অধিক কাল কয়েদ হইবে না ইতি।

না হইলে কারাদণ্ডের মিয়াদ চারিমাসের অধিক হইবে না। অন্য কোন স্থলে ছয় মাসের অধিক হইবে না ইতি।

অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই কারাদণ্ড শেষ হইবার কথা।

৬৮ ধারা। দণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, ঐ টাকা দেওয়া গেলেই, কি আইনের প্রণালীমতে তাহা আদায় করা গেলেই, কারাদণ্ডের শেষ হইবে ইতি।

অর্থদণ্ডের উপযুক্ত অংশ দেওয়া গেলে কারাদণ্ডের শেষ হওয়ার নিয়মের কথা।

৬৯ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডের যে মিয়াদ ধার্য্য হয়, তাহা অতীত না হইতে হইতে যদি দণ্ডের কতক টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, ও অর্থ দণ্ডের পরিবর্ত্তে কারাদণ্ডের যত কাল গত হইয়াছে তাহা যদি বাকী টাকার সংখ্যা অনুসারে স্বল্প না হয়, তবে কারাদণ্ডের শেষ হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দের একশত টাকা দণ্ড দিবার আজ্ঞা হয়। না দেওয়াতে তাহার চারিমাস কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইল। এমত স্থলে সেই মিয়াদের এক মাস অতীত না হইতে হইতে ঐ দণ্ডের পঁচাত্তর টাকা দেওয়া গেলে কি আদায় করা গেলে, সেই এক মাস গত হইলেই আনন্দকে মুক্ত করা যাইবে। প্রথম মাস অতীত হইবার সময়েই, কি তৎপরে কয়েদ থাকার কোন সময়ে, পঁচাত্তর টাকা দেওয়া গেলে কি আদায় করা গেলে আনন্দকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করা যাইবে। ঐ মিয়াদের দুই মাস গত না হইলে, দণ্ডের পঞ্চাশ টাকা দেওয়া গেলে কি আদায় করা গেলে, দুই

মাস শেষ হইলেই আনন্দকে মুক্ত করা যাইবে। যদি ঐ দুই মাস গত হইবার সময়ে, কিম্বা তৎপরে কয়েদ থাকার কোন সময়ে, পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, তবে আনন্দকে সেই সময়েই মুক্ত করা যাইবে।

অর্থদণ্ডের টাকা ৬ বৎসরের মধ্যে কিম্বা কারাবদ্ধ থাকায় কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবার কথা।

অপরাধি মরিলেও তাহার সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা।

৭০ ধারা। অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার যে অংশ দিতে বাকী থাকে তাহা, দণ্ডাজ্ঞা হইবার পর ছয় বৎসরের মধ্য কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবে। সেই আজ্ঞামতে অপরাধির ছয় বৎসরের অধিককাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে, সেই কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবে। অপরাধী মরিলেও, মরণের পরে তাহার যে সম্পত্তি হইতে আইন মতে ঋণ শোধ করিবার টাকা আদায় হইতে পারে, সেই সম্পত্তি ঐ ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবে না ইতি।

অনেক অপরাধ সংযোগে যে অপরাধ হয় তাহার দণ্ডের সীমার কথা।

৭১ ধারা। যে ক্রিয়াতে অপরাধ হয়, তাহার যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকে, এবং তন্মধ্য কোন এক অংশও অপরাধ হয়, তবে উক্ত এক এক অংশের দণ্ড হইবার স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, অপরাধী তাহার সেই অপরাধ সমূহের মধ্যে একের অধিক অপরাধের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ লাঠি দ্বারা যদুকে পঞ্চাশ ঘা মারে। এই স্থলে ঐ সকল আঘাত মোটে ধরিয়া এবং তাহার মধ্যে এক এক আঘাতেও আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক যদুর পীড়া জন্মাইবার অপরাধ করিল। প্রত্যেক আঘাতের নিমিত্ত আনন্দের দণ্ড হইলে, এক এক আঘাতের এক এক বৎসর ধরিয়া তাহার পঞ্চাশ বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সে মোটে ঐ সমস্ত আঘাতের একিমাত্র দণ্ডের যোগ্য হয়।

(খ) কিন্তু আনন্দ যদুকে মারিতেছে, এমত সময়ে মধু তাহা বারণ করিতে আসাতে আনন্দ মধুকেও মারিলে, যে ক্রিয়াতে ইচ্ছা-পূর্ব্বক যদুর পীড়া জন্মান হয়, মধুকে ঐ এক আঘাত করা ঐ ক্রিয়ার একাংশ নয় বলিয়া, আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক যদুর পীড়া জন্মাইবাতে এক দণ্ডের যোগ্য হয়, মধুকে আঘাত করাতে আর এক দণ্ডের যোগ্য হয়।

অনেক অপরাধের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এক অপরাধের অপরাধি জানা গেলে কিন্তু সে কোন্ অপরাধ, বিচারে ইহার সন্দেহ প্রকাশ হইলে তাহার দণ্ডের কথা।

৭২ ধারা। বিচারে অনেক অপরাধ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ও কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু সে কোন্ অপরাধ করিল, ইহাতে সন্দেহ আছে, বিচারপত্রে এই কথা লেখা থাকিলে, যদি সেই সকল অপরাধের একি প্রকারের দণ্ডের বিধান না থাকে, তবে তন্মধ্য যে অপরাধের লঘুতর দণ্ড হয়, সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের দণ্ড পাইবে ইতি।

নির্জ্জনে কয়েদ করিবার কথা।

৭৩ ধারা। এই আইন মতে আদালত যে অপরাধের নিমিত্তে কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে

পারেন, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাহার যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার মধ্যে একাংশ কি কএক অংশ কাল তাহাকে নির্জ্জনে কারাবদ্ধ করা যাইবে, আদালত দণ্ডাজ্ঞাপত্রে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাকে নিম্নলিখিত হিসাবমতে সর্ব্বসুদ্ধ তিন মাসের অধিক কাল সেই প্রকারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে না, অর্থাৎ

কারাদণ্ডের মিয়াদ ছয় মাসের অধিক না হইলে, এক মাসের অনধিক কাল।

কারাদণ্ডের মিয়াদ ছয় মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের কম হইলে, দুই মাসের অনধিক কাল।

কারাদণ্ডের মিয়াদ এক বৎসরের অধিক হইলে তিন মাসের অনধিক কাল ইতি।

এক কালে যত দিন নির্জ্জনে কয়েদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৭৪ ধারা। নির্জ্জনে কারাদণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে গেলে, এককালে চৌদ্দ দিনের অধিক সেই প্রকারে কয়েদ হইবে না, ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার ঐ কালের পর চৌদ্দ দিন না গেলে পুনরায় সেইরূপে কয়েদ হইবে না। যদি তিন মাসের অধিক কাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে সেই সমুদয় কালের কোন এক মাসে সাত দিনের অধিক নির্জ্জনে কয়েদ রাখা হইবে না, ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার পর সাত দিন না গেলে পুনরায় সেইরূপে কয়েদ হইবে না ইতি।

কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে পর, তাহার তিন বৎসর মিয়াদের উপযুক্ত অন্য অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার কথা।

৭৫ ধারা। এই আইনের ১২ কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের জন্যে তিন বৎসর কি তাহার অধিক কালের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ নির্ণয় হইলে পর, যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কোন অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তাহার কালের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ডের কোন অপরাধের দোষী হয়, তবে তৎপরের তদ্রূপ যদ্র কোন অপরাধের জন্যে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ সকলেরই যোগ্য হইবে, কিম্বা প্রথমবার ঐ অপরাধের যত দণ্ড তে সেই পারিত তাহার দ্বিগুণ দণ্ড পাইতে পারিবে, কিন্তু ার জন্যে স্থলেই দশ বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ন ইহা পারিবে না ইতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জ্জিত কথা।

কোন ব্যক্তি আইন মতে কোন কার্য্য করিতে বদ্ধ হইয়া কিম্বা বৃত্তান্তের ভুলক্রমে আপনাকে আইন মতে বদ্ধ জানিয়া ঐ ক্রিয়া করিলে তাহার কথা।

৭৬ ধারা। আইন মতে কোন ব্যক্তির কোন ক্রিয়া করিতে হইলে, কিম্বা আইনমতে আমার অমুক ক্রিয়া কর্ত্তব্য, আইন ঘটিত ভুলক্রমে না হইয়া বৃত্তান্তঘটিত

ভুলক্রমে তাহার সরল ভাবে এমত জ্ঞান থাকিলে, তাহার কৃত সেই কর্ম্ম অপরাধ নয় ইতি।

৬।

ম্নলিখি

ই প্রকার

(ক) রামসিংহ নামে এক জন সিপাহী আইনের আজ্ঞানুসারে পনার উপরিস্থ সেনাপতির আজ্ঞামতে জমায়ৎ লোকের উপরে বন্দুক ইহাতে রামসিংহের অপরাধ হয় না।

কারাদণ্ড (খ) আনন্দ নামে আদালতের এক জন আমলা, সেই আদালত সের অনধি জয়কে গ্রেক্তার করিতে আজ্ঞা পাইয়া উপযুক্তমতে সন্ধান লইয়া কারাদণ্ডের রামজয়কে ধরে। ইহাতে আনন্দের অপরাধ হয় না।

রের কম হইবে বিচার করিবার সময়ে বিচারকর্তার কার্য্যের কথা।

কারাদণ্ডের ধারা। বিচারকর্তার প্রতি আইনমতে কোন ক্ষমতা সের অনধি গেলে, কিম্বা আইনমতে দেওয়া গিয়াছে সরলভাবে র এমত বিশ্বাস থাকিলে, তিনি বিচারকর্তাস্বরূপে এক ক ক্ষমতাক্রমে যে কর্ম্ম করেন তাহা অপরাধ নয় ইতি।

আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞামতে যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা।

৭৪ ধা

করিবে

৭৮ ধারা। আদালতের কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা যত কাল বলবৎ থাকে তত কালের মধ্যে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা-মতে যে কার্য্য করা যায়, কিম্বা সেই ডিক্রীর কি আজ্ঞার তাৎপর্য্য জ্ঞানে যাহা করা যায়, এমত কোন কার্য্য অপরাধ নয়। যদিও ঐ আদালতের সেই প্রকারের আজ্ঞা কি ডিক্রী করিবার অধিকার না থাকে, তথাপি যে ব্যক্তি তদনু-যায়ি কার্য্য করে, ঐ আদালতের অধিকার আছে, তাহার সরলভাবে এমত বিশ্বাস থাকিলে, তাহার অপরাধ হয় না ইতি।

কোন ব্যক্তি কোন ক্রিয়া করিলে ও আইনমতে নির্দোষী হইলে কিম্বা বৃত্তান্তের ভুলক্রমে আপনাকে নির্দোষী জানিলে ঐ ক্রিয়ার কথা।

৭৯ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ক্রিয়া করিলে ও আইনমতে নির্দোষী হইলে, কিম্বা সেই ক্রিয়া করিলে ও আইনঘটিত ভুলক্রমে না হইয়া বৃত্তান্তঘটিত ভুলক্রমে যে আইনমতে সরলভাবে আপনাকে নির্দোষী বিশ্বাস করিলে, তাহার ঐ কার্য্য অপরাধ নয় ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে কোন কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বোধ করে যে যদু কোন লোককে বধ করিতেছে। বধকারিকে ধরিতে আইনমতে সকলেরই ক্ষমতা আছে, অতএব আনন্দ সরলভাবে আপন বিবেচনাসাধ্যমতে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারকদের নিকটে আনিবার জন্যে যদুকে ধরে। পরে যদু সেই কর্ম্মেতে কেবল আত্মরক্ষা করিতেছিল ইহা প্রকাশ হইলেও, আনন্দের কোন অপরাধ হয় না।

ন্যায্য ক্রিয়া করিবার সময়ে আকস্মিক ঘটনার কথা।

৮০ ধারা। বৈধমতে বৈধ উপায় দ্বারা উপযুক্ত মনোযোগে ও সতর্কভাবে বৈধ কার্য্য করণ সময়ে, অপরাধঘটিত কোন অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলেও, অকস্মাৎ কি দুর্ভাগ্যক্রমে যাহা করা যায় তাহা অপরাধ নয়।

উদাহরণ।

আনন্দ কুড়ালি লইয়া কাট চিরিতেছে, এমত সময়ে বাঁট হইতে কুড়ালি খসিয়া যাওয়াতে নিকটস্থ এক ব্যক্তি হত হয়। এমত স্থলে যদি আনন্দের উপযুক্ত সতর্কতার কিছু ত্রুটি না হইয়া থাকে, তবে তাহার সেই ক্রিয়া ক্ষমার যোগ্য, অপরাধ নয়।

যে ক্রিয়াতে অপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা অপরাধভাবে না করা গেলে ও অন্য অপকার নিবারণের জন্যে করা গেলে তাহার কথা।

৮১ ধারা। কোন ক্রিয়ার দ্বারা অপকার হইবার সম্ভাবনা এমত জ্ঞান থাকিলেও, যদি অপকার করিবার অপরাধযুক্ত কোন অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা যায়, এবং কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির অন্য অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্যে সরলভাবে করা যায়, তবে সেই ক্রিয়াতে অপকার হইবার সম্ভাবনা কেবল এই জ্ঞানপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া অপরাধ হয় না।

ব্যাখ্যা।—এমত স্থলে যে অপকার নিবারণের কি যে অপকার হইতে বাঁচাইবার অভিপ্রায় ছিল তাহার ভাব বিবেচনায় ও তাহা ঘটনপ্রায় বলিয়া, ঐ ব্যক্তি অপকার হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও ঐ ক্রিয়া করিলে নির্দোষী কি ক্ষমার যোগ্য হয় কি না, ইহা বৃত্তান্ত ঘটিত প্রশ্ন।

উদাহরণ।

(ক) কাপ্তান সাহেব কলের জাহাজ চালাইতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, আপনার কোন দোষ কি ত্রুটি ব্যতিরেকে হঠাৎ সম্মুখে এক ডাউলিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ২০। ৩০ জন আরোহী আছে, আর যাহাতে তাহাদের জলে মগ্নহওয়া নিবারণ হইতে পারে, জাহাজের গতি এমত শীঘ্র রোধ করা যায় না। জাহাজের গতি ফিরাণ তাহাদের রক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে, এক খান পান্সি মারা পড়িতে পারে। তাহাতে দুই জন আরোহী। কিন্তু পান্সি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এমত স্থলে পান্সি যাহাতে মারা পড়িতে পারে এমত ক্রিয়া করিয়া যদিও পান্সি ডুবাইয়া ফেলেন, তথাপি যে আপদ নিবারণ করিবার অভিপ্রায় ছিল তদ্বিবেচনায়, পান্সি ডুবাইয়া ফেলিবার অন্য

আপদ স্বীকার করিলেও তিনি ক্ষমার যোগ্য হইতে পারেন, বৃত্তান্তদ্বারা ইহা জানা গেলে, পাখি ডুবাইয়া ফেলিবার মনস্থবিনা ও সরলভাবে ডাউলিয়ার চড়নদারদিগকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে যদিও আপনার জাহাজের গতি ফিরান, তথাপি তিনি অপরাধি নহেন।

(খ) অতিশয় গৃহদাহ হইতেছে, সেই অগ্নি বাড়িয়া উঠার নিবারণ করিবার নিমিত্তে আনন্দ কএক খান ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে। সে লোকদের প্রাণ ও সম্পত্তির রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সরলভাবে সেই কর্ম্ম করে। এই স্থলে যে অপকার নিবারণের অভিপ্রায় ছিল সেই অপকারের ভাব বিবেচনায় ও তাহা ঘটনপ্রায় বলিয়া যদি আনন্দের ঐ ক্রিয়া ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে তবে তাহার অপরাধ হয় না।

সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের ক্রিয়ার কথা।

৮২ ধারা। সাত বৎসরের কম বয়সের বালক যাহা করে তাহা অপরাধ নয় ইতি।

সাত বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে বালকের বুদ্ধি কাঁচা তার ক্রিয়ার কথা।

৮৩ ধারা। সাত বৎসরের অধিক ও ১২ বৎসরের কম বয়সের বালকের বুদ্ধি উপযুক্ত মতে পরিপক্ক না হওয়াতে সে কোন ক্রিয়া করিলে ও তৎকালে সেই ক্রিয়ার ভাব ও ফলাফল বুঝিতে না পারিলে, তাহার সেই ক্রিয়া অপরাধ নয় ইতি।

ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ক্রিয়ার কথা।

৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার সময়ে, মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারিলে, কিম্বা কোন দোষ কি আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারিলে, তাহার উক্ত ক্রিয়া অপরাধ নয় ইতি।

কোন ব্যক্তিকে আপন ইচ্ছাবিরুদ্ধে মত্ত করা গেলে, সে বিবেচনা করিতে না পারিয়া যে ক্রিয়া করে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি যে সময়ে কোন কর্ম্ম করিতেছে সেই সময়ে মত্ত হওয়াপ্রযুক্ত আপন কর্ম্মের ভাব বুঝিতে না পারিলে, কিম্বা সে অন্যায় কিম্বা আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারিলে, তাহার সেই কর্ম্ম অপরাধ নয়। কিন্তু যে দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মত্ত করা যায় ঐ দ্রব্য তাহার অজ্ঞাতসারে ও তাহার ইচ্ছাবিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করাণ না গেলে এই বিধি খাটে না ইতি।

বিশেষ অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলে যে ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না, মত্ত ব্যক্তি সেই অপরাধ করিলে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। যে কর্ম্ম বিশেষ জ্ঞান কি মনস্থ পূর্ব্বক করা না গেলে অপরাধ হয় না, কোন ব্যক্তি মত্ত অবস্থায় সেই কর্ম্ম করিলে, যে দ্রব্যেতে তাহার নেশা হইয়াছিল সেই দ্রব্য তাহার অজ্ঞাতসারে কি তাহার ইচ্ছাবিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করাণ না গেলে, মত্ত না হইলে তাহার যে প্রকারের জ্ঞান থাকিত সেই প্রকারের জ্ঞান ছিল বলিয়া তাহাকে লইয়া কার্য্য করা যাইবে ইতি।

যে ক্রিয়াতে প্রাণনাশ হইবার কি গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে মৃত্যু প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা না জানিয়া এমত ক্রিয়া সম্মতিক্রমে করা গেলে তাহার কথা।

৮৭ ধারা। ক্রিয়াকারির যে ক্রিয়াতে প্রাণ নষ্ট করিবার কিম্বা গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে, ও যে ক্রিয়াতে সেই ব্যক্তি প্রাণ নষ্ট কি গুরুতর পীড়া হইবার

সম্ভাবনা না জানে, এমত ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে, অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন লোক স্পষ্টরূপে কি কথার ভাবেতে ঐ অপকার সহ্য করিতে স্বীকার করিলে, সেই ক্রিয়াদ্বারা তাহার অপকার হইল কিম্বা ক্রিয়াকারির অপকার করিবার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া ঐ অপকার অপরাধ হয় না, কিম্বা ঐ ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে তাহার আশঙ্কা বুঝিয়া যে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করে, ঐ ক্রিয়াকারী তাহার অপকার হইবার সম্ভাবনা জানিলেও তৎপ্রযুক্ত তাহার অপরাধ হয় না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ ও যদু অস্ত্র লইয়া খেলিতে পরস্পর সম্মত হয়। এমত সম্মতির আভাসে জানা গেল যে দুই জনে ন্যায্যমতে খেলা করত কাহার কিছু অপকার হইলেও তাহা সহ্য করিতে স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে আনন্দ অন্যায় না করিয়া ন্যায্যমতে খেলা করত যদুকে পীড়া দিলেও আনন্দের অপরাধ হয় না।

প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, অথচ সরলভাবে লোকের উপকারের জন্যে তাহার অনুমতি লইয়া যে ক্রিয়া করা যায় তাহার কথা।

৮৮ ধারা। প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায় না হইয়া সরলভাবে কোন ব্যক্তির মঙ্গলে জন্যে কোন ক্রিয়া করা গেলে, ও ঐ ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে, অথবা অপকারের যে আশঙ্কা হইতে পারে, সেই ব্যক্তি স্পষ্টরূপে কি আভাসে তাহা সহ্য করিতে স্বীকার করিলে, ঐ ক্রিয়ার দ্বারা সেই ব্যক্তির যে অপকার হয়, কিম্বা ক্রিয়াকারী যে অপকার করিতে মনস্থ করিয়াছিল, কি যে অপকার হই-

বার সম্ভাবনা জানিত, তৎপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া অপরাধ নয় ইতি।

উদাহরণ।

যদু রোগেতে অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। আনন্দ নামে এক জন ডাক্তর জানেন যে অস্ত্রচিকিৎসা করিলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ইহা জানিয়াও যদুকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে নয়, সরলভাবে উপকার করিবার মানসে, যদুর সম্মতি লইয়া ঐ অস্ত্রচিকিৎসা করেন। ইহাতে আনন্দের অপরাধ নাই।

বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে অভিভাবকের দ্বারা কি তাহার সম্মতিতে যে ক্রিয়া করা যায় তাহার কথা।

৮৯ ধারা। দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের কি ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির অভিভাবক, কিম্বা সেই বালক প্রভৃতি আইনমতে অন্য যাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকে সেই ব্যক্তি সরলভাবে তাহার মঙ্গলের জন্যে যে ক্রিয়া করে, কিম্বা স্পষ্টরূপে কি কথার ভাবে ঐ ব্যক্তির অনুমতি লইয়া যে ক্রিয়া করা যায়, সেই ক্রিয়াতে সেই বালকপ্রভৃতির কোন অপকার হইলেও, কিম্বা ক্রিয়াকারী তাহার প্রতি অপকার করিবার মনস্থ করিলেও, কিম্বা অপকার হইবার সম্ভাবনা জানিলেও, তৎপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া অপরাধ হয় না। পরন্তু

উপবিধি।

প্রথম।—প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে, কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ হইলে, এই বর্জিত বিধি খাটিবে না।

দ্বিতীয়।—ক্রিয়াকারী যে ক্রিয়াতে প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, কোন ব্যক্তির মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ, কিম্বা কোন গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত

করণ ভিন্ন কোন অভিপ্রায়ে এমত ক্রিয়া করিলে, তাহার প্রতি এই বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না।

তৃতীয়।—মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কিম্বা গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তকরণভিন্ন কোন অভিপ্রায়ে, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিবার কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে এই বর্জিত বিধি খাটিবে না।

চতুর্থ।—এই বর্জ্জিত বিধি যে অপরাধের প্রতি না খাটে, সেই অপরাধের সহায়তা করণের প্রতিও খাটিবে না ইতি।

উদাহরণ।

কোন বালকের পাতরী রোগ হইয়াছে। পিতা জানে যে অস্ত্রচিকিৎসা করিলে বালক মরিতে পারে। তথাপি তদ্রূপ মানস না করিয়া বালকের মঙ্গলের নিমিত্তে বালকের সম্মতিবিনা অস্ত্রচিকিৎসকদ্বারা সেই পাতরী বাহির করায়। বালককে আরোগ্য করা পিতার অভিপ্রায়, অতএব তাহার পক্ষে এই বর্জ্জিত বিধি খাটিবে।

ভয়েতে কি বিষয় না বুঝিয়া সম্মতি হইয়াছে জানা গেলে তাহার কথা। বালকের কি ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির সম্মতি।

৯০ ধারা। কোন ব্যক্তি হানির আশঙ্কায়, কিম্বা বৃত্তান্ত বুঝিবার ভ্রমে সম্মত হইলে, ও সে ভয় কিম্বা বৃত্তান্ত বুঝিবার ভ্রমপ্রযুক্ত সম্মত হইয়াছে ক্রিয়াকারী ইহা জানিলে, কি তাহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, সেই সম্মতি, —অথবা

যে ব্যক্তির সম্মতি হইল সে যে বিষয়ে সম্মত হইয়াছে মনের বিকৃতি কি নেশা হওয়াপ্রযুক্ত তাহার ভাব ও ফলাফল বুঝিতে না পাইলে, কিম্বা যে ব্যক্তি সম্মত হইয়াছে

তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের কম হইলে, ও পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত দ্বারা ইহার অন্যথা দৃষ্ট না হইলে, তাহার সেই সম্মতি, এই আইনের কোন ধারার মর্ম্মানুযায়ি সম্মতি নহে ইতি।

যাহার সম্মতি হইয়াছে তাহার অপকার না হইলেও যে ক্রিয়া অপরাধ হয়, ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ধারায় বর্জ্জিত কথার মধ্যে ঐ ক্রিয়া ধরিতে না হইবার কথা।

৯১ ধারা। যে ব্যক্তির সম্মতি হইয়াছে কি যে ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি প্রকাশ হইয়াছে, কোন ক্রিয়াদ্বারা তাহার অপকার না জন্মাইলেও, কি জন্মাইবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, কি জন্মাইবার সম্ভাবনা জানা না গেলেও, যদি সেই ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হয়, তবে ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ধারার বর্জ্জিত বিধি সেই ক্রিয়ার প্রতি খাটে না ইতি।

উদাহরণ।

সরলভাবে স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা করিবার কারণ ছাড়া গর্ব্ভপাত করাই অপরাধ। স্ত্রীর অপকার না হইলেও কি অপকার জন্মাইবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, গর্ব্ভপাত করাই অপরাধ। সুতরাং অপকার প্রযুক্ত ঐ অপরাধ হয় না। এবং ঐ গর্ব্ভপাতকরণ বিষয়ে স্ত্রীর কি তাহার অভিভাবকের সম্মতি থাকিলেও সেই ক্রিয়া নির্দ্দোষ নয়।

কোন ব্যক্তির সম্মতিবিনা তাহার মঙ্গলের জন্যে সরলভাবে যে ক্রিয়া করা যায় তাহার কথা।

৯২ ধারা। কোন ক্রিয়া সরলভাবে কোন ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত করা গেলে, কিন্তু ভাবগতিকপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তির সম্মতি জ্ঞাত করা অসাধ্য হইলে, কিম্বা সে সম্মতি জানাইতে না পারিলে, ও তাহার যে অভিভাবকের কিম্বা আইনমত

অন্য যে রক্ষকের অনুমতি লওয়া যাইতে পারে, যে সময়ের মধ্যে ঐ ক্রিয়া না করিলে উপকার হয় না, সেই সময়ের মধ্যে সেই অভিভাবক প্রভৃতির অনুমতি পাওয়া যাইতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তির সম্মতি বিনা ঐ ক্রিয়া করিয়া অপকার জন্মাইলেও সেই অপকার প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া অপরাধ নয়। পরন্তু

উপবিধি।

প্রথম।—প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ হইলে, এই বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না।

দ্বিতীয়।—ক্রিয়াকারী যে ক্রিয়াতে প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, কোন ব্যক্তির মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কিম্বা তাহাকে কোন গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তকরণছাড়া কোন অভিপ্রায়ে এমত ক্রিয়া করিলে, তাহার প্রতি এই বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না।

তৃতীয়।—মরণ কি পীড়া নিবারণছাড়া কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিবার কি পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে এই বর্জিত বিধি খাটিবে না।

চতুর্থ।—এই বর্জ্জিত বিধি যে অপরাধের প্রতি না খাটে, সেই অপরাধের সহায়তা করণের প্রতিও খাটিবে না।

উদাহরণ।

(ক) যদু ঘোড়াহইতে পড়িয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছে। আনন্দ নামে চিকিৎসক দেখে যে তাহার মাথার খুলির একাংশ কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। যদুর বিবেচনাশক্তি হইবার পূর্ব্বে, চিকিৎসক তাহাকে মারিয়া ফেলিতে মনস্থ না করিয়া, তাহার মঙ্গলের নিমিত্তে, সরলভাবে তাহার মাথার খুলি কাটে। ইহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(খ) যদুকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আনন্দ জানে যে এমত সময়ে বাঘকে গুলি করিলে যদুর গায়ে লাগিতে পারে, তবু যদুকে মারিবার মনস্থ না করিয়া সরলভাবে তাহার মঙ্গলের মানসে সে গুলি করে। কিন্তু আনন্দের গুলিতে যদুর সাংঘাতিক আঘাত হয়, তথাপি আনন্দের অপরাধ হয় না।

(গ) কোন দুর্ঘটনাক্রমে বালকের অত্যন্ত আঘাত হয়। চিকিৎসক তাহা দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে তৎক্ষণাৎ বালকের অস্ত্রচিকিৎসা না করিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। অভিভাবকের সম্মতি লইবার সময় নাই। বালকও বিনয় করিয়া বলে যে আমার অস্ত্রচিকিৎসা করিও না। তবু চিকিৎসক সরলভাবে বালকের মঙ্গলের জন্যে তাহা করে। ইহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(ঘ) উচ্চ এক কোটায় আগুন লাগিয়াছে। আনন্দ ছোট একটি বালককে লইয়া ছাতে রহিয়াছে। লোকেরা ঐ কোটার নীচে এক খান কম্বল মেলাইয়া ধরে। আনন্দ জানে বালক ছাত হইতে পড়িলে মরিতে পারে। বালককে মারিয়া ফেলিবার তাহার অভিপ্রায় নাই, কিন্তু সরলভাবে বালকের মঙ্গলের মানসে তাহাকে কম্বলের উপর ফেলিয়া দেয়। ইহাতে যদিও বালক পড়িয়া মরে, তথাপি আনন্দের অপরাধ হয় না।

ব্যাখ্যা।—৮৮ ও ৮৯ ও ৯২ ধারাতে "মঙ্গল" এই যে শব্দের উল্লেখ হইয়াছে তাহা সুদ্ধ ধন ঘটিত মঙ্গল নয় ইতি।

কোন কথা সরলভাবে জানাইবার কথা।

৯৩ ধারা। কোন ব্যক্তির হিতের নিমিত্তে সরলভাবে তাহাকে কোন কথা জ্ঞাত করা গেলে, তাহাতে সেই ব্যক্তির কোন অপকার হইলেও সেই কথা জ্ঞাত করাণ অপরাধ নয় ইতি।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির নিদান পীড়া হইয়াছে চিকিৎসক তাহাকে সরলভাবে বলে যে বুঝি তুমি রক্ষা পাইতে পার না তাহাতে পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত ত্রাস পাইয়া প্রাণত্যাগ করে। চিকিৎসক জানিত যে ঐ কথা জানাইলে ঐ ব্যক্তির মরণ হইতে পারে, তথাপি তাহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

ভয় দেখাইয়া কোন কর্ম্ম করাইবার কথা।

৯৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়া, তাহার দ্বারা বধ কিম্বা রাজবিদ্রোহিতারূপ যে অপরাধের প্রাণদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কোন কর্ম্ম করাণ গেলে, ও সেই কর্ম্ম না করিলে এইক্ষণেই আমার প্রাণ নষ্ট করা যাইবে সেই কর্ম্ম করণ সময়ে ঐ ভয় জন্মাইবার কথা দ্বারা তাহার যুক্তি-মতে এমত আশঙ্কা থাকিলে, ঐ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে তাহা অপরাধ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করিল সে আপন ইচ্ছামতে ঐ আশঙ্কাজনক অবস্থায় আপনি না যায়, ও যুক্তি মতে তৎক্ষণাৎ প্রাণনষ্ট হওন অপেক্ষা লঘুতর অপকারের আশঙ্কা না থাকে।

১ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি দস্যুদলের রীতিচরিত্র জানিয়া আপন ইচ্ছায় অথবা মারি খাইবার ভয়ে তাহাদের দলভুক্ত হইলে, আইনমতে যাহা অপরাধ হয় "আমার সঙ্গি লোকেরা জোর করিয়া আমাকে সেই কর্ম্ম করাইল" বলিয়া, সেই ব্যক্তি এই বর্জ্জিত বিধিমতে উপকার পাইতে পারিবে না।

২ ব্যাখ্যা।—ডাকাইতদের দল কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া

তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া আইনমতে যে কর্ম্ম অপরাধ হয় তাহাকে জোর করিয়া সেই কর্ম্ম করাইলে, যথা, ডাকাইতেরা কোন ঘরে প্রবেশ করিয়া লুঠ করিতে চাহিয়া এক জন কামারকে ধরিয়া হাতিয়ার লইয়া বলপূর্ব্বক দ্বার খুলাইয়া লইলে, সেই ব্যক্তি এই বিধিদ্বারা উপকার পাইতে পারিবে ইতি।

যে ক্রিয়াতে সামান্য অপকার হয় তাহার কথা।

৯৫। সামান্য যে অপকার প্রযুক্ত সাধারণ বুদ্ধির ও সাধারণ স্বভাবের লোক আক্ষেপ করে না, কোন ক্রিয়া দ্বারা এমত অপকার জন্মাইলে কি জন্মাইবার অভিপ্রায় থাকিলে কি জন্মাইবার সম্ভাবনা জানা গেলেও, সেই ক্রিয়া অপরাধ নয় ইতি।

আত্মরক্ষার অধিকার বিষয়ক বিধি।

আত্মরক্ষার জন্যে যে ক্রিয়া করা যায় তাহা অপরাধ না হওয়ার কথা।

৯৬ ধারা। আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কোন ক্রিয়া করা গেলে তাহা অপরাধ নয় ইতি।

শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের কথা।

৯৭ ধারা। ৯৯ ধারার উল্লিখিত নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্ন লিখিত বিষয় রক্ষা করিবার অধিকার আছে—

প্রথম।—যাহাতে শরীরের হানি হয়, কোন ব্যক্তি

এমত কোন অপরাধহইতে আপনার ও অন্য কোন ব্যক্তির শরীর রক্ষা করিতে পারে।

দ্বিতীয়।—চৌর্য্য, কি দস্যুতা, কি অপকার, কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ, এইএই নাম ধরিয়া যে অপরাধ হয়, কিম্বা চৌর্য্য, কি দস্যুতা, কি অপকার, কি অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার উদ্যোগ বলিয়া যে অপ-রাধ হয়, তাহাহইতে কেহ আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে ইতি।

ক্ষিপ্তমনা প্রভৃতি ব্যক্তির ক্রিয়াহইতে আত্মরক্ষার অধিকারের কথা।

৯৮ ধারা। যে ক্রিয়া অপরাধ বিশেষ হয়, সেই ক্রিয়া-কারি ব্যক্তির বাল্যাবস্থা, কি বুদ্ধির অপক্কতা, কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত, কিম্বা নেশা হওয়াতে, কি বুঝিবার কোন ভ্রমহেতুক যদি সেই ক্রিয়া অপরাধ না হয়, তবে সেই ক্রিয়া অপরাধ হইলে লোকদের আত্মরক্ষার যে অধিকার থাকে, অপরাধ না হইলেও তাহাদের সেই অধিকার থাকিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদু ক্ষিপ্ত হইয়া আনন্দকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। যদুর কোন অপরাধ নাই, কিন্তু সে ক্ষিপ্ত না হইলে আনন্দ আত্মরক্ষার অধি-কারক্রমে যাহা করিতে পারিত, যদু ক্ষিপ্ত হইলেও আনন্দ তাহা করিতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ন্যায্যমতে যে বাটীতে যাইতে পারে এমত বাটীতে রাত্রিতে প্রবেশ করে, কিন্তু যদু সরলভাবে তাহাকে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারি চোর বলিয়া আক্রমণ করে। এই স্থলে যদু বুঝিবার ভ্রমে আনন্দের প্রতি আক্রমণ করাতে, তাহার অপরাধ হয় না। কিন্তু যদুর

ভ্রম না হইলে আপন আত্মরক্ষার নিমিত্তে যাহা করিতে পারিত তাহাই করিতে পারিবে ইতি।

যে যে ক্রিয়া হইলে আত্মরক্ষার অধিকার না থাকে তাহার কথা।

৯৯ ধারা। প্রথম।—রাজকীয় কার্য্যকারক সরলভাবে আপন পদোপলক্ষে কোন কর্ম্ম করিলে কি করিবার উদ্যোগ করিলে, যদি তদ্দ্বারা যুক্তিমতে প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে সেই কার্য্যকারকের ঐ কর্ম্ম আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হইলেও, সেই কর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্যে আত্মরক্ষার অধিকার নাই।

দ্বিতীয়। রাজকীয় কার্য্যকারক সরলভাবে আপন পদোপলক্ষে কর্ম্ম করিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই আজ্ঞামতে যে কর্ম্ম করা যায়, কি করিবার উদ্যোগ হয়, তাহাতে যুক্তিমতে প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা না থাকিলে, সেই আজ্ঞা আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হইলেও, সেই কর্ম্ম নিবারণের জন্যে আত্ম-রক্ষার অধিকার নাই।

তৃতীয়।—যে স্থলে রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আশ্রয় লইবার অবকাশ থাকে, এমত স্থলে আত্মরক্ষার অধিকার নাই।

আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।

চতুর্থ।—আত্মরক্ষার জন্যে যত দূর অপকার করা আব-শ্যক, কোন স্থলে আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে তাহার অধিক করা যাইতে পারে না।

[illegible]।—রাজকীয় কার্য্যকারক যখন [illegible] পদোপ-

লক্ষে কোন ক্রিয়া করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন, তথন তিনিই যে রাজকীয় কার্য্যকারক, কোন ব্যক্তি ইহা না জানিলে কি তাহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, তাঁহার ঐ ক্রিয়ার বিপক্ষে আত্মরক্ষার অধিকার লোপ হয় না।

২ ব্যাখ্যা।—রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে কোন ক্রিয়া করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলেও, যিনি ঐ ক্রিয়া করেন তিনি সেই আজ্ঞামতেই কর্ম্ম করিতেছেন, কোন ব্যক্তি ইহা না জানিলে কিম্বা তাহার তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, অথবা ঐ কার্য্যকারক যে ক্ষমতামতে ঐ ক্রিয়া করিতেছেন ইহা প্রকাশ না করিলে, কিম্বা সেই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপত্র পাইয়াও সেই ক্ষমতাপত্র না দেখাইলে, তাঁহার সেই ক্রিয়ার বিপক্ষে ঐ ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার লোপ হয় না ইতি।

আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে স্থলে অন্যের প্রাণনাশপর্য্যন্ত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১০০ ধারা। যে অপরাধ প্রযুক্ত আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা নিম্ন লিখিত কোন প্রকারের অপরাধ হইলে, ৯৯ ধারার উল্লিখিত নিষেধ মানিয়া, সেই আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক আক্রমণকারির প্রাণনাশ অথবা অন্য কোন প্রকারের অপকার করা যাইতে পারে। অর্থাৎ

প্রথম।—যথন আক্রমণকারির প্রাণনাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির যুক্তিমতে প্রাণহানির আশঙ্কা হইতে পারে,

দ্বিতীয়।—যখন আক্রমণকারির প্রাণনাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির যুক্তিমতে গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা হইতে পারে

তৃতীয়।—যখন বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়,

চতুর্থ।—যখন অস্বাভাবিক কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়,

পঞ্চম।—যখন মনুষ্যকে চুরী কি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়,

ষষ্ঠ।—যখন কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করা যায়, ও অবস্থা বুঝিয়া রক্ষা পাইবার জন্যে রাজকীয় কর্তৃপক্ষদের নিকট আশ্রয় লইতে পারিব না তাহার যুক্তিমতে এই আশঙ্কা থাকে—এই ছয় স্থলে আক্রমণকারির প্রাণনাশপর্য্যন্ত করা যাইতে পারে ইতি।

যে স্থলে উক্ত অধিকারক্রমে প্রাণনাশ ভিন্ন কোন অপকার করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১০১ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে যে প্রকারের অপরাধ বর্ণনা হইয়াছে, সেই সেই প্রকারের অপরাধ না হইলে, আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক আক্রমণকারির প্রাণনাশ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ৯৯ ধারার নিষেধ মানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই আক্রমণকারির প্রাণনাশছাড়া কোন অপকার করা যাইতে পারিবে ইতি।

আত্মরক্ষার অধিকার যে সময়ে জন্মে ও যত কাল থাকে তাহার কথা।

১০২ ধারা। শরীরের হানি করা না গেলেও সেই

অপরাধ করিবার উদ্যোগ কি ভয় প্রদর্শন দ্বারা যুক্তিমতে শরীরের আপদের আশঙ্কা জন্মিলেই আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে, আর শরীরের আপদের সেই আশঙ্কা যত কাল থাকে ঐ অধিকারও তত্তকাল থাকে ইতি।

যে স্থলে সম্পত্তিরক্ষার জন্যে প্রাণনাশপর্য্যন্ত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১০৩ ধারা। যে অপরাধ করণ কি করিবার উদ্যোগ হওনপ্রযুক্ত সম্পত্তিরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা নিম্নলিখিত কোন প্রকারের অপরাধ হইলে, ৯৯ ধারার নিষেধ মানিয়া, সম্পত্তিরক্ষার অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়কারির প্রাণনাশপর্য্যন্ত কিম্বা তাহার অন্য কোন প্রকারের অপকার করা যাইতে পারিবে, যথা—

প্রথম।—দস্যুতা।

দ্বিতীয়।—রাত্রিতে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

তৃতীয়।—যে ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি মনুষ্যের বাস করিবার কিম্বা সম্পত্তি প্রভৃতি রাখিবার জন্যে ব্যবহার হয়, এমত কোন ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে আগুন লাগাইয়া ক্ষতি করা।

চতুর্থ।—যদি চুরী কি ক্ষতি কিম্বা পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ হয়, ও তাবৎগতিক বিবেচনায় আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে যুক্তিমতে প্রাণ হানি কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা হয় তবে সেই চুরী কি ক্ষতি কি পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ইতি।

যে স্থলে সেই ক্ষমতাক্রমে প্রাণনাশভিন্ন অন্ত অপকার করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১০৪ ধারা। যে অপরাধ করণ কি করিবার উদ্যোগ হওন প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তিরক্ষার অধিকারমতে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা ইহার পূর্ব্ব ধারায় বর্ণিত চৌর্য্য, কি ক্ষতি, কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ না হইলে, সেই অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণনাশ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ৯৯ ধারার নিষেধ মানিয়া, অন্যায়কারির প্রাণনাশ-ছাড়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকারের অপকার করা যাইতে পারিবে ইতি।

সম্পত্তিরক্ষার অধিকার যে সময়ে জন্মে ও যত কাল থাকে তাহার কথা।

১০৫ ধারা। প্রথম।—সম্পত্তির আপদ হইবার আশঙ্কা যুক্তিমতে জন্মিলেই সম্পত্তিরক্ষার অধিকার জন্মে।

দ্বিতীয়।—চৌর্য্য হইলে, অপরাধী যতক্ষণ দ্রব্য লইয়া পলায়ন না করে, কিম্বা রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষদের সাহায্য যত-ক্ষণ না পাওয়া যায়, কিম্বা সেই সম্পত্তি যত কাল ফিরিয়া না পাওয়া যায়, সম্পত্তিরক্ষার সেই অধিকার তত কাল থাকে।

তৃতীয়।—দস্যুতা হইলে, অপরাধী যতক্ষণ কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে, কিম্বা তাহাকে পীড়া দেয়, অথবা অন্যায়মতে অবরোধ করে, কিম্বা সেই সেই কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা অযোগে প্রাণনাশ হইবার, কি অযোগে পীড়া পাইবার কি অযোগে অবরুদ্ধ হইবার শঙ্কা যত কাল থাকে, সম্পত্তিরক্ষার অধিকার তত কাল থাকে।

চতুর্থ।—অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা ক্ষতি করা গেলে, অপরাধী যতক্ষণ সেই অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কি সেই ক্ষতি করিতে থাকে, সম্পত্তিরক্ষার অধিকার তত ক্ষণ থাকে।

পঞ্চম।—রাত্রিতে পরগৃহাদিতে প্রবেশ করণ অপরাধ হইলে, সেই পরগৃহে প্রবেশ করণদ্বারা পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ আরম্ভ হইয়া যতক্ষণ হইতে থাকে, সম্পত্তি-রক্ষার অধিকারও ততক্ষণ থাকে ইতি।

সাংঘাতিক আক্রমণ হওয়াতে নির্দ্দোষ ব্যক্তির অপকারের সম্ভাবনা হইলেও আত্মরক্ষার অধিকারের কথা।

১০৬ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইলে যদি যুক্তিমতে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু আত্মরক্ষার অধি-কারক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে গেলে নির্দ্দোষি অন্য ব্যক্তিরও অপকারের সম্ভাবনা হয়, তবে নির্দ্দোষির সেই অপকার করিবার দায় স্বীকার করিয়াও, সেই ব্যক্তি আত্ম-রক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করিতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দের প্রতি বহু লোক আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করে। আনন্দ তাহাদের উপর গুলি না করিয়া আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু ঐ জনতার মধ্যে কএক জন ছোট ছোট বালক থাকাপ্রযুক্ত গুলি করিলে কোন বালকের অপকার হইতে পারে। এমত স্থলে আনন্দ গুলি করিয়া বালকদিগের অপকার করিলেও তাহার অপরাধ হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সহায়তার কথা।

কার্য্যের সহায়তার কথা।

১০৭ ধারা। প্রথম।—কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দিলে, অথবা

দ্বিতীয়।—সেই কার্য্য করিবার কোন কুমন্ত্রণায় অন্য এক কি কএক জনের সঙ্গে লিপ্ত থাকিলে, যদি সেই কুমন্ত্রণাক্রমে ও সেই ক্রিয়া করিবার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করা যায় কিম্বা কোন কার্য্যের বেআইনীমতে ত্রুটি হয়, অথবা

তৃতীয়।—কোন কার্য্যকরণ কিম্বা বেআইনীমতে কোন কার্য্যের ত্রুটিকরণ দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক উক্ত কার্য্যের সাহায্য করিলে,

সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যের সহায়তা করে।

১ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি গুরুতর যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে আবদ্ধ হয়, সে স্বেচ্ছামতে তাহার অপ্রকৃত বর্ণনা করিয়া, কি স্বেচ্ছামতে তাহা গুপ্ত রাখিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কার্য্য করাইলে কি ঘটাইলে, কিম্বা করাইতে কি ঘটাইতে উদ্যোগ করাইলে, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি দেয়, ইহা বলা যায়।

উদাহরণ।

আরব নামে রাজকীয় কার্য্যকারক আদালতের পরওয়ানামতে যদুকে ধরিতে ক্ষমতা পায়। বলরাম সেই কথা জানে, আর চাঁদ যে যদু নহে ইহা জানিয়াও আরবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলে যে চাঁদই যদু। তাহাতে

জ্ঞান পূর্ব্বক চাঁদকে ধরাইয়া দেয়। এই স্থলে বলরাম প্রবৃত্তি দিয়া চাঁদকে ধরিবার সহায়তা করে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন কার্য্য হইবার অগ্রে কি হইবার সময়ে, কোন ব্যক্তি সেই কার্য্য সহজে হইবার কোন উপায় করিলে, ও তদ্দ্বারা ঐ কার্য্য হইবার সুবিধা হইলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিবার সহায়তা করে বলা যায় ইতি।

সহায়ের কথা।

১০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার সহায়তা করিলে, কিম্বা সহায় ব্যক্তির যে অভিপ্রায় কি জ্ঞান থাকে আইনমতে অপরাধ করিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি সেই অভিপ্রায় কি জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিলে যদি অপরাধ হয়, তবে কোন ব্যক্তি সেই কার্য্যের সহায়তা করিলে, সে অপরাধের সহায়তা করে।

১ ব্যাখ্যা।—সহায় ব্যক্তি নিজে যে কার্য্য করিতে আবদ্ধ নয়, এমত কার্য্যের বেআইনীমত ত্রুটি হওয়ার সহায়তা করা অপরাধরূপে গণ্য হইতে পারে।

২ ব্যাখ্যা।—যে কর্ম্মের সহায়তা করা যায় তাহা সম্পন্ন না হইলেও, কিম্বা ঐ কর্ম্মের যে ফল না হইলে অপরাধ হয় না সেই ফল না হইলেও, সাহায়তার অপরাধ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাঁদকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহা করিতে স্বীকার করে না। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধকরণাপরাধে বলরামের সহায়তা করিবার অপরাধী।

(খ) আনন্দ দীননাথকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বল-

রাম সেই প্রবৃত্তিমতে খড়্গ দ্বারা দীননাথকে আঘাত করে। দীননাথ সেই আঘাত হইতে সারিয়া উঠে। আনন্দ জ্ঞানকৃত বধাপরাধ করিতে বলরামের প্রবৃত্তি দিবার অপরাধী হয়।

৩ ব্যাখ্যা।—যাহার সাহায্য করা যায় সে আইনমতে অপরাধ করিতে অক্ষম হইলেও, কিম্বা সহায়ের অপরাধযুক্ত যে অভিপ্রায় কি জ্ঞান থাকে তাহার সেই অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলেও কিম্বা অপরাধযুক্ত অভিপ্রায় কি জ্ঞান-মাত্র না থাকিলেও, সেই সহায়তা অপরাধ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের যে অভিপ্রায় থাকে, আইনমতে অপরাধ করিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি সেই অভিপ্রায়ে যে কার্য্য করিলে অপরাধ হয়, আনন্দ দুষ্ট অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য করিতে বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরসহায়তা করে। এই স্থলে সেই কার্য্য করা গেলে কি না গেলেও আনন্দ অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী।

(খ) আনন্দ যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে সাত বৎসরের ন্যূন বয়-সের বালককে যদুর মৃত্যুজনক কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেয়। বালক ঐ সহায়তা প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া করে। তাহাতে যদুর মৃত্যু হয়। এই স্থলে বালক আইনমতে অপরাধ করিতে অক্ষম, কিন্তু আইনমতে অপরাধ করিতে সক্ষম হইয়া বধাপরাধ করিলে, আনন্দের যে দণ্ড হইতে পারিত, সেই দণ্ড অর্থাৎ প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ বলরামকে কোন বাসগৃহে আগুন লাগাইতে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম মনের বিকৃতি প্রযুক্ত ঐ কর্ম্মের ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কিম্বা অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া, আনন্দের প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। বলরাম অপরাধ করে নাই, কিন্তু আনন্দ বাসগৃহে আগুন লাগাইবার অপরাধের সহায়তা

করণের অপরাধী হইয়া, সেই অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডের বিধি আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

(ঘ) আনন্দ চুরী করাইবার অভিপ্রায়ে বলরামকে যদুর কোন দ্রব্য যদুর অধিকারহইতে হরণ করিতে প্রবৃত্তি দেয়। আনন্দ সেই দ্রব্য আমার বলিয়া বলরামের বিশ্বাস জন্মায়। সেই দ্রব্য আনন্দের দ্রব্য বলরাম সরলভাবে ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহা যদুর অধিকারহইতে হরণ করে। এই ভ্রমক্রমে কার্য্য করিয়া বলরাম কুটিলভাবে দ্রব্য হরণ না করাতে চৌর্য্য অপরাধ হয় না। কিন্তু আনন্দ চৌর্য্যাপরাধের সহায়তা করণের অপরাধী, অতএব বলরাম চুরি করিলে আনন্দের যে দণ্ড হইত তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৪ ব্যাখ্যা।—অপরাধের সহায়তা করাই অপরাধ, অত-এব সেই সহায়তার সাহায্য করাও অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে বধ করিবার নিমিত্ত চাঁদকে প্রবৃত্তি দিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়, তাহাতে বলরাম যদুকে বধ করিতে চাঁদকে প্রবৃত্তি দেয়। ও বলরামের সেই প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত চাঁদ ঐ অপরাধ করে। বলরাম যে অপরাধ করিল তদ্ধেতুক সে বধাপরাধের দণ্ডের যোগ্য, ও আনন্দ বলরামকে সেই অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াতে আনন্দও সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

৫ ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার সঙ্গে সহায় ব্যক্তির মন্ত্রণা না হইলেও, কুমন্ত্রণাক্রমে সহায়তা করণ অপরাধ হইতে পারে। যে কুমন্ত্রণাক্রমে অপরাধ করা যায় সেই কুমন্ত্রণায় সহায় ব্যক্তির সংস্রব থাকিলেই, তাহার ঐ অপরাধ হয় ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে বিষ খাওয়াইবার নিমিত্ত বলরামের সঙ্গে কোন উপায়ের মন্ত্রণা করে। তাহাতে স্থির হইল যে, আনন্দ ঐ বিষ খাওয়াইয়া দিবে। পরে বলরাম চাঁদকে সেই বিষ খাওয়াইবার কথা বলিয়া, আনন্দের নাম উল্লেখ না করিয়া বলে যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ বিষ খাওয়াইবে। চাঁদ ঐ বিষ আনিয়া দিতে স্বীকার করিয়া তাহা আনাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে খাওয়াইবার জন্যে বলরামকে দেয়। আনন্দ ঐ বিষ লইয়া যদুকে খাওয়ায় তাহাতে যদু মরে। এই স্থলে চাঁদের সঙ্গে আনন্দ মন্ত্রণা করে নাই, কিন্তু যে কুমন্ত্রণাক্রমে যদুকে বধ করা হইয়াছে তাহাতে চাঁদের সংস্রব ছিল। অতএব চাঁদ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে ও বধাপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

কোন ক্রিয়ার সহায়তা করণপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া করা গেলে, ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধি না থাকিলে, সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কথা।

১০৯ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের সহায়তা করিলে, আর যে কার্য্যের সহায়তা করা যায় সেই সহায়তা প্রযুক্ত সেই কার্য্য করা গেলে, অথচ এই আইনে সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলে, ঐ অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সহায় ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—প্রবৃত্তি প্রযুক্ত, কিম্বা কুমন্ত্রণাঅনুসারে, কিম্বা যে সাহায্যদ্বারা সহায়তা অপরাধ হয় সেই সাহায্য ক্রমে, যে ক্রিয়া কি অপরাধ করা যায়, তাহা সহায়তা প্রযুক্ত করা গেল এমত বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম রাজকীয় কার্য্যকারক। সে আপন পদের কর্ম্ম করণ সম্পর্কে আনন্দের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করে ইহার পুরস্কার স্বরূপ আনন্দ তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহে। বলরাম সেই উৎকোচ গ্রহণ করে। এমত স্থলে আনন্দ ১৬১ ধারার লিখিত অপরাধের সহায়তা করে।

(খ) আনন্দ বলরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। সেই প্রবৃত্তি প্রযুক্ত বলরাম ঐ অপরাধ করে। আনন্দ ঐ অপরাধের সহায়তা করণের অপরাধী, ও বলরামের তুল্য দণ্ডের যোগ্য।

(গ) আনন্দ ও বলরাম যদুকে বিষ খাওয়াইতে মন্ত্রণা করে। আনন্দ সেই মন্ত্রণাক্রমে বিষ আনাইয়া যদুকে খাওয়াইবার জন্যে বলরামকে দেয়। আনন্দের অনুপস্থিত কালে বলরাম ঐ মন্ত্রণাপ্রযুক্ত যদুকে বিষ খাওয়ায়, তাহাতে যদুর মরণ হয়। এই স্থলে বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী, ও আনন্দ মন্ত্রণা দ্বারা ঐ অপরাধের সহায়তা করিবার অপরাধী হইয়া উক্ত বধাপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

যাহার সাহায্য করা যায় সে যদি সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করে, তবে সহায়তার দণ্ডের কথা।

১১০ ধারা। অপরাধ করিবার সহায়তা ব্যক্তির যে অভিপ্রায় কি জ্ঞান থাকে, যে ব্যক্তির সহায়তা করা যায় সে অন্য অভিপ্রায় কি জ্ঞানানুসারে ঐ কার্য্য করিলেও, অন্য অভিপ্রায় কি জ্ঞান ভিন্ন সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ও জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিলে যে অপরাধ হইত, সেই অপরাধের যে দণ্ডের বিধান হইয়াছে অপরাধ করিবার সহায় ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবে।

এক প্রকারের ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য প্রকারের ক্রিয়া করা গেলে সহায় ব্যক্তির কথা ও উপবিধি।

১১১ ধারা। এক ক্রিয়ার প্রবৃত্তি দেওয়া গেলে যদি

অন্য ক্রিয়া করা যায়, তবে সহায় ব্যক্তি স্পষ্টরূপে সেই অন্য ক্রিয়ার প্রবৃত্তি দিলে তাহার যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত, সেই প্রকারের ও সেইপর্য্যন্ত দায় থাকিবে। পরন্তু যে ক্রিয়া করা গেল তাহা ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল না হইলে, ও যে প্রবৃত্তির কি যে কুমন্ত্রণার সংযোগে সহায়তা হয় ঐ ক্রিয়া সেই প্রবৃত্তির বলে কিম্বা সেই কুমন্ত্রণার সাহায্যে কি তদনুক্রমে করা না গেলে, তাহার সেই দায় থাকিবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন এক বালককে যদুর ভাতের মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিতে প্রবৃত্তি দিয়া, সেই অভিপ্রায়ে বালকের হাতে বিষ দেয়। যদুর ভাতের কাছে রামের ভাত ছিল। বালক সেই প্রবৃত্তিমতে কর্ম্ম করে। কিন্তু ভ্রমক্রমে যদুর ভাতে না দিয়া রামের ভাতে মিশাইয়া দেয়। এই স্থলে যদি সেই বালক আনন্দের প্রবৃত্তির বলে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ও যে ক্রিয়া করা গেল ভাবগতিক বুঝিয়া যদি তাহা ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয়, তবে আনন্দ রামেরই ভাতে মিশাইয়া দিতে প্রবৃত্তি দিলে যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত, তাহার সেই প্রকারের ও সেই পর্য্যন্ত দায় হইবে।

(খ) আনন্দ বলরামকে যদুর ঘর পোড়াইয়া দিতে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহাই করিয়া সেই সময়ে সেই ঘরহইতে কোন দ্রব্যও চুরি করিয়া লয়। এই স্থলে আনন্দ গৃহদাহ করণের সহায় হইবার অপরাধী, কিন্তু চৌর্য্য ক্রিয়ার সহায় হইবার অপরাধী নহে। যেহেতুক সেই চুরী করা পৃথক ক্রিয়া, গৃহদাহ করিবার সম্ভাবিত ফল নয়।

(গ) আনন্দ বলরামকে ও চাঁদকে দুই প্রহর রাত্রি সময়ে দস্যুতা করিবার জন্যে কোন লোকের ঘরে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, ও সেই কর্ম্মের নিমিত্তে তাহারদিগকে অস্ত্রও দেয়। বলরাম ও চাঁদ বলপূর্ব্বক

ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে, সেই গৃহবাসি বদ্রু নামক এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বাধা দেয়, তাহাতে তাহারা বদ্রুকে বধ করে। এই স্থলে যদি সেই হত্যাকাণ্ড ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল হইয়া থাকে তবে বধাপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে আনন্দের সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় ও যে ক্রিয়া করা যায় সহায় ব্যক্তির এই উভয়ের দণ্ড যে স্থলে হইতে পারে তাহার কথা।

১১২ ধারা। যে ক্রিয়ার সহায়তা করা যায় তাহা এবং সহায় ব্যক্তি ইহার পূর্ব্ব ধারামতে যে ক্রিয়ার নিমিত্ত দায়ী হয় তাহাও করা গেলে, ও তাহা পৃথক অপরাধ হইলে, সহায় ব্যক্তি ঐ দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

রাজকীয় কোন কার্য্যকারক সম্পত্তি ক্রোক করিতেছে, এমত সময়ে আনন্দ বলরামকে বলপূর্ব্বক তাহার বাধা দিতে প্রবৃত্তি দেয়। তৎপ্রযুক্ত বলরাম ঐ ক্রোক করার বাধা জন্মায়। তাহা করিবার সময়ে বলরাম ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ রাজকীয় কার্য্যকারককে গুরুতর পীড়া দেয়। ইহাতে বলরাম ক্রোক করার বাধা জন্মাইয়া ও ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিয়া দুইটী অপরাধ করিয়াছে। অতএব ঐ দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়। আর বলরাম ক্রোক করার বাধা দিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়াও দিতে পারে, আনন্দ যদি এই কথা জানিত তবে সেও দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির কল্পিত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে সহায় ব্যক্তির দায়ের কথা।

১১৩ ধারা। সহায় ব্যক্তি বিশেষ কোন ফল জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্যের প্রবৃত্তি দিলে, ঐ প্রবৃত্তি দেওয়া

প্রযুক্ত সহায় ব্যক্তি যে ক্রিয়ার নিমিত্তে দায়ী হয় তদ্দ্বারা যদি তাহার অভিপ্রেত ফল ভিন্ন অন্য ফল হইয়া থাকে তবে যে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি দেওয়া গেল তাহাতে ঐ ফল হওয়ার সম্ভাবনা, সহায় ব্যক্তি ইহা জানিয়া থাকিলে যে ফল হইয়াছে তাহা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়ার সহায়তা করিলে, যে প্রকারে ও যেপর্য্যন্ত দায়ী হইত, সেই ফলের জন্যে সেই প্রকারে ও সেই পর্য্যন্ত দায়ী হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে গুরুতর পীড়া দিবার নিমিত্তে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। সেই প্রবৃত্তি প্রযুক্ত বলরাম যদুকে গুরুতর পীড়া দেয়। তাহাতে যদুর প্রাণ নষ্ট হয়। এই স্থলে গুরুতর যে পীড়ার প্রবৃত্তি দেওয়া গেল তদ্দ্বারা মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, আনন্দ যদি ইহা জানিত, তবে জ্ঞানকৃত বধাপরাধের্য্য যে দণ্ড নির্ণয় হইয়াছে আনন্দের সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

অপরাধ যে সময়ে করা যায় সহায় ব্যক্তি সেই সময়ে উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা।

১১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে যদি সহায় বলিয়া দণ্ডের যোগ্য হইত, তবে তাহার সহায়তা প্রযুক্ত যে ক্রিয়ার কি অপরাধের নিমিত্তে তাহার দণ্ড হইতে পারে, ঐ ক্রিয়া কি অপরাধ করিবার সময়ে উপস্থিত থাকিলে, সে ঐ ক্রিয়া কি অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তাপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা না গেলে তাহার কথা।

যে ক্রিয়া দ্বারা অপকার হয় তাহা সেই সহায়তাপ্রযুক্ত করা গেলে তাহার কথা।

১১৫ ধারা। যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তি সেই অপরাধের সহায়তা করিলে, যদি সেই সহায়তাপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা না যায়, ও এই আইনে সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। এবং সহায় ব্যক্তি সহায়তা করণপ্রযুক্ত যে ক্রিয়ার নিমিত্ত দায়ী হয় এমত কোন ক্রিয়া করা গেলে, ও তদ্দারা অন্য ব্যক্তির পীড়া হইলে, সেই সহায় ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু সেই অপরাধ করা যায় নাই। বলরাম যদুকে বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবনদ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইত, অতএব আনন্দ সাত বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের এবং অর্থ দণ্ডের যোগ্য হইবে। ও তাহার সেই সহায়তাকরণ প্রযুক্ত যদুকে কোন পীড়া দেওয়া গেলে, আনন্দ চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের এবং অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে।

যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে সহায়তাপ্রযুক্ত তাহা না করা গেলে তাহার কথা।

অপরাধ নিবারণ করা যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায়হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে সেই সহায়তা কথা।

১১৬। ধারা যে অপরাধে কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তি সেই অপরাধের সহায়তা করিলে যদি সেই সহায়তা প্রযুক্ত ঐ অপরাধ করা না যায়, তবে এই আইনে তদ্রূপ

সহায়তার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হওয়ার বিধি আছে, তাহার চতুর্থাংশ কালের অনধিক সেই ব্যক্তির সেই প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, কিম্বা সেই অপরাধের নিমিত্ত যত অর্থ দণ্ডের বিধি আছে তাহার তত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। ও যে ব্যক্তি সহায় হয় কি যাহার সহায়তা করা যায় সে রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে সেই অপরাধ তাহার নিবারণ করা কর্ত্তব্য হইলে, সেই অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ডের বিধান আছে, ঐ সহায় ব্যক্তির তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা যে অর্থদণ্ডের বিধান আছে তাহার সেই অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম রাজকীয় কার্য্যকারক। রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ কালে আনন্দের প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ হইল, ইহার পুরস্কারস্বরূপ আনন্দ তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহে। বলরাম তাহা গ্রহণ করে না এই ধারামতে আনন্দের দণ্ড হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। এই স্থলে বলরাম মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলেও আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে ও তাহার তদনুসারে দণ্ড হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ পোলীসের একজন আমলা। দস্যুতা নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য, কিন্তু সে দস্যুতার সহায়তা করে। এমত স্থলে দস্যুক্রিয়া অপরাধে অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ডের বিধি আছে তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত আনন্দের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ পোলীসের এক জন আমলা। দস্যুক্রিয়া নিবারণ করা

তাহার কর্ত্তব্য। বলরাম তাহার দ্বারা দস্যুতা কার্য্য হওয়ার সহায়তা করে। এই স্থলে ঐ দস্যুক্রিয়া না হইলেও, দস্যুতা অপরাধের অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ডের বিধি আছে তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বলরামের কারাদণ্ড এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

সাধারণ লোকের দ্বারা কিম্বা দশ জনের অধিক ব্যক্তির দ্বারা অপরাধ হইবার সহায়তা করণের কথা।

১১৭ ধারা। সাধারণ লোকের দ্বারা কিম্বা দশ জনের অধিক কোন সংখ্যার কি শ্রেণীর লোকের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করণের সহায়তা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন প্রকাশ স্থানে এক খান ঘোষণা পত্র লাগাইয়া দশ জনের অধিক কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এমত প্রবৃত্তি দেয় যে, বিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সময়ে যাত্রা করিয়া যাইবে সেই সময়ে তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিবার নিমিত্তে তোমরা অমুক সময়ে ও স্থানে একত্র হও। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার কল্পনা গোপনে রাখিবার কথা।

সেই অপরাধ করা গেলে। সেই অপরাধ করা না গেলে।

১১৮ ধারা। যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ করিবার কল্পনা থাকিলে, যদি কোন ব্যক্তি সেই অপরাধ সহজে করা যাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা ঐ কল্পনা গুপ্ত রাখিলে সহজে করা যাইতে পারিবে জানিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম

করিয়া, কিম্বা বেআইনীমতে কার্য্যের ত্রুটি করিয়া, ঐ কল্পনার কথা গোপনে রাখে, কিম্বা ঐ কল্পনার বিষয়ে মিথ্যা জানিয়া কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে তাহার সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, ও না করা গেলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। ইহার অন্যতর স্থলে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

রঙ্গভপুরে ডাকাইতী করিবার কল্পনা আছে, আনন্দ ইহা জানিয়া অন্তদিগে যে চাঁদপাড়া গ্রাম আছে সেই চাঁদ পাড়ায় ডাকাইতী হইবার কল্পনা হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই সম্বাদ দিয়া, ঐ অপরাধ সহজে হইবার অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। উক্ত কল্পনামতে রঙ্গভপুরে ডাকাইতী হইল। আনন্দের এই ধারামতে দণ্ড হইতে পারিবে।

যে অপরাধ রাজকীয় কার্য্যকারকের নিবারণ করা উচিত তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিবার কথা।

ঐ অপরাধ করা গেলে। ঐ অপরাধের প্রাণদণ্ডপ্রভৃতি হইতে পারিলে। ঐ অপরাধ না করা গেলে।

১১৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া যে ব্যক্তির কোন অপরাধ নিবারণ করা উচিত, সেই রাজকীয় কার্য্যকারক সেই অপরাধ সহজে হইতে পারিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপরাধ করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিলে সহজে করা যাইতে পারিবে জানিয়া, যদি কোন কর্ম্ম করণ দ্বারা কিম্বা কর্ম্মের বেআইনীমত ত্রুটিকরণ দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই

অপরাধ করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখে, কিম্বা ঐ কল্পনার বিষয়ে যাহা মিথ্যা জানে এমত কোন কথা কহে, তবে ঐ অপরাধ করা গেলে, ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হওয়ার বিধান আছে সেই কার্য্যকারকের তাহার অর্দ্ধেক কালের অনধিক সেই প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ অপরাধের নিমিত্ত যত টাকা অর্থদণ্ডের বিধান আছে তাহার তত টাকা অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে তাহার দশ বৎসরের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। সেই অপরাধ না করা গেলে, ঐ অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ডের বিধান আছে ঐ কার্য্যকারকের তাহার চতুর্থাংশ কালের অনধিক সেই প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ অপরাধের নিমিত্ত যত টাকা অর্থদণ্ডের বিধান আছে তাহার তত অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ দুই প্রকারের দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ পোলীসের এক জন কর্ম্মকারক, দস্যুক্রিয়া করিবার কল্পনার কোন কথা জানিতে পাইলে আইনমতে তাহার সেই কল্পনার সন্ধান জানাইতেই হইবে। বলরাম দস্যুতা করিতে মনস্থ করিয়াছে আনন্দ ইহা জানিয়াও, সেই অপরাধ সহজে হইতে পারিবার অভিপ্রায়ে সন্ধান জানায় না। এই স্থলে আনন্দ বেআইনীমতে কর্ম্মের ত্রুটি করিয়া বলরামের কল্পনার কথা গুপ্ত রাখে। এই ধারার বিধিমতে আনন্দের দণ্ড হইতে পারিবে।

যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিবার কথা।

সেই অপরাধ করা গেলে। করা না গেলে।

১২০ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা সহজে হইতে পারিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপরাধ করিবার কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিয়া কিম্বা বেআইনীমতে কর্ম্মের ত্রুটি করিয়া ঐ অপরাধ করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে সেই কল্পনার বিষয়ে এমত কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে তাহার জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবার বিধি আছে তাহার চতুর্থাংশের অনধিক কালপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির সেই প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। ও সেই অপরাধ না করা গেলে অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ডের বিধি আছে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির কারাদণ্ড কিম্বা ঐ অপরাধের জন্যে যত অর্থদণ্ডের বিধি আছে তাহার তত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণের কথা।

১২১ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে, কিম্বা যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলে, কি যুদ্ধ

করণের সহায়তা করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ হইলে আনন্দ তাহাতে লিপ্ত হয়। সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) সিংহলদ্বীপে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ব্যাপার হইতেছে। আনন্দ ভারতবর্ষ হইতে ঐ বিদ্রোহিদের নিকটে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া সহায়তা করে। আনন্দ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সহায়তা করিবার অপরাধী।

১২১ ধারামত দণ্ডনীয় অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র হইলে তাহার কথা।

১২১ক ধারা। যে যে অপরাধ ১২১ ধারাক্রমে দণ্ডনীয় হয়, কোন ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কি বহির্ভূত স্থানে উক্ত অন্যতর অপরাধ করিবার, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের কি তদ্দেশের কোন অংশের আধিপত্য হরণ করিবার ষড়যন্ত্র করিলে, অথবা অপরাধঘটিত বলদ্বারা কিম্বা অপরাধঘটিত বল প্রদর্শন দ্বারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টকে শঙ্কাকুল করিবার ষড়যন্ত্র করিলে, তাহার যাবজ্জীবন কিম্বা ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—ষড়যন্ত্রানুসারে কোন কার্য্য না করা গেলেও কিম্বা বেআইনীমতে কার্য্যের ত্রুটি না হইলেও এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ষড়যন্ত্র হইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্র-
শস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার কথা।

১২২ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কল্পনায়, কিম্বা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবার মানসে লোক কি অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদাদি সংগ্রহ করিলে, কি অন্য প্রকারে যুদ্ধের আয়োজন করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি দণ্ড হইবে ইতি।

যুদ্ধ করিবার কল্পনার সাহায্যার্থে তাহা গুপ্ত রাখণের কথা।

১২৩ ধারা। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কল্পনা থাকিলে, সেই কল্পনার কথা গুপ্ত রাখা গেলে ঐ যুদ্ধ সহজে হইতে পারিবে, কোন ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা ইহার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কোন কর্ম্ম করিয়া কিম্বা বেআইনী মতে কর্ম্মের ক্রটি করিয়া সেই কল্পনার কথা গুপ্ত রাখে, তবে সেই ব্যক্তির দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

আইনমত ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য হইতে পারে তাহা বলপূর্ব্বক করাই-
বার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল
সাহেবের কি গবরনর সাহেবপ্রভৃতির উপর
আক্রমণ করিবার কথা।

১২৪ ধারা। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের, কিম্বা কোন প্রেসীডেন্সীর গবরনর সাহেবের,

কিম্বা লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের, কিম্বা ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার, কিম্বা কোন প্রসীডেন্সীর মন্ত্রিসভার অন্তর্গত কোন মেম্বরের আইনসিদ্ধ যে যে ক্ষমতা থাকে, কোন ব্যক্তি উক্ত গবরনর জেনরল সাহেবের, কি গবরনর সাহেবের, কি লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের, কি মন্ত্রিসভার মেম্বরের উক্ত অন্যতর ক্ষমতামতে কোন প্রকারের কর্ম্ম করিতে কিম্বা করণ হইতে স্থগিত থাকিতে প্রবৃত্তি দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বলপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করাইবার কি করণ হইতে স্থগিত করাইবার অভিপ্রায়ে, অপরাধঘটিত বলদ্বারা কি অপরাধঘটিত বল দেখাইয়া সেই গবরনর জেনরল সাহেবের, কি গবরনর সাহেবের, কি লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের, কি মন্ত্রিসভার মেম্বরের প্রতি আক্রমণ করিলে, কি তাঁহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করিলে, কি অন্যায়মতে অবরোধ করিতে উদ্যোগ করিলে, কিম্বা তাঁহাকে শঙ্কাকুল করিলে, কি শঙ্কাকুল করিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অভক্তি জন্মাইবার কথা।

১২৪ক ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আইনদ্বারা যে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উচ্চারিত কি পাঠার্থ কথা দ্বারা, কিম্বা ইঙ্গিতে কিম্বা দৃশ্য চিত্রাদি দ্বারা কি অন্য প্রকারে সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অভক্তি ভাবের উৎসাহ দিলে কি দিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার যাবজ্জী-

বন, কিম্বা নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, ও তদুপরে অর্থদণ্ড, অথবা তিন বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড ও তদুপরে অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, অথবা কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—গবর্ণমেণ্টের কোন ক্রিয়াতে অসম্মতি হইলেও, যদি ঐ অসম্মতি গবর্ণমেণ্টের আইনসিদ্ধ আধিপত্যের বশতাভাবের সঙ্গত হয়, এবং ব্যবস্থাবিরুদ্ধে ঐ আধিপত্যের উচ্ছেদ কি বিপক্ষতা করণার্থ উদ্যোগ হইলে তৎপরিহার করণপূর্ব্বক ঐ গবর্ণমেণ্টের আইনসিদ্ধ আধিপত্যের প্রতিপোষকতা ভাবের সঙ্গত হয়, তবে সেই অসম্মতি অভক্তি নয়। অতএব কেবল সেই প্রকারের অসম্মতির উৎসাহ দিবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়ার যে চর্চ্চা করা যায় তাহা এই ধারামতে অপরাধ নয় ইতি।

আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কথা।

১২৫ ধারা। আশিয়া দেশীয় যে কোন রাজ্যাধিপতি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ হন কিম্বা শান্তিভাবাপন্ন থাকেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে, কি যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলে, কি সেইরূপ যুদ্ধ হইবার সহায়তা করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, কিম্বা সাত বৎসরের অনধিক কাল তাহার কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তদ্ভিন্ন অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, অথবা কেবল অর্থদণ্ড হইবে ইতি।

মহারাণীর সঙ্গে শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে
লুঠ করণের কথা।

১২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন রাজার দেশে লুঠ করিলে, কি করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তদ্ভিন্ন অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও সেই লুঠ করণে যে সম্পত্তির ব্যবহার হয় কি হইবার অভিপ্রায় ছিল, কিম্বা সেই লুঠ করণদ্বারা যে সম্পত্তি পাওয়া যায় সেই সমুদয় সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

১২৫ ও ১২৬ ধারার উল্লিখিত যুদ্ধ কি লুঠকরণ দ্বারা প্রাপ্ত
সম্পত্তি গ্রহণ করণের কথা।

১২৭ ধারা। ১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিত কোন অপরাধ করণদ্বারা কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে জানিয়া, কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, ও তদ্রূপ গৃহীত সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

রাজনীতি পক্ষ বন্দী কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায়
থাকিতে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দিলে তাহার কথা।

১২৮ ধারা। রাজনীতিপক্ষ বন্দী কিম্বা যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকিতে, ঐ বন্দিকে যে স্থানে কয়েদ করা যায়, সেই কার্য্যকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে সেই স্থান হইতে পলাইতে দিলে, ঐ কার্য্য-

কারকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

রাজনীতিপক্ষ বন্দী কি যুদ্ধধৃতবন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকিতে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দিলে তাহার কথা।

১২৯ ধারা। রাজনীতিপক্ষবন্দী কিম্বা যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকিলে, ঐ বন্দিকে যে স্থানে কয়েদ করিয়া রাখা যায় সেই কার্য্যকারক অনবধানে তাহাকে সেই স্থান হইতে পলাইতে দিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

তদ্রূপ বন্দির পলায়ন করিতে সাহায্য করিলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া লইলে কি আশ্রয় দিলে তাহার কথা।

১৩০ ধারা। রাজনীতিপক্ষ বন্দী কিম্বা যুদ্ধধৃত বন্দী আইনমতে কয়েদ থাকিলে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলাইবার সাহায্য কি উপকার করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন বন্দিকে ছাড়াইয়া দেয় কি ছাড়াইয়া দিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন বন্দী আইনমতে কয়েদ থাকিয়া পলায়ন করিলে যদি তাহাকে আশ্রয় দেয় কি লুকাইয়া রাখে, কিম্বা তাহার পুনরায় ধৃত হইবার কোন বাধা দেয় কিম্বা দিবার উদ্যোগ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—রাজনীতিপক্ষ বন্দীর কিম্বা যুদ্ধধৃত বন্দির

প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর করিয়া তাহাকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি দেশের নিরূপিত সীমার মধ্যে মুক্ত থাকিবার অনুমতি দেওয়া গেলে, সে যে সীমার মধ্যে মুক্ত হইয়া থাকিবার অনুমতি পায় তাহার বাহিরে গেলে, আইনমত কয়েদহইতে পলায়ন করিলে এমত কহা যায় ইতি।

সপ্তম অধ্যায়।

পল্টন ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা করণের কি তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগের কথা।

১৩১ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহ কার্য্য করিবার সহায়তা করিলে, কিম্বা সেইরূপ কোন সেনাপতিকে কি হুদ্দাদারকে কি সিপাহীকে কি নাবিক প্রভৃতিকে রাজভক্তি হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে বিমুখ করাইতে উদ্যোগ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "সেনাপতি, হুদ্দাদার, সিপাহী" এই এই শব্দে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের সুশাসনের নিমিত্ত সাময়িক বিধানের, কিম্বা ১৮৬৯ সালের ৫ আইনে

যে সামরিক বিধান আছে তাহার বশতাপন্ন কোন ব্যক্তিও গণ্য ইতি।

সহায়তাপ্রযুক্ত বিদ্রোহাচার হইলে বিদ্রোহাচারের সহায়তার কথা।

১৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহ কর্ম্ম করিতে সহায়তা করিলে, ও সেই সহয়তাপ্রযুক্ত রাজবিদ্রোহ কার্য্য করা গেলে, সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড,কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উপরিস্থ কার্য্যকারক আপন পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহার প্রতি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির আক্রমণ করিতে সহায়তা করণের কথা।

১৩৩ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ আপন পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমত সময়ে, কোন ব্যক্তি তাঁহার উপর কোন সেনাপতির কি হুদ্দারের কি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির আক্রমণের সহায়তা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উক্তরূপ আক্রমণ করা গেলে তাহার সহায়তার কথা।

১৩৪ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ আপন পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমত সময়ে, কোন ব্যক্তি তাঁহার উপর কোন

সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির আক্রমণের সহায়তা করিলে, যদি সেই সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ আক্রমণ করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

সিপাহীর কি নাবিকের পলায়ন করিবার সহায়তার কথা।

১৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের পলায়ন করিবার সহায়তা করিলে, সেই ব্যক্তির দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

পলাতককে আশ্রয় দেওনের কথা।

১৩৬ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইয়াছে, নিম্নের লিখিত প্রকারের ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া, কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, সেই সেনাপতিকে কি হুদ্দাদারকে কি সিপাহীকে কি নাবিককে আশ্রয় দিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বর্জ্জিত কথা। স্ত্রী আপন স্বামিকে সেইরূপে আশ্রয় দিলে, তাহার উপর এই বিধি বর্ত্তে না।

বাণিজ্য জাহাজের অধ্যক্ষের অমনোযোগে কোন পলাতক জাহাজে লুকিয়া থাকিলে তাহার কথা।

১৩৭ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কি যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক হইয়া যদি বাণিজ্য জাহাজে লুকিয়া থাকে, কিন্তু ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের কিম্বা জাহাজে যাঁহার কর্তৃত্ব থাকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটি না হইলে, কিম্বা জাহাজে সুনিয়ম রক্ষা করিবার বিধির দোষ না থাকিলে, যদি ঐ অধ্যক্ষপ্রভৃতি সেই ব্যক্তির লুকিয়া থাকার কথা জানিতে পারিতেন, তবে ঐ ব্যক্তির লুকিয়া থাকার কথা না জানিলেও তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

সিপাহী কি নাবিক অবাধ্যভাবের কোন ক্রিয়া করিলে তাহার সহায়তার কথা।

১৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের কোন কার্য্য অবাধ্যভাবের কার্য্য জানিয়া তাহার সহায়তা করিলে, ও সেই সহায়তাপ্রযুক্ত অবাধ্যভাবের ঐ কার্য্য করা গেলে, সেই ব্যক্তির ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহারা সামরিক বিধানের অধীন থাকে তাহাদের এই আইনমতে দণ্ডনীয় না হইবার কথা।

১৩৯ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের জন্যে, কিম্বা সেই পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের

কোন অংশের জন্যে সামরিক যে বিধান প্রণীত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার অধীন থাকিলে এই অধ্যায়ের লিখিত কোন অপরাধহেতুক তাহার এই আইনমতে, দণ্ড হইবে না ইতি।

সিপাহীর পোসাক পরিবার কথা।

১৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত সিপাহী প্রভৃতি না হইয়াও, আপনি যে তদ্রূপ সিপাহী প্রভৃতি আছে এই বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সিপাহীর ব্যবহার্য্য কোন পোশাকের কি চিহ্নাদির মত কোন পোশাক কি চিহ্ন পরিলে কি ধারণ করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অষ্টম অধ্যায়।

সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঞ্জনের অপরাধের বিধি।

বেআইনীমত জনতার কথা।

১৪১ ধারা। পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তির জনতা হইলে, যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া সেই জনতা হয়, তাহাদের সমুদয়ের নিম্নলিখিত কোন অভিপ্রায় সাধারণ্যে থাকিলে, তাহা "বেআইনীমত জনতা" বলা যায়। যথা,

প্রথম।—ব্যবস্থাপন কর্ম্ম পক্ষে কি আইনমত কর্ম্মসম্পা-

দন পক্ষে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা কোন প্রসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা কোন লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব, কিম্বা কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদের ন্যায্য ক্ষমতা মতে কর্ম্ম করিলে, অপরাধ যুক্ত বলদ্বারা কিম্বা অপরাধযুক্ত বল প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে শঙ্কাকুল করণ অভিপ্রায়।—কিম্বা

দ্বিতীয়।—কোন আইনমতে কার্য্য হওয়ার, কিম্বা আইন-মত পরওয়ানা জারী করার বাধকতা করণাভিপ্রায়।—কিম্বা

তৃতীয়।—কোন ক্ষতি করণের কি অপরাধভাবে অন-ধিকার প্রবেশকরণের কি অন্য অপরাধ করণের অভিপ্রায়। কিম্বা

চতুর্থ।—কোন ব্যক্তির অধিকারে যে সম্পত্তি থাকে তাহা অপরাধযুক্ত বলদ্বারা কিম্বা অপরাধযুক্ত বল প্রদর্শন করিয়া লইবার, কি ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার, কিম্বা সেই ব্যক্তি পথ কি জল ব্যবহারের কি অন্য অস্থাবর বস্তুর যে স্বত্ব অধিকার কি ভোগ করে তাহা হরণ করিবার অভি-প্রায়, কিম্বা কোন স্বত্ব কি আনুমানিক স্বত্ব প্রবল করণের অভিপ্রায়।—কিম্বা

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ নহে, অপরাধযুক্ত বলদ্বারা কি অপরাধ যুক্ত বল দর্শাইয়া তাহাকে সেই কর্ম্ম করাইবার, কিম্বা আইনমতে তাহার যে কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে তাহা তাহাকে করিতে না দিবার অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যা।—লোকেরা যে সময়ে একত্র হইয়াছিল সেই

সময়ে বেআইনীমত জনতা না হইলেও, পশ্চাৎ বেআইনী-মত জনতা হইয়া উঠিতে পারে ইতি।

বেআইনীমত জনতায় মিলিত হওয়ার কথা।

১৪২ ধারা। যে বৃত্তান্তহেতুক কোন জনতা বেআইনী-মত জনতা হয়, কোন ব্যক্তি সেই বৃত্তান্ত জানিয়াও, জ্ঞান-পূর্ব্বক সেই জনতার সহিত মিলিলে, কি তাহাদের মধ্যে থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে বেআইনীমত জনতার এক ব্যক্তি বলা যায় ইতি।

দণ্ডের কথা।

১৪৩ ধারা। যে ব্যক্তি বেআইনীমত জনতার এক জন হয়, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত জনতার সহিত মিলিবার কথা।

১৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া কিম্বা অন্য যে বস্তু অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিলে প্রাণনাশক হইতে পারে, এমত বস্তু লইয়া বেআইনীমত জনতার এক ব্যক্তি হইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে জনতাভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া, সেই জনতার সহিত মিলিলে অথবা তন্মধ্যে থাকিলে তাহার কথা।

১৪৫ ধারা। বেআইনীমত জনতার ব্যক্তিদিগকে আইনের নির্দিষ্টমতে জনতাভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক হইবার আজ্ঞা হই-

য়াছে জানিয়াও, কোন ব্যক্তি সেইরূপ বেআইনীমত জনতার সহিত মিলিলে কি তাহার মধ্যে থাকিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সাধারণের অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে এক জনের বল-প্রকাশ করণের কথা।

১৪৬ ধারা। বেআইনীমত জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে ঐ জনতার লোকেরা কিম্বা তাহাদের কোন এক জন বল প্রকাশ কিম্বা উপদ্রব করিলে, সেই জনতার প্রত্যেক জন হঙ্গামার অপরাধী হয় ইতি।

হঙ্গামা করিবার দণ্ডের কথা।

১৪৭ ধারা। কোন ব্যক্তি হঙ্গামার অপরাধী হইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণের কথা।

১৪৮ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া, কিম্বা অন্য যে বস্তু অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিলে প্রাণনাশক হইতে পারে এমত কোন বস্তু লইয়া হঙ্গামার অপরাধী হইলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সাধারণের অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে অপরাধ করা গেলে বেআইনীমত জনতার প্রত্যেক জনের সেই অপরাধের অপরাধী জ্ঞান হইবার কথা।

১৪৯ ধারা। বেআইনীমত জনতার কোন লোক সেই জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে কোন অপ-

রাধ করিলে, কিম্বা ঐ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে ঐ জনতার লোকেরা যে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা জানে এমত কোন অপরাধ করিলে, সেই অপরাধ করিবার সময়ে যত জন ঐ জনতার অন্তর্গত থাকে, তাহাদের প্রত্যেক জন সেই অপরাধে অপরাধী হইবে ইতি।

বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্যে ঠিকা লোক রাখিবার কথা, কিম্বা ঠিকা করিয়া লোক আনা গিয়াছে জানিয়া চুপ করিয়া থাকিবার কথা।

১৫০ ধারা। কোন ব্যক্তি বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্যে কি ঐ জনতার মধ্যে থাকিবার জন্যে ঠিকা করিয়া লোক আনিলে, কি লোকের সঙ্গে করার করিলে, কি লোক নিযুক্ত করিলে, কিম্বা ঠিকা করিয়া লোক আনাইতে কি লোকের সঙ্গে করার করিতে কি লোক নিযুক্ত করিতে সাহায্য করিলে, কিম্বা তাহা জানিয়াও চুপ করিয়া থাকিলে, ঐ বেআইনীমত জনতার লোকের মত তাহারও দণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঠিকা করিয়া লোক আনাতে কি তাহাদের সঙ্গে করার করাতে কি তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে ঐ লোক বেআইনীমত জনতার লোক হইয়া কোন অপরাধ করিলে, সেই বেআইনীমত জনতার অন্তর্গত হওয়ার ও আপনি সেই অপরাধ করার ন্যায় তাহার ঐ অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

পাঁচ কি তাহার অধিক লোকের জনতা ভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক হইবার আজ্ঞা হইলে পর, জানিয়া শুনিয়া সেই জনতার সঙ্গে মিলিলে কি থাকিলে তাহার কথা।

১৫১ ধারা। পাঁচ কি তদধিক জনের জনতার দ্বারা

সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, ও আইন-মতে সেই জনতার লোকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া চলিয়া যাইতে আজ্ঞা হইলে পর, কোন ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিলে কি তাহাদের মধ্যে থাকিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—সেই জনতা ১৪১ ধারার অর্থানুসারে বেআইনীমত জনতা হইলে, অপরাধির ১৪৫ ধারামতে দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক হঙ্গামাপ্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিবার তাঁহাকে বাধা দিবার কথা।

১৫২ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক বেআইনীমত জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা থামাইতে চেষ্টা করিয়া, রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের উপর আক্রমণ করিলে বা আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইলে, কি তাঁহাকে বাধা দিলে, বা দিতে উদ্যোগ করিলে, বা তাঁহার প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিলে বা করিবার ভয় দেখাইলে বা করিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

হঙ্গামা করাইবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগাইয়া দেওয়াতে হঙ্গামা হইয়া উঠিলে তাহার কথা।
ও না হইলে তাহার কথা।

১৫৩ ধারা। কোন ব্যক্তির রাগ জন্মাইয়া দিলে হঙ্গামা অপরাধ হইয়া উঠিবে, অন্য ব্যক্তি ইহা মনস্থ করিয়া কি ইহার সম্ভাবনা জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক কি অকারণে কোন বেআইনী কর্ম্ম করিয়া সেই ব্যক্তির রাগ জন্মাইয়া দিলে, সেই রাগ জন্মাইয়া দেওয়াতে হঙ্গামা অপরাধ হইয়া উঠিলে তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। সেই হঙ্গামা অপরাধ না করা গেলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে ভূমিতে বেআইনীমত জনতা হয় সেই ভূমির স্বামির কি দখীলকারের কথা।

১৫৪ ধারা। বেআইনীমত কোন জনতা কি হঙ্গামা হইলে, যে ভূমিতে ঐ বেআইনীমত জনতা কি হঙ্গামা হয় তাহার স্বামী কি দখীলকার, ও সেই ভূমিতে যে কোন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক কি সম্পর্কের দাওয়া থাকে সেই ব্যক্তি কি তাহার গোমাশ্তা কি সরবরাহকার, সেই অপরাধ হইতেছে কি হইয়াছে জানিয়াও, কিম্বা হইবে এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইলেও, সাধ্যমতে ত্বরায় পোলীসের অতি নিকট থানার প্রধান কার্য্যকারককে সেই কথার সম্বাদ না দিলে, ও সেই অপরাধ হইবে তাহার কি তাহার-

দের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলেও, আইনসিদ্ধ নানা উপায় দ্বারা সাধ্যানুসারে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা না করিলে, ও সেই অপরাধ হইয়া থাকিলে আইন-সিদ্ধ নানা উপায় দ্বারা সাধ্যমতে ঐ হঙ্গামা থামাইতে কি বেআইনীমত জনতাভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক করিতে চেষ্টা না করিলে, সেই ভূস্বামি প্রভৃতির এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

যাহার উপকারার্থে হঙ্গামা করা যায় তাহার দায়ের কথা।

১৫৫ ধারা। ভূমি লইয়া হঙ্গামা হইলে, ও যিনি সেই ভূমির স্বামী কি দখীলকার হন তাঁহার, কিম্বা সেই ভূমিতে, বা যে বিবাদহেতুক হঙ্গামা হইল সেই বিবাদের বিষয়ে, যে ব্যক্তির কোন সম্পর্কের দাওয়া থাকে, কিম্বা ঐ ভূমি হইতে যে ব্যক্তি কোন লাভ গ্রহণ করিয়াছে কি প্রাপ্ত হই-য়াছে, এমত ব্যক্তির উপকারের জন্যে কি তাহার সপক্ষে ঐ হঙ্গামা হইলে, ও সেই হঙ্গামা হইতে পারিবে, কিম্বা বেআইনীমত যে জনতাদ্বারা ঐ হঙ্গামা করা গেল সেই জনতা হইবার সম্ভাবনা, ঐ ব্যক্তির কি তাহার গোমাশতার কি সরবরাহকারের এমত জানিবার কারণ থাকিলেও, আইন সিদ্ধ নানা উপায়দ্বারা ঐ হঙ্গামা কি জনতা হওয়া নিবারণ করিতে ও ঐ হঙ্গামা থামাইতে ও জনতা ভঙ্গ করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা না করিলে, ঐ ভূস্বামি প্রভৃতির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

যে স্বামির কি দখলীকারের উপকারার্থে হঙ্গামা করা যায় তাহার গোমাশতার দায়ের কথা।

১৫৬ ধারা। ভূমি লইয়া হঙ্গামা হইলে, ও যিনি সেই

ভূমির স্বামী কি দখীলকার হন, কিম্বা সেই ভূমিতে, বা যে বিবাদহেতুক হঙ্গামা হইল সেই বিবাদেরবিষয়ে, যে ব্যক্তির কোন সম্পর্কের দাওয়া থাকে, কিম্বা ঐ ভূমি হইতে যে ব্যক্তি লাভ গ্রহণ করিয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে এমত ব্যক্তির উপকারের নিমিত্ত বা তাহার সপক্ষে ঐ হঙ্গামা হইলে, ও সেই হঙ্গামা হইতে পারিবে, কিম্বা বেআইনীমত যে জনতাদ্বারা ঐ হঙ্গামা করা গেল সেই জনতা হইতে পারিবে, ঐ ব্যক্তির গোমাশতার কি সরবরাহকারের এমত জানিবার কারণ থাকিলেও, আইনসিদ্ধ নানা উপায় দ্বারা সেই হঙ্গামা কি জনতা হওয়া নিবারণ করিতে ও হঙ্গামা থামাইতে ও জনতা ভঙ্গ করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা না করিলে, ঐ গোমাশতার কি সরবরাহকারের অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

বেআইনীমত জনতার নিমিত্তে ঠিক করিয়া যে লোক রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার কথা।

১৫৭ ধারা। বেআইনীমত জনতার মধ্যে মিলিবার জন্যে কি ঐ জনতার মধ্যগত হইবার জন্যে কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া আনা গেল, কি তাহাদের সঙ্গে করার করা গেল, কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করা গিয়াছে, কিম্বা ঠিকা করিয়া আনা যাইবে কি তাহাদের সঙ্গে করার করা যাইবে কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করা যাইবে জানিয়া, কোন ব্যক্তি আপনার দখলে কি জিম্মার কি কর্তৃত্বাধীনে কোন ঘরে কি বাড়ীর মধ্যে তাহাদিগকে আশ্রয় দিলে কি গ্রহণ করিলে কি যুটাইয়া রাখিলে, তাহার ছয় মাসের

অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বেআইনীমত জনতার সঙ্গে মিলিবার কি হঙ্গামার সাহায্য করিবার বি অস্ত্র ধরিবার জন্যে ঠিকা যাইবার কথা।

১৫৮ ধারা। ১৪১ ধারায় যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে কোন কার্য্য করিতে কি করিবার সাহায্য করিতে করার করিলে কি ঠিকা হইয়া আসিলে, কিম্বা কোন ঠিকা কর্ম্ম লইবার কি করার করিবার কথা তুলিলে কি তাহা করিতে চেষ্টা করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আর কোন লোক পূর্ব্বোক্তমতে করার করিয়া কিম্বা ঠিকা হইয়া আসিয়া প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইলে, কিম্বা অন্য যে বস্তু অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিলে প্রাণনাশক হইতে পারে এমত বস্তু লইয়া বেড়াইলে, কি বেড়াইতে করার কি প্রস্তাব করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দাঙ্গার কথা।

১৫৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ স্থানে পরস্পর মারামারি করিয়া সাধারণের শান্তিভঙ্গ করিলে, তাহারা "দাঙ্গা করে" এমত বলা যায় ইতি।

দাঙ্গা করিবার দণ্ডের কথা।

১৬০ ধারা। কোন ব্যক্তি দাঙ্গা করিলে, তাহার এক

মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

নবম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকেরা যে অপরাধ করেন ও তাঁহাদের সম্পর্কে যে অপরাধ করা যায় তদ্বিষয়ক বিধি। *

রাজকীয় কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্মের নিমিত্তে আইনমত বেতন ছাড়া পারিতোষিক গ্রহণ করিলে তাহার কথা।

১৬১ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া, কি হইবার প্রত্যাশা রাখিয়া, আপন পদের কোন কর্ম্ম

---

* ১৮৬৭ সালের ৩১ আইন।

ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের প্রণীত, এই আইন ১৮৬৭ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল।

রেলওয়ে কোম্পানির চাকরদিগের কোন কোন অপরাধ দণ্ডাধীন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের মধ্যে রাজকীয় কর্ম্মচারিসংক্রান্ত যে যে বিধি আছে, রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মে

করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার, কিম্বা আপন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি আইনমত কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন প্রসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবকে, কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন লোকের উপকার কি অনুপকার করিবার কি করিতে চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি-জনক ভাবে কি পুরস্কারস্বরূপে, কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন কাহার নিমিত্তে আইনমত বেতনভিন্ন কোন প্রকারের পারিতোষিক গ্রহণ করিলে কি লইলে কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলে, কি লইতে চেষ্টা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি তন্মধ্য কোন কোন বিধান বর্ত্তান বিহিত, এই হেতু নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

অর্থ করণের ধারা।

১ ধারা। ভারতবর্ষের সুশাসনার্থ আইন নামক শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিকটোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আই-নের ১০৬ অধ্যায়ক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি তদীয় উত্ত-রাধিকারিদের প্রতি যে দেশ অর্পণ করা গেল, সেই দেশের অন্তর্গত. এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও তাঁহার উত্তরাধিকারি-

ব্যাখ্যা। "রাজকীয় কার্য্যকারক হইবার প্রত্যাশা রাখিয়া"। উক্ত প্রকারের পদে নিযুক্ত হইবার প্রত্যাশা না রাখিয়াও কোন ব্যক্তি ছল করিয়া (আমি সেইরূপ পদে নিযুক্ত হইব, হইলে তোমাদের উপকার করিব,) অন্য ব্যক্তিদের এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, তাহাদেব স্থানে পারিতোষিক লইলে, সে বঞ্চনা করিবার দোষী, কিন্তু এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী নয়।

"পরিতোষিক।"—পারিতোষিক শব্দে টাকা পারিতোষিক, কিম্বা টাকা দ্বারা যাহার মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে তাহা ভিন্ন অন্য প্রকারের পারিতোষিকও বুঝায়।

"আইনমত বেতন।"—রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে

দের সহিত ভারতবর্ষের যে রাজারা ও দেশাধিকারিরা সন্ধিবদ্ধ হন তাঁহাদের শাসিত দেশে ব্রিটনীয় যে প্রজারা থাকেন কেবল তাঁহাদের সম্পর্কে, যাঁহারা যে সময়ে উক্ত দেশের অন্তর্গত রেল পথের কি ট্রাম পথের অধিকারী হন, এই আইনে "রেলওয়ে কোম্পানি" শব্দে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের স্থানে পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে ও তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদিগকে ও আসৈনদিগকে বুঝাইবে ইতি।

রেলপথের কার্য্যকারক ও চাকর দণ্ডবিধির আইনের অর্থগত "রাজকীয় কার্য্যকারক" হইবার কথা।

২ ধারা। রেলওয়ে কোম্পানির প্রত্যেক কার্য্যকারক ও চাকর ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪ ও ১৬৫ ধারার অর্থমতে "রাজকীয় কার্য্যকারক" জ্ঞান হইবেন ইতি।

যে বেতন দাওয়া করিয়া লইতে পারিবেন, "আইনমত বেতন" শব্দে কেবল তাহাই বুঝাইবে এমত নহে, কিন্তু তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন সেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অন্য যে পারিশ্রমিক লইতে অনুমতি দেন তাহাও ঐ শব্দের মধ্যে গণ্য।

"করিবার প্রবৃত্তিজনক ভাবে কি পুরস্কার স্বরূপে।"—কোন ব্যক্তির যাহা করিবার মনস্থ না থাকে তাহা করিবার প্রবৃত্তিজনক ভাবে, কিম্বা তিনি যাহা করেন নাই এমত কর্ম্ম করিবার পুরস্কার স্বরূপে, যে পারিতোষিক লন, তাহাও এই কথার মধ্যে আইসে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক এক জন মুনসেফ যদু নামে এক কুঠীওয়ালার সপক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে পর, তাহার পুরস্কারস্বরূপে যদুর কুঠীর মধ্যে আপন ভাইয়ের একটা কর্ম্ম করাইয়া দেন। এমত স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন।

"গবর্ণমেণ্ট" শব্দের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানি ধরিবার কথা।

৩ ধারা। উক্ত ১৬১ ধারায় "আইনমত বেতন" এই কথার অর্থ করণের কথায়, এই আইনের কার্য্যপক্ষে "গবর্ণ-মেণ্ট" শব্দের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানিও গণ্য, এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

সংক্ষেপ নাম।

৪ ধারা। এই আইন "রেলওয়ে কার্য্যকারকদের ১৮৬৭ সালের আইন" নামে খ্যাত হইবে ইতি।

(খ) কোন সাহেব সন্ধিবন্ধ কোন রাজদরবারে রেসিডেণ্টী পদ পাইয়া ঐ রাজার মন্ত্রির স্থানে লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ঐ সাহেব আপন পদসম্পর্কীয় কোন বিশেষ কর্ম্ম করিবার, কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার, কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া ঐ রাজার কোন বিশেষ উপকার করিবার, কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কারস্বরূপে যে ঐ টাকা পাইলেন, তাহা দেখা গেল না। কিন্তু আপন পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে ঐ রাজার প্রতি সাধারণমতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কারস্বরূপে ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন দেখা যায়। এ অবস্থায় ঐ সাহেব এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন।

(গ) আনন্দ নামে রাজকীয় কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকটে অনুরোধ করিয়া যদুর উপাধি দেওয়াইয়া দিলেন, যদুকে ভুলাইয়া তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইলে আনন্দ সেই কর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপে যদুর স্থানে কিছু টাকা লন। ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করেন।

দূষণীয় কি বেআইনীমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার নিমিত্তে পারিতোষিক গ্রহণের কথা।

১৬২ ধারা। কোন ব্যক্তি দূষণীয় কি বেআইনীমত উপায়দ্বারা রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে আপন পদের কোন কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার, কিম্বা সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণক্রমে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি আইনমত কর্ম্মসম্পাদক গবর্ণমেণ্টকে, কিম্বা কোন প্রেসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবকে, কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া, কোন লোকের কিছু উপকার কি অনুপকার করিবার কি করিতে

উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তি কিম্বা পুরস্কারস্বরূপে কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কিছু পারিতোষিক গ্রহণ করিলে কি পাইলে, কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলে, কি পাইবার উদ্যোগ করিলে, সেই ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করিবার নিমিত্তে পারিতোষিক গ্রহণ করিবার কথা।

১৬৩ ধারা। কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপত্তির বলে রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে স্বীয় পদের কোন কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার, কিম্বা সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণক্রমে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি আইনমত কর্ম্মসম্পাদক গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন প্রেসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবকে, কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া, কোন ব্যক্তির কিছু উপকার কি অনুপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কারস্বরূপে কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন কাহার জন্যে কিছু পারিতোষিক গ্রহণ করিলে কি পাইলে, কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলে কি পাইবার উদ্যোগ করিলে, সেই ব্যক্তির এক বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

বিচারকর্ত্তার সম্মুখে মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করিবার নিমিত্তে উকীল বেতন গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত দিতে চাহে, তাহাতে সেই দরখাস্তকারী যে যে কর্ম্ম করিয়াছে ও তাহার যে যে দাওয়া থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া সেই দরখাস্তের কথা শৃঙ্খলামতে লিখনের এবং সংশোধন করণের জন্যে কোন এক ব্যক্তিকে বেতন দেয়। কোন অপরাধির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পর তাহার বেতনগ্রাহি মোখ্‌তার ঐ দণ্ডের আজ্ঞা অন্যায়মতে হইয়াছে ইহা দর্শাইবার বিবরণ গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে অর্পণ করেন। ঐ সকল ব্যক্তি এই ধারার মধ্যে গণ্য নহেন, কেননা তাঁহারা আপন আপন প্রতিপত্তির বলে কার্য্য করান নাই কি করাবার কথা স্বীকারও করেন নাই।

রাজকীয় কার্য্যকারক পূর্ব্বোক্ত অপরাধের সহায়তা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

১৬৪ ধারা। রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুই ধারার লিখিত অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ করা যায়, তিনি সেই অপরাধের সহায়তা করিলে, তাঁহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ রাজকীয় কার্য্যকারক। তিনি কোন বিশেষ লোককে কর্ম্ম দেন তাঁহাকে এই অনুরোধ করিবার জন্যে তাঁহার স্ত্রী পুরস্কারস্বরূপে কোন বস্তু গ্রহণ করেন। আনন্দও তাঁহার ঐ কর্ম্মে সহায়তা করেন। ঐ স্ত্রীর এক বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড, কি অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। আনন্দের তিন বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহাতে যে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকে তাঁহাকে মূল্য না দিয়া তাহার স্থানে মূল্যবান কোন বস্তু গ্রহণ করিলে তাঁহার কথা।

১৬৫ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা যে ব্যাপার কি কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে কি হইবে সেই কর্ম্মে কি ব্যাপারে, কিম্বা আপনার পদ, কি আপনি যাঁহার অধীন থাকেন রাজকীয় এমত অন্য কার্য্যকারকের পদ সম্পর্কীয় কর্ম্মের সঙ্গে যে কার্য্যের কি ব্যাপারের সম্পর্ক থাকে, সেই কর্ম্মে কি ব্যাপারে অন্য যে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল কি আছে কি হইবার সম্ভাবনা জানেন, তাহার স্থানে, কিম্বা ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানমতে তাহার সহিত অন্য যে ব্যক্তির সম্পর্ক কি কুটুম্বিতা থাকে তাহার স্থানে, সেই কার্য্যকারক আপনার কি অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত, মূল্য না দিয়া, কিম্বা যাহা কম বলিয়া জানেন এমত মূল্য দিয়া, কোন মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করিলে, কি পাইলে, কিম্বা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলে, কি পাইবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার দুই বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে যদুর বন্দোবস্তের মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। কালেক্টর সাহেব তাহার নিকট ঘর ভাড়া করিয়া লন, মাসে তাহার পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিবার করার হয়, কিন্তু সরলভাবে করার হইলে মাসে দুই শত টাকা দিতে হইত। এই স্থলে কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত মূল্য না দিয়া যদুর স্থানে মূল্যবান বস্তু পাইয়াছেন।

(খ) জজ সাহেবের আদালতে যদুর এক মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। সেই সময়ে বাজারে কোম্পানির কাগজ প্রিমিয়মে বিক্রয় হয় কিন্তু ঐ জজ সাহেব ডিসকৌণ্ট লইয়া যদুর স্থানে কএকখান কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন। এই স্থলে জজ সাহেব উপযুক্ত মূল্য না দিয়া যদুর স্থানে মূল্যবান বস্তু পাইয়াছেন।

(গ) যদুর ভ্রাতা মিথ্যা শপথের নালিশে ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অনীত হয়। কোন এক ব্যাঙ্কে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কএক শ্যার ছিল, সেই সময়ে ঐ ব্যাঙ্কের শ্যার বাজারে ডিসকৌণ্টে বিক্রয় হইতেছে কিন্তু তিনি প্রিমিয়ম লইয়া যদুকে তাহা বিক্রয় করেন, যদু তদনুসারে ঐ শ্যারের মূল্য দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকারে যে টাকা লন তাহার বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য না দিয়া মূল্যবান বস্তু লইয়াছেন।

রাজকীয় কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি অমান্য করিলে তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তির যেরূপে কর্ম্ম করা উচিত এই বিষয়ে আইনের যে বিধি আছে, সেই কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক সেই বিধি অমান্য করিলে, কিম্বা সেই রূপে অমান্য করণ দ্বারা কোন ব্যক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও অমান্য করিলে, তাঁহার এক বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

।

কোন আদালতে যদুর পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে। ঐ ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে আবশ্যকমত রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে ডিক্রী জারী করিয়া সম্পত্তি ক্রোক করিতে আজ্ঞা পাইলেন। ঐ আইনের

বিধি না মানিলে যন্তুর হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও আনন্দ জ্ঞান পূর্ব্বক ঐ বিধি অমান্য করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

রাজকীয় কার্য্যকারক হানি করিবার অভিপ্রায়ে দলীল অশুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দিলে তাহার কথা।

১৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, ও রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে তাহার প্রতি কোন দলীল প্রস্তুত করিবার কি তরজমা করিবার ভার থাকিলে, তিনি কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই দলীল অশুদ্ধরূপে লেখা গেলে কি তরজমা হইলে কোন ব্যক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও, যাহা অশুদ্ধ জানে কি বিশ্বাস করে, এমত ভাবে ঐ দলীল লিখিলে, কি তরজমা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক আইনবিরুদ্ধে বাণিজ্যকার্য্য করিলে তাহার কথা।

১৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, ও রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে আইনমতে বাণিজ্যকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে নিষিদ্ধ হইয়াও বাণিজ্যকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করিলে কি নীলামে ডাকিলে তাহার কথা।

১৬৯। কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, ও

রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে তাহার প্রতি আইনমতে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় করিতে কিম্বা তন্নিমিত্তে নীলামে ডাকিতে নিষেধ হইলেও, যদি আপনার কি অন্যের নামে কিম্বা অন্যদের সহযোগী কি অংশী হইয়া সেই রূপ সম্পত্তি ক্রয় করে, কি তাহার নিমিত্তে নীলামে ডাকে, তবে তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে, ও সেই সম্পত্তি ক্রয় করা গিয়া থাকিলে ঐ সম্পত্তিও দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাইলে তাহার কথা।

১৭০ ধারা। কোন ব্যক্তির রাজকীয় বিশেষ কোন পদ নাই জানিয়াও, রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপ আপনার সেই পদ থাকার ভাণ করিলে, কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির সেই পদ আছে আপনাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিলে, ও সেই কল্পিত ভাবে সেই পদের ছলে কোন কার্য্য করিলে, কি করিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কেহ প্রতারণাভাবে রাজকীয় কার্য্যকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ করিলে তাহার কথা।

১৭১ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক না হইয়া, আপনি যে সেই সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক, এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা এমত বিশ্বাস হইতে পারিবে জানিয়া, সেই সম্প্র-

দায়ের রাজকীয় কার্য্যকারকের ব্যবহার্য্য কোন পোশাকের কি চিহ্নের মত কোন পোশাক কি চিহ্ন পরিলে, কি ধারণ করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দশম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞাবিষয়ক বিধান।

রাজকীয় কার্য্যকারকের সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী না হইবার কারণে পলায়ন করিবার কথা।

১৭২ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে যিনি আইন মতে সমন কি নোটিস কি আজ্ঞাপত্র জারী করিতে ক্ষমতা-পন্ন হন, তিনি যে সমন কি নোটিস কি আজ্ঞাপত্র দেন, কোন ব্যক্তি আপনার উপর তাহা জারী না হয় এই জন্যে পলায়ন করিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। স্বয়ং কি মোখ্‌তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার, কিম্বা আদালতে কোন দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে ঐ সমন কি নোটিস কি আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী করা কিম্বা তাহা প্রচার
করা নিবারণ করিবার কথা।

১৭৩ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি আইন-
মতে সমন কি নোটিস কি আজ্ঞা জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন
হন, তিনি যে সমন কি নোটিস কি আজ্ঞা দেন, কোন
ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া আপনার কি অন্যের উপর তাহা
জারী করা নিবারণ করিলে, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া তদ্রূপ
কোন সমন কি নোটিস কি আজ্ঞা আইনমতে কোন স্থানে
লটকাইয়া দিতে নিবারণ করিলে, কিম্বা তদ্রূপ কোন সমন
কি নোটিস কি আজ্ঞা আইনমতে কোন স্থানে লটকান
গেলে পর জানিয়া শুনিয়া তথাহইতে তাহা উঠাইয়া
ফেলিলে, অথবা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি আইন-
মতে কোন কথা ঘোষণা করিবার আজ্ঞা দিতে ক্ষমতাপন্ন
হন, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে আইনমতে সেই
কথার ঘোষণা নিবারণ করিলে, তাহার এক মাসের অন-
ধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অন-
ধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা স্বয়ং
কি মোখ্‌তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার কিম্বা কোন দলীল
আদালতে আনিয়া দেখাইবার জন্যে ঐ সমন কি নোটিস
কি আজ্ঞা কি ঘোষণাপত্র হইয়া থাকিলে, তাহার ছয়
মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কি এক হাজার
টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞা হইলেও উপস্থিত না
হইলে তাহার কথা।

১৭৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি আইন-মতে সমন কি নোটিস কি আজ্ঞা কি ঘোষণাপত্র জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি সেই সমন প্রভৃতি প্রচার করিলে, যে ব্যক্তি তদনুসারে স্বয়ং কি মোখ্‌তারের দ্বারা কোন স্থানে ও সময়ে আইনমতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হন, সেই ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সেই স্থানে কি সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা যে স্থানে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হন সেই স্থানহইতে আইনমতে যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারে তাহার আগে চলিয়া গেলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড হইবে। অথবা স্বয়ং কি মোখ্‌তারের দ্বারা কোন আদালতে তাঁহার উপস্থিত হইবার জন্যে সেই সমন কি নোটিস কি আজ্ঞা কি ঘোষণাপত্র হইয়া থাকিলে, তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট হইতে সফীনা জারী হয়। সেই সফীনার বলে আনন্দ আইনমতে সেই কোর্টে হাজির হইতে বদ্ধ আছে কিন্তু জানিয়া শুনিয়া হাজির হইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) জিলার জজ সাহেব আনন্দের নামে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হই-বার সমন জারী করেন। আনন্দ আইন অনুসারে সেই সমনমতে হাজির

হইতে বদ্ধ আছে কিন্তু জানিয়া শুনিয়া হাজির হইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

কোন ব্যক্তি আইনমতে কোন দলীল আনিয়া দেখাইতে বদ্ধ হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে ঐ দলীল আনিয়া দেখাইতে ত্রুটি করিলে তাহার কথা।

১৭৫ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্য-কারকের নিকটে কোন ব্যক্তি আইনমতে কোন দলীল আনিয়া দেখাইতে কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া, জ্ঞান-পূর্ব্বক তাহা আনিয়া দেখাইতে কি অর্পণ করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারা-দণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আর সেই দলীল কোন আদালতে আনিয়া দেখাইতে কি অর্পণ করিতে হইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ আইনমতে কোন জিলার আদালতে কোন দলীল আনিয়া দেখাইতে বদ্ধ হইয়া, জানিয়া শুনিয়া তাহা আনিয়া দেখাইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে এত্তেলা কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া সেই এত্তেলা কি সম্বাদ দেওনে ত্রুটি করিলে তাহার কথা।

১৭৬ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্য-কারককে কোন ব্যক্তি আইনমতে কোন এত্তেলা দিতে কি কোন কথার সন্ধান জানাইতে বদ্ধ হইয়া, আইনমতে

যে প্রকারে ও যে সময়ে ঐ এত্তেলা দিতে কি সন্ধান জানাইতে আজ্ঞা হইল, জানিয়া শুনিয়া সেই প্রকারে ও সেই সময়ে ঐ এত্তেলা না দিলে কি ঐ সন্ধান না জানাইলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা যে এত্তেলা দিবার কি যে সন্ধান জানাইবার আজ্ঞা থাকে, তাহা কোন অপরাধকরণ বিষয়ক হইলে, কিম্বা অপরাধ নিবারণের নিমিত্তে, কিম্বা অপরাধিকে ধরিবার জন্যে প্রয়োজন হইলে, ঐ ব্যক্তির ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

মিথ্যা সন্ধান জানাইবার কথা।

১৭৭ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের নিকটে কোন ব্যক্তি আইনমতে কোন কথার সন্ধান জানাইতে বদ্ধ হইয়া, সেই বিষয়ের যে সন্ধান মিথ্যা জানে কিম্বা যাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা সত্য বলিয়া জানাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা সে আইনমতে যে সন্ধান জানাইতে বদ্ধ হয় তাহা কোন অপরাধ করণ বিষয়ক হইলে, কিম্বা অপরাধ নিবারণের নিমিত্তে, কিম্বা অপরাধিকে ধরিবার নিমিত্তে প্রয়োজন হইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূম্যধিকারির মহালের মধ্যে কোন লোক হত্যা হইয়াছে, ভূম্যধিকারী ইহা জানিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সম্বাদ দিয়া কহে যে, সেই লোক অকস্মাৎ সর্পাঘাতে মরিয়াছে। সেই ভূম্যধিকারী এই ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধী হয়।

(খ) কোন গ্রামের নিকটে যদু নামে ধনাঢ্য মহাজন বাস করে। তাহার বাটীতে ডাকাইতী করিবার জন্যে অন্য স্থানের অনেক লোক সেই গ্রাম দিয়া যায়। গ্রামের চোকীদার তাহা জানিয়া, ও বঙ্গদেশের ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণমতে নিয়মিত সময়ে ও অগৌণে নিকটস্থ পোলীসের থানার আমলাকে ঐ কথার সম্বাদ দেওয়া সেই চৌকীদারের অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, সে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সম্বাদ দিয়া, ডাকাইতেরা যে দিগে গিয়াছিল তাহার অন্য দিগ দেখাইয়া কহে, যে অতি দূরবর্ত্তি অমুক গ্রামে ডাকাইতী করিবার জন্যে এক দল দুশ্চরিত্র লোক আমার গ্রাম দিয়া গেল। এই স্থলে ঐ চৌকীদার এই ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধী হয়।

রাজকীয় কার্য্যকারক শপথ করিতে উপযুক্তমতে আজ্ঞা করিলেও শপথ না করিবার কথা।

১৭৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে কোন ব্যক্তিকে সত্য কথা কহিতে শপথ করিবার আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহাকে সেই প্রকারে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই ব্যক্তি সেইরূপে শপথ করিব না বলিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় যে কার্য্যকারকের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা থাকে তাঁহাকে উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।

১৭৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিকটে কোন বিষয়ের সত্য কথা কহিতে বদ্ধ থাকিলে, ও সেই রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে আপনার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যদি সে উত্তর না দেয়, তবে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করিবার কথা।

১৮০ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহা বর্ণনা করে তাহার সেই বর্ণনাপত্রে কি এজহারে দস্তখৎ করিতে রাজকীয় যে কার্য্যকারকের আজ্ঞা করিবার আইনমত ক্ষমতা থাকে, তিনি আজ্ঞা করিলেও ঐ ব্যক্তি আপনার ঐ বর্ণনা পত্রে দস্তখৎ করিব না বলিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কিম্বা যাঁহার শপথ করাইবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে শপথ করিয়া মিথ্যা কহিবার কথা।

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে, কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির আইনমতে শপথ করাইবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে, শপথ ক্রমে কোন বিষয়ের সত্য কথা কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, সেই

রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কিম্বা উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকটে সেই বিষয়ের মিথ্যা কথা কহিলে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে এমত কথা কহিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক অন্য ব্যক্তির হানিজনকরূপে আপনার
আইনমত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করেন, এই অভিপ্রায়ে
মিথ্যা সন্ধান জানাইবার কথা।

১৮২ ধারা। কোন ব্যক্তি যে সন্ধান মিথ্যা জানে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা রাজকীয় কার্য্যকারককে জানাইলে, ঐ কার্য্যাকারক আপনার আইনসিদ্ধ ক্ষমতানুসারে অন্য ব্যক্তির হানি কি ক্লেশজনক কার্য্য করিবেন, কিম্বা যে বৃত্তান্ত বিষয়ে সেই সন্ধান জানায় তদ্বিষয়ের সত্য সন্ধান জানাইলে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের যাহা করা কর্ত্তব্য না হইত কিম্বা যে কার্য্যের ত্রুটি করা উচিত না হইত তিনি সেই কর্ম্ম করিবেন কি সেই কার্য্যের ত্রুটি করিবেন ইহারি সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক যেন সেই প্রকারের কার্য্য করেন এই অভিপ্রায়ে, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ মিথ্যা সন্ধান জানাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন যদু নামক পোলীসের কর্ম্ম-কারক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে নাই কিম্বা অহিতাচার করিয়াছে, আনন্দ এই সন্ধান মিথ্যা জানিয়া, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সন্ধান জানিলে যদুকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিবেন ইহার সম্ভাবনা জানিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেই কথা জানাইল। আনন্দ এই ধারার উল্লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) যদু কোন গুপ্ত স্থানে বিনানুমতির লবণ রাখিয়াছে, আনন্দ এই সন্ধান মিথ্যা জানিয়া, ও রাজকীয় কার্য্যকারককে সেই সন্ধান জানাইলে যদুর খানাতলাশী হইয়া তাহার ক্লেশজন্মিবে ইহার সম্ভাবনা জানিয়াও, আনন্দ রাজকীয় কার্য্যকারককে মিথ্যা করিয়া ঐ সন্ধান জানায়। আনন্দ এই ধারার উল্লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাহার বাধা দেওনের কথা।

১৮৩ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কোন সম্পত্তি লইতে গেলে, কোন ব্যক্তি তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ জানিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধা দিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ করা গেলে, তাহার বিক্রয়ের বাধা দিবার কথা।

১৮৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্য-কারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার

জন্যে প্রকাশ করা গেলে, কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ দ্রব্য বিক্রয় হইবার বাধা দিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ করা গেলে, বেআইনীমতে তাহা খরিদ করিবার কিম্বা তাহার মূল্য ডাকিবার কথা।

১৮৫ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার সময়ে, কোন ব্যক্তি ঐ নীলামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে আপনাকে আইনমতে অক্ষম জানিয়া আপনি তাহা ক্রয় করিলে কি তাহার নিমিত্তে নীলামে ডাকিলে, কিম্বা অন্য লোককে তদ্রূপে অক্ষম জানিয়া তাহার নিমিত্তে তাহা ক্রয় করিলে, কি নীলামে ডাকিলে, কিম্বা ডাকিয়া আপনার প্রতি যে দায় ঘটায় তাহা সফল করিবার মানস না করিয়া ঐ মূল্য ডাকিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয়দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার বাধা দিবার কথা।

১৮৬ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক আপন রাজকীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন, এমত সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে বদ্ধ হইয়াও না করিবার কথা।

১৮৭ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে, কোন ব্যক্তি আইনমতে তাঁহার সাহায্য করিতে কি সাহায্য করাইয়া দিতে বদ্ধ হইয়া, জ্ঞানপূর্ব্বক সেইরূপ সাহায্য না করিলে কি করাইয়া না দিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। কোন আদালত হইতে আইনমতে কোন পরওয়ানা বাহির হইলে সেই পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত, কিম্বা কোন অপরাধ নিবারণ করিবার নিমিত্ত, কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা রহিত করিবার নিমিত্ত, কিম্বা কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা কোন ব্যক্তি অপরাধ করিলে কিম্বা আইনমত কয়েদহইতে পলায়ন করিলে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত, রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে কোন ব্যক্তির সাহায্য দাওয়া করিতে পারিলে সেই ব্যক্তির সাহায্য চাহিলেও সে সাহায্য না করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মমতে আজ্ঞা প্রচার করিলে তাহা না মানিবার কথা।

১৮৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে কোন আজ্ঞা প্রচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া, আজ্ঞা প্রচার করিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলে,

কিম্বা আপনার অধিকৃত কি তত্ত্বাধীন কোন সম্পত্তি লইয়া বিশেষ মতে কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলে, সেই ব্যক্তি ইহা জানিয়াও ঐ আজ্ঞা না মানিলে, যাহারা বৈধ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, ঐ ব্যক্তির ঐ আজ্ঞা না মানাতে যদি তাহাদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হয়, কিম্বা বাধা কি ক্লেশ কি হানির আশঙ্কা জন্মে কি জন্মাইবার উপক্রম হয়, তবে তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আরো সেই আজ্ঞা না মানাতে যদি কোন মানুষের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের বিঘ্ন কি আপদ জন্মায় কি জন্মাইবার উপক্রম হয়, কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা ঘটে কি ঘটিবার উপক্রম হয়, তবে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—অপরাধির অপকার করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, কিম্বা সেই আজ্ঞা না মানাপ্রযুক্ত অপকার হইবার সম্ভাবনা এমত বিবেচনা না করিলেও, যে আজ্ঞা অমান্য করিয়াছে সেই আজ্ঞা প্রচার হইবার কথা জানিলে এবং সেই আজ্ঞা না মানাতে অপকার জন্মে কি জন্মিবার সম্ভাবনা আছে ইহা জানিলেই এই বিধি খাটে ইতি।

উদাহরণ।

কোন পার্ব্বণ সময়ে লোকেরা কোন বিশেষ রাস্তা দিয়া যাইবে না, রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আইনমতে এমত আজ্ঞা প্রচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সেই আজ্ঞাপ্রচার করিলেন আনন্দ ইহা জানিয়া ঐ

আজ্ঞা মানিল না, ইহাতে দাঙ্গা হইবার আশঙ্কা জন্মিল। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

রাজকীয় কার্য্যকারকের হানির ভয় দর্শাইবার কথা।

১৮৯। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণসম্পর্কে কোন ক্রিয়া করেন, কিম্বা কোন ক্রিয়া করিতে ক্ষান্ত থাকেন, কি বিলম্ব করেন, এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের হানি জন্মাইবার ভয় দেখাইলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির মঙ্গল কি অমঙ্গল হইলে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের সুখ ও দুঃখ হইতে পারে বোধ করিয়া, সেই ব্যক্তির হানি করিবার ভয় দেখাইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের আশ্রয় না লয় এই জন্যে তাহার অপকার করিবার ভয় দেখাইবার কথা।

১৯০ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কর্ম্ম করিয়া রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে, কিম্বা আশ্রয় দেওয়াইতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, সেই ব্যক্তি আইনমতে তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করে কি প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত থাকে, এই উদ্দেশে কেহ সেই ব্যক্তির হানি জন্মাইবার ভয় দেখাইলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

একাদশ অধ্যায়।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও সাধারণের যথার্থ বিচার হই-বার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কথা।

১৯১ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে শপথ পূর্ব্বক কিম্বা আইনের কোন স্পষ্ট বিধানক্রমে সত্য কথা কহিতে বদ্ধ হইয়া, কিম্বা কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, যাহা মিথ্যা, কিম্বা যাহা মিথ্যা বলিয়া জানে, কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে, কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে, এমত বর্ণনা করিলে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলা যাইতে পারে।

১ ব্যাখ্যা।—যে বর্ণনা করা যায় তাহা বাচনিক কি অন্য প্রকারের হইলেও এই ধারার অর্থের মধ্যে আইসে।

২ ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতেছে, সে আপন বিশ্বাসের বিষয়ে মিথ্যা কহিলে, তাহাও এই ধারার অর্থের মধ্যে আইসে। এবং যাহা না জানে তাহা জানি বলিলে যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অপরাধী হয়, যাহা বিশ্বাস না করে তাহা বিশ্বাস করি বলিলে তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেও-নের অপরাধী হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর স্থানে বলরামের এক হাজার টাকা যথার্থ পাওনা আছে। বিচারের সময়ে আনন্দ সেই দাওয়ার পোষকতায় শপথ করিয়া মিথ্যা

কহে যে বলরামের দাওয়া ন্যায্য এই কথা যদুকে কহিতে শুনিয়াছি। ইহাতে আনন্দের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

(খ) আনন্দ শপথপূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে বদ্ধ হইয়া, কোন পত্রে কাহার স্বাক্ষর দেখিয়া কহে যে, এই অক্ষর যদুর হস্তলিখিত অক্ষর এমত বিশ্বাস করি। কিন্তু বাস্তব সেই অক্ষর যদুর হস্তলিখিত বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই স্থলে আনন্দ যাহা মিথ্যা জানিত তাহা কহিয়াছে। অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(গ) যদুর হাতের অক্ষর সচরাচর যে প্রকারের হইয়া থাকে আনন্দ তাহা জানিয়া, কোন স্বাক্ষর দেখিয়া সরলভাবে বলে যে এই অক্ষর যদুর লিখিত অক্ষর আমার এমন বিশ্বাস হয়। এই স্থলে আনন্দ কেবল আপন বিশ্বাসের কথা কহে, সেই বিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই কথা সত্য। অতএব যদুর হাতের অক্ষর না হইলেও আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই।

(ঘ) আনন্দ শপথপূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে বদ্ধ হইয়া কহে যে, যদু অমুক দিনে অমুক স্থানে ছিল ইহা জানি। বাস্তব সেই বিষয়ের কিছুই জানে না। এমন স্থলে যদু নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই স্থানে থাকিলে কি নাও থাকিলে আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(চ) আনন্দ দোভাষী কি অনুবাদক হইয়া শপথপূর্ব্বক কোন বৃত্তান্তের কি দলীলের প্রকৃত অর্থ করিতে কি তাহা প্রকৃতভাবে তরজমা করিতে বদ্ধ হইয়া, যাহা প্রকৃত অর্থ কি তরজমা নহে ও যাহা প্রকৃত অর্থ কি তরজমা বলিয়া বিশ্বাস না করে, ঐ দলীলের কি বৃত্তান্তের এমত অর্থ কি তরজমা প্রকৃত বলিয়া দেয় কি শংসিতরূপে প্রকৃত বলিয়া দেয়। এমত স্থলে আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিবার কথা।

১৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ব্যাপার ঘটাইলে, কিম্বা কোন বহীতে কি লিপিতে কোন মিথ্যা কথা লিখিয়া দিলে, কিম্বা যাহার মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা থাকে এমত

কোন দলীল প্রস্তত করিলে, ও আদালতে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে কি সালিসের সম্মুখে আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, ঐ কার্য্যে ঐ ঘটনা কি ঐ বহী প্রভৃতির লিখিত মিথ্যা কথা কি ঐ মিথ্যা বর্ণনা প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা যায়, ও সেইরূপ কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে প্রমাণ দৃষ্টে যে ব্যক্তির বিচার করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ঐ ব্যাপার কি মিথ্যা কথা কি মিথ্যা বৃত্তান্ত উক্ত প্রকারে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা গেলে ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতির ফলসম্পর্কে গুরুতর কোন বিষয়ে তাঁহার ভ্রম জন্মে, ঐ ব্যক্তির এই অভিপ্রায় থাকিলে, সেই ব্যক্তি "মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তত করিয়াছে" কহা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর বাক্সের মধ্যে গহনা পাওয়া গেলে তাহার চৌর্য্য অপরাধ নির্ণয় হয় এই অভিপ্রায়ে আনন্দ যদুর বাক্সের মধ্যে গহনা রাখে। ইহাতে আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তত করিয়াছে।

(খ) আনন্দ কোন আদালতে কোন কথার প্রতিপোষণার্থ প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবার জন্যে আপন দোকানের খাতায় মিথ্যা কথা লিখিয়া দেয়। আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তত করিয়াছে।

(গ) যদুর অপরাধভাবে ষড়যন্ত্র করণ অপরাধ নির্ণয় হয়, আনন্দ এই অভিপ্রায়ে যদুর হাতের লেখা অক্ষরের মত অক্ষরে পত্র লিখিয়া ঐ অপরাধের ষড়যন্ত্রের সহকারী বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে শিরোনামা দিয়া, যে স্থানে পোলীসের কার্য্যকারকেরা সন্ধান লইতে যাইবে এমত স্থান জানিয়া তথায় সেই পত্র রাখিয়া দেয়। আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তত করিয়াছে।

১৯৩ ধারা। আদালতে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হই-বার কোন সময়ে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, কিম্বা আদালতে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কোন সময়ে ব্যবহার হইবার জন্যে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও অন্য কোন স্থলে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা প্রমাণ দিলে কিম্বা প্রস্তুত করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থ-দণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

১ ব্যাখ্যা।—কোর্ট মার্শালে কিম্বা মিলিটারী কোর্ট রিকেষ্টে যে বিচার হয়, তাহাও আদালতের সম্মুখে মোক-দ্দমাঘটিত কার্য্য।

২ ব্যাখ্যা।—আদালতের সম্মুখে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যানু-ষ্ঠান হইবার পূর্ব্বে আইনমতে যে অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা হয়, আদালতের সম্মুখে ঐ অনুসন্ধান না করা গেলেও, তাহা আদালতের মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের মধ্যে।

উদাহরণ।

যদুকে বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত কি না, ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তদারক হইতেছে। এমত সময়ে আনন্দ শপথ করিয়া কোন কথা মিথ্যা জানিয়া কহে। ঐ তদারকের কার্য্য আদালতের কার্য্যের মধ্যে হয়, অতএব আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন আদালত আইনমতে অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিলে, ও আদালতের স্বত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য চালান গেলে, ঐ কার্য্য আদালতের সম্মুখে না করা গেলেও তাহা মোকদ্দমার কার্য্যের মধ্যে একটি কার্য্য ইতি।

উদাহরণ।

কোন জমীর সীমা নিরূপণ করিবার জন্যে কোন আদালতহইতে আমলাকে সরেজমীনে পাঠান যায়, তাহার সম্মুখে আনন্দ শপথপূর্ব্বক কোন কথা মিথ্যা জানিয়া কহে। ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য আদালতের কার্য্যের মধ্যে গণ্য হওয়াপ্রযুক্ত আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল।

কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়ার কি প্রস্তত করার কথা।

নির্দ্দোষী ব্যক্তির দোষ নির্ণয় হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইলে তাহার কথা।

১৯৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড হয়, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গেলে নির্ণয় হইতে পারে জানিয়া, কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে কি প্রস্তত করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। আর সেই মিথ্যা প্রমাণ প্রযুক্ত নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে, যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল তাহার প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্ব লিখিত দণ্ড হইবে ইতি।

যে অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের কথা।

১৯৫ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা-মতে যে অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড না হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কাল কারাদণ্ড হয়, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ নির্ণয় হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া গেলে নির্ণয় হইতে পারে জানিয়া, কোন ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দিলে কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিলে, ঐ অপরাধ যাহার সম্বন্ধে সপ্রমাণ হয় তাহার যে দণ্ড হইত, ঐ ব্যক্তিরও তত্তুল্য দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

যদুর ডাকাইতী অপরাধ নির্ণয় হইবার অভিপ্রায়ে আনন্দ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ডাকাইতী করিবার দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কি অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড। অতএব আনন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন তদ্রূপ কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

যে প্রমাণ মিথ্যা জানা আছে তাহা ব্যবহার করিবার কথা।

১৯৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া দুষ্টাভিপ্রায়ে সত্য কি প্রকৃত প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করিলে কি ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের ন্যায় দণ্ড

মিথ্যা সর্টিফিকট দিবার কি তাহাতে স্বাক্ষর করিবার কথা।

১৯৭ ধারা। আইনঅনুসারে কোন সর্টিফিকট দিতে হইলে কি সর্টিফিকটে দস্তখৎ করিতে হইলে, কিম্বা আইন মতে কোন বৃত্তান্তের প্রমাণস্বরূপ সেই বৃত্তান্তের সর্টিফিকট গ্রাহ্য হইলে, কোন ব্যক্তি গুরুতর কোন বিষয়ে তদ্রূপ সর্টিফিকট মিথ্যা জানিয়া কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ঐ সর্টিফিকট দিলে কি তাহাতে দস্তখৎ করিলে, মিথ্যা প্রমাণ দেওনের ন্যায় সেই ব্যক্তির দণ্ড হইবে ইতি।

কোন সর্টিফিকট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে
ব্যবহার করণের কথা।

১৯৮ ধারা। কোন ব্যক্তি গুরুতর কোন অংশে তদ্রূপ সর্টিফিকট মিথ্যা জানিয়া, দুষ্টভাবে সত্য সর্টিফিকট স্বরূপ তাহা ব্যবহার করিলে কি করিতে উদ্যোগ করিলে, মিথ্যা প্রমাণ দেওনের ন্যায় সেই ব্যক্তির দণ্ড হইবে ইতি।

আইনমতে যে বিবরণ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় তাহাতে মিথ্যা
উক্তি করিবার কথা।

১৯৯ ধারা। কোন আদালত কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি আইনমতে কোন বৃত্তান্তের প্রমাণস্বরূপে কোন বিবরণ পত্র গ্রাহ্য করিতে বদ্ধ হইলে বা অনুমতি পাইলে, সেই বিবরণপত্র যে অভিপ্রায়ে করা যায় কি ব্যবহার হয়, যে ব্যক্তি ঐ বিবরণপত্র করে কি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করে সে ঐ অভিপ্রায়সম্পর্কীয় গুরুতর কোন কথার বিষয়ে কোন মিথ্যা উক্তি করিলে, ও আপনি যাহা

মিথ্যা জানে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে এমত উক্তি করিলে, মিথ্যা প্রমাণ দেওনের ন্যায় তাহার দণ্ড হইবে ইতি।

সেইরূপ বিবরণ মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপ ব্যবহার করিবার কথা।

২০০ ধারা। কোন ব্যক্তি গুরুতর কোন অংশে সেই-রূপ বিবরণ মিথ্যা জানিয়া দুষ্টভাবে তাহা সত্য বলিয়া ব্যবহার করিলে কি ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—কেবল নিয়মের কোন ব্যতিক্রম প্রযুক্ত যে বিবরণ গ্রাহ্য নহে, তাহাও ১৯৯ ও ২০০ ধারার অর্থের মধ্যে বিবরণ বলিয়া গণ্য হইবে ইতি।

অপরাধিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণের বা তদ্বিষয়ে মিথ্যা সন্ধান জানাইবার কথা।

ঐ অপরাধের প্রাণদণ্ড হইতে পারিলে,
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে,
১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ড হইতে পারিলে।

২০১ ধারা। কোন অপরাধ করা গিয়াছে কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, অপরাধিকে আইনমত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ অপরাধ করার কোন প্রমাণ অদৃশ্য করাইলে, কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধের যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে এমত সন্ধান জানাইলে, যে অপরাধ হইয়াছে জানে কি বিশ্বাস করে তাহার জন্যে প্রাণদণ্ড

হইতে পারিলে, ঐ ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ঐ অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে, সেই ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। আর সেই অপরাধের জন্যে দশ বৎসরের কম কারাদণ্ড হইতে পারিলে, সেই অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ডের বিধি আছে, সেই ব্যক্তির তাহার চারি ভাগের এক ভাগের অনধিক কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম যদুকে খুন করিয়াছে, আনন্দ ইহা জানিয়া বলরামকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্যে যদুর মৃত দেহ পুতিয়া রাখিতে বলরামের সাহায্য করে। আনন্দের সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অপরাধের সম্বাদ দেওয়া যাহার অবশ্য কর্ত্তব্য সে জানিয়া শুনিয়া সেই সম্বাদ না দিলে তাহার কথা।

২০২ ধারা। কোন অপরাধের সম্বাদ দেওয়া আইনমতে যে ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য, এমত ব্যক্তি ঐ অপরাধ হইয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, জানিয়া শুনিয়া সেই সম্বাদ না দিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক

কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধ করা গেলে তাহার মিথ্যা সংবাদ দিবার কথা।

২০৩ ধারা। কোন অপরাধ করা গিয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, কোন ব্যক্তি ঐ অপরাধের যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে এমত সন্ধান জানাইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না করা যায় এই অভিপ্রায়ে তাহা নষ্ট করিবার কথা।

২০৪ ধারা। কোন আদালতে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় সেই কার্য্যে, যে ব্যক্তির দ্বারা বলপূর্ব্বক কোন দলীল আনাইতে পারা যায়, সেই আদালতে কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে সেই দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত কি ব্যবহার হইতে না পারিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা ঐ দলীল প্রমাণস্বরূপে আনিয়া দেখাইবার জন্যে সেই ব্যক্তিকে আইনমতে সমন কি আজ্ঞা করা গেলে পর, সে ঐ দলীল গোপন কি নষ্ট করিলে, কিম্বা সেই দলীলের সমুদয় অক্ষর কি তাহার কোন অংশ তুলিয়া ফেলিলে, কিম্বা অস্পষ্ট করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

মোকদ্দমায় কোন কার্য্য কি ব্যাপার হইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিলে তাহার কথা।

২০৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া, সেই ছদ্মবেশে দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় কোন কথা স্বীকার করিলে, কিম্বা কোন বৃত্তান্ত কহিলে, কিম্বা নালিশের আরজীর দাবী স্বীকার করিলে, কিম্বা কোন পরওয়ানা জারী করাইলে, কিম্বা হাজিরজামিন কি জামিন হইলে, কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সম্পত্তিদণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্ত প্রতারণা করিয়া তাহা স্থানান্তর কি গোপন করার কথা।

২০৬ ধারা। কোন সম্পত্তি কিম্বা সম্পত্তিতে কোন স্বার্থসম্বন্ধ দণ্ডস্বরূপে কিম্বা অর্থদণ্ডের পরিশোধে লওয়া যায়, কোন আদালতের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্তৃপক্ষের এমত আজ্ঞা হইয়াছে কিম্বা হইতে পারিবে, অথবা ঐ সম্পত্তি কি স্বার্থসম্বন্ধ লওয়া যায়, দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন আদালতের এমত ডিক্রী কি আজ্ঞা হইয়াছে কি হইতে পারিবে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া দণ্ডস্বরূপে কি অর্থদণ্ডের পরিশোধে কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞা জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি কি সম্পত্তিতে ঐ স্বার্থসম্বন্ধ না লওয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে প্রতারণাভাবে ঐ সম্পত্তি কি ঐ স্বার্থসম্বন্ধ

স্থানান্তর করিলে কি গোপন করিলে কি হস্তান্তর করিলে কিম্বা অন্যের প্রতি সমর্পণ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সম্পত্তিদণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্ত প্রতারণা করিয়া সেই সম্পত্তির দাওয়া করণের কথা।

২০৭ ধারা। কোন সম্পত্তি কিম্বা কোন সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ সম্বন্ধ দণ্ডস্বরূপে কিম্বা অর্থদণ্ডের পরিশোধে লওয়া যায় কোন আদালতের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্তৃপক্ষের এমত আজ্ঞা হইয়াছে, কিম্বা হইতে পারিবে, অথবা ঐ সম্পত্তি কি স্বার্থসম্বন্ধ লওয়া যায় দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন আদালতের এমত ডিক্রী কি আজ্ঞা হইয়াছে কি হইতে পারিবে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া দণ্ডস্বরূপে কি অর্থদণ্ডের পরিশোধে কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞা জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি কি সম্পত্তিতে ঐ স্বার্থসম্বন্ধ না লওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে, সেই সম্পত্তিতে কি স্বার্থসম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার নাই কি ন্যায্য দাওয়া নাই জানিয়াও প্রতারণা করিয়া ঐ সম্পত্তি কিম্বা ঐ স্বার্থসম্বন্ধ গ্রহণ করিলে কি লইলে কি তাহার দাওয়া করিলে কিম্বা ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কিম্বা তাহার কোন স্বার্থসম্বন্ধের অধিকার বিষয়ে কোন প্রতারণার কার্য্য করিলে তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে টাকা দেনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া ডিক্রী হইতে দিবার কথা।

২০৮ ধারা। কোন ব্যক্তির যে টাকা দেনা নয় তাহার জন্যে, কিম্বা যত টাকা দেনা হয় তাহার অধিক টাকার জন্যে, কিম্বা যে সম্পত্তিতে কি সম্পত্তির যে স্বার্থসম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার নাই তাহার জন্যে, সেই ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া অন্য ব্যক্তির দরখাস্তমতে আপনার বিপক্ষে কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা করাইলে কি হইতে দিলে, কিম্বা কোন ডিক্রী কি আজ্ঞামতে কার্য্যসাধন হইলে পর, কিম্বা যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রীমত কার্য্য হইয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রতারণা করিয়া আপনার উপর সেই ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী করাইলে কি জারী হইতে দিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থ-দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে যদু জানে যে আনন্দের পক্ষে ডিক্রী হইতে পারে। সেই যদুর নামে বলরাম অধিক টাকার মোক-দ্দমা উপস্থিত করে কিন্তু বলরামের দাওয়া যথার্থ নয়, তথাপি আনন্দের প্রাপ্ত ডিক্রীমতে যদুর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বলরাম ঐ বিক্রয়ের উৎপন্ন টাকার অংশী হইয়া নিজে লাভ পাইতে পারে কিম্বা যদুরও পক্ষে মঙ্গল হইবে, এই কারণে, যদু প্রতারণা করিয়া বলরামের মোকদ্দমার ডিক্রী হইতে দেয়। যদু এই ধারামতে অপরাধ করিয়াছে।

আদালতে কুটিলভাবে মিথ্যা দাওয়া করিবার কথা।

২০৯ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দাওয়া মিথ্যা জানিয়াও প্রতারণাক্রমে কি কুটিলভাবে কিম্বা অন্য ব্যক্তির হানি করি-

বার কি অন্য ব্যক্তিকে ক্লেশ দিবার জন্যে কোন আদালতে ঐ দাওয়া উপস্থিত করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

টাকা পাওনা না হইলেও তাহার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া ডিক্রী পাওয়ার কথা।

২১০ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে টাকা পাওনা না থাকিলেও অন্য ব্যক্তি এমত টাকার জন্যে, কিম্বা যত টাকা পাওনা আছে তাহার অধিক টাকার জন্যে, কিম্বা যে সম্পত্তিতে কি সম্পত্তির যে স্বার্থ সম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার নাই তাহা পাইবার জন্যে, প্রতারণা করিয়া ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা পাইলে, কিম্বা কোন ডিক্রী কি আজ্ঞামতে কার্য্য হইলে পর, কিম্বা যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য হইয়াছে তাহার জন্যে কোন ব্যক্তির উপর প্রতারণা করিয়া সেই ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী করাইলে, কিম্বা প্রতারণাপূর্ব্বক আপনার নামে তদ্রূপ কোন কার্য্য হইতে দিলে কি হইবার অনুমতি দিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগের কথা।

২১১ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবার কি অপরাধের নালিশ করিবার যথার্থ কি ন্যায্য কারণ নাই জানিয়াও তাহার হানি করিবার মানসে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত

করিলে কি করাইলে, কিম্বা তাহার নামে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। ও যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কালের কারাদণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করাইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধিকে আশ্রয় দিবার কথা। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধী হইলে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধী হইলে।

২১২ ধারা। কোন অপরাধ করা গেলে, কোন ব্যক্তি যাহাকে অপরাধী বলিয়া জানে কি বিশ্বাস করিবার কারণ পায়, তাহাকে আইনমত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয় দিলে কি লুকাইয়া রাখিলে, সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ও সেই অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, অথবা দশ বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড হইতে পারিলে, ঐ ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও সেই অপরাধের জন্যে দশ বৎসরপর্য্যন্ত না হইয়া এক বৎসরের অনধিক কালের

কারাদণ্ড হইতে পারিলে, সেই অপরাধের জন্যে যে প্রকারের ও অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ডের বিধি থাকে, তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল ঐ ব্যক্তির সেই প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জ্জিত কথা।—অপরাধির স্বামী কি স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দিলে কি লুকাইয়া রাখিলে এই বিধি বর্ত্তে না ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম ডাকাইতী করিয়াছে। আনন্দ ইহা জানিয়া আইনমত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্যে জ্ঞানপূর্ব্বক বলরামকে লুকাইয়া রাখে। এই স্থলে বলরাম যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের যোগ্য, অতএব আনন্দ তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ডের যোগ্য, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অপরাধিকে দণ্ডহইতে রক্ষা করিবার জন্যে দানাদি গ্রহণের কথা।

প্রাণদণ্ডের অপরাধ হইলে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।

২১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের অপরাধ গোপন রাখিবার জন্যে, কিম্বা কোন অপরাধের আইনমত দণ্ডহইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যে, কিম্বা তাঁহার আইনমত দণ্ড না হয় এই নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকার জন্যে, আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কিছু পারিতোষিক গ্রহণ করিলে, কি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ কি স্বীকার করিলে, কিম্বা আপনার কি অন্য কোন কাহার পক্ষে কোন সম্পত্তি ফিরাইয়া লইলে কি লইতে উদ্যোগ

কি স্বীকার করিলে, ঐ অপরাধ প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ঐ ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। আর সেই অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড অথবা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবে। সেই অপরাধের জন্যে দশ বৎসরের ন্যূন কালের কারাদণ্ডের বিধি থাকিলে, অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ডের বিধি থাকে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল ঐ ব্যক্তির সেই প্রকারের কারাদণ্ড, অথবা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধিকে রক্ষা করিবার জন্যে কিছু দিতে কি সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।

২১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের অপরাধ গোপন রাখিবার জন্যে কিম্বা কোন অপরাধের নিমিত্তে আইনমত দণ্ড হইতে অন্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্যে কিম্বা তাহার আইনমত দণ্ড না হয় এই নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকার জন্যে, কেহ সেই ব্যক্তিকে কিছু পারিতোষিক দিলে কি দেওয়াইলে, কিম্বা দিতে কি দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করিলে, কিম্বা সেই ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে কি দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করিলে,

সেই অপরাধের প্রাণদণ্ড হইতে পারিলে সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও সেই অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালের কারাদণ্ড হইতে পারিলে, সেই ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। সেই অপরাধের নিমিত্তে দশ বৎসরের ন্যূনকালের কারাদণ্ড হইবার বিধি থাকিলে, অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ডের বিধি আছে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল সেই ব্যক্তির সেই প্রকারের কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জ্জিত কথা।—অপরাধির অভিপ্রায়ভিন্ন কোন কার্য্যই অপরাধ হইলেও সেই কার্য্যের নিমিত্তে ক্ষতি গ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিলে, সেই স্থলে ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধান বর্ত্তে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বধাপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বলরামের প্রতি আক্রমণ করে। এই স্থলে বধ করিবার যে অভিপ্রায়, তদ্ভিন্ন কেবল আক্রমণ করণরূপ অপরাধ হইল না, অতএব তাহা বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণনীয় নহে ও তাহার আপোসে রফা হইতে পারে না।

(খ) আনন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করে। এই স্থলে অপরাধির অভিপ্রায়ভিন্ন কেবল সেই কার্য্যই অপরাধ হয় ও বলরাম সেই আক্রমণের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে। অতএব তাহা বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য ও আপোসে তাহার রফা হইতে পারে।

(গ) আনন্দের পত্নী বর্ত্তমানে সে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে। এই অপরাধের জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না, অতএব তাহার আপোসে রফা হইতে পারে না।

(ঘ) বলরাম অন্যের বিবাহিত পত্নীগমন করে। এই পরদার গমন রূপ অপরাধের আপোসে রফা হইতে পারে।

চোরা দ্রব্যাদি ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করিবার জন্যে দানাদি গ্রহণের কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনমতে যে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি হরণ করা গেলে, ও অন্য ব্যক্তি তাহার সেই সম্পত্তি ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করিবার ছলনায় কি সাহায্য করিবার নিমিত্তে পারিতোষিক লইলে কি লইতে স্বীকার করিলে কি সম্মত হইলে, সেই ব্যক্তি অপরাধিকে ধরাইয়া দিবার ও তাহার অপরাধ নির্ণয় করাইবার জন্যে সাধ্যমতে উদ্যোগ না করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধিকে আটক করিয়া রাখা গেলে পর সে পলাইলে কিম্বা তাহাকে ধৃত করিবার আজ্ঞা হইলে পর আশ্রয় দেওনের কথা।

প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করিলে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিলে।

২১৬ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে কিম্বা তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে সেই অপরাধের জন্যে আইনমতে আটক করিয়া রাখা গেলে পর

সে পলায়ন করিলে, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া, কোন অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিবার আজ্ঞা করিলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ লোকের পলাইবার কথা কি ধৃত হইবার আজ্ঞার কথা জানিয়া, তাহাকে ধরা যাইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে তাহাকে আশ্রয় দিলে কি গোপন করিয়া রাখিলে, তাহার এই এই প্রকারের দণ্ড হইবে, অর্থাৎ, যে অপরাধের জন্যে ঐ ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা গিয়াছিল, কি তাহার ধৃত হইবার আজ্ঞা হইল, তাহা প্রাণ- দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে ঐ ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। সেই অপরাধের জন্যে যাবজ্জী- বন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিলে, ঐ ব্যক্তির অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। ও সেই অপরাধের নিমিত্তে দশ বৎসর পর্য্যন্ত না হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিলে, সেই অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবার বিধি থাকে, তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল সেই ব্যক্তির সেই প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জিত কথা।—যাহাকে ধৃত করিতে হয় তাহার স্বামী কি স্ত্রী তাঁহাকে আশ্রয় দিলে কি গোপন করিয়া রাখিলে তাহার উপর এই বিধি বর্ত্তে না ইতি।

কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে বাঁচাইবার
নিমিত্ত রাজকীয় কার্য্যকারক আইনের আজ্ঞা
অমান্য করিলে তাহার কথা।

২১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ আপনার যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে এই বিষয়ে আইনের যে বিধি থাকে, কোন ব্যক্তিকে আইনমত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার, কিম্বা তাহার যত দণ্ড হইতে পারে তাহার ন্যূন দণ্ড দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে সেই বিধি অমান্য করিলে, কিম্বা অমান্য করিলে ঐ ব্যক্তির দণ্ড না হইবার কি ন্যূন দণ্ড পাইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই নিমিত্তে, কিম্বা ঐ সম্পত্তির উপর আইনমতে যে কোন দায় হইতে পারে তাহা হইতে ঐ সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, সেই বিধি অমান্য করিলে, কিম্বা অমান্য করিলে সেই সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারিবে জানিয়া সেই বিধি অমান্য করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে বাঁচাইবার
অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক অশুদ্ধ রিকার্ড
কি লিপি করিলে তাহার কথা।

২১৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যাহার প্রতি কোন রিকার্ড কি অন্য লিপি প্রস্তুত করিবার ভার থাকে, রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া এমত কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের কি কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করিবার অভি-

প্রায়ে কোন ব্যক্তিকে আইনমত দণ্ড হইতে বাঁচাইবার, কিম্বা সম্পত্তিদণ্ড হইতে কি সম্পত্তির উপর আইনমতে অন্য যে দায় হইতে পারে তাহা হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আপনি যাহা অশুদ্ধ জানে এমত ভাবে ঐ রিকার্ড কি লিপি প্রস্তুত করিলে, কিম্বা রিকার্ড কি লিপি তদ্রূপে প্রস্তুত করিলে, সাধারণের ক্ষতি কি হানি হইতে পারিবে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে আইনমত দণ্ড হইতে বাঁচাইতে পারিবে, কিম্বা সম্পত্তিদণ্ড কি দায় হইতে রক্ষা করিতে পারিবে জানিয়া ঐ রিকার্ড কি লিপি তদ্রূপে প্রস্তুত করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

মোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারক কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট প্রভৃতি আইনের বিপরীত জানিয়া দুষ্টভাবে করিলে তাহার কথা।

২১৯ ধারা। মোকদ্দমা প্রভৃতির কার্য্য চলিবার কোন সময়ে কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া, যাহা আইনের বিপরীত জানে শঠতাপূর্ব্বক কি ঈর্ষাভাবে এমত কোন রিপোর্ট কি আজ্ঞা কি ফয়সলা কি নিষ্পত্তি করিলে, তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া কোন লোককে সমর্পণ করিলে তাহার কথা।

২২০ ধারা। কোন ব্যক্তি যে পদে থাকাপ্রযুক্ত আইন-

মতে লোকদিগকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করিতে কি কারাগারে রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত পদে থাকিয়া, কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমর্পণ করাই আইনের বিপরীত জানিয়াও শঠতাপূর্ব্বক কি ঈর্ষাভাবে সেই ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করিলে কিম্বা কারাগারে রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে গ্রেফ্‌তার করিতে বদ্ধ হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক ক্রটি করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

২২১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তি ধৃত হইবার যোগ্য হইলে, কোন রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারক-স্বরূপে আইনমতে তাহাকে ধৃত করিতে কিম্বা কয়েদ করিয়া রাখিতে বদ্ধ হইয়াও জ্ঞানপূর্ব্বক সেই ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ক্রটি করিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক সেই ব্যক্তিকে উক্ত কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলায়ন কার্য্যে কি পলায়নের উদ্যোগে সাহায্য করিলে, তাহার নিম্ন লিখিত দণ্ড হইবে। অর্থাৎ

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল তাহার প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইয়া থাকিলে, কিম্বা প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হেতুক তাঁহাকে ধৃত করিতে হইলে, সেই কার্য্যকারকের অর্থদণ্ড সহিত কি

তাহা বিনা সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কিম্বা যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল তাহার নামে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে, কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ হেতুক তাহাকে ধৃত করিতে হইলে, সেই কার্য্যকারকের অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কিম্বা যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল তাহার নামে দশ বৎসরের ন্যূন কালের কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ হেতুক তাহাকে ধৃত করিতে হইলে, সেই কার্য্যকারকের অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কিম্বা তাহাকে আইনমতে সমর্পণ করা গেলে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে তাহাকে ধৃত করিতে বদ্ধ হইয়াও জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে ধরিতে ত্রুটি করিলে, দণ্ডের কথা।

২২২ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে আদালতের দণ্ডাজ্ঞা হইলে, কিম্বা তাহাকে আইন-মতে হেফাজতে অর্পণ করা গেলে, রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া যে ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে তাহাকে আইন

মতে ধৃত করিতে কিম্বা কয়েদ করিয়া রাখিতে আবদ্ধ আছেন, তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ক্রটি করিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে উক্ত কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলায়ন কার্য্যে কি পলায়নের উদ্যোগে সাহায্য করিলে, তাঁহার নিম্নলিখিত দণ্ড হইবে, অর্থাৎ

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কিম্বা যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ঐ কার্য্যকারকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল, আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তনক্রমে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা যাবজ্জীবন দণ্ডরূপপরিশ্রম করণ কিম্বা দশ বৎসর কি তাহার অধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ কি কারাদণ্ডের দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ঐ কার্য্য কারকের অর্থদণ্ডসহিত কি অর্থদণ্ড বিনা সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাহার দশ বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, কিম্বা সেই ব্যক্তিকে আইনমতে হেফাজতে রাখা গেলে, সেই কার্য্যকারকের তিন বৎসরের

অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক অনবধানে কোন ব্যক্তিকে কারাগার কি হেফাজত হইতে পলাইতে দিলে তাহার কথা।

২২৩ ধারা। যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয় কিম্বা যাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা যাহাকে আইনমতে হেফাজতে অর্পণ করা গেল রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে এমত কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়া রাখিতে বদ্ধ হইলেও অনবধানতাক্রমে সেই ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে আইনমতে ধরিতে গেলে সে বলপূর্ব্বক কি অন্য প্রকারে বাধা দিলে তাহার কথা।

২২৪ ধারা। যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয় কিম্বা যাহার কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহাকে আইনমতে ধরিতে গেলে যদি সে জানিয়া শুনিয়া বলপূর্ব্বক কি বেআইনীমতে বাধা দেয়, কিম্বা সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহাকে আইনমতে কোন স্থানে আটক করিয়া রাখা গেলে যদি তাহা হইতে পলায়ন করে কি পলায়ন করিতে উদ্যোগ করে, তবে তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কি কয়েদ করিয়া

রাখিতে হয় সেই ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ কি যে অপরাধ নির্ণয় হইল তাহার জন্যে তাহার যে দণ্ড হইতে পারে, এই ধারার লিখিত দণ্ড তদতিরিক্ত হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে আইনমতে ধরিতে গেলে অন্য ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কি অন্য প্রকারে বাধা দিলে তাহার দণ্ডের কথা।

২২৫ ধারা। কোন অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তিকে আইনমতে ধরিতে গেলে, যদি অন্য ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক বলদ্বারা কি বেআইনীমতে তাহাকে ধরিবার বাধা দেয়, অথবা কোন অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তিকে আইনমতে আটক করিয়া রাখা গেলে যদি অন্য ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয় কি দিবার উদ্যোগ করে, তবে তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অথবা, যাহাকে ধৃত করিতে হয়, কিম্বা যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্তে সে ধৃত হইবার যোগ্য হইল, সেই অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে, ঐ ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অথবা, যাহাকে ধৃত করিতে হয় কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়,

তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্তে সে ধৃত হইবার যোগ্য হইল সেই অপরাধের জন্তে প্রাণদণ্ড হইতে পারিলে, ঐ ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অথবা, যাহাকে ধৃত করিতে হয় কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, আদালতের দণ্ডাজ্ঞামতে কিম্বা সেই আজ্ঞা পরিবর্ত্তনক্রমে যদি তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসর কি তাহার অধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি কারাদণ্ড হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অথবা, যাহাকে ধৃত করিতে হয় কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয় তাহার যদি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থ-দণ্ডও হইতে পারিবে।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কয়েদ হইয়া পলায়ন করিলে, দণ্ডের কথা।

২২৫ক ধারা। কোন ব্যক্তি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে সদাচারের জামিন না দেওয়া-প্রযুক্ত আইনমতে কোন স্থানে কয়েদ হইয়া পলায়ন করিলে কি করিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার এক বৎসরের

অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইলে পর বেআইনীমতে ফিরিয়া আসিবার কথা।

২২৬ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনমতে দ্বীপান্তরে পাঠান গেলে পর, তাহার দ্বীপান্তরে থাকিবার সময় না ফুরাইলে এবং তাহার দণ্ড ক্ষমা না হইলেও সে দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আইলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, ও দ্বীপা-ন্তরে প্রেরণ হইবার পূর্ব্বে তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

যে নিয়মমতে দণ্ডের ক্ষমা হয় সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার কথা।

২২৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন নিয়ম স্বীকার করিয়া দণ্ডের ক্ষমা পাইলে, ও যে নিয়মমতে তাহাকে ক্ষমা করা গেল এমত কোন নিয়ম জ্ঞানপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিলে, সেই ব্যক্তির যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহার কোন অংশ পূর্ব্বে ভোগ না করিয়া থাকিলে তাহার সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, কিম্বা ঐ দণ্ডের কোন অংশ পূর্ব্বে ভোগ করিয়া থাকিলে তাহার ভোগ করিতে যত বাকী ছিল তাহা তাহার ভোগ করিতে হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচার করিতেছেন এমত কোন সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করিলে কি তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গ দিলে তাহার কথা।

২২৮ ধারা। মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কোন সময়ে রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে

অধিবিষ্ট আছেন এমত সময়ে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাকে অপমান করিলে কি তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গ দিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি আপনাকে জুরি কি আসেসরের মত দেখাইলে তাহার কথা।

২২৯ ধারা। কোন মোকদ্দমায় আইনমতে যে ব্যক্তির জুরি কি আসেসরস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইবার কি শপথ করিবার অধিকার নাই সে ইহা জানিয়া আপনাকে অন্য ব্যক্তি জানাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে জ্ঞানপূর্ব্বক আপনাকে জুরী কি আসেসরস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত করাইলে কি শপথ করাইলে, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া আপনাকে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইতে দিলে, কি শপথ করিলে, কিম্বা আইন বিরুদ্ধে তাহাকে জুরি কি আসেসর স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত করা গেল কি শপথ করাণ গেল জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জুরি কি আসেসরস্বরূপে কর্ম্ম করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

মুদ্রার কথা।

২৩০ ধারা। কোন রাজ্যাধিকারের কি রাজ্যাধিপতির আইনানুসারে যে ধাতু মুদ্রিত হইয়া মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার হইবার জন্যে প্রচলিত করা যায়, যত কাল মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তত কাল তাহাই মুদ্রা।

মহারাণীর মুদ্রার কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞাক্রমে, কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন প্রসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকৃত দেশের কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া চলন হয়, তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মুদ্রা বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কড়ি মুদ্রা নহে।

(খ) তামার চাক্তি প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কিত না হইয়া মুদ্রারূপে ব্যবহার হইলেও মুদ্রা নয়।

(গ) পদক মুদ্রা নয়, যেহেতু মুদ্রারূপে তাহার ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় নাই।

(ঘ) কোম্পানীর টাকা নামে যে মুদ্রা চলিত আছে তাহা মহারাণীর মুদ্রা।

মুদ্রা কৃত্রিম করণের কথা।

২৩১ ধারা। কোন ব্যক্তি মুদ্রা কৃত্রিম করিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যের কোন অংশ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিবার মানসে অকৃত্রিম এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত প্রকাশ করাইলে, কিম্বা তাহা করিলে ঐ মুদ্রা লইয়া প্রতারণা করা যাইতে পারে জানিয়া তাহা করিলে, তাহার উক্ত অপরাধ হয় ইতি।

মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণের কথা।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যের কোন অংশ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণের কি বিক্রয় করণের কথা।

২৩৩ ধারা। মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে কোন ছেনী কি যন্ত্র ব্যবহার হয় এই নিমিত্তে, কিম্বা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় আছে জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, কোন ব্যক্তি সেই ছেনী কি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে, কি সারাইয়া দিলে কিম্বা নির্ম্মাণের কি সারাইবার কার্য্যের কোন অংশ করিলে, কিম্বা তাহা ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর

করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহাব অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণের কি বিক্রয় করণের কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ছেনী কি যন্ত্র মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার হয় এই নিমিত্ত, ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় আছে জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, কোন ব্যক্তি সেই ছেনী কি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে কি সারাইয়া দিলে কিম্বা নির্ম্মাণের কি সারাইবার কার্য্যের কোন অংশ করিলে কিম্বা তাহা ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকট রাখণের কথা।

২৩৫ ধারা। মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্তে, কিম্বা সেই কর্ম্মেতে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় আছে জানিয়া কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া,কোন যন্ত্র কি দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও যে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কল্পন থাকে তাহা মহারাণীর মুদ্রা হইলে সেই ব্যক্তির দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে,তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিতে ভারতবর্ষের মধ্যে সহায় হইবার কথা।

২৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করিলে, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে ঐরূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করিলে তাহার যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইবে ইতি।

কৃত্রিম মুদ্রা আমদানী কি রফ্তানী করণের কথা।

২৩৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া সেই মুদ্রা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আমদানী করিলে কি তথাহইতে রফ্তানী করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা আমদানী কি রফ্তানী করণের কথা।

২৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন কৃত্রিম মুদ্রা মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আমদানী করিলে, কি তথাহইতে রফ্তানী করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তি প্রাপ্তিকালীন কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অন্য লোককে দিলে তাহার কথা।

২৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট কৃত্রিম মুদ্রা থাকিলে

ও সে যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়াও প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে সেই মুদ্রা দিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে তাহা লইবার প্রবৃত্তি দিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তি মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম জানিয়া অন্যকে দিলে তাহার কথা।

২৪০ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা থাকিলে, ও সে যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম জানিয়াও প্রতা-রণাভাবে কিম্বা প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে সেই মুদ্রা দিলে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে তাহা লই-বার প্রবৃত্তি দিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম না জানিয়া পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দিবার কথা।

২৪১ ধারা। কোন ব্যক্তি যে সময়ে মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জানিয়াও অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দিলে, কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে তাহা অকৃত্রিমস্বরূপে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ কৃত্রিম মুদ্রার

মূল্যের দশগুণ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ মুদ্রা প্রস্তুতকারক, সে কোম্পানির কতক কৃত্রিম টাকা চালাইবার জন্যে আপনার সহকারি বলরামকে দেয়। বলরাম কৃত্রিম টাকা চালাইবার ব্যবসায়ী চাঁদ নামক অন্য ব্যক্তিকে সেই টাকা বেচে। চাঁদ তাহা কৃত্রিম জানিয়া ক্রয় করে, ও দিননাথ নামক এক ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ ঐ টাকা দেয়, দিননাথ কৃত্রিম না জানিয়া ঐ টাকা লয়, পরে তাহা কৃত্রিম জানিতে পাইয়াও অকৃত্রিম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে দেয়। এই স্থলে দিননাথ কেবল এই ধারামতে দণ্ড পাইবে। বলরাম ও চাঁদ ২৩৯ কিম্বা বিষয়বিশেষে ২৪০ ধারামতে দণ্ড পাইবে।

মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়াও নিকটে রাখিবার কথা।

২৪২ ধারা। কোন ব্যক্তি মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে ঐ কৃত্রিম মুদ্রা নিকটে রাখিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মহারাণীর মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়াও নিকটে রাখিবার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে ঐ কৃত্রিম মুদ্রা নিকটে রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

আইনমতে মুদ্রার যে ওজন থাকিবে ও যে ধাতুর যত দিতে হইবে টাকশালের কর্ম্মকারক অন্য ওজনের ও অন্য প্রকারের ধাতু মিশাইয়া মুদ্রা জরব করিলে তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে আইনমতে যে টাকশাল স্থাপিত হইয়াছে, আইন অনুসারে যে মুদ্রার যে ওজন থাকিবে ও তন্মধ্যে যে যে ধাতুর যত করিয়া দিতে হইবে ঐ টাকশালের কোন কর্ম্মকারক সেই টাকশাল হইতে বাহির করা কোন মুদ্রার অন্য ওজন করিবার জন্যে কিম্বা অন্যরূপে ধাতু মিশ্রিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করিলে, কিম্বা আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ আছে তাহা না করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

টাকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র বেআইনীমতে বাহির করিয়া লইবার কথা।

২৪৫ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে আইনমতে যে টাকশাল স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি আইনসিদ্ধ ক্ষমতা না পাইয়াও সেই টাকশালহইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন হাতিয়ার কি যন্ত্র বাহির করিয়া লইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন মুদ্রার ওজন প্রতারণাপূর্ব্বক কি কুটিলভাবে ন্যূন করিবার, কিম্বা যে ধাতুর যত দিয়া মুদ্রা করিতে হয় তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

২৪৬ ধারা। কোন মুদ্রার ওজন যাহাতে কমিয়া যায়,

কিম্বা তন্মধ্যে যে ধাতুর যত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা যাহাতে পরিবর্ত্তন হয়, কোন ব্যক্তি প্রতারণাক্রমে কি কুটিলভাবে ঐ মুদ্রা লইয়া এমত কোন কার্য্য করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি মুদ্রায় ছিদ্র করিয়া তাহার কিয়দংশ বাহির করিয়া ঐ ছিদ্রেতে অন্য বস্তু দিলে, যে ধাতুর যত করিয়া দিয়া মুদ্রা করিতে হয় ঐ ব্যক্তি তাহা পরিবর্ত্তন করে ইতি।

মহারাণীর মুদ্রার ওজন প্রতারণা পূর্ব্বক কি কুটিলভাবে কম করিবার কিম্বা যে ধাতুর যত দিয়া মুদ্রা করিতে হয় তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

২৪৭ ধারা। মহারাণীর কোন মুদ্রার ওজন যাহাতে কমিয়া যায়, কিম্বা তন্মধ্যে যে প্রকারের যত ধাতু মিশাইয়া দেওয়া উচিত তাহা যাহাতে পরিবর্ত্তন হয়, কোন ব্যক্তি প্রতারণাক্রমে কি কুটিলভাবে এমত কোন কার্য্য করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া চলে এই অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

২৪৮ ধারা। এক প্রকারের কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া চলে, এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি সেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তনের কোন কার্য্য করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মহারাণীর এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া চলে এই অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

২৪৯ ধারা। মহারাণীর এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া চলে, এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি সেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তনের কোন কার্য্য করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মুদ্রা রূপান্তর করা গিয়াছে জানিয়া তাহা পাইয়া অন্যকে দিবার কথা।

২৫০ ধারা। যে মুদ্রা লইয়া ২৪৬ কি ২৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ করা গিয়াছে এমত কোন মুদ্রা কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে, ও সেই মুদ্রা লইয়া ঐ অপরাধ করা গিয়াছে ঐ মুদ্রা পাইবার সময়ে ইহা জানিয়াও সেই ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই মুদ্রা দিলে, কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে লইবার প্রবৃত্তি দিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মহারাণীর মুদ্রা রূপান্তর করা গিয়াছে জানিয়া তাহা পাইয়া অন্যকে দিবার কথা।

২৫১ ধারা। যে মুদ্রা লইয়া ২৪৭ কি ২৪৯ ধারার লিখিত অপরাধ করা গিয়াছে এমত কোন মুদ্রা কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে, ও সেই মুদ্রা লইয়া ঐ অপরাধ করা গিয়াছে ঐ মুদ্রা পাইবার সময়ে ইহা জানিয়াও

সেই ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই মুদ্রা দিলে কি অন্য ব্যক্তিকে তাহা লইবার প্রবৃত্তি দিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা রূপান্তর করা মুদ্রা জানিয়া নিকট রাখিবার কথা।

২৫২ ধারা। যে মুদ্রা লইয়া ২৪৬ কি ২৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ করা গিয়াছে, কোন ব্যক্তি সেই মুদ্রা পাইবার সময়ে, তাহা লইয়া উক্ত প্রকারের অপরাধ করা গিয়াছে জানিয়াও প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে তাহা নিকট রাখিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মহারাণীর মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা রূপান্তরকরা মুদ্রা জানিয়া নিকটে রাখিবার কথা।

২৫৩ ধারা। যে মুদ্রাতে ২৪৭ কি ২৪৯ ধারার লিখিত অপরাধ করা গিয়াছে, কোন ব্যক্তি সেই মুদ্রা পাইবার সময়ে, তাহা লইয়া উক্ত প্রকারের অপরাধ করা গিয়াছে জানিয়াও প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে তাহা নিকট রাখিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তি যে সময়ে মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা রূপান্তর করা না জানিয়া, পরে তাহা অকৃত্রিম মুদ্রা বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দিলে তাহার কথা।

২৫৪ ধারা। ২৪৬ কি ২৪৭ কি ২৪৮ কি ২৪৯ ধারায় যে যে প্রকারের কার্য্যের উল্লেখ হইয়াছে, কোন মুদ্রা লইয়া সেই সেই প্রকারের কোন কার্য্য করা গিয়াছে, কোন ব্যক্তি ঐ মুদ্রা আপনার অধিকারে লইবার সময়ে তাহা না জানিয়া, পরে তাহা জানিতে পাইয়া, সেই মুদ্রা অকৃত্রিম বলিয়া, কিম্বা যে প্রকারের মুদ্রা আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া তাহা কোন ব্যক্তিকে দিলে, কিম্বা অকৃত্রিম বলিয়া, কি যে প্রকারের মুদ্রা আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা লইবার প্রবৃত্তি দিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ পরিবর্ত্তন করা মুদ্রা যে মুদ্রা বলিয়া চলন করায় কি চালাইতে উদ্যোগ করে তাহার মূল্যের দশগুণ পর্য্যন্ত তাহার অর্থদণ্ড হইবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কথা।

২৫৫ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, কোন ব্যক্তি তাহা কৃত্রিম করিলে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত্রিম করিবার কার্য্যের কোন অংশ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তি অকৃত্রিম এক মূল্যের ইষ্টাম্প

অন্য মূল্যের অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত দেখাইয়া কৃত্রিম করিলে, সেই ব্যক্তি এই অপরাধ করে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখিবার কথা।

২৫৬ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, তাহা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য ব্যবহার হওনার্থে কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে, কিম্বা তদ্রূপে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে হইয়াছে জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া নিকটে রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার কথা।

২৫৭ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, সেই ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার জন্যে কোন যন্ত্র ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা ব্যবহার হইবার কল্পনা আছে কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, সেই যন্ত্র প্রস্তুত করিলে, কি প্রস্তুত করণ কার্য্যের কোন অংশ করিলে, কি ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করিলে তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কৃত্রিম করা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার কথা।

২৫৮ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প

প্রচলিত করেন, কোন ব্যক্তি কোন ইষ্টাম্প তাহার কৃত্রিম জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া ঐ ইষ্টাম্প বিক্রয় করিলে কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকট রাখিবার কথা।

২৫৯ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, কোন ব্যক্তি কোন ইষ্টাম্প তাহার কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিবার কি বিক্রয়াদি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার হয় এই কারণে আপনার নিকটে রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিবার কথা।

২৬০ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, কোন ব্যক্তি কোন ইষ্টাম্প তাহার কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে কাগজ প্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প থাকে, গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দিবার, কি যে দলীলে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইষ্টাম্প উঠাইয়া লইবার কথা।

২৬১ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প

প্রচলিত করেন, তাহা যে লিখনের কি দলীলের নিমিত্তে ব্যবহার হইয়াছে কোন ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ ইষ্টাম্প করা কাগজ প্রভৃতিহইতে ঐ লিখন কি দলীল উঠাইয়া দিলে কি মুচিয়া ফেলিলে, কিম্বা কোন লিপিতে কি দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে অন্য লিপিতে কি দলীলে ব্যবহার করিবার জন্যে সেই ইষ্টাম্প তুলিয়া লইলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা পুনরায় ব্যবহার করিবার কথা।

২৬২ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, তাহা একবার ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া কোন ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্যের নিমিত্তে পুনরায় তাহা ব্যবহাব করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ইষ্টাম্প ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখাইবার চিহ্ন উঠাইয়া দিবার কথা।

২৬৩ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, তাহা ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ ইষ্টাম্পের উপর যে চিহ্ন দেওয়া যায় কি মুদ্রিত হয়, কোন ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করি-করিবার অভিপ্রায়ে ঐ চিহ্ন মুচিয়া ফেলিলে কি উঠাইয়া

দিলে, কিম্বা ঐ চিহ্ন যে ইষ্টাম্পহইতে মুচিয়া ফেলা গিয়াছে কি উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে এমত ইষ্টাম্প জ্ঞানপূর্ব্বক নিকটে রাখিলে কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করিলে, কিম্বা কোন ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা বিক্রয় কি হস্তান্তর করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওজন ও পরিমাণকরণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্র প্রতারণাভাবে ব্যবহার করিবার কথা।

২৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তি ওজন করিবার কোন যন্ত্র অপ্রকৃত জানিয়া প্রতারণাভাবে ব্যবহার করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপ্রকৃত বাটখারা কি মাপিবার যন্ত্র প্রতারণা ভাবে ব্যবহার করিবার কথা।

২৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রতারণাভাবে অপ্রকৃত বাটখারা, কিম্বা কোন দ্রব্যের লম্বাই মাপিবার কিম্বা দুগ্ধ ধান্যাদি মাপিবার অপ্রকৃত যন্ত্র কি পাত্র ব্যবহার করিলে, কিম্বা যে বাটখারার যে ওজন আছে কি মাপিবার যে যন্ত্র যত লম্বা আছে ও যে যে পাত্রে যত ধরে, প্রতারণাভাবে তাহা অন্য ওজনের কি অন্য মাপের যন্ত্র কি পাত্র বলিয়া

ব্যবহার করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপ্রকৃত বাটখারা কি মাপিবার যন্ত্র নিকটে রাখিবার কথা।

২৬৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ওজন করিবার কোন যন্ত্র কিম্বা কোন বাটখারা, কিম্বা কোন দ্রব্যের লম্বাই কি দুগ্ধ ধান্যাদি মাপিবার যন্ত্র কি পাত্র অপ্রকৃত জানিয়া প্রতারণা-ভাবে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে নিকটে রাখিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপ্রকৃত বাটখারা কি মাপিবার যন্ত্র প্রস্তুত বিক্রয় করিবার কথা।

২৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তি ওজন করিবার কোন যন্ত্র কি কোন বাটখারা, কিম্বা কোন দ্রব্যের লম্বাই কি দুগ্ধ ধান্যাদি মাপিবার কোন যন্ত্র কি পাত্র অপ্রকৃত জানিয়া, প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হয় এই জন্যে, কি প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, তাহা প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে কি হস্তান্তর করিয়া দিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাত জনক অপরাধের বিধি।

সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্মের কথা।

২৬৮ ধারা। যে কার্য্যদ্বারা কিম্বা বেআইনীমতে যে কার্য্যের ক্রটিদ্বারা সাধারণ লোকদের কিম্বা প্রতিবাসিদের কিম্বা নিকটস্থ সম্পত্তির দখিলকারদের নির্ব্বিশেষে হানি কি সঙ্কট কি ক্লেশ হয়, কিম্বা যাহাদের কোন সাধারণ স্বত্বানুসারে কার্য্য করার প্রয়োজন থাকে, যে কর্ম্মদ্বারা কিম্বা কর্ম্মের যে ক্রটিদ্বারা তাহাদের কাযে কাযেই হানি কি বাধা কি সঙ্কট কি ক্লেশ হয়, কোন ব্যক্তি এমত কার্য্য করিলে, কিম্বা বেআইনীমতে এমত কার্য্যের ক্রটি করিলে, সে সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করিবার দোষী হয়।

সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্মদ্বারা কিঞ্চিৎ সুবিধা কি উপকার হয় বলিয়া ঐ অনিষ্টজনক কর্ম্মের ওজর হইতে পারে না ইতি।

যাহাতে সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে অনবধানে এমত কর্ম্ম করণের কথা।

২৬৯ ধারা। কোন কর্ম্মদ্বারা প্রাণহানির আশঙ্কাজনক রোগ সঞ্চার হইতে পারে কি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা আছে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার

কারণ পাইয়া, বেআইনীমতে কি অনবধানে ঐ কর্ম্ম করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহাতে সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে দ্বেষপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণের কথা।

২৭০ ধারা। কোন কর্ম্মদ্বারা প্রাণহানির আশঙ্কাজনক রোগ সঞ্চার হইতে পারে কি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা আছে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কারাণ্টাইন বিধি অমান্য করণের কথা।

২৭১ ধারা। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্ট কোন জাহাজ কারাণ্টাইন অবস্থায় (অর্থাৎ কোন রোগ কিম্বা মারী সঞ্চার হইবার ভয়ে জাহাজের লোকদের নামিয়া যাইবার নিষেধ অবস্থায়) রাখিবার, কিম্বা স্থলের লোকদের কি অন্য জাহাজের লোকদের সঙ্গে সেই অবস্থার জাহাজের লোকদের গতিবিধির, কিম্বা যে যে স্থানে সঞ্চারক রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে তাহার ও অন্য অন্য স্থানের লোকদের পরস্পর গতিবিধির বিধান করিয়া প্রকাশ করিলে, কোন ব্যক্তি সেই বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্তে থাকে
তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা।

২৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি আহারীয় কি পানীয় বলিয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে কল্পনা করিয়া, কিম্বা আহারীয় কি পানীয় দ্রব্যস্বরূপ বিক্রয় হইতে পারিবে জানিয়া, যাহাতে ঐ দ্রব্য আহার কি পান করা গেলে পীড়াজনক হয় এমতে ঐ দ্রব্যে ভাঁজ দিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অস্বাস্থ্যজনক আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা।

২৭৩ ধারা। কোন দ্রব্য অস্বাস্থ্যজনক করা গিয়াছে কিম্বা হইয়াছে, কি আহার কি পান করিবার অনুপযুক্ত হইয়াছে, ও আহার কি পান করা গেলে অস্বাস্থ্যজনক হয়, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য বলিয়া তাহা বিক্রয় করিলে কি বিক্রয় হইবার জন্যে দেখাইলে কি প্রকাশ করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ঔষধীয় বণিক দ্রব্যে ভাঁজ দিবার কথা।

২৭৪ ধারা। যাহাতে কোন বণিক দ্রব্যের কি ঔষধীয় প্রস্তুত দ্রব্যের গুণ কমিয়া যায়, কিম্বা যাহাতে তাহার ফল পরিবর্ত্তন হয়, কিম্বা যাহাতে ঐ দ্রব্য অস্বাস্থ্যজনক হয়, কোন ব্যক্তি এমতে কোন দ্রব্যে ভাঁজ দিয়া, ভাঁজাল

না হওয়ার মত কোন ঔষধস্বরূপ বিক্রয় কি ব্যবহার করা যায় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা বিক্রয় কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, সেই বণিক দ্রব্যে কি ঔষধীয় প্রস্তুত দ্রব্যে ভাঁজ দিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ভাঁজাল ঔষধীয় বণিক দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা।

২৭৫ ধারা। যাহাতে কোন বণিক দ্রব্যের কিম্বা ঔষধীয় প্রস্তুত দ্রব্যের গুণ কমিয়া যায়, কিম্বা তাহার ফল পরিবর্ত্তন হয়, কিম্বা তাহা অস্বাস্থ্যজনক হয় ঐ দ্রব্য এমতে ভাঁজাল হইয়াছে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া তাহা ভাঁজাল না হওয়ার মত বিক্রয় করিলে কি বিক্রয় করিবার জন্যে দেখাইলে কি প্রকাশ করিয়া রাখিলে, কিম্বা কোন ঔষধালয়হইতে ঔসধস্বরূপে বাহির হইতে দিলে, কিম্বা যে ব্যক্তি তাহা ভাঁজাল বলিয়া না জানে তাহার দ্বারা ঔষধ স্বরূপে ব্যবহার করাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

এক প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ অন্য প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করিবার কথা।

২৭৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঔষধ স্বরূপে ব্যবহারার্থে জ্ঞানপূর্ব্বক এক প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ অন্য প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করিলে, কি বিক্রয় হইবার জন্যে দেখাইলে,

কি প্রকাশ করিয়া রাখিলে, কি ঔষধালয় হইতে বাহির হইতে দিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক-প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর কি জলাশয়ের জল ময়লা করিবার কথা।

২৭৭ ধারা। সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন উনুইর কি জলাশয়ের জল সচরাচর যে কর্ম্মে ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহাতে সেই কর্ম্মের তাদৃশ উপযুক্ত না হয়, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা এমতে নষ্ট কি ময়লা করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বায়ু পীড়াজনক করিবার কথা।

২৭৮ ধারা। কোন স্থানের বায়ু যাহাতে নিকট নিবাসি কি নিকটস্থ ব্যবসায়ী লোকদের কি রাজপথে গমনশীল সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের বিঘ্নজনক হয়, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বায়ু এমত দুষ্ট করিলে, তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইবে ইতি।

রাজপথে গাড়ী কি ঘোড়া প্রভৃতি অতি বেগে চালাইবার কথা।

২৭৯ ধারা। যাহাতে মনুষ্যের প্রাণের হানি হইতে পারে, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কোন ব্যক্তি রাজপথে এমত দুঃসাহসে কি অনবধানে কোন গাড়ি কি ঘোড়া প্রভৃতি চালাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড,

কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

নৌকাদি দুঃসাহসে চালাইবার কথা।

২৮০ ধারা। যাহাতে মনুষ্যের প্রাণের হানি হইতে পারে, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কোন ব্যক্তি এমত দুঃসাহসে কি অনবধানে নৌকাদি চালাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

মিথ্যা আলো কি নিশানী কি বয়া দেখাইবার কথা।

২৮১ ধারা। জলপথে কোন মিথ্যা আলো কি নিশানী কি বয়া দেখাইলে কোন নাবিকের ভ্রান্তি জন্মে এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা জন্মিতে পারে জানিয়া, কোন ব্যক্তি সেই মিথ্যা আলো প্রভৃতি দেখাইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে নৌকা প্রভৃতি অতিরিক্ত বোঝাই হইয়াছে কি নির্ব্বিঘ্নে যাওয়ার পক্ষে আশঙ্কা হয় তাহাতে ভাড়া লইয়া লোকদিগকে জল পথে লইয়া যাইবার কথা।

২৮২ ধারা। কোন নৌকাদির যেরূপ অবস্থা আছে, কি তাহাতে যত দ্রব্য বোঝাই থাকে, তদ্বিবেচনায় সেই নৌকাদিতে মানুষ লইয়া গেলে তাহার প্রাণ হানির আশঙ্কা হইতে পারে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়াও কিম্বা অনবধানে, ভাড়া লইয়া জলপথে সেই নৌকাদিতে মানুষ

লইয়া গেলে কি চালান করাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজপথে কি নৌকার পথে সঙ্কট কি বাধা জন্মাইবার কথা।

২৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্যকরাতে, কিম্বা আপনার অধিকারে কি জিম্মায় থাকা কোন দ্রব্য সুনিয়মমতে না রাখাতে, কোন রাজপথে কিম্বা নৌকাদি যাইবার কোন সাধারণ পথে, কোন লোকের সঙ্কট কি বাধা কি হানি জন্মাইলে, তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইবে ইতি।

বিষাল কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানে কর্ম্ম করণের কথা।

২৮৪ ধারা। যাহাতে মনুষ্যের প্রাণ হানির আশঙ্কা জন্মে, কিম্বা অন্য কোন লোকের পীড়া কি হানি হইতে পারে, কোন ব্যক্তি বিষাল কোন দ্রব্য লইয়া দুঃসাহসে কি অনবধানে এমত কোন ক্রিয়া করিলে, কিম্বা কোন বিষাল দ্রব্য যাহার নিকটে থাকে, ঐ দ্রব্যেতে কোন ব্যক্তির প্রাণ হানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হয় সে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানে ইহার উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অগ্নি কিম্বা আশুজ্বলনশীল কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানে কর্ম্ম করণের কথা।

২৮৫ ধারা। যাহাতে মনুষ্যের প্রাণ হানির আশঙ্কা

হয়, কিম্বা অন্য কাহারো পীড়া কি হানি হইতে পারে, কোন ব্যক্তি অগ্নি কিম্বা আশুজ্বলনশীল কোন দ্রব্য লইয়া দুঃসাহসে কি অনবধানে এমত কোন কার্য্য করিলে, কিম্বা যাহার নিকটে অগ্নি কি আশুজ্বলনশীল কোন দ্রব্য থাকে, ঐ দ্রব্যেতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হয় সে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানে ইহার উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানে কর্ম্মকরণের কথা।

২৮৬ ধারা। যাহাতে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা হয়, কিম্বা অন্য কাহারো পীড়া কি হানি হইতে পারে, যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে কোন ব্যক্তি সেই দ্রব্য লইয়া দুঃসাহসে কি অনবধানে এমত কার্য্য করিলে, কিম্বা যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্য যাহার নিকটে থাকে তাহা লইলে প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা যাহাতে না হয়, সে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানে এমত উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধির অধিকারে কি জিম্মায় যে কল থাকে তাহা লইয়া অনবধানতাপূর্ব্বক কর্ম্মের কথা।

২৮৭ ধারা। যাহাতে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা হয়,

কিম্বা অন্য কাহারো পীড়া কি হানি হইতে পারে, কোন ব্যক্তি কোন কল লইয়া দুঃসাহসে কি অনবধানে এমত কোন কার্য্য করিলে, কিম্বা যাহার অধিকারে কি জিম্মায় কল থাকে সেই কল হইতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হয়, সেই ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানে ইহার উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহাব ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

গৃহাদি ভগ্ন করিবার কি সারাইবার সম্পর্কে অনবধানতার কথা।

২৮৮ ধারা। কোন গৃহাদি ভগ্ন করিবার কি সারাইয়া দিবার সময়ে সেই ঘরের কি তাহার কোন অংশের পতনেতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হয়, কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানে ইহার উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ-দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন জীবজন্তু লইয়া অনবধানতাপূর্ব্বক কার্য্যের কথা।

২৮৯ ধারা। যাহার নিকটে কোন জীবজন্তু থাকে সেই জীবজন্তুহইতে মনুষ্যের প্রাণহানির কিম্বা গুরুতর পীড়ার কোন সম্ভাবিত আশঙ্কা না হয়, সেই ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানে ইহার উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের

কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

সাধারণ লোকদের অনিষ্টজনক কর্ম্মের কথা।

২৯০ ধারা। কোন ব্যক্তি সাধারণের অনিষ্টজনক কোন কর্ম্ম করিলে, এই আইনের অন্য বিধিতে সেই কর্ম্মের কোন দণ্ড নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে ইতি।

অনিষ্টজনক কর্ম্মের নিষেধ হইলে পর তাহা করিতে থাকিবার কথা।

২৯১ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আইনমতে সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অনিষ্টজনক কর্ম্ম পুনরায় করিতে কিম্বা করিয়া থাকিতে নিষেধ করিলে পর, ঐ ব্যক্তি তাহা পুনর্ব্বার করিলে কি করিতে থাকিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত পুস্তক বিক্রয়াদি করিবার কথা।

২৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তক কি পামফ্লেট (অর্থাৎ সেলাইকরা বহী) কি কাগজ কি ছবি কি চিত্র কি আকৃতি কি প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় কি বিতরণ করিলে, কি বিক্রয় করিবার কি ভাড়া দিবার জন্যে দেশান্তর হইতে আনাইলে, কি ছাপাইলে, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিলে কি তাহা করিবার উদ্যোগ কি প্রস্তাব করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক

কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জিত কথা।—কোন দেবমন্দিরে কি তাহার উপরে, কিম্বা দেব প্রতিমার যাত্রার জন্যে কি ধর্ম্মসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মের জন্যে যে রথ থাকে কি ব্যবহার হয়, তাহাতে যে কোন আকৃতি অঙ্কিত কি ক্ষোদিত কি চিত্র করা যায় কি অন্য প্রকারে প্রকাশ হয়, তাহার প্রতি এই ধারা খাটে না ইতি।

শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত পুস্তক বিক্রয় করিবার কি দর্শাইবার জন্যে নিকটে রাখিবার কথা।

২৯৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় শৃঙ্গার রসঘটিত যে কুৎসিত পুস্তকের কি অন্য দ্রব্যের কথা আছে, কোন ব্যক্তি তাহা বিক্রয় কি বিতরণ হইবার কি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্যে নিকটে রাখিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত গীতের কথা॥

২৯৪ ধারা। কোন ব্যক্তি সাধারণ লোকদের যাওয়া আসার স্থানে কি তাহার নিকটে লোকদের বৈরক্তিজনকভাবে কোন শৃঙ্গার রসের কুৎসিত গীত কি টপ্পা কি কথা গান কি কীর্ত্তন কি উচ্চারণ করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

শর্ত্তি খেলিবার ঘর রাখিবার কথা।

২৯৪ক ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অনুমতিভিন্ন

শর্ত্তি খেলার কার্য্যালয় কি স্থান রাখিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থ-দণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

এবং কোন ব্যক্তি তদ্রূপ শর্ত্তির কোন টিকিট কি লাট কি নম্বর কি অঙ্কতোলন সম্পর্কে কি তদ্‌ঘটিত কোন ব্যাপাব কি ঘটনা লক্ষ করিয়া, অন্যের লভ্যার্থে টাকা কিম্বা কোন মাল দিবার কিম্বা কোন ক্রিয়া করিবার কি করণে ক্ষান্ত হইবার কোন প্রস্তাব প্রকাশ করিলে, তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে ইতি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

কোন জাতির লোকদের ধর্ম্ম অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে ভজনালয়ের হানি করণের কি তাহা অশুচি করণের কথা।

২৯৫ ধারা। কোন জাতির লোকদের ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি কোন ভজনালয়, কিম্বা সেই জাতীয় লোক যাহা পবিত্র বলিয়া মানে এমত কোন দ্রব্য নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করিলে, অথবা তদ্রূপে বিনাশ কি ক্ষতি কি অশুচি করিলে কোন জাতীয় লোক তাহা আপনারদের ধর্ম্মের অবহেলাস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবে, ইহা জানিয়াও কোন ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ধৰ্ম্মসমাজের বাধা দেওনের কথা।

২৯৬ ধারা। কোন লোকসমাজ বৈধমতে ধর্ম্ম উপাসনা কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়া করিতেছেন, এমত সময়ে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কার্য্যের ব্যাঘাত করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সমাধি স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।

২৯৭ ধারা। কোন লোকের মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মের অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের মনে দুঃখ হইতে পারে কিম্বা কোন ব্যক্তির ধর্ম্মের অবহেলা হইতে পারে জানিয়া কোন ব্যক্তি কোন ভজনালয়ে কি সমাধি স্থানে, কিম্বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার নিরূপিত স্থানে, কিম্বা মৃতদেহ বর্জন করিবার স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিলে, কিম্বা মনুষ্যের কোন শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিলে, কিম্বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার জন্যে সংগৃহীত ব্যক্তিদিগকে ক্লেশ দিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে কোন কথা প্রভৃতি কহিবার কথা।

২৯৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব মনস্থ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যের মনস্তাপ দিবার অভিপ্রায়ে তাহার শ্রুতি গোচরে কোন কথা কহিলে, কি কোন শব্দ করিলে, কিম্বা তাহার দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গ ভঙ্গি করিলে, কিম্বা তাহার

সাক্ষাৎ কোন দ্রব্য রাখিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ষোড়শ অধ্যায়।

মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

যাহাতে প্রাণের হানি হয় এমত অপরাধের কথা।

অপরাধযুক্ত নরহত্যার কথা।

২৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাণনাশ করিবার অভি-প্রায়ে, কিম্বা যাহাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় শারীরিক এমত হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা ঐ কর্ম্মদ্বারা প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া ঐ কর্ম্ম করিয়া কোন লোকের প্রাণনাশ করিলে সে ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যা করে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন লোকের প্রাণনাশ করণের অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারিবে জানিয়া, একটা গর্ত্তের উপরে ডালপালা ও ঘাসের চাপড়া দিয়া সেই গর্ত্ত আবৃত করে। যদু শক্ত মৃত্তিকা জ্ঞানে তাহার উপরে পা দিয়া, ঐ গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া মরে। এই স্থলে আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিল।

(খ) যদু কোন ঝোড়ের আড়ালে বসিয়াছে। বলরাম তাহা জানে না। কিন্তু আনন্দ তাহা জানিয়া যদুর প্রাণনাশ করাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তাহার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে জানিয়া বলরামকে সেই ঝোড়ে বন্দুক

ছুড়িতে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহা করিয়া যদুকে হত্যা করে। এই স্থলে বলরামের প্রতি কোন অপরাধ না অর্শিতে পারে, কিন্তু আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিল।

(গ) আনন্দ কোন ব্যক্তির পক্ষী মারিয়া চুরী করিবার মানসে ঐ পক্ষীকে গুলি করে। বলরাম কোন ঝোড়ের আড়ালে বসিয়াছিল, তাহার গায়ে গুলি লাগিয়া সে মরে, কিন্তু বলরাম যে সেই খানে ছিল আনন্দ ইহা জানিত না। এই স্থলে যদিও আনন্দ বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছে তথাপি বলরামকে হত্যা করিবার, কিম্বা যে কর্ম্মেতে অন্যের মৃত্যু হইতে পারে এমত কর্ম্ম করিয়াও, কাহাকে হত্যা করিবার মানস না থাকাতে, আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষী নয়।

১ ব্যাখ্যা।—কোন লোকের পীড়া কি রোগ কি শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিতে, অন্য লোক তাহার শারীরিক হানি করিয়া শীঘ্র তাহার মৃত্যু ঘটাইলে, সেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর কারণ জ্ঞান হইবে।

২ ব্যাখ্যা।—শারীরিক হানি দ্বারা কোন লোকের মৃত্যু হইলে, যদিও উপযুক্ত উপায় এবং যথোচিত চিকিৎসা করা গেলে তাহার মরণ নিবারণ হইতে পারিত, তথাপি যে ব্যক্তি তাহার শারীরিক হানি করিয়াছে সে তাহার মরণের কারণ হয় এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।—গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা নরহত্যা নয়। কিন্তু যদি সচেতন অপত্যের কোন ভাগ নির্গত হইয়া থাকে, তবে সেই অপত্য যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ না করে কি সম্পূর্ণমতে ভূমিষ্ঠ না হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সচেতন অপত্য নষ্ট করা অপরাধযুক্ত নরহত্যার তুল্য হইতে পারে ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের কথা।

৩০০ ধারা। এই ধারার নিম্নভাগে বর্জনীয় যে যে স্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে, যে কার্য্য দ্বারা কাহার মৃত্যু হয়, প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য করা গেলে, অথবা—

দ্বিতীয়।—শরীরের কোন হানি দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, অপরাধী সেই শারীরিক হানি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করিলে, অথবা—

তৃতীয়।—কোন লোকের শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য করা গেলে, ও শারীরিক যে হানি করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহাতে স্বভাবতঃ প্রাণনাশ হইতে পারিলে, অথবা—

চতুর্থ।—কোন কার্য্য অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে প্রাণ নষ্ট হইবার, কিম্বা যাহাতে মৃত্যু হইতে পারে শারীরিক এমত কোন হানি হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, ঐ ক্রিয়াকারী ইহা জানিয়া এবং প্রাণ নাশের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত হানির আশঙ্কাজনক কার্য্য করিবার কোম কারণ না থাকিলেও সেই কার্য্য করিলে,—অপরাধযুক্ত যে হত্যা হয় তাহা জ্ঞানকৃত বধ।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে গুলি করে, তাহাতে যদু মরে। আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করিল।

(খ) যদুর এরূপ কোন রোগ হইয়াছে যে মুষ্ট্যাঘাত হইলে তাহার মৃত্যু সম্ভাবনা, আনন্দ ইহা জানিয়া তাহার শারীরিক হানি করিবার

অভিপ্রায়ে তাহাকে মারে। ঐ আঘাত প্রযুক্ত যদু মরে। যদুর কোন রোগ না থাকিলে তাদৃশ আঘাতে যদিও তাহার মরিবার সম্ভাবনা না থাকিত, তথাপি আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছে। পরন্তু যদুর রোগ আছে আনন্দ ইহা না জানিয়া, সুস্থ ব্যক্তিকে যেরূপ আঘাত করিলে স্বভাবতঃ মৃত্যুর সম্ভাবনা না হইত তাহাকে এমত আঘাত করিলেও, যদি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে, কিম্বা শারীরিক যে হানিদ্বারা স্বভাবতঃ মরণ হইতে পারে তাহা করিতে মনস্থ না করিয়া থাকে, তবে তাহার শারীরিক হানি করিবার মনস্থ করিলেও আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী নয়।

(গ) তলওয়ার কি যষ্টি দ্বারা যদ্রূপ আঘাত হইলে স্বভাবতঃ মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে, আনন্দ জানিয়া শুনিয়া যদুকে তদ্রূপ আঘাত করে, তৎপ্রযুক্ত যদুর মৃত্যু হয়। এই স্থলে আনন্দ যদুকে মারিয়া ফেলিতে মনস্থ না করিলেও জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়।

(ঘ) আনন্দ কোন হেতু না থাকিতেও কোন জনতার প্রতি কামানের গুলি করিয়া এক জনের প্রাণ নষ্ট করে। এই স্থলে আনন্দ কোন বিশেষ লোককে বধ করিতে মনস্থ না করিয়াও জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়।

যে স্থলে অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ না হয় তাহার কথা।

১ বর্জিত কথা।—অপরাধী হঠাৎ রাগজনক কোন গুরুতর কার্য্যহেতুক আত্মদমনে অসমর্থ হইয়া, যে লোক তাহার রাগ জন্মাইয়াছিল তাহার প্রাণ নষ্ট করিলে, কিম্বা ভ্রান্তিক্রমে কি অকস্মাৎ অন্য কোন লোকের প্রাণনাশ করিলে, অপরাধযুক্ত ঐ নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

কিন্তু উক্ত বর্জিত কথার মধ্যে নিম্নলিখিত উপবিধি গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম।—অপরাধী আপনি কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ কি অপকার করিবার ওজর পাইবার জন্যে ঐ রাগ জন্মাইবার

কার্য্যের চেষ্টা না করে, কিম্বা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না ঘটায়।

দ্বিতীয়।—আইন অনুযায়ি কোন কার্য্য করণদ্বারা, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপনি আইনমতের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করেন তদ্দ্বারা, ঐ রাগ না জন্মে।

তৃতীয়।—আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কার্য্য আইনমতে করা যায় তদ্দ্বারা ঐ রাগ না জন্মে।

ব্যাখ্যা।—ঐ অপরাধ যাহাতে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য না হয়, ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য এমত গুরুতর কিম্বা আকস্মিক কি না, এই কথা বৃত্তান্তদ্বারা স্থির করা যাইবে।

উদাহরণ।

(ক) যদু কোন কার্য্য করিয়া আনন্দের রাগ জন্মাইয়া দেয়। আনন্দ রাগান্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর বালকের প্রাণ নষ্ট করে। এই স্থলে বালকটি আনন্দের রাগ জন্মাইবার কার্য্য করে নাই, আনন্দও রাগান্ধ হইয়া অকস্মাৎ কি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন কার্য্য করণকালে ঐ বালকের প্রাণ নষ্ট করে নাই, অতএব ইহা জ্ঞানকৃত বধ।

(খ) অর্জ্জুন কোন গুরুতর কর্ম্ম করিয়া হঠাৎ আনন্দের রাগ জন্মাইয়া দেয়, তাহাতে আনন্দ অর্জ্জুনের প্রতি পিস্তল ছুড়ে। যদু নিকটে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু আনন্দ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এবং তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে মনস্থ না করিয়া, ও গুলি তাহাকে লাগিবে এমত না জানিয়া, তাহার প্রাণ নষ্ট করিল। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করে নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(গ) যদু নামে এক জন পেয়াদা আইনমতে আনন্দকে গ্রেফ্তার করে। আনন্দ হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া যদুর প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃত বধ, কেননা রাজকীয় কার্য্যকারক আপন ক্ষমতামতে যে কার্য্য করিতেছিল তদ্দ্বারা আনন্দের রাগ হইয়া উঠিল।

(ঘ) আনন্দ কোন মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট কহেন যে আনন্দের জোবানবন্দীর এক কথায়ও আমার বিশ্বাস হয় না, সে মিথ্যা শপথ করিয়াছে। আনন্দ এই কথায় হঠাৎ রাগ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃত বধ।

(চ) আনন্দ যদুর নাক ধরিতে চেষ্টা করে। যদু তাহাকে বারণ করিবার জন্যে আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে তাহাকে জড়াইয়া ধরে। আনন্দ ইহাতে হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া যদুকে বধ করে। ইহা জ্ঞানকৃত বধ, কেননা আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কার্য্য করা গিয়াছিল সেই কার্য্যটি রাগের কারণ হইয়াছে।

(ছ) যদু বলরামকে মারে। ইহাতে বলরামের অত্যন্ত রাগ হয়। আনন্দ নিকটে দাঁড়াইয়া বলরামকে রাগান্ধ দেখিয়া তাহার দ্বারা যদুকে হত্যা করাইবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে বলরামের হাতে ছুরী দেয়। বলরাম সেই ছুরীর দ্বারা যদুর প্রাণ নষ্ট করে। এই স্থলে বলরামের অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী।

২ বর্জ্জিত কথা।—অপরাধী আত্মরক্ষার কি সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে সরলভাবে কার্য্য করিয়া আইনমতে যে পর্য্যন্ত করিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত করিয়া, পূর্ব্ব মনস্থ না করিয়া ও আত্মরক্ষার নিমিত্তে যত অপকার করা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত করিবার মানস না করিয়া, যাহার বিরুদ্ধে সেই অধিকারক্রমে কার্য্য করে তাহার মরণের কারণ হইলে, অপরাধযুক্ত সেই নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ নয়।

উদাহরণ।

যদু চাবুক লইয়া আনন্দকে মারিতে যায়, কিন্তু আনন্দের গুরুতর পীড়াজনকরূপে মরিবার অভিপ্রায় নাই। আনন্দ পিস্তল বাহির করে তবু যদু তাহাকে চাবুক মারিতে যায়। তাহাতে আনন্দের সরলভাবে

বোধ হয় যে পিস্তল না ছুড়িলে আমার চাবুক খাওয়াহইতে রক্ষা নাই, অতএব পিস্তল ছুড়িয়া বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করে। ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করে নাই, মাত্র অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

৩ বর্জ্জিত কথা।—অপরাধী রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের সহায় হইয়া ন্যায় বিচারের উন্নতি-পক্ষে কার্য্য করিয়া, তাহার প্রতি আইনমতে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা অতিক্রম করেন, এবং যাহার প্রাণ নষ্ট করিল তাহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া রাজকীয় কার্য্যকারক-স্বরূপ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্যে যে কর্ম্ম সরলভাবে আইনসিদ্ধ ও আবশ্যক বলিয়া বিশ্বাস করেন, এমত কর্ম্ম করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইলেন, এই স্থলে অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ নয়।

৪ বর্জ্জিত কথা।—হঠাৎ বিবাদ হওনকালে অত্যন্ত রাগ হইয়া মারামারী উপস্থিত হইলে, এক জন মনস্থ না করিয়া, কিম্বা অন্যকে অক্ষম দেখিয়া কোন অনুপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া, ও নিষ্ঠুর কি রীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম না করিয়াও তাহার প্রাণ নষ্ট করে, এই স্থলে অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ নয়।

ব্যাখ্যা।—এমত স্থলে প্রথমে কে কাহার রাগ জন্মাইয়াছিল, কে বা প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল, এই কথা কার্য্যকর নয়।

৫ বর্জ্জিত কথা।—যাহার মৃত্যু হয় সে যদি আঠারো বৎসরের অধিক বয়স্ক হইয়া আপন সম্মতিক্রমে হত্যা হয়, কিম্বা হত হইবার সঙ্কট স্বীকার করে, তবে তদ্রূপ স্থলে অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ নয়।

উদাহরণ।

(ক) যদু আঠারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক। আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া আত্মঘাতী করায়। এই স্থলে যদু অপ্রাপ্তব্যবহার হওয়া প্রযুক্ত আপনার মরণে আপনি সম্মত হইতে অক্ষম বিধায়, আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের সহায়তা করিয়াছে।

যাহার প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায় ছিল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করণ দ্বারা অপরাধযুক্ত নরহত্যার কথা।

৩০১ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া কোন কার্য্য করিয়া, তদ্দ্বারা যাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় না ছিল কিম্বা যাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা না জানিত, এমত ব্যক্তিকে বধ করিয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিলে, যাহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল কিম্বা যাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়াছিল, তাহারই প্রাণনাশ করিলে যে প্রকারের অপরাধযুক্ত নরহত্যা হইত, ঐ অপরাধী সেই প্রকারের নরহত্যার অপরাধী হয় ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের দণ্ডের কথা।

৩০২ ধারা। কোন ব্যক্তি জ্ঞানকৃত বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যাবজ্জীবন বন্দী জ্ঞানকৃত বধ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৩০৩ ধারা। যাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, সে জ্ঞানকৃত বধ করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে তাহার দণ্ডের কথা।

৩০৪ ধারা। জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে কোন ব্যক্তি এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিলে, তাহার যে কার্য্যদ্বারা অন্যের মৃত্যু হয়, সেই কার্য্য যদি প্রাণনাশের অভিপ্রায়ে করা গিয়া থাকে, কিম্বা শারীরিক যে হানির দ্বারা প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা এমত হানি করিবার অভিপ্রায়ে করা গিয়া থাকে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ঐ কার্য্যদ্বারা প্রাণনাশ হইতে পারে জানিলে কিন্তু প্রাণনাশ করিবার কোন অভিপ্রায়ে কিম্বা যাহাতে প্রাণনাশ হইতে পারে শারীরিক এমত হানি করিবার অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য না করা গেলে, সেই ব্যক্তির দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অমনোযোগে মৃত্যুর কারণ হইবার কথা।

৩০৪ক ধারা। কোন ব্যক্তি দুঃসাহসে কি অমনোযোগে কোন ক্রিয়া করিয়া অন্যের মৃত্যুর কারণ হইলেও তাহার অপরাধযুক্ত নরহত্যার সমান অপরাধ না হইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা করণের কথা।

৩০৫ ধারা। আঠারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন ব্যক্তি কিম্বা ক্ষিপ্ত মনা কি বিকৃতচিত্ত কি জড় কিম্বা মদ্যাদিতে

মত্ত কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হইলে, যে কেহ সেই আত্মহত্যার সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

আত্মঘাতের সহায়তা করণের কথা।

৩০৬ ধারা। কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হইলে, যে কেহ ঐ আত্মহত্যার সহায়তা করে তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৩০৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ক্রিয়া করিয়া কাহার প্রাণনাশ করিলে যদি তাহার অভিপ্রায় কি জ্ঞান ও গতিক বিবেচনায় তাহার জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হইয়া থাকে,তবে কোন ব্যক্তি সেই অভিপ্রায় ও জ্ঞানমতে ও সেই গতিকে কোন কার্য্য করিলে তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। এবং সেই কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইলে অপরাধির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

যাবজ্জীবন বন্দীদের উদ্যোগের কথা।

কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে পর, সে এই ধারার উল্লিখিত অপরাধ করিলে, তদ্দ্বারা পীড়া জন্মাইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, যে গতিকে তাহার প্রতি গুলি করে তদ্বিবেচনায় যদুর মৃত্যু হইলে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়, এই স্থলে আনন্দ এই ধরামতে দণ্ড পাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ দুগ্ধোপোষ্য বালককে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া যায়, ইহাতে ঐ বালক না মরিলেও আনন্দ এই ধরার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ করিয়াছে।

(গ) আনন্দ যদুর প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বন্দুক ক্রয় করিয়া তাহাতে বারুদ পূরিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত আনন্দের এই ধরামতে অপরাধ হয় নাই। পরে আনন্দ যদুর উপর ঐ বন্দুক ছুড়ে। তখন এই ধারার লিখিত অপরাধ করে। এবং সেই বন্দুক ছুড়িয়া যদি যদুকে আঘাত করে, তবে এই ধারার শেষ ভাগে যে দণ্ডের বিধান হই-য়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ বিষদ্বারা যদুর প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিষ ক্রয় করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্যে মিশাইয়া আপনার নিকটে রাখে। এপর্য্যন্ত আন-ন্দের এই ধারার লিখিত অপরাধ হয় নাই। পরে আনন্দ সেই আহারীয় দ্রব্য যদুর সম্মুখে রাখে কিম্বা যদুর সম্মুখে রাখিবার জন্যে তাহার চাক-রের হাতে দেয়, তখন এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগের কথা।

৩০৮ ধারা। যে অভিপ্রায়ে কি যে জ্ঞানমতে ও যে গতিকে কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিয়া কাহার প্রাণনাশ করিলে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় অপরাধযুক্ত এমত নর-হত্যার অপরাধী হয়, কোন ব্যক্তি সেই অভিপ্রায়ে সেই জ্ঞানে ও সেই গতিকে ঐ কার্য্য করিলে তাহার তিন বৎ-সরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা

অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। যদি সেই কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থ-দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ হঠাৎ কোন গুরুতর কারণে রাগ করিয়া যদুর প্রতি পিস্তল ছুড়ে, কিন্তু যে গতিকে তাহা করিল সেই গতিক বিবেচনায় যদুর প্রাণ নষ্ট হইলেও আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় অপরাধযুক্ত এমত নরহত্যার অপরাধী হয়। আনন্দ এই ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ করিয়াছে।

আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগের কথা।

৩০৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগ করিয়া সেই অপরাধ করিবার নিমিত্তে কোন কার্য্য করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ঠগের কথা।

৩১০ ধারা। এই আইন চলন হইবার পর কোন সময়ে কোন ব্যক্তি, বধ করণ দ্বারা কিম্বা বধ সংযোগে, দস্যুতা কি শিশু হরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়ত সংসর্গ করিলে, সে ঠগ ইতি।

দণ্ডের কথা।

৩১১ ধারা। কোন ব্যক্তি ঠগ হইলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

গর্ত্ত পাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু ত্যাগ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

গর্ত্তপাত করণের কথা।

৩১২ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভপাত করায়, তবে সরলভাবে সেই স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্যে না করাইলে তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। তৎকালে গর্ভে জীব সঞ্চার হইয়া থাকিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—স্ত্রী আপনার গর্ত্তপাত করাইলে এই ধারার অর্থমতে অপরাধিনী ইতি।

গর্ভিণীর অনুমতিবিনা গর্ত্তপাত করাওণের কথা।

৩১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি গর্ত্তিণীর অনুমতি না লইয়া ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপরাধ করিলে, তৎকালে গর্ত্তস্থের জীব সঞ্চার হউক বা নাই হউক, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

গর্ত্তপাত করাইবার অভিপ্রায়ে যে কার্য্য করা যায় তদ্দারা গর্ত্তিণীর মৃত্যু হইলে তাহার কথা।

গর্ত্তিণীর অনুমতিবিনা কার্য্য করা গেলে তাহার কথা।

৩১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি গর্ত্তিণী স্ত্রীর গর্ত্তপাত করাই-

রার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিয়া ঐ স্ত্রীর প্রাণ নষ্ট করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে,তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও ঐ স্ত্রীর অনুমতিবিনা সেই কার্য্য করা গেলে, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—ঐ কার্য্য দ্বারা প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, অপরাধী ইহা না জানিলেও ঐ অপরাধ হইতে পারিবে ইতি।

অপত্য জীবিত না জন্মে কিম্বা ভূমিষ্ঠ হইলে পর মরে এই অভিপ্রায়ে যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা।

৩১৫ ধারা। অপত্য জীবিত না জন্মে, কি জন্মিলে পর মরে, কোন ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কোন কার্য্য করিলে, ও সেই কার্য্যদ্বারা জীবিত শিশুর জন্ম হইবার বাধক হইলে, অথবা জন্মিবার পরে তাহার মৃত্যু ঘটাইলে, যদি সেই কার্য্য সরলভাবে মাতার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে না করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধযুক্ত নরহত্যার তুল্য কোন কার্য্যদ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণের কথা।

৩১৬ ধারা। যে গতিকে কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য দ্বারা কাহার প্রাণ নাশ করিলে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হয়, কোন ব্যক্তি সেই গতিকে কোন কার্য্য করিয়া জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করিলে, তাহার দশ বৎসরের

অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

যে কার্য্যেতে গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, আনন্দ জানিয়া এরূপ কর্ম্ম করে। তদ্দ্বারা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হইত। ঐ কার্য্যে ঐ স্ত্রীর হানি হইলেও তাহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু উদরস্থ জীবিত অপত্য মরিয়া যায়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

পিতামাতা কি রক্ষক বারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুকে ফেলিয়া গেলে ও পরিত্যাগ করিলে তাহার কথা।

৩১৭ ধারা। বারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুর পিতা কি মাতা কি রক্ষক সেই শিশুকে একেবারে ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্থানে ফেলিয়া কি ছাড়িয়া গেলে, সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—সেই প্রকারে ছাড়িয়া যাওয়াপ্রযুক্ত শিশু মরিলে, অপরাধির জ্ঞানকৃত বধ কিম্বা বিষয় বিশেষে অপ-রাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধের জন্যে বিচার না হয়, এই ধারার এমত অভিপ্রায় নয় ইতি।

শিশুর মৃত দেহ কোন স্থানে গুপ্ত করণের দ্বারা জন্ম লুকাইয়া রাখণের কথা।

৩১৮ ধারা। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কি পরে কি, ভূমিষ্ঠ হইবার কালেই মরিলে, কোন ব্যক্তি সেই শিশুর মৃত দেহ গোপনে মৃত্তিকায় পুতিয়া কি অন্য প্রকারে স্থানান্তর

করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সেই শিশুর জন্মের কথা গোপন করিলে কি গোপন করিতে চেষ্টা করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

পীড়া বিষয়ক বিধি।

পীড়ার কথা।

৩১৯ ধারা। কেহ কোন ব্যক্তির শরীরের বেদনা কি রোগ কি দুর্ব্বলতা জন্মাইলে, সে পীড়া জন্মায় এমত বলা যায় ইতি।

গুরুতর পীড়ার কথা।

৩২০ ধারা। কেবল নিম্নলিখিত পীড়া "গুরুতর" বলা যায়, অর্থাৎ

প্রথম।—মুষ্কছেদন।

দ্বিতীয়।—কোন এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির চিরহানি করণ।

তৃতীয়।—কোন এক কর্ণের শ্রবণশক্তির চিরহানি করণ।

চতুর্থ।—কোন অঙ্গ কি সন্ধিস্থান অকর্ম্মণ্য করণ।

পঞ্চম।—কোন অঙ্গের কি সন্ধিস্থানের শক্তি নষ্ট কি চিরকাল দুর্ব্বল করণ।

ষষ্ঠ।—মস্তক কি মুখ চির বিকৃতি করণ।

সপ্তম।—কোন অস্থি কি দন্ত ভঙ্গ কি সন্ধিচ্যুত করণ।

অষ্টম —যে কোন পীড়াদ্বারা প্রাণের আশঙ্কা হয় কিম্বা যদ্দ্বারা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি কুড়ি দিনপর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত যাতনা পায় কিম্বা আপনার নিত্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অপারক হয়, সেই পীড়া ইতি।

ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২১ ধারা। কেহ কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করিলে, কিম্বা ঐ কর্ম্ম করিলে কোন ব্যক্তির পীড়া হইতে পারে জানিয়া সেই কর্ম্ম করিলে, ও তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইলে, সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত কহা যায় ইতি।

ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২২ ধারা। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মাইলে, যে পীড়া জন্মাইতে মনস্থ করে কিম্বা তাহার দ্বারা যে পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানে তাহা গুরুতর পীড়া হইলে, ও যে পীড়া জন্মায় তাহা গুরুতর হইলে, সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—কেবল গুরুতর পীড়া জন্মাইলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অপরাধ হয় না, কিন্তু গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানিয়া গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, ঐ অপরাধ হয়। পরন্তু এক প্রকারের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার মনস্থ করিয়া কি জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া অন্য প্রকারের গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

যদুর মুখ চিরকাল বিকৃত থাকে আনন্দ এই মনস্থ করিয়া, কিম্বা তাহার মুখের বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করে। তাহাতে যদুর মুখের চিরকাল বিকৃতি হয় না কিন্তু সে কুড়ি

দিন পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত যাতনা পায়। এই স্থলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার দণ্ডের কথা।

৩২৩ ধারা। ৩৩৪ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মাইলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২৪ ধারা। ৩৩৪ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে, কোন ব্যক্তি গুলি করিবার কি খোঁচা মারিবার কি কাটিয়া ফেলিবার কোন অস্ত্রদ্বারা, কিম্বা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিলে যে যন্ত্রদ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে এমত কোন যন্ত্রদ্বারা, কিম্বা অগ্নি কি উত্তপ্ত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা কোন প্রকারের বিষ কি ক্ষয়কারক কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলে কি যে দ্রব্য গিলিয়া ফেলা গেলে কি রক্তে মিশ্রিত হইলে মনুষ্যশরীরের হানি হয় এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা কোন জীবজন্তুর দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাহার পীড়া জন্মাইলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার দণ্ডের কথা।

৩২৫ ধারা। ৩৩৫ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে

তদ্ভিন্ন স্থলে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২৬ ধারা। ৩৩৫ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে, কোন ব্যক্তি গুলি করিবার কি খোঁচা মারিবার কি কাটিয়া ফেলিবার কোন অস্ত্রদ্বারা, কিম্বা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিলে যে যন্ত্রদ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যুহইতে পারে এমত কোন যন্ত্রদ্বারা, কিম্বা অগ্নি কি উত্তপ্ত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা কোন প্রকারের বিষ কি ক্ষয়কারক কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলে কি যে দ্রব্য গিলিয়া ফেলা গেলে কি রক্তে মিশ্রিত হইলে মনুষ্যশরীরের হানি হয় এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা কোন জীবজন্তুর দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

দ্রব্য হরণ করিবার জন্যে কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২৭ ধারা। পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে, কিম্বা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহার স্থানে বল-

পূর্ব্বক কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি হরণ করিবার জন্যে, কিম্বা যে কর্ম্ম বেআইনী হয় কি যে কর্ম্মদ্বারা অপরাধ করিবার সুবিধা হয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা সেই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করাইবার জন্যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বিষাদির দ্বারা পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন অপরাধ করিবার কিম্বা যাহাতে অপরাধ করা সুবিধা হয় এমত কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে, কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকারের বিষ কি অচেতনকারক কি নেশাজনক কি অস্বাস্থ্যজনক কোন বণিক দ্রব্য কি অন্য দ্রব্য সেবন করাইলে কি খাওয়াইলে, কিম্বা তাহা করিলে পীড়া হইতে পারে জানিয়া সেই দ্রব্য সেবন করাইলে কি খাওয়াইলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২৯ ধারা। পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে, কিম্বা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি হরণ করিবার জন্যে, কিম্বা যে কর্ম্ম বেআইনী হয় কি যে কর্ম্মদ্বারা

অপরাধ করিবার সুবিধা হয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা সেই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করাইবার জন্যে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধ স্বীকার করাইবার কিম্বা দ্রব্য বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেওয়াইবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩০ ধারা। পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে, কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক কোন দোষ কি অপরাধ স্বীকারকরাইবার জন্যে, কিম্বা অপরাধ কি দোষ যাহাতে ধরা পড়ে এমত কোন কথা স্বীকার করাইবার কিম্বা কোন সন্ধান জানাইবার জন্যে, কিম্বা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বলপূর্ব্বক ফিরিয়া লইবার কি ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে, কিম্বা কোন দাবির কি দাওয়ার পরিশোধ করাইবার জন্যে কিম্বা কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র যাহাতে ফিরিয়া পাওয়া যায় এমত সন্ধান জানাইবার জন্যে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুকে কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্যে পোলীসের

আমলা তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধী হয়।

(খ) কোন চোরা জিনিস যে স্থানে লুক্কায়িত আছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যে পোলীসের কোন আমলা বলরামকে যন্ত্রণা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধী।

(গ) যদুর কিছু খাজনা বাকী পড়িয়াছে। রাজস্বের কোন আমলা বলপূর্ব্বক সেই বাকী আদায় করিবার জন্যে যদুকে যন্ত্রণা দেয়। আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধী।

(ঘ) আনন্দ নামক কোন জমীদার রায়তের স্থানে বলপূর্ব্বক খাজনা আদায় করিবার জন্যে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধী।

দোষ স্বীকার করাইবার কিম্বা দ্রব্য বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেওয়াই-
বার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩১ ধারা। পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক কোন দোষ কি অপধার স্বীকার করাইবার জন্যে, কিম্বা অপরাধ কি দোষ যাহাতে ধরা পড়ে এমত কোন কথা স্বীকার করাইবার কিম্বা কোন সন্ধান জানাইবার জন্যে, কিম্বা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে কি তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বলপূর্ব্বক ফিরিয়া লইবার কি ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে, কিম্বা কোন দাবীর কি দাওয়ার পরিশোধ করাইবার জন্যে, কিম্বা কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র যাহাতে ফিরিয়া পাওয়া যায় এমত সন্ধান জানাইবার জন্যে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া

জন্মাইলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থ দণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবার জন্যে ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩২ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মাইলে, কিম্বা তাঁহাকে কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারককে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আইনসিদ্ধমতে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে যাহা করিয়াছেন কি করিতে উদ্যোগ করেন তৎপ্রযুক্ত, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মাইলে, সে ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থ-দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩৩ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক, রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মা-ইলে, কিম্বা তাঁহাকে কি রাজকীয় অন্য কোন কার্য্যকার-ককে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ

করিতে নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আইনসিদ্ধমতে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করণ কালে যাহা করিয়াছেন কি করিতে উদ্যোগ করেন তৎপ্রযুক্ত, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, সেই ব্যক্তির দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যাহাতে রাগ জন্মে এমত কর্ম্ম হওয়াতে ইচ্ছাপূর্ব্বক
পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩৪ ধারা। যাহাতে রাগ জন্মে গুরুতর এমত কোন কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে, যাহার দ্বারা রাগজনক কার্য্য হইয়াছিল কোন ব্যক্তি তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে মনস্থ না করিয়া ও অন্য ব্যক্তির পীড়া হইতে পারে ইহা না জানিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইলে, তাহার এক মাসের অনধিককাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহাতে রাগ জন্মে এমত কর্ম্ম হওয়াতে গুরুতর পীড়া
জন্মাইবার কথা।

৩৩৫ ধারা। যাহাতে রাগ জন্মে গুরুতর এমত কোন কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে, যাহার দ্বারা ঐ রাগজনক কর্ম্ম হইয়াছিল কোন ব্যক্তি তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মাইতে মনস্থ না করিয়া ও অন্য ব্যক্তির গুরুতর পীড়া হইতে পারিবে না জানিয়া, গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, তাহার চারি বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড,

কিম্বা দুই হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—৩০০ ধারার ১ প্রথম বর্জিত কথার নিম্নভাগে যে যে উপবিধি আছে ৩৩৪ ও ৩৩৫ ধারার সঙ্গে সেই উপ-বিধির সম্পর্ক আছে ইতি।

যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণ হানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয় তাহার দণ্ডের কথা।

৩৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তি দুঃসাহসে কি অনবধানে কোন ক্রিয়া করিয়া অন্যের প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরা-পদের ব্যাঘাত জন্মাইলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণ হানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয়, এমত ক্রিয়ার দ্বারা পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩৭ ধারা। যাহাতে কোন ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয়, কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানে এমত কোন কর্ম্ম করিয়া কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয়, এমত ক্রিয়াদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত যাহাতে হয়, কেহ দুঃসাহসের কি অনব-

ধানে এমত কোন কর্ম্ম করিয়া কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্যায়মতে বদ্ধ করিবার কথা।

অন্যায়মতে অবরোধ করণের কথা।

৩৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির যে দিগে যাইবার অধিকার থাকে যাহাতে তাহার সেই দিগে যাওয়া নিবারণ হয় কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার এমত বাধা দিলে, সে তাহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করে এমত বলা যায়।

বর্জিত কথা।—জলের কি স্থলের কোন বিশেষ পথ অবরোধ করিবার আইনসিদ্ধ ক্ষমতা আছে, যাহার সরলভাবে এমত বিশ্বাস থাকে সেই ব্যক্তি সেই পথ অবরোধ করিলে, তাহা এই ধারার অর্থমতে অপরাধ নয়।

উদাহরণ।

(ক) কোন পথ অবরোধ করিবার অধিকার আছে আনন্দ ইহা সরল ভাবে বিশ্বাস না করিয়াও ঐ পথ অবরোধ করে। যদুর সেই পথে যাইবার অধিকার আছে, কিন্তু সেই অবরোধপ্রযুক্ত তাহার যাওয়া নিবারণ হয়। এই স্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায়মতে অবরোধ করে।

অন্যায়মতে বদ্ধ করিবার কথা।

৩৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি চতুর্দ্দিকের নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে যাইতে না পারে, অন্য ব্যক্তি তাহাকে অন্যায়মতে

এমত অবরোধ করিলে, সে ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করে এমত বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে প্রাচীরে বেষ্টিত কোন স্থানে প্রবেশ করাইয়া সেই স্থান চাবি দিয়া বদ্ধ করে। ইহাতে যদু চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের বাহিরে কোন দিকে যাইতে পারে না। এস্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায়মতে বদ্ধ করে।

(খ) গৃহের যে সকল দ্বার দিয়া যাইবার পথ থাকে আনন্দ সেই সকল দ্বারে বন্দুকধারি লোকদিগকে রাখিয়া যদুকে বলে যে তুমি এই ঘরের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলে এই লোকেরা তোমাকে গুলি করিয়া মারিবে, এই স্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায়মতে বদ্ধ করে।

অন্যায়মতে অবরোধ করিবার দণ্ডের কথা।

৩৪১ ধারা। কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ করিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অন্যায়মতে বদ্ধ করিবার দণ্ডের কথা।

৩৪২ ধারা। কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

তিন দিবস কি তাহার অধিককাল অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার কথা।

৩৪৩ ধারা। কেহ তিন দিন কি তাহার অধিক কাল কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার

দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দশ দিবস কি তাহার অধিক কাল অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার কথা।

৩৪৪ ধারা। কেহ দশ দিন কি তাহার অধিক কাল কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যাহাকে ছাড়িয়া দিবার পরওয়ানা বাহির হইল তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার পরওয়ানা নিয়মমতে বাহির হইয়াছে জানিয়াও কেহ সেই ব্যক্তিকে অন্যায় মতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, এই আইনের অন্য কোন ধারামতে তাহার যত কাল কারাদণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে ইতি।

অন্যায়মতে গোপনে বদ্ধ করিবার কথা।

৩৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তিকে যে প্রকারে বদ্ধ করিয়া রাখা গেল তদ্দৃষ্টে তাহার সুখদুঃখে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা কি রাজকীয় কোন কার্য্যকারক তাহার বদ্ধ হওয়ার কথা জানিতে না পান, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কি রাজকীয় কার্য্যকারক তাহার বদ্ধ থাকার স্থান না জানেন ও তাহার সন্ধান না পান এমত অভিপ্রায় বোধ হইলে, যে ব্যক্তি তাহাকে সেই প্রকারে অন্যায়মতে বদ্ধ করিয়া রাখে, অন্যায়মতে বদ্ধ করার জন্যে তাহার অন্য যে দণ্ড হইতে পারে তদতি-

রিক্ত তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে ইতি।

দ্রব্য হরণ করিবার জন্যে কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করার কথা।

৩৪৭ ধারা। বদ্ধ করা ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক কোন দ্রব্য বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করিবার জন্যে, কিম্বা বদ্ধ করা ব্যক্তিকে কি তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহাকে কোন বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে, কিম্বা যাহাতে কোন অপরাধ করার সুবিধা হয় এমত সন্ধান জানাইবার জন্যে কেহ অন্যায়মতে সেই ব্যক্তিকে বদ্ধ করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার কিম্বা দ্রব্য ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করার কথা।

৩৪৮ ধারা। বদ্ধকরা ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহাকে বলপূর্ব্বক কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্যে, কিম্বা যাহাতে অপরাধ কি দোষ ধরা পড়ে তাহার স্থানে এমত কোন সন্ধান জানিয়া লইবার জন্যে, অথবা ঐ বদ্ধ করা ব্যক্তির স্থানে কি তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র ফিরিয়া লইবার কি ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে, কিম্বা কোন দাওয়া কি দাবী পরিশোধ করাইবার জন্যে, কিম্বা কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শন-

পত্র যাহাতে ফিরিয়া পাওয়া যায় এমত সন্ধান জানিয়া লই-বার জন্যে, কেহ অন্যায়মতে সেই ব্যক্তিকে বদ্ধ করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

বলের কথা।

৩৪৯ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যকে চালন করিলে, কি তাহার গতি পরিবর্ত্তন কি রোধ করিলে, কিম্বা সেই অন্যের গাত্রে কি বস্ত্রাদিতে কি সে যে দ্রব্য বহিতেছে সেই দ্রব্যে যাহাতে কোন বস্তু লাগে, কিম্বা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে অন্য কোন দ্রব্যের অবস্থাপ্রযুক্ত ঐ দ্রব্য অন্য বস্তু দ্বারা স্পর্শ করাইলে ঐ ব্যক্তির শরীরে স্পর্শের উদ্বোধ হইতে পারিলে, ঐ দ্রব্যে যাহাতে সেই বস্তু লাগে এমতে সেই বস্তু চালন করিলে কি সেই বস্তুর গতি পরিবর্ত্তন কি রোধ করিলে, সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি বল প্রকাশ করে এমত কহা যায়। পরন্তু যে ব্যক্তি চালন করায় কি ঐ গতি পরিবর্ত্তন কি রোধ করায় কেবল নিম্নলিখিত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে তাহা করিলে বল প্রকাশ হয়। অর্থাৎ

প্রথম।—আপন শরীরের বলে। অথবা

দ্বিতীয়।—কোন বস্তু এমন ভাবে রাখিলে যে আপনার কিম্বা অন্য ব্যক্তির আর কোন কার্য্যবিনা তদ্দ্বারাই ঐ গতি হয়, কি গতি পরিবর্ত্তন কি রোধ হয়। অথবা

তৃতীয়।—কোন পশুপ্রভৃতিকে চালাইয়া কি তাহার গতি পরিবর্ত্তন কি রোধ করাইয়া ঐ কার্য্য করিলে ইতি।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের কথা।

৩৫০ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার জন্যে অন্য ব্যক্তির সম্মতিবিনা তাহার প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক বল প্রকাশ করিলে, কিম্বা যাহার প্রতি বল প্রকাশ হয় সেই বল প্রকাশের দ্বারা তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই বল প্রকাশ হইলে ঐ হানিপ্রভৃতি হইতে পারিবে জানিয়া সেই অন্য ব্যক্তির প্রতি বল প্রকাশ করিলে, সে ঐ অন্যের প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে এমত বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) নদীর ধারে নৌকা বাঁধা আছে, যদু সেই নৌকায় বসিয়াছে। আনন্দ বাঁধন খুলিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নৌকা ভাসাইয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক যদুকে চালন করে অর্থাৎ কতক বস্তু এমত ভাবে রাখিল যে কোন কাহারআর কোন কার্য্যবিনা যদুর গতি হইতে লাগিল। অতএব আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছে। আনন্দ যদুর অনুমতি না পাইয়া ও কোন অপরাধ করিবার জন্যে কিম্বা যদুর হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ রূপ বল প্রকাশ করিলে, যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা হয়।

(খ) যদু গাড়িতে চড়িয়া যাইতেছে। আনন্দ ঐ গাড়ির ঘোড়াকে মারিয়া অধিক বেগে দৌড়ায়। এই স্থলে আনন্দ পশুদের গতি পরিবর্ত্তন করাইয়া যদুর গতির পরিবর্ত্তন করে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। যদুর অনুমতি বিনা তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ কার্য্য করিয়া থাকিলে, যদুর প্রতি তাহার অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা হয়।

(গ) যদু পালকী করিয়া যাইতেছে। আনন্দ তাহার উপর দস্যুতা করিবার অভিপ্রায়ে পালকীর বাঁট ধরিয়া বেহারাদিগকে থামায়। এই

স্থলে আনন্দ যদুর গতিরোধ করিয়াছে। তাহা আপন শরীরের বলেতেও করিয়াছে। অতএব যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। ও যদুর অনুমতিবিনা এবং অপরাধ করিবার জন্যে জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করাতে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(ঘ) যদু পথে যাইতেছে। আনন্দ জানিয়াশুনিয়া তাহাকে ধাক্কা দেয়। এই স্থলে আনন্দ আপন শরীরের বলে আপনার গাত্র চাওন করিয়া যদুর গাত্রে লাগাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। ও যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ কার্য্য করিলে অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(চ) আনন্দ ইট ছুড়িলে সেই ইট যদুর গাত্রে কি কাপড়ে, কি তাহার হাতে যে বস্তু থাকে সেই বস্তুতে লাগে, কিম্বা ইট জলে পড়িলে জলের ছিটা যদুর বস্ত্রে কি যদুর হাতে যে বস্তু থাকে তাহাতে লাগে, ইহা মনস্থ করিয়া কিম্বা লাগিতে পারিবে জানিয়া ঐ ইট ছুড়ে। এই স্থলে সেই ইট ফেলাতে কোন বস্তু যদুর গাত্রে কি কাপড়ে লাগিলে আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করে। আর যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে সেই কর্ম্ম করিয়া থাকিলে তাহার প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে।

(ছ) আনন্দ জ্ঞান পূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের ঘোমটা খুলিয়া দেয়। এই স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রতি বল প্রকাশ করে, ও স্ত্রীর অনুমতি না পাইয়া তাহা করিলে ও তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, সেই কর্ম্ম করিলে, স্ত্রীর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে।

(জ) যদু যে জলে স্নান করিতেছে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই জলে অতি উত্তপ্ত জল ঢালিয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক আপন শরীরের বলে উত্তপ্ত জল এমত চালান করিল যে তাহা যদুর গায়ে গিয়া লাগে কিম্বা অন্য জলে পড়িয়া যদুর গাত্রে তাপ লাগে। আনন্দ

জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিল। আর যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহা করিলে ও তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহা করিলে, আনন্দ অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিল।

(খ) আনন্দ যদুর অনুমতি বিনা তাহাকে কুকুর লেলাইয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ যদুর হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করিলে, যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

আক্রমণের কথা।

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের অঙ্গভঙ্গি কি উদ্যোগ দেখিয়া, এ আমার প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিবে তাহার এমত ভয় জন্মে এই অভিপ্রায়ে, কি এমত ভয় হইতে পারিবে জানিয়া সে ঐ প্রকারের অঙ্গভঙ্গি কি উদ্যোগ করিলে, সে ঐ ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করে, বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—কেবল বাক্য দ্বারা আক্রমণ হয় না। কিন্তু কোন লোক যে বাক্য উচ্চারণ করে তদ্দ্বারা তাহার অঙ্গ-ভঙ্গির কি উদ্যোগের যে ভাব জানা যায় তাহাতে ঐ অঙ্গ-ভঙ্গি কি উদ্যোগ আক্রমণের তুল্য হইতে পারে ইতি।

(ক) আনন্দ যদুকে মারিবে তাহার এমত জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি এমত জ্ঞান জন্মিতে পারে জানিয়া যদুর মুখের দিকে মুষ্টি দর্শায়, ইহাতে আনন্দ আক্রমণ করে।

(খ) আনন্দ যদুকে রাগাল কুকুর লেলাইয়া দিবে তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার এমত বিশ্বাস জন্মিতে পারে জানিয়া, ঐ কুকুরের মুখস খুলিয়া দিতে উদ্যত হয়, ইহাতে আনন্দ যদুকে আক্রমণ করে।

(গ) আনন্দ লাঠি তুলিয়া যদুকে বলে যে তোকে মারিব।

এই স্থলে আনন্দের কেবল সেই কথাতে কোন প্রকারে আক্রমণ হয় না, আর অন্তভাব প্রকাশ না হইলে কেবল যষ্টি তোলাতে আক্রমণ নাও হইতে পারে। কিন্তু ঐ কথার দ্বারা ঐ কর্ম্মের যে ভাব প্রকাশ হইল তাহাতে আক্রমণ হয়।

রাগ জন্মাইবার গুরুতর বিষয় না থাকিলে অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের দণ্ডের কথা।

৩৫২ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্য লোকদ্বারা হঠাৎ রাগ জন্মিবার কোন গুরুতর কারণ না পাইলেও তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—অপরাধী যদি অপরাধের ওজর পাইবার জন্যে রাগ জন্মাইতে চেষ্টা করে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগ জন্মায়,—

অথবা, আইন অনুসারে কোন কার্য্য করণ দ্বারা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারস্বরূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করে তদ্দ্বারা যদি ঐ রাগ জন্মে,—

অথবা, আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আইন মতে যে কার্য্য হইতে পারে এমত কার্য্য হওয়াতে যদি ঐ রাগ জন্মে,—

তবে উক্ত সকল স্থলে ঐ গুরুতর রাগ হঠাৎ হইলেও অপ-রাধের জন্যে এই ধারামত দণ্ড লঘু হইবে না।

অপরাধ যাহাতে লঘুতর হইতে পারে, রাগ জন্মাইবার এমত

গুরুতর ও আকস্মিক কারণ ছিল কি না, ইহা বৃত্তান্তদ্বারা নির্ণয় করা যাইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবার জন্যে অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।

৩৫৩ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্য-কারকস্বরূপে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে তাঁহার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আইনসিদ্ধরূপে করত যে কার্য্য করিলেন কি করিতে উদ্যোগ করিলেন তৎপ্রযুক্ত, কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিলে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করণের কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।

৩৫৪ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করিলে অত্যাচার হইতে পারিবে জানিয়া, কোন ব্যক্তি ঐ স্ত্রী লোকের প্রতি আক্রমণ করিলে, কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিককাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাগ জন্মাইবার কোন গুরুতর বিষয় না হইলেও কোন ব্যক্তিকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।

৩৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা হঠাৎ রাগ জন্মাইবার গুরুতর বিষয় না হইয়েও, কেহ তাহার অপমান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করিলে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিলে,তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তির পরিহিত দ্রব্য চুরী করিবার উদ্যোগে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।

৩৫৬ ধারা। কোন ব্যক্তি যে দ্রব্য গাত্রে পরে কি বহন করিয়া যায়, কেহ তাহা চুরী করিবার উদ্যোগে তাহার প্রতি আক্রমণ করিলে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করিবার উদ্যোগে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।

৩৫৭ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যকে অন্যায়মতে বদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্যোগে তাহার প্রতি আক্রমণ করিলে কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিককাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।

৩৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তিদ্বারা হঠাৎ রাগ জন্মাইবার গুরুতর কারণ থাকাতে কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা। ৩৫২ ধারায় যে ব্যাখ্যার কথা বর্ত্তে, এই ধারায়ও তাহা বর্ত্তিবে ইতি।

মনুষ্য চুরী ও হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

মনুষ্য চুরীর কথা।

৩৫৯ ধারা। মনুষ্য চুরী দুই প্রকারের হয়, অর্থাৎ ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে মনুষ্য চুরী, ও আইনসিদ্ধ রক্ষক হইতে মনুষ্য চুরী ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে মনুষ্য চুরীর কথা।

৩৬০ ধারা। কোন ব্যক্তির অনুমতি বিনা, কিম্বা সেই ব্যক্তির নিমিত্তে আইন মতে যাহার অনুমতি দিবার ক্ষমতা থাকে তাহার অনুমতিবিনা, কেহ সেই ব্যক্তিকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে চালান করিলে, সে ঐ ব্যক্তিকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে চুরী করে এমত কহা যায় ইতি।

আইনমত রক্ষক হইতে মনুষ্য চুরীর কথা

৩৬১ ধারা। কেহ চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালককে, কিম্বা ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে, কিম্বা বিকৃতমনা লোককে, ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা বিকৃতমনা লোকের আইনমত রক্ষকের অনুমতি বিনা ঐ রক্ষকের জিম্মাহইতে লইলে, কি ফুসলাইয়া লইলে, সে ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারকে কি ঐ লোককে আইনমত রক্ষকের নিকট হইতে চুরী করে বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—আইনমতে যে ব্যক্তির প্রতি বালক প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করা যায়, এই ধারার লিখিত "আইনমত রক্ষক" শব্দে তিনিও গণ্য।

বর্জিত কথা।—কোন ব্যক্তি আপনাকে সরলভাবে জারজ সন্তানের জনক জানিয়া, কিম্বা সরলভাবে আপনাকে তদ্রূপ সন্তানের রক্ষক হইবার স্বত্ববান জানিয়া যে কার্য্য করে, সেই কার্য্যের প্রতি এই ধারা খাটে না, কিন্তু নীতি কি ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্মের নিমিত্তে সেই কার্য্য করিলে তাহার প্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে।

হরণ করণের কথা।

৩৬২ ধারা। কেহ বলপূর্ব্বক কিম্বা চাতুরী করিয়া কোন ব্যক্তিকে ফুসলাইয়া কোন স্থানহইতে যাইতে প্রবৃত্তি দিলে, সে ঐ ব্যক্তিকে হরণ করে বলা যায় ইতি।

মনুষ্য চুরী করিবার দণ্ডের কথা।

৩৬৩ ধারা। কেহ ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে, কিম্বা আইনমত রক্ষকহইতে কোন ব্যক্তিকে চুরী করিয়া লইলে, তাহার

সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বধ করিবার জন্যে লোককে চুরী করিবার কি হরণ করিবার কথা।

৩৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে বধ করা যায়, কিম্বা যাহাতে বধ হইবার আশঙ্কা থাকে তাহাকে এমত অবস্থায় রাখা যায়, এই অভিপ্রায়ে কেহ সেই ব্যক্তিকে চুরী করিলে কি হরণ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুকে কোন দেবতার উদ্দেশে নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা দেওয়া যাইবে এমত সম্ভাবনা জানিয়া, আনন্দ সেই যদুকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে চুরী করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) বলরামকে বধ করা যায় এই কারণে আনন্দ তাহাকে বল-পূর্ব্বক ঘর হইতে লইয়া যায় কি ফুসলাইয়া লয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

গোপনে ও অন্যায়মতে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে চুরী কি হরণ করিবার কথা।

৩৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় এই অভিপ্রায়ে কেহ সেই ব্যক্তিকে চুরী কি হরণ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

স্ত্রীলোককে বলদ্বারা বিবাহ দেওয়া প্রভৃতির নিমিত্তে
হরণ কি চুরী করিবার কথা।

৩৬৬ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে তাহাকে বলদ্বারা কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের সঙ্গে বলদ্বারা বিবাহ দেওয়া যাইতে পারিবে জানিয়া, কিম্বা তাহাকে বলপূর্ব্বক কোন পুরুষের সঙ্গে অবৈধমতে সংসর্গ করাইবার কি সংসর্গ করিতে লওয়াইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বলপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে অবৈধমতে সংসর্গ হইবে কি সংসর্গ করিতে তাহাকে লওয়ান যাইবে এমত সম্ভাবনা জানিয়া, কেহ ঐ স্ত্রীকে হরণ করিলে কি চুরী করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে
তাহাকে চুরী কি হরণ করিবার কথা।

৩৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাসত্বাবস্থায় ফেলিবার জন্যে, কিম্বা তাহার প্রতি কোন লোকের অস্বাভাবিক অভিগমন হওনের নিমিত্তে, কিম্বা যাহাতে তাহার গুরুতর পীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা হয় তাহাকে এমত অবস্থায় রাখিবার জন্যে, কিম্বা তাহার গুরুতর পীড়া প্রভৃতি হইবে কি তাহার সেই অবস্থা হইবে এমত সম্ভাবনা জানিয়া, কেহ ঐ ব্যক্তিকে চুরী কি হরণ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

চুরীকরা ব্যক্তিকে অন্যায়মতে গোপনে কি বদ্ধ
করিয়া রাখিবার কথা।

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে চুরী কিম্বা হরণ করা গিয়াছে জানিয়া, কেহ সেই ব্যক্তিকে অন্যায়মতে গোপনে রাখিলে কিম্বা বদ্ধ করিয়া রাখিলে, যে অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানমতে কিম্বা যে কার্য্যের নিমিত্তে তাহাকে গোপন করে কি বদ্ধ করিয়া রাখে, সেই অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানে কি সেই কার্য্যের নিমিত্তে আপনি তাহাকে চুরী করিলে কি হরণ করিলে তাহার যেরূপ দণ্ড হইত, সেইরূপ দণ্ড হইবে ইতি।

দশ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালকের কি বালিকার গাত্রে যে
গহনা-প্রভৃতি থাকে, তাহা চুরী করিবার অভিপ্রায়ে
তাহাকে চুরী কি হরণ করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। দশ বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন বালকের কি বালিকার গাত্রে যে অবস্থার সম্পত্তি থাকে, কেহ কুটিলভাবে তাহা লইবার অভিপ্রায়ে ঐ বালককে কি বালি- কাকে চুরী করিলে কি হরণ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন লোককে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৭০ ধারা। কেহ কোন লোককে দাসস্বরূপে দেশা- ন্তরহইতে আনাইলে, কিম্বা দেশান্তরে পাঠাইলে, কি স্থানান্তর করিলে, কি ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির ইচ্ছাবিরুদ্ধে তাহাকে দাসস্বরূপে গ্রহণ

করিতে স্বীকার করিলে কি গ্রহণ করিলে কি রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করিবার কথা।

৩৭১ ধারা। কোন ব্যক্তি দাসদিগকে নিয়ত দেশান্তর হইতে আনাইলে, কি দেশান্তরে পাঠাইলে, কি স্থানান্তর করিলে, কি ক্রয় কি বিক্রয় করিলে, কি দাসের বাণিজ্য ব্যবসায় করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ব্যভিচারাদি কার্য্যের জন্যে কোন বালক কি বালিকাকে বিক্রয় করিবার কথা।

৩৭২ ধারা। ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি ব্যভিচারাদি কর্ম্মে কিম্বা বেআইনীমত ও নীতিবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় কি ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, কোন ব্যক্তি সেই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলে, কি পণ গ্রহণ পূর্ব্বক সাময়িক ব্যবহারার্থে দিলে, কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ব্যভিচারাদি কার্য্যের জন্যে কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ক্রয় করিবার কথা।

৩৭৩ ধারা। ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন অপ্রাপ্ত-

ব্যবহার ব্যক্তি ব্যভিচারাদি কর্ম্মে কিম্বা বেআইনীমত ও নীতিবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় কি ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, কোন ব্যক্তি তদ্রূপ অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তিকে ক্রয় করিলে, কি পণ দিয়া সাময়িক ব্যবহারার্থে লইলে, কিম্বা প্রকারান্তরে পাইলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বেআইনীমতে বল পূর্ব্বক পরিশ্রম করাইবার কথা।

৩৭৪ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের ইচ্ছা বিরুদ্ধে সেই অন্যকে বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাইলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বলাৎকারের কথা।

বলাৎকারের কথা।

৩৭৫ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত স্থলভিন্ন কোন ব্যক্তি নিম্নের লিখিত পাঁচ অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করিলে, সে বলাৎকার করে বলা যায়, অর্থাৎ—

প্রথম।—স্ত্রীর অনিচ্ছাতে।

দ্বিতীয়।—স্ত্রীর সম্মতি বিনা।

তৃতীয়।—স্ত্রীকে বধ করিবার কি পীড়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাহার সম্মতি পাইলে, সেই সম্মতিক্রমে।

চতুর্থ।—আমি ঐ স্ত্রীর স্বামী নই পুরুষ ইহা জানিলে, কিন্তু যাহার সঙ্গে বৈধমতে বিবাহ হইয়াছে, কিম্বা যাহার সঙ্গে বৈধমতে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে, স্ত্রী তাহাকে এমত পুরুষ বোধ করিয়া সম্মতা হইলে, সেই সম্মতিক্রমে।

পঞ্চম।—স্ত্রীর বয়স দশ বৎসরের কম হইলে তাহার সম্মতি হইলে বা না হইলেও—ঐ স্ত্রীসংসর্গ বলাৎকার হয়।

ব্যাখ্যা—যে সংসর্গদ্বারা বলাৎকার অপরাধ হয়, পুরু-ষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই সেই অপরাধ হয়।

বর্জিত কথা।—স্ত্রীর বয়স দশ বৎসরের কম না হইলে, তাহার সঙ্গে স্বীয় স্বামির যে সংসর্গ তাহা বলাৎকার নহে ইতি।

বলাৎকারের দণ্ডের কথা।

৩৭৬ ধারা। কোন ব্যক্তি বলাৎকার করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অন-ধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা।

অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা।

৩৭৭ ধারা। কোন ব্যক্তি স্বভাবের নিয়মের বৈপরীত্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পুরুষে কি স্ত্রীতে কি পশুতে উপগত হইলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ

বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—তদ্রূপে উপগত হওয়াতে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই এই ধারার লিখিত অপরাধ হয় ইতি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সম্পত্তির উপর অপরাধের কথা।

চৌর্য্যের কথা।

চৌর্য্যের কথা।

৩৭৮ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের সম্মতিবিনা কুটিল-ভাবে তাহার অধিকার হইতে অস্থাবর দ্রব্য লইবার অভি-প্রায়ে, তদ্রূপে ঐ দ্রব্য লইবার জন্যে তাহা সরাইলে, তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয় এমত বলা যায়।

১ ব্যাখ্যা।—কোন দ্রব্য অস্থাবর না হইয়া যত কাল ভূমিতে সংলগ্ন থাকে, তত কাল তাহা লইয়া চৌর্য্য অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা ভূমিহইতে পৃথক করা গেলেই, তাহা লইয়া চৌর্য্য অপরাধ হইতে পারে।

২ ব্যাখ্যা।—যে কার্য্যের দ্বারা দ্রব্য ভূমিহইতে পৃথক করা যায়, সেই কার্য্যেতে যে সরাণ হয় তাহাই চৌর্য্য হইতে পারে।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি কোন বস্তু সরাইয়া দিলেই যেমন তাহা সরাইল বলা যায়, তেমনি যদ্দ্বারা সেই দ্রব্য সরাইয়া দিবার বাধা হয় সেই দ্রব্যটি স্থানান্তর করিলে কিম্বা

অন্য দ্রব্যহইতে পৃথক করিলে, সে ঐ দ্রব্য সরাইল, ইহা বলা যায়।

৪ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে কোন জন্তুকে চালাইলে, সেই জন্তুকে চালাইবাতে ঐ জন্তু যে সকল বিষয় সরাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি ঐ জন্তু সমেত সেই বিষয়ও চালায় এমত বলা যায়।

৫ ব্যাখ্যা।—৩৭৮ ধারার মূলপাঠে যে সম্মতির কথা আছে, তাহা স্পষ্টরূপে কিম্বা কথার ভাবেতেই প্রকাশ হইতে পারিবে, এবং বস্তু যাহার অধিকার থাকে তাহারই দ্বারা ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে, কিম্বা যাহার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সম্মতি জানাইবার ক্ষমতা থাকে এমত ব্যক্তির দ্বারা ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর জমীতে বৃক্ষ আছে। আনন্দ কুটিলভাবে যদুর অধিকার হইতে সেই বৃক্ষ লইবার অভিপ্রায়ে যদুর সম্মতিবিনা ঐ বৃক্ষ ছেদন করে, এই স্থলে আনন্দ ঐ বৃক্ষ লইবার জন্যে যে সময়ে ছিন্ন করিয়া ফেলে সেই সময়েই চৌর্য্যাপরাধ করে।

(খ) আনন্দ কুকুরকে ভুলাইয়া লইবার জন্যে আপন কাপড়ে কিছু আহার বাঁধিয়া রাখে, এই প্রকারে যদুর কুকুরকে ভুলাইয়া লয়। এই স্থলে আনন্দ যদুর সম্মতি বিনা কুটিলভাবে তাহার অধিকার হইতে কুকুরকে লইয়া যাইবার মনস্থ করিয়া থাকিলে, যে সময়ে যদুর কুকুর তাহার পাছে পাছে যাইতে আরম্ভ করে সেই সময়েই আনন্দ চুরী করিয়াছে।

(গ) বলদ মালের ছালা বহিয়া যাইতেছে। আনন্দ সেই বলদকে দেখিয়া কুটিলভাবে ঐ মাল লইবার অভিপ্রায়ে, ঐ বলদকে এক দিগে

চালায়। বলদ যে সময়ে সেই দিগে যাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই আনন্দ ঐ মাল চুরি করিয়াছে।

(ঘ) আনন্দ যদুর চাকর, যদুর রূপার পাত্র তাহার জিম্মায় থাকে সে যদুর সম্মতিবিনা কুটিলভাবে তাহার রূপার পাত্র লইয়া পলায়। আনন্দ চুরী করিয়াছে।

(চ) যদু কোন বিদেশে যাইতে উদ্যত হইয়া আনন্দ নামে এক আড়ৎদারের নিকটে আপনার রূপার পাত্র রাখিয়া যায়। আনন্দ সেই রূপার পাত্র লইয়া সেকরার নিকটে বিক্রয় করে। এই স্থলে ঐ সকল পাত্র যদুর অধিকারে না থাকাতে তাহারই অধিকারহইতে হরণ হইতে পারিলাম না, এই কারণে চৌর্য্য অপরাধ হয় নাই, কিন্তু অপ-রাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা হইতে পারে।

(ছ) যদু যে ঘরে থাকে সেই ঘরের কোন মেজের উপর আনন্দ যদুর একটা অঙ্গুরী পায়। এমত স্থলে সেই অঙ্গুরী যদুর অধিকারে থাকাবিধায়, আনন্দ কুটিলভাবে তাহা সরাইয়া লইলে চুরী করিয়াছে।

(জ) আনন্দ পথে একটা অঙ্গুরী কুড়িয়া পায়, তাহা কোন ব্যক্তির অধিকারে নাই, অতএব তাহা লইলেও আনন্দের চৌর্য্যাপরাধ হয় না, কিন্তু অপরাধভাবে সম্পত্তি অবৈধ ব্যবহার করণ দোষ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ যদুর ঘরের মেজের উপর একটা অঙ্গুরী দেখিতে পায়। সেই সময়ে সেই অঙ্গুরীর অবৈধ ব্যবহার করিলে পাছে অন্বেষণ হইয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যায় এই ভয়ে, যে স্থানে তাহার সন্ধান লওয়া অসম্ভব এমত কোন স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখে। তাহার অভিপ্রায় এই যে কিছু দিন পরে ঐ অঙ্গুরী হারাইবার কথা মনে না থাকিলে সেই গুপ্ত স্থান হইতে তাহা লইয়া বিক্রয় করিব। এই স্থলে আনন্দ যে সময়ে ঐ অঙ্গুরী প্রথমে সরাইয়া রাখে সেই সময়েই চুরী করে।

(ট) আনন্দ আপনার ঘড়ি সুধারামতে চালাইবার জন্যে যদুকে দেয়। যদু আপন দোকানে লইয়া যায়। আনন্দ ঐ ঘড়িওয়ালার

নিকটে ঋণী নহে, অতএব ঘড়িওয়ালা আইনমতে কর্জ্জশোধের জামিনী-স্বরূপে ঐ ঘড়ি রাখিতে পারে না। আনন্দ প্রকাশরূপে দোকানে গিয়া যদুর হাত হইতে বলপূর্ব্বক ঐ ঘড়ি লইয়া চলিয়া যায়। এই স্থলে আনন্দ অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আক্রমণও করিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু চুরী করে নাই, কেননা যাহা করিয়াছিল তাহা কুটিলভাবে করে নাই।

(ঠ) ঘড়ি মেরামৎ করিবার জন্যে আনন্দ যদুর টাকা ধারে। যদু ঐ ঋণশোধের জামিনীস্বরূপে আইনসিদ্ধরূপে ঐ ঘড়ি আটক করিয়া রাখে। আনন্দ দেনা টাকার জামিনীস্বরূপে যে ঘড়ি, তাহা যদুর নিকট হইতে লইবার অভিপ্রায়ে তাহার অধিকার হইতে হরণ করিলে সে চুরী করে, কেননা কুটিলভাবে লয়।

(ড) আনন্দ যদি যদুর নিকট ঐ ঘড়ি বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া থাকে ও ঋণ শোধ না করিয়া যদুর অনুমতি বিনা তাহার নিকট হইতে ঐ ঘড়ি লইয়া যায়, তবে ঘড়ি তাহার নিজেরহইলেও সে কুটিলভাবে তাহা লইয়াছে বলিয়া চুরী করা হয়।

(ঢ) আনন্দ যদুর অনুমতি বিনা তাহার অধিকার হইতে তাহার কোন দ্রব্য লইয়া, তাহার স্থানে পারিতোষিক না পাইলে সেই দ্রব্য ফিরিয়া দিবে না এই মনস্থ করিয়া, তাহা নিকট রাখে। এই স্থলে আনন্দ কুটিলভাবে দ্রব্য লওয়াতে চুরী করিয়াছে।

(ণ) যদুর সহিত আনন্দের প্রণয় আছে। যদুর অনুপস্থিত কালে ও তাহার স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়া আনন্দ যদুর পুস্তকালয়ে গিয়া এক খান পুস্তক পাঠ করিয়া ফিরিয়া দিবার মানসে বাহির করিয়া লইয়া যায়। এই স্থলে যদুর পুস্তক লইয়া পাঠ করিলে যদু অসম্মত হইবে না, আনন্দ এমত জানিয়া থাকিবে। তাহা হইলে চুরী করা হইল না।

(ত) আনন্দ যদুর স্ত্রীর কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিলে স্ত্রী তাহাকে কিছু টাকা ও আহার ও বস্ত্র দেয়। আনন্দ জানে যে সেই বস্ত্র যদুর,

কিন্তু ঐ সকল বিষয় দান করিতে স্ত্রীর ক্ষমতা আছে সে এমত জানিয়া থাকিবে। যদি তাহার এই মত জ্ঞান থাকে, তবে তাহার চুরী করা হয় না।

(থ) আনন্দ যদুর স্ত্রীর উপপতি। সেই স্ত্রী আনন্দকে বহুমূল্যের কোন সম্পত্তি দেয়। আনন্দ জানে যে তাহা যদুর সম্পত্তি ও যদু তাহা অন্যকে দিতে আপন স্ত্রীকে কখন অনুমতি করে নাই। এমত স্থলে আনন্দ তাহা কুটিলভাবে লইয়া থাকিলে তাহার চুরী করা হয়।

(দ) আনন্দ যদুর কোন দ্রব্য সরলভাবে আপনার দ্রব্য জানিয়া বলরামের অধিকার লইতে লয়, এই স্থলে আনন্দ কুটিলভাবে লয় নাই, ইহাতে চুরী করা হয় না।

চৌর্য্যের দণ্ডের কথা।

৩৭৯ ধারা। কোন ব্যক্তি চুরী করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বসতবাটী প্রভৃতিতে চৌর্য্যের কথা।

৩৮০ ধারা। কোন ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি লোকদের বাসার্থে কিম্বা দ্রব্যাদি রাখিবার স্থানস্বরূপে ব্যবহার হইলে, কোন ব্যক্তি সেই ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য করিলে তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কেরাণী কি চাকর আপন প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তি চুরী করিলে তাহার কথা।

৩৮১ ধারা। কোন ব্যক্তি কেরাণী কি চাকর হইয়া, কিম্বা কেরাণী কি চাকরস্বরূপে কর্ম্ম পাইয়া, আপন কর্ত্তার

কি প্রভুর অধিকারস্থিত কোন দ্রব্য সম্পর্কে চৌর্য্যাপরাধ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

চুরী করিবার জন্যে হত্যা করিবার কি পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরী করিলে তাহার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন ব্যক্তি চুরী করিতে পারে, কি চুরী করিলে পলায়ন করিতে পারে, কি চুরী করিয়া যে দ্রব্য লয় তাহা রাখিতে পারে এই নিমিত্তে, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্যোগ, কিম্বা মৃত্যুর কি পীড়ার কি অবরোধ করিবার ভয় দেখাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরী করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুর অধিকৃত কোন সম্পত্তি চুরী করে। যে সময়ে চুরী করে সেই সময়ে আপনার বস্ত্রের মধ্যে গুলি পোরা পিস্তল থাকে। যদু তাহার বাধা দিতে গেলে সে যদুকে পীড়া দিবে এই জন্যে ঐ পিস্তল সঙ্গে লইয়াছিল। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) আনন্দ যদুর জেব হইতে কিছু চুরী করিতে চাহে, কিন্তু যদু তাহা জানিতে পারিয়া বাধা দিলে কি আনন্দকে ধরিতে উদ্যোগ করিলে তাহাকে অবরুদ্ধ করিবে বলিয়া আনন্দ আপনার সঙ্গি কএক জনকে নিকট রাখিয়া ঐ কর্ম্ম করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

ভয় দেখাইয়া অপহরণের কথা।

অপহরণের অর্থের কথা।

৩৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক অন্যের কি অপর কোন ব্যক্তির হানি করিবে বলিয়া সেই অন্যের ভয় জন্মাইলে, ও তদ্দ্বারা যাহার ভয় জন্মাইল তাহাকে কুটিল-ভাবে কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র, কিম্বা অন্য যে দ্রব্য স্বাক্ষরিত কি মোহরাঙ্কিত হইলে মূল্যবান নিদর্শন-পত্র করা যাইতে পারে এমত দ্রব্য, অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিবার প্রবৃত্তি দিলে, সে "ভয় দেখাইয়া অপ হরণ" করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে বলে যে, তুমি আমাকে টাকা না দিলে তোমার কোন অপবাদ রাষ্ট্র করাইব। এই প্রকারে যদুর স্থানে টাকা লয়। আনন্দ ভয় দেখাইয়া অপহরণ করে।

(খ) আনন্দ যদুকে বলে যে, তুমি আমাকে টাকা দিবার খৎ লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া না দিলে, আমি তোমার বালককে অন্যায়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখিব। তাহাতে যদু খৎ লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দেয়। আনন্দ ভয় দেখাইয়া অপহরণ করে।

(গ) আনন্দ যদুকে বলে যে, তুমি আপন ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য বল-রামকে দিবা না দিলে এত টাকা দণ্ড দিবা, এই মর্ম্মের একরারনামা লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া বলরামকে না দিলে, আমি লাঠিয়ালদিগকে পাঠা-ইয়া তোমার ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া শস্য নষ্ট করিব, এই প্রকারে যদুকে সেইরূপ একরারনামায় দস্তখৎ করিয়া দিতে প্রবৃত্তি দেয়। আনন্দ ভয় দেখাইয়া অপহরণ করে।

(ঘ) আনন্দ যদুকে গুরুতর পীড়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া কুটিল-

ভাবে তাহাকে শাদা কাগজে দস্তখৎ ও মোহর করাইয়া, আপনাকে সেই কাগজ ফিরিয়া দিতে প্রবৃত্তি দেয়। তাহাতে যদু দস্তখৎ করিয়া আনন্দকে সেই কাগজ দেয়। সেই প্রকারের কাগজ লইয়া মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে। এই স্থলে আনন্দ ভয় দেখাইয়া অপহরণ করে।

ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিবার দণ্ডের কথা।

৩৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানির ভয় দেখাইবার কথা।

৩৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার জন্যে কোন কাহার হানি করিবার ভয় দেখাইলে কি দেখাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিবার কথা।

৩৮৬ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের কি অপর ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপহরণ করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় দেখাইবার কথা।

৩৮৭ ধারা। কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার নিমিত্তে

অন্যের কি অপর ব্যক্তির প্রাণনাশের কিম্বা গুরুতর পীড়ার ভয় দেখাইলে, কি দেখাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ প্রভৃতি দণ্ডযোগ্য অপরাধের নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিবার কথা।

৩১৮ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হয়, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিল কি করিতে চেষ্টা করিল, কিম্বা অন্যকে সেই অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি দিতে চেষ্টা করিল বলিয়া অন্যের কি অপর কোন ব্যক্তির নামে এই নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও ৩১৭ ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধের নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

অপহরণ করিবার জন্যে কাহারো নামে অপরাধের অভিযোগ করণের ভয় দেখাইবার কথা।

৩৮৯ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হয়, কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার জন্যে অন্যের কি অপর ব্যক্তির নামে এমত অপরাধ করিবার কি

করিতে উদ্যোগ করিবার নালিশ করিবে বলিয়া সেই অন্যকে ভয় দেখাইলে, কি দেখাইতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার দশ বৎসরের অনধিককাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও ৩৭৭ ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধের নালিশ করিবার ভয় দেখাইলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।

দস্যুতার কথা।

৩৯০ ধারা। দস্যুতা হইলেই তাহার মধ্যে চৌর্য্য কিম্বা ভয় দেখাইয়া অপহরণ করা হয়।

যে স্থলে চৌর্য্য দস্যুতা হয় তাহার কথা।

চুরী করিবার জন্যে, কিম্বা চুরী করণকালে, কি চৌর্য্য দ্বারা যে বস্তু পাওয়া গেল তাহা লইয়া যাওনকালে, কি লইয়া যাইবার চেষ্টা করণকালে, অপরাধী তদ্ধেতুক ইচ্ছা-পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিলে, কি তাহাকে পীড়া দিলে, কি অন্যায়মতে অবরোধ করিয়া রাখিলে, কিম্বা হত্যা করিতে কি পীড়া দিতে কিম্বা অবরোধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণ-নাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় দেখাইলে কি দেখাইবার উদ্যোগ করিলে, ঐ চৌর্য্য দস্যুতা হয়।

যে স্থলে ভয় দেখাইয়া অপহরণ করা দস্যুতা হয়, তাহার কথা।

ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিবার সময়ে, অপরাধী যাহাকে ভয় দেখায় তাহার সম্মুখে থাকিলে, ও সেই ব্যক্তির কিম্বা অন্য ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরোধ করিবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করিলে, ও তদ্রূপে ভয় দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই ঐ ব্যক্তিকে অপহৃত দ্রব্য সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি দিলে, সেই অপহরণ করা দস্যুতা হয়।

ব্যাখ্যা।—অপরাধী উপযুক্তমতে নিকট থাকাতে অন্য ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়া পাইবার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় দেখাইতে পারিলে, সেই অপরাধী সম্মুখে থাকে বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে চিত করিয়া ধরিয়া, তাহার অনুমতিবিনা প্রতারণাপূর্ব্বক তাহার বস্ত্র হইতে টাকা ও গহনা কাড়িয়া লয়। এই স্থলে আনন্দ চুরী করিল ও চুরী করিবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক যদুকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিল। অতএব আনন্দ দস্যুতা করে।

(খ) যদু রাজপথ দিয়া যাইতেছে, আনন্দ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে পিস্তল দেখাইয়া কহে যে তোমার নিকটে যত টাকা থাকে তাহা দেও। যদু ভয় পাইয়া ঐ টাকা দেয়। এই স্থলে আনন্দ যদুকে তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার ভয় দেখাইয়া ও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার স্থান হইতে টাকা অপহরণ করিল, আনন্দ দস্যুতা করে।

(গ) যদু আপনার বালককে লইয়া পাহাড়ের উপর রাজপথ দিয়া যাইতেছে। আনন্দ ঐ বালককে ধরিয়া যদুকে বলে, তুমি এক্ষণে টাকা না দিলে আমি এই বালককে এই পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে ফেলিয়া দিব।

তাহাতে যদু ভয় পাইয়া টাকা দেয়। এই স্থলে যে বালক বর্ত্তমান ছিল তৎক্ষণাৎ তাহাকে পীড়া দিবে বলিয়া আনন্দ যদুর ভয় জন্মাইয়া তাহার টাকা অপহরণ করিয়া যদুর উপর দস্যুতা করে।

(ঘ) আনন্দ যদুকে বলে যে, তোমার বালক আমার দলের হাতে পড়িয়াছে, তুমি দশ হাজার টাকা না পাঠাইলে ঐ বালককে হত্যা করা যাইবে, ইহা বলিয়া যদুর স্থানে টাকা লয়। এইটি ভয় দেখাইয়া অপহরণ করার অপরাধ হয়, এবং তদনুসারে আনন্দের দণ্ড হইতে পারিবে। কিন্তু বালকের তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে যদুর এমত ভয় না হইলে, দস্যুতা অপরাধ হয় না।

ডাকাইতীর কথা।

৩৯১ ধারা। পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া দস্যুতা করিলে কি করিবার উদ্যোগ করিলে, কিম্বা যাহারা একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে ও যাহারা উপস্থিত হইয়া সেই অপরাধের কি সেই উদ্যোগের সাহায্য করে, তাহারা সর্ব্বসুদ্ধ পাঁচ জন কি তাহার অধিক হইলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ কার্য্য করে কি করিবার উদ্যোগ করে কি সাহায্য করে, সে "ডাকাইতী" করে কহা যায়।

দস্যুতা করণের দণ্ডের কথা।

৩৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি দস্যুতা করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ও সূর্য্যের অস্ত ও উদয় হইবার কালের মধ্য কোন সময়ে রাজপথে ঐ দস্যুতা করা গেলে, তাহার চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ কারাদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

দস্যুতা করিবার উদ্যোগের কথা।

৩৯৩ ধারা। কোন ব্যক্তি দস্যুতা করিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

দস্যুতা করণ সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিবার কথা।

৩৯৪ ধারা। কোন ব্যক্তি দস্যুতাকরণ কি করিতে উদ্যোগকরণ কালে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিলে, সেই ব্যক্তির, ও তাহার সঙ্গে অন্য যে ব্যক্তি ঐ দস্যুতা করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিনপরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড, হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ডাকাইতী করিবার দণ্ডের কথা।

৩৯৫ ধারা। কোন ব্যক্তি ডাকাইতী করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ডাকাইতী সহিত বধের কথা।

৩৯৬ ধারা। পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া ডাকাইতী করিতেছে, এমত সময়ে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই ডাকাইতী করণ সময়ে বধাপরাধ করিলে, তাহাদের প্রত্যেক জনের প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম

সহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহাদের অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

হত্যা করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগের সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতীর কথা।

৩৯৭ ধারা। দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার সময়ে অপরাধী কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করিলে, ঐ অপরাধির কারাদণ্ডের সময় সাত বৎসরের কম হইবে না ইতি।

সাংঘাতিক অস্ত্র ধরিয়া দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগের কথা।

৩৯৮ ধারা। দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগকরণ সময়ে অপরাধির নিকটে সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে, তাহার কারাদণ্ডের সময় সাত বৎসরের কম হইবে না ইতি।

ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণের কথা।

৩৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তি ডাকাইতী করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ডাকাইতদের দলভুক্ত হইবার দণ্ডের কথা।

৪০০ ধারা। যাহারা নিয়ত ডাকাইতী করিবার জন্যে দলবদ্ধ থাকে, কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে, তাহাদিগের দলের এক জন হইলে, তাহার

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থ-দণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ভ্রমণকারি চোরদের দলভুক্ত হওয়ার দণ্ডের কথা।

৪০১ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে, কোন ব্যক্তি ঠগের কি ডাকাইতের দলব্যতিরিক্ত, নিয়ত চুরী কি দস্যুতা করিবার জন্যে দলভুক্ত কোন ভ্রমণ কারি কি অন্য লোকদের দলের এক জন হইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ডাকাইতী করিবার জন্যে জমায়ৎ হইবার কথা।

৪০২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে, পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি ডাকাইতী করিবার জন্যে একত্রিত হইলে, যে কেহ তাহাদের এক জন হয় তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবৈধব্যবহার করিবার কথা।

কুটিলভাবে অন্যের দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার করণের কথা।

৪০৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কুটিলভাবে অন্যের অস্থাবর, দ্রব্যের অবৈধব্যবহার করিলে কি আপনার কর্ম্মে ঐ দ্রব্য খাটাইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক

প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর নিকটে কিছু ধন ছিল, আনন্দ সরলভাবে সেই ধন আপনার জানিয়া যদুর স্থানহইতে লয়। ইহাতে আনন্দের চৌর্য্য অপরাধ হয় নাই। পরে ভ্রম হইয়াছে ও সেই ধন আপনার নয়, ইহা জানিতে পাইলেও, কুটিলভাবে আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করিলে, তাহার এই ধারামতে অপরাধ হয়।

(খ) আনন্দ ও যদুর পরস্পর প্রণয় আছে। যদু ঘরে না থাকিতে আনন্দ তাহার পুস্তকালয়ে গিয়া তাহার স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়াও এক খান পুস্তক লইয়া যায়। কিন্তু ঐ পুস্তক পাঠ করিবার জন্যে লইয়া গেলে যদুর কোন আপত্তি হইবে না, আনন্দ ইহা নিশ্চয়রূপে জানিলে তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয় না। পরে যদি আপনার লাভের জন্যে সেই পুস্তক বিক্রয় করে, তাহা হইলে এই ধারামতে অপরাধ হয়।

(গ) আনন্দ ও বলরাম দুই জনের সাধারণে এক ঘোড়া আছে। আনন্দ সেই ঘোড়ায় চড়িবার নিমিত্ত বলরামের নিকটহইতে লয়। ঐ ঘোড়ায় আনন্দের চড়িবার অধিকার থাকাতে সে কুটিলভাবে তাহার অবৈধ ব্যববার করে নাই। পরে আনন্দ ঐ ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সমুদয় টাকা আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করিলে, তাহার এই ধারামতে অপরাধ হয়।

১ ব্যাখ্যা।—কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও কুটিলভাবে দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার হইলে, তাহাও এই ধারার মর্ম্মানুসারে অবৈধ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুর একখান কোম্পানির কাগজ কুড়িয়া পায়, তাহার পৃষ্ঠে যদুর দস্তখৎ আছে। আনন্দ তাহা যদুর কাগজ জানিয়া কোন বণিকের

নিকট বন্ধক রাখিয়া যায়, পশ্চাৎ বন্দুকে ফিরিয়া দিতে কল্পনা করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধ করে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন দ্রব্য কাহারো অধিকারে না থাকিলে, কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া স্বামির নিমিত্ত রাখিবার কিম্বা তাহাকে ফিরিয়া দিবার জন্যে নিকটে রাখে। সে কুটিলভাবে তাহা লয় না ও অবৈধ ব্যবহার করে না ইহাতে অপরাধী নয়। কিন্তু স্বামির পরিচয় পাইলে পর কিম্বা পাইতে পারিলে, কিম্বা তাহার পরিচয় পাইতে ও ঐ দ্রব্য পাইবার কথা তাহাকে জানাইতে উপযুক্তমতে যত্ন না করিয়া, ও স্বামী যে কালের মধ্যে তাহার দাওয়া করিতে পারে এমত উপযুক্ত কাল না থাকিয়া, সেই দ্রব্য আপন কর্ম্মে ব্যবহার করিলে, উক্ত অপরাধের অপরাধী হয়।

এমত স্থলে উপযুক্তমতে যত্ন কাহাকে বলে, ও কত কাল হইলে উপযুক্ত হয়, এই দুই কথা বৃত্তান্তক্রমে নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য পায়, সে ঐ দ্রব্যের স্বামির পরিচয় না পাইলেও, কিম্বা ঐ দ্রব্যের স্বামী বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে না জানিলেও, আপনার দ্রব্য নয় জানিয়া কিম্বা প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে না ইহা সরলভাবে বিশ্বাস না করিয়া সেই দ্রব্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করিলেই সে অপরাধী।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ রাজপথে একটি টাকা কুড়িয়া পায়, কাহার টাকা তাহা জানে না। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে না।

(খ) আনন্দ পথে এক খানি পত্র কুড়িয়া পায়, তাহার মধ্যে এক কেতা ব্যাঙ্ক নোট। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া এবং পত্রের লিখিত কথা পড়িয়া জানিল যে ঐ নোট অমুকের। জানিয়াও আপনি তাহা লয়। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) এই চ্যাক যাহার হাতে থাকে তাহাকে ইহার টাকা দিতে হইবে, কোন চ্যাকে এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকিলে, আনন্দ তাহা কুড়িয়া পায়। ঐ চ্যাকের টাকা কাহার পাওনা তাহা জানে না। কিন্তু যিনি ঐ চ্যাক লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার নাম লেখা আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ টাকা কাহার পাওনা হয় জানিতে পারিতেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির সন্ধান জানিতে চেষ্টা না করিয়া আপনি চ্যাকের টাকা লইয়া যায়। সে এই ধারামতে অপরাধ করে।

(ঘ) পথে যাইতে যাইতে যদুর টাকার গেঁজে পড়িয়া গেল, তাহাতে টাকা ছিল। আনন্দ যদুকে ফিরিয়া দিবার কল্পনা করিয়া তাহা কুড়িয়া লয়, পরে আপনিই তাহা ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(চ) আনন্দ টাকার গেঁজে কুড়িয়া পায়, তাহা কাহার জানে না। পরে তাহা যদুর জানিয়াও আপনিই ঐ টাকা ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী।

(ছ) আনন্দ বহু মূল্য এক আঙ্গট কুড়িয়া পায়। সেই আঙ্গট কাহার ইহা না জানিয়া ও তাহার সন্ধান লইতে চেষ্টা না করিয়া অগৌণেই বিক্রয় করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী।

মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে তাহা কুটিল ভাবে অবৈধ ব্যবহার করিবার কথা।

৪০৪ ধারা। কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকারে সম্পত্তি ছিল, তৎপরে ঐ সম্পত্তিতে যাহার আইনমতে অধিকার থাকে এমত কোন ব্যক্তির হস্তগত হয় নাই জানিয়া কোন ব্যক্তি কুটিলভাবে সেই সম্পত্তির অবৈধ

ব্যবহার করিলে কি আপনার কর্ম্মে খাটাইলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ঐ অপরাধী যদি ঐ ব্যক্তির মরণকালে তাহার নিকটে কেরাণী কি চাকর স্বরূপে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে সেই কারাদণ্ড সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

যদু গৃহসামগ্রী ও টাকা রাখিয়া মরে। আইনমতে যাহার সেই সম্পত্তি পাইবার স্বত্ব থাকে এমত ব্যক্তির হস্তগত হওয়ার পূর্ব্বে আনন্দ নামে তাহার চাকর কুটিলভাবে ঐ টাকার অবৈধ ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল।

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

৪০৫ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকটে সম্পত্তি কোন প্রকারে গচ্ছিত থাকিলে, কিম্বা তাহার প্রতি সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব দেওয়া গেলে, যদি সেই ব্যক্তি কুটিলভাবে ঐ সম্পত্তির অবৈধ ব্যবহার করে কি তাহা আপনার কর্ম্মে খাটায়, কিম্বা সেই প্রকারের গচ্ছিত দ্রব্য লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে এই বিষয়ে আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া, কিম্বা ঐ গচ্ছিত দ্রব্য লইয়া যেরূপে কার্য্য করিবেন আইনমতে ইহার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ যে চুক্তি করে আপনি তাহা লঙ্ঘন করিয়া কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিতে দিয়া কুটিলভাবে ঐ সম্পত্তির ব্যব-

হার করিলে কি তাহা হস্তান্তর করিলে, সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকরা করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন মৃত ব্যক্তির উইলের নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদক। আইনে তাহার প্রতি ঐ উইল অনুসারে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার আজ্ঞা আছে, কিন্তু আনন্দ কুটিলভাবে আইন অমান্ত করিয়া আপনার কোন কর্ম্মে ঐ সম্পত্তি খাটায়। আনন্দ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(খ) আনন্দ আড়ৎদার। যদু বিদেশে যাইবার সময়ে তাহার হাতে আপনার তাবৎ গৃহসামগ্রী রাখিয়া, তাহার সঙ্গে এই নিয়ম করে যে তোমার আড়তে আমার এই সকল দ্রব্য থাকিল, পরে জায়গার ভাড়া বলিয়া তোমাকে এত টাকা দিয়া ঐ সকল দ্রব্য পুনরায় লইব। আনন্দ কুটিলভাবে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাতে অপরাধভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।

(গ) যদু দিল্লীতে থাকে। কলিকাতায় আনন্দতাহার গোমাশতা। যদুর সঙ্গে আনন্দের স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ এই নিয়ম হইয়াছে যে, যদু আনন্দের নিকট যত টাকা পাঠায় আনন্দ সেই সকল টাকা লইয়া যদুর আদেশমতে কার্য্য করিবে। যদু আনন্দের নিকটে লক্ষ টাকা পাঠাইয়া কহে যে, ঐ টাকাতে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবা। কিন্তু আনন্দ কুটিল-ভাবে ঐ আদেশ না মানিয়া আপনার ব্যবসায়ে ঐ টাকা ব্যয় করে। আনন্দ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(ঘ) কিন্তু উক্ত স্থলে, ঐ সকল টাকা লইয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের শ্যার ক্রয় করিলে যদুর অধিক লভ্য হইবে আনন্দ কুটিলভাবে না হইয়া সরল-ভাবে এমত বিশ্বাস করিয়া যদুর আদেশ অমান্য করিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় না করিয়া যদি যদুর নামে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের শ্যার ক্রয় করে, তবে যদুর ক্ষতি হইলেও এবং সেই ক্ষতির নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে

আনন্দের নামে নালিশ হইতে পারিলেও, আনন্দ কুটিলভাবে কার্য্য করে নাই, অতএব অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা হয় নাই।

(চ) আনন্দ কালেক্টরীর এক জন আমলা। তাহার হাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা গচ্ছিত থাকে। গবর্ণমেণ্টের যে টাকা তাহার হাতে আইসে আইনমতে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে চুক্তি করিয়াছে তদনুসারে সে স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই সকল টাকা কোন এক খাজনাখানায় জমা দিতে বদ্ধ আছে, কিন্তু আপনি কুটিলভাবে ঐ টাকা লয়। অতএব অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(ছ) আনন্দ এক জন বাহক। যদু জলপথে কি স্থলপথে পাঠাইবার নিমিত্তে ঐ বাহকের হাতে কোন দ্রব্য সমর্পণ করে, সে কুটিলভাবে ঐ দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার করে। সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের কথা।

৪০৬ ধারা। কোন ব্যক্তি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বাহকপ্রভৃতি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা।

৪০৭ ধারা। মুটিয়া কি মাল তুলিবার ঘাটরক্ষক কি আড়ুৎদারের জিম্মায় কোন দ্রব্য রাখা গেলে, ও সে ঐ দ্রব্য লইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কেরাণী কি চাকর অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি কেরাণী কি চাকর হইয়া, কিম্বা কেরাণীর কি চাকরের কর্ম্ম পাইয়া, সেই কর্ম্ম প্রযুক্ত

তাহার জিম্মায় কোন দ্রব্য কোন প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, কিম্বা দ্রব্যের উপর তাহাকে কোন প্রকারের কর্তৃত্ব দেওয়া গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি সওদাগর কি গোমাশতা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা।

৪০৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া কোন ব্যক্তির হাতে, কিম্বা বণিক কি সওদাগর কি কারকুন কি দালাল কি টর্ণি কি গোমাশতা বলিয়া কোন ব্যক্তির ব্যবসায় উপলক্ষে তাহার হাতে কোন প্রকারে সম্পত্তি গচ্ছিত করা গেলে, কিম্বা সম্পত্তির উপর তাহার কর্তৃত্ব দেওয়া গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

চোরা দ্রব্যের কথা।

৪১০ ধারা। চৌর্য্য দ্বারা, কিম্বা ভয় দেখাইয়া অপহরণ করণ দ্বারা, কি দস্যুতার দ্বারা যে দ্রব্যের অধিকার হস্তান্তর করা গেল, ও অপরাধভাবে যে দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার করা গিয়াছে ও যে দ্রব্য লইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ করা গিয়াছে, তাহা "চোরা দ্রব্য" বলা

যায়। কিন্তু আইনমতে যাহার সেই দ্রব্য পাইবার অধিকার থাকে সেই দ্রব্য পরে তাহার অধিকারে আইলে, তাহা আর চোরা দ্রব্য নয় ইতি।

চোরা দ্রব্য কুটিল ভাবে গ্রহণ করিবার কথা।

৪১১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ পাইয়া, কুটিলভাবে তাহা গ্রহণ করিলে কি রাখিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ডাকাইতীদ্বারা যে দ্রব্য চুরী কারা যয় তাহা কুটিলভাবে গ্রহণ করিবার কথা।

৪১২ ধারা। ডাকাইতী করণ দ্বারা কোন দ্রব্যের অধিকার হস্তান্তর করা গিয়াছে কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া কিম্বা এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, কুটিলভাবে সেই চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিলে কি রাখিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ডাকাইতদের দলভুক্ত জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া তাহার স্থানে কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া কুটিলভাবে গ্রহণ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করিবার কথা।

৪১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কি চোরা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া তাহা নিয়ত

গ্রহণ করিলে কি তাহা লইয়া ব্যবসায় করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

চোরা দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে সাহায্য করণের কথা।

৪১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া তাহা লুকাইবার কি হস্তান্তর কি নষ্ট করিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য কবিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বঞ্চনা করণের কথা।

বঞ্চনা করণের কথা।

৪১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করিয়া, যাহাতে সে কোন ব্যক্তিকে কোন দ্রব্য দেয়, কি কোন ব্যক্তিকে কোন দ্রব্য রাখিতে অনুমতি দেয়, প্রতারণাক্রমে কি কুটিলভাবে ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির এমত প্রবৃত্তি জন্মাইলে, কিম্বা বঞ্চিত না হইলে যে কর্ম্ম না করিত কি যে কর্ম্মের ত্রুটি না করিত সে যাহাতে এমত কর্ম্ম করে কি এমত কর্ম্মের ত্রুটি করে, জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির এমত প্রবৃত্তি জন্মাইলে, এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা কি সেই কর্ম্মের ত্রুটি দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীরের কি মনের কি সুখ্যাতির কি

সম্পত্তির হানি কি নোকসান হইলে কি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেই ব্যক্তি বঞ্চনা করে বলা যায়।

ব্যাখ্যা—কোন ব্যাপারের বৃত্তান্ত কুটিলভাবে গোপনে রাখা এই ধারার অর্থমতে বঞ্চনা হয়।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ ভাণ করিয়া আপনাকে সিবিল সরবিসের কার্য্যকারক জানাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া কুটিলভাবে তাহার এমত প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় যে পশ্চাৎ মূল্য পাইবার আশয়ে আনন্দকে কোন দ্রব্য দেয়, কিন্তু আনন্দের সেই মূল্য দিবার অভিপ্রায় নাই। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(খ) আনন্দ কোন দ্রব্যেতে কোন কৃত্রিম চিহ্ন দিয়া, জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তিজন্মাইয়া, সেই দ্রব্য কোন প্রসিদ্ধ কারিগরের প্রস্তুত, তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, কুটিলভাবে তাহাকে সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া মূল্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(গ) আনন্দ যদুকে কোন দ্রব্যের অপ্রকৃত নমুনা দেখাইয়া, জ্ঞান-পূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া, তাবৎ দ্রব্য ঐ নমুনার সমান তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, কুটিলভাবে যদুকে সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া মূল্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ঘ) আনন্দ কোন দ্রব্য লইয়া কোন ব্যাঙ্কের নামে চ্যাক দেয়, কিন্তু সেই ব্যাঙ্কে তাহার টাকা নাই, ও ব্যাঙ্কে চ্যাক দেখাইলেই তাহা অগ্রাহ্য হইবে ইহা জানিয়াও জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া, ঐ দ্রব্যের মূল্য দিতে মনস্থ না করিয়াও কুটিলভাবে যদুর সেই দ্রব্য দিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(চ) আনন্দ হীরা বলিয়া একখান পাতর বন্ধক দেয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হীরা নয় জানিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া কুটিলভাবে তাহাকে কর্জ্জ দিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ছ) যদু আনন্দকে ঋণ দিলে আনন্দ সেই টাকা ফিরিয়া দিবে, জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু ঋণ সোধ করিবার মনস্থ না করিয়া আপনাকে ঋণ দিতে কুটিলভাবে যদুর প্রবৃত্তি জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(জ) আনন্দ যদুকে কতকগুলি নীলের গাছ দিতে মনস্থ না করিয়াও জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া সেই গাছ দিবে তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, সেই বিশ্বাসের বলে কুটিলভাবে যদুর দাদন দিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে। কিন্তু দাদন পাইবার সময়ে আনন্দ সেই নীলের গাছ দিতে মনস্থ করিয়া যদি পরে আপন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ঐ গাছ না দেয়, তবে সে বঞ্চনা করে না, দেওয়ানী আদালতে তাহার নামে চুক্তিভঙ্গের নালিশ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ যদুর সঙ্গে চুক্তি করিয়া সেই চুক্তিমতে কার্য্য না করিয়াও জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া সেই চুক্তিমতে কর্ম্ম করিয়াছে যদুর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কুটিলভাবে যদুর টাকা দিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ঞ) আনন্দ বলরামের নিকট কোন মহাল বিক্রয় করিয়া হস্তান্তর করিয়া দেয়। পরে সেই বিক্রয় প্রযুক্ত ঐ সম্পত্তিতে তাহার অধিকার নাই জানিয়া, বলরামের নিকট সেই মহাল বিক্রয় করিয়া হস্তান্তর করা গিয়াছে ইহা জানিয়া, যদুর নিকট সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কি বন্ধক রাখিয়া যদুর স্থানে খরীদের কি বন্ধকের টাকা লয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

ছদ্মবেশে বঞ্চনার কথা।

৪১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ছল করিয়া আপনাকে অন্য ব্যক্তি জানাইয়া, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক এক ব্যক্তির স্থানে অন্য ব্যক্তিকে রাখিয়া, কিম্বা আপনি কি অন্য ব্যক্তি যথার্থ যে ব্যক্তি নয় আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি

বলিয়া বঞ্চনা করিলে, সে "ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে" এমত কহা যায়।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া জানায় সেই ব্যক্তি প্রকৃত কি কল্পিত হইলেও ঐ অপরাধ হয় ইতি।

(ক) আনন্দ নামে এক জন ধনাঢ্য বণিক আছে, সেই নামে অন্য এক সামান্য ব্যক্তি আপনাকে সেই বণিক বলিয়া জানায়। সে ছদ্ম-বেশে বঞ্চনা করে।

(খ) বলরাম মরিয়াছে। আনন্দ আপনাকে বলরাম বলিয়া জানায়। আনন্দ ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে।

বঞ্চনা করিবার দণ্ডের কথা।

৪১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি বঞ্চনা করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অপরাধী যাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে আবদ্ধ আছে, বঞ্চনা করিলে তাহার অন্যায়মতে হানি সম্ভাবনা জানিয়া, বঞ্চনা করিলে তাহার কথা।

৪১৮ ধারা। যে ব্যাপারসম্বন্ধে বঞ্চনা করা হয়, সেই ব্যাপারে কোন ব্যক্তি আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিমতে যাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে বদ্ধ, তাহাকে বঞ্চনা করিলে তাহার অন্যায়মতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ইহা জানিয়াও যদি বঞ্চনা করে, তবে তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ছদ্মবেশে বঞ্চনা করিবার দণ্ডের কথা।

৪১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি ছদ্মবেশে বঞ্চনা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

বঞ্চনা করিয়া কুটিলভাবে সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

৪২০ ধারা। কোন ব্যক্তি বঞ্চনা করিয়া কুটিলভাবে বঞ্চিত ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির প্রতি কোন সম্পত্তি অর্পণ করিতে, কিম্বা কোন নিদর্শনপত্র কি তাহার একাংশ, কিম্বা যে দ্রব্য স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইয়াছে ও মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে এমত দ্রব্য কি তাহার একাংশ প্রস্তুত কি পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি দিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কথা।

মহাজনদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ না হয় এই নিমিত্তে কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে তাহা স্থানান্তর কি গোপন করিবার কথা।

৪২১ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির মহাজনদের মধ্যে কোন সম্পত্তি বিভাগ না হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বিভাগ নিবারণ হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়া, কুটিলভাবে কি প্রতারণা করিয়া তাহা স্থানান্তর কি গোপন করিলে, কিম্বা সেই সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য

না লইয়া অন্য ব্যক্তিকে দিলে, কি হস্তান্তর করিলে কি করাইয়া দিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধির যে টাকা পাওনা আছে কিম্বা যে টাকার দাওয়া হইতে পারে কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে মহাজনদের সেই টাকা পাওয়া নিবারণ করিবার কথা।

৪২২ ধারা। আইনমতে যে ঋণ কি যে দাবীর টাকা নিজের কি অন্য ব্যক্তির ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত লওয়া যাইতে পারে, কোন ব্যক্তি কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে আপনার কি অন্যের সেই ঋণ শোধ করিবার কার্য্যে সেই টাকা প্রয়োগ করিতে নিবারণ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহার মধ্যে মূল্যের টাকা অযথার্থরূপে লেখা থাকে কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে এমত হস্তান্তর করণপত্র করিবার কথা।

৪২৩ ধারা। যে দলীল কি নিদর্শনপত্রদ্বারা কোন সম্পত্তি কি তদন্তর্গত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিবার কিম্বা তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইবার অভিপ্রায় বুঝায়, ঐ হস্তান্তর করণের কি দায় বর্ত্তাইবার বিনিময়ে যত টাকা-প্রভৃতি দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে, কিম্বা প্রকৃত যে ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের ব্যবহারার্থে কি যাহার কি যাহাদের উপকার হইবার অভিপ্রায়ে ঐ হস্তান্তরকরণপত্র করা যায় কি ঐ দায় বর্ত্তায় তাহার কি তাহাদের বিষয়ে ঐ দলীল কি

নিদর্শনপত্রের মধ্যে কোন মিথ্যা কথা থাকিলে, যে কোন ব্যক্তি কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে সেই দলীলে কি নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করে, কিম্বা তাহা সম্পাদন করে, কিম্বা ঐ কার্য্যের অংশী হয়, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে সম্পত্তি স্থানান্তর কি গোপন করিবার কথা।

৪২৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কুটিলভাবে কি প্রতারণা করিয়া আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি গোপন কি স্থানান্তর করিলে, কিম্বা কুটিলভাবে কি প্রতারণা করিয়া তাহা গোপন কি স্থানান্তর করিবার কার্য্যে সাহায্য করিলে, কিম্বা যে দাওয়া কি দাবীতে তাহার অধিকার থাকে তাহা কুটিলভাবে ত্যাগ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপকারের কথা।

অপকারের কথা।

৪২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সাধারণের কিম্বা কোন লোকের অন্যায্য ক্ষতি কি নোকসান করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা অন্যায্য ক্ষতি কি নোকসান হইতে পারিবে জানিয়া কোন সম্পত্তি নষ্ট করাইলে, কিম্বা যাহাতে ঐ সম্পত্তির মূল্য কি কর্ম্মণ্যতা নষ্ট হয় কি কমিয়া যায় কিম্বা যাহাতে

ঐ সম্পত্তির হানি হয় ঐ সম্পত্তির কিম্বা তাহার স্থানের এমত পরিবর্ত্তন করিলে, সে অপকার করে।

১ ব্যাখ্যা।—যে সম্পত্তির হানি হইল কি যাহা নষ্ট করা গেল, অপরাধী সেই সম্পত্তির স্বামির ক্ষতি কি নোকসান করিবার কল্পনা না করিলেও অপকার করণাপরাধ হইতে পারে। সেই ব্যক্তিরই সম্পত্তি হউক কি না হউক, কোন সম্পত্তির হানি করণদ্বারা কোন ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি কি নোকসান করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, কিম্বা হানি কি নোকসান হইতে পারে জানিলে, ঐ অপরাধ হইতে পারে ইতি।

২ ব্যাখ্যা।—যে ক্রিয়াদ্বারা সম্পত্তির হানি হয়, যে ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করে ঐ সম্পত্তি তাহার নিজের হইলে, কি অন্যের সঙ্গে ঐ সম্পত্তির সাধারণ ভোগ হইলেও, সেই ক্রিয়াদ্বারা অপকার করা যাইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুর অন্যায্য ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মূল্যবান নিদর্শনপত্র পোড়াইয়া ফেলে। সে অপকার করে।

(খ) আনন্দ যদুর অন্যায্য ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বরফ রাখিবার ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করাইয়া বরফ গলাইয়া ফেলে। আনন্দ অপকার করে।

(গ) আনন্দ যদুর অন্যায্য ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার আঙ্গুটি লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নদীতে ফেলিয়া দেয়। আনন্দ অপকার করে।

(ঘ) আনন্দ যদুর টাকা ধারে। তাহার পরিশোধে আপনার সম্পত্তি ডিক্রীজারী ক্রমে লওয়া যাইবে জানিলে, ও সেই ঋণের টাকা না পাইলে যদুর হানি হয় এই অভিপ্রায়ে, আনন্দ আপনার ঐ সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। আনন্দ অপকার করে।

(চ) আনন্দ জাহাজের বিমা লইয়া যাহারা বিমাক্রমে টাকার দায়ী হয় তাহাদের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ জাহাজ নষ্ট করে। আনন্দ অপকার করে।

(ছ) যদু কোন জাহাজের মাল বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিলে, আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জাহাজ নষ্ট করে। আনন্দ অপকার করে।

(জ) আনন্দ ও যদু এই দুই জনের এক ঘোড়া আছে। যদুর অন্যায্য ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ঐ ঘোড়াকে গুলি করে। আনন্দ অপকার করে।

(ঝ) যদুর শস্য নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, ও নষ্ট হইতে পারিবে জানিয়া, আনন্দ তাহার ক্ষেতের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দেয়। আনন্দ অপকার করে।

অপকার করিবার দণ্ডের কথা।

৪২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি অপকার করিলে তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপকার করিয়া ৫০ টাকার ক্ষতি করিবার কথা।

৪২৭ ধারা। কোন ব্যক্তি অপকার করিয়া ৫০৲ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের ক্ষতি কি নোকসান করাইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা কি তাহার অঙ্গহীন করিয়া অপকার করিবার কথা।

৪২৮ ধারা। কোন ব্যক্তি দশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের কোন জন্তুকে কি জন্তুদিগকে হত্যা করিয়া কি বিষ

খাওয়াইয়া কি কোন অঙ্গ হীন করিয়া কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

৫০ টাকা মূল্যের গবাদি জন্তুকে হত্যা করিয়া কি তাহার অঙ্গহীন করিয়া অপকার করিবার কথা।

৪২৯ ধারা। কোন হাতি কি উট কি ঘোড়া কি খচর কি মহিষ কি ষাঁড় কি গরু কি বলদ যে মূল্যের হউক, কোন ব্যক্তি তাহাকে, কিম্বা পঞ্চাশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের অন্য কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি তাহার কোন অঙ্গ হীন করিয়া কি তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

জল সেঁচিবার কোন কার্য্যের হানি করিয়া কিম্বা অন্যায়মতে জল অন্য দিকে চালাইয়া অপকার করিবার কথা।

৪৩০ ধারা। কৃষিকার্য্যের নিমিত্তে, কিম্বা মনুষ্যদের, কি যে গ্রাম্য পশু মনুষ্যদের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয় সেই পশুর আহারের কি পানের কি স্নানাদির জন্যে, কিম্বা কোন শিল্প কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যে জল থাকে, কোন ব্যক্তি সেই জল কমাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কমিয়া যাইতে পারিবে জানিয়া কোন কার্য্য করিয়া অপকার করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন

এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজপথের কি সাঁকোর কি নদীর হানি করিয়া অপকার করিবার কথা।

৪৩১ ধারা। কোন রাজপথ কি সাঁকো কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত নদী কি খাল কি নালা দিয়া লোকদের গমনাগমন কি দ্রব্যাদি চালান কিম্বা পূর্ব্বমত নিরাপদে গমনাগমন কি চালন হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে কিম্বা ইহার সম্ভাবনা জানিয়া কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিয়া অপকার করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

জলপ্লাবন করাইয়া কি সরকারী নরদমা অবরোধ করাইয়া নোকসান সহিত অপকার করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন ক্রিয়াদ্বারা হানি কি নোকসান সহিত বন্যা হইবে কি রাজকীয় কোন জলপথ বন্ধ হইবে কি হইতে পারিবে জানিয়া, কোন ব্যক্তি সেই ক্রিয়া করিয়া অপকার করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর করিয়া, কি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প কর্ম্মণ্য করিয়া, কিম্বা মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দীপগৃহে, কিম্বা সমুদ্রে যে আলো নিশানীস্বরূপে ব্যবহার হয় তাহা, কিম্বা সমু-

স্রোতে নাবিকদের পথ দেখাইবার কোন নিশানী কি বয়া কি অন্য দ্রব্য নষ্ট কি স্থানান্তর করিয়া, কিম্বা তদ্রূপ কোন দীপগৃহ কি জলের নিশানী কি বয়া কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য দ্রব্য যাহাতে নাবিকদের পথ দেখাইবার জন্যে পূর্ব্বমত উপযুক্ত না হয়, কোন ব্যক্তি এমত কোন কর্ম্ম করিয়া অপকার করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় আজ্ঞামতে ভূমির যে চিহ্ন দেওয়া যায় তাহা নষ্ট কি স্থানান্তর করিয়া অপকার করিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে ভূমিব যে চিহ্ন স্থাপন করা যায়, কোন ব্যক্তি তাহা নষ্ট করিয়া কি স্থানান্তর করিয়া, কিম্বা ভূমির সেই চিহ্ন যাহাতে পূর্ব্বমতে কর্ম্মের যোগ্য না হয় এমত কোন কার্য্য করিয়া অপকার করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড, হইবে ইতি।

অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্য দ্বারা ১০০, টাকাপর্য্যন্ত নোকসান করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করিবার কথা।

৪৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, এক শত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তির অপকার করিবার কল্পনায়, কিম্বা অগ্নিপ্রভৃতির দ্বারা তাহার নোকসান হইতে পারিবে জানিয়া তদ্দ্বারা অপকার করিলে,

তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যদ্বারা অপকার করিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। যে গৃহে সচরাচর ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত, কি মনুষ্যের বাস করিবার কি দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়, কোন ব্যক্তি সেই ঘর নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা অগ্নিদ্বারা কি যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যের দ্বারা নষ্ট হইতে পারিবে জানিয়া, তদ্দ্বারা অপকার করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

তুতকযুক্ত নৌকা কিম্বা যাহাতে ২০ টন অবধি ধরে এমত নৌকাদি নষ্ট করিবার কিম্বা তাহাতে চড়িবার সঙ্কট জন্মাইবার অভিপ্রায়ে অপকার করিবার কথা।

৪৩৭ ধারা। যে নৌকাদির তুতক থাকে, কিম্বা যে নৌকাদিতে বিশ টন কি তাহার অধিক বোঝাই ধরে, কোন ব্যক্তি এমত নৌকাদি নষ্ট কি সঙ্কটজনক করিবার অভি-প্রায়ে অপকার করিলে, কিম্বা নৌকাদি নষ্ট কি সঙ্কটজনক হইবার সম্ভাবনা জানিয়া অপকার করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্য দ্বারা উক্ত ধারার লিখিত অপকার করা গেলে তাহার দণ্ডের কথা।

৪৩৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে অপকারের কথা লেখা

আছে, কোন ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা সেই অপকার করিলে কি করিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক চড়ায় কি ডাঙ্গায় নৌকাদি ঠেকাইয়া দিবার কথা।

৪৩৯ ধারা। কোন নৌকাদিতে যে দ্রব্য থাকে কোন ব্যক্তি তাহা চুরী করিবার কিম্বা কুটিলভাবে অবৈধ ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা ঐ দ্রব্য চুরী করা যায় কি তাহার অবৈধ ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, জ্ঞানপূর্ব্বক সেই নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাইয়া দিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

প্রাণনাশের কি পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করিবার কথা।

৪৪০ ধারা। যাহাতে কোন ব্যক্তির মরণ কি পীড়া কি অন্যায়মতে অবরোধ হয়, কিম্বা মরণের কি পীড়ার কি অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মে, কোন ব্যক্তি এমত কার্য্যের উদ্যোগ করিয়া অপকার করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের কথা।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের কথা।

৪৪১ ধারা। অন্যের অধিকারে যে সম্পত্তি থাকে, কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা ঐ সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে তাহার ভয় জন্মাইবার কি তাহার অপমান করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে, ঐ সম্পত্তিতে কি তাহার উপর গমন করিলে, কিম্বা সেই সম্পত্তিতে কি তাহার উপর বৈধমতে গমন করিলেও তদ্রূপ কোন ব্যক্তির ভয় জন্মাইবার কি অপমান করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বেআইনীমতে ঐ সম্পত্তিতে থাকিলে, সে "অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ" করে এমত বলা যায় ইতি।

পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।

৪৪২ ধারা। মনুষ্যের নিবাসের জন্যে কি ঈশ্বরের ভজনার নিমিত্তে কিম্বা কোন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্যে যে ঘরের কি তাম্বুর কি নৌকাদির ব্যবহার হয়, কোন ব্যক্তি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি থাকিয়া অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করিলে, সে "পরগৃহে অনধিকার প্রবেশকরণ" অপরাধ করে বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—অপরাধভাবে যাহার অনধিকার প্রবেশ করা হয়, তাহার শরীরের কোন অঙ্গ ঘরে প্রবিষ্ট হইলেই, পর-গৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হইতে পারে ইতি।

লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।

৪৪৩ ধারা। যে ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে

প্রবেশ করা যায়, ঐ প্রবেশকারিকে তাহার ভিতরে যাইতে না দিবার কিম্বা তাহাহইতে বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা যাহার থাকে, সে তাহার প্রবেশ করিবার কথা জানিতে না পায় ঐ ব্যক্তি এমত উপায় করিয়া প্রবেশ করিলে, সে "লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ" করে, এমত বলা যায় ইতি।

রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।

৪৪৪ ধারা। সূর্য্য অস্ত হইবার পর ও উদয় হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, সে "রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে" এমত বলা যায় ইতি।

গৃহভেদের কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের কোন এক প্রকারে ঘরে কি ঘরের কোন অংশে প্রবেশ করিলে, কিম্বা অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে ঘরে কি ঘরের কোন অংশে থাকিয়া, কিম্বা তন্মধ্যে কোন অপরাধ করিয়া, সেই ছয় প্রকারের কোন এক প্রকারে ঐ ঘরহইতে কি ঘরের ঐ অংশহইতে বাহির হইয়া গেলে, সে গৃহভেদ করে বলা যায়। বিশেষতঃ।

প্রথম। পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্যে আপনি কিম্বা ঐ গৃহ প্রবেশের সহায় কোন ব্যক্তি যে পথ করিয়া দেয়, এমত কোন পথ দিয়া প্রবেশ করিলে কি বাহির হইয়া গেলে।

দ্বিতীয়। আপনি কিম্বা ঐ অপরাধের সহায় ভিন্ন কোন

ব্যক্তি যে পথ মনুষ্যের যাতায়াতের পথ বলিয়া না জানে সেই পথ দিয়া, কিম্বা মইদ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে কোন প্রাচীন ডিঙ্গিয়া, কি কোন ঘরের উপর দিয়া যে পথ পায়, এমত পথ দিয়া প্রবেশ করিলে কি বাহির হইয়া গেলে।

তৃতীয়।—যে উপায়দ্বারা যে পথ খুলিয়া দেওনবিষয়ে গৃহবাসির অভিপ্রায় না থাকে, গৃহভেদক আপনি কিম্বা ঘরে অনধিকার প্রবেশের কোন সহায় গৃহে অনধিকার প্রবেশাপ-রাধ করিবার নিমিত্ত সেই উপায়দ্বারা সেই পথ দিয়া ভিতরে গেলে কি বাহিরে আইলে।

চতুর্থ।—পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্যে, কিম্বা অনধিকার প্রবেশ করিবার পরে বাহির হইবার জন্যে, কোন কুলুপ খুলিয়া প্রবেশ করিলে কি বাহির হইয়া গেলে।

পঞ্চম।—অপরাধভাবে বল প্রকাশ করিয়া, কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিয়া, কি আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইয়া প্রবিষ্ট হইলে কি বাহির হইয়া গেলে।

ষষ্ঠ।—ঘরের ভিতরে যাইবার কিম্বা বাহিরে আসিবার কোন পথ বন্ধ করা গিয়াছে জানিয়াও আপনি কিম্বা পর-গৃহে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায় ব্যক্তি সেই রুদ্ধ পথ মুক্ত করিয়া ঐ পথ দিয়া প্রবেশ করিলে কি বাহির হইয়া গেলে।

ব্যাখ্যা।—কোন বাহির ঘর কিম্বা বসত বাটীর সীমা-ভুক্ত অন্য যে ঘর থাকে, ঐ উভয় ঘরের মধ্যে যাতায়াতের পথ থাকিলে, তাহাও এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐ ঘরের অংশ বলিয়া গণ্য ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুর ঘরের দেয়ালে সিঁধ কাটিয়া ঐ সিঁধে হাত দিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে। ইহা গৃহভেদ।

(খ) জাহাজের দুই তুতকের মধ্যে যে খিড়কী থাকে, আনন্দ তাহাতে হামাগুড়ী দিয়া গিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহভেদ।

(গ) আনন্দ জানালা দিয়া যদুর গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহভেদ।

(ঘ) যদুর ঘরের দ্বার আঁটিয়া বন্ধ করা গেলে আনন্দ ঐ দ্বার খুলিয়া ঐ গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহভেদ।

(চ) যদুর ঘরের দ্বারে ছিদ্র আছে, আনন্দ সেই ছিদ্রে শিক দিয়া হুড়কা খুলিয়া ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহভেদ।

(ছ) যদু আপন ঘরের দ্বারের চাবি হারাইয়া ফেলিয়াছে। আনন্দ সেই চাবি কোন স্থানে কুড়িয়া পাইয়া তদ্দ্বারা দ্বার খুলিয়া যদুর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহভেদ।

(জ) যদু আপন ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। আনন্দ তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহভেদ।

(ঝ) ঈশানের দরওয়ান যদু তাঁহার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। আনন্দ গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে, দরওয়ান তাহার বাধা না দেয় এই কারণে মারিবার ভয় দেখাইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে। ইহা গৃহভেদ।

রাত্রিযোগে গৃহভেদের কথা।

৪৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তি সূর্য্য অস্ত হইবার পর ও উদয় হইবার পূর্ব্বে গৃহভেদ করিলে, সে "রাত্রিযোগে গৃহভেদ করে" বলা যায় ইতি।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের দণ্ডের কথা।

৪৪৭ ধারা। কোন ব্যক্তি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দণ্ডের কথা।

৪৪৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।

৪৪৯ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।

৪৫০ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধ করিবার নিমিত্তে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।

৪৫১ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিবার নিমিত্তে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করিলে, তাহার কারাদণ্ডের সময় সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।

৪৫২ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যকে পীড়া দিবার, কিম্বা অন্যের উপর আক্রমণ করিবার, কিম্বা অন্যকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিবার, কিম্বা তাহার পীড়ার কি তাহার প্রতি আক্রমণের কিম্বা তাহার অন্যায়মতে অবরোধ হওয়ার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করিবার দণ্ডের কথা।

৪৫৩ ধারা। কোন ব্যক্তি লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদকরণ অপরাধ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার নিমিত্তে
লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ
করিবার কথা।

৪৫৪ ধারা। যে অপরাধের জন্তে কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তি এমত কোন অপরাধ করিবার নিমিত্তে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করিলে, তাহার কারাদণ্ডের কাল দশ বৎসরপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে
অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করিবার কথা।

৪৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্তকে পীড়া দিবার, কিম্বা অন্তের প্রতি আক্রমণ করিবার, কি অন্তকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির পীড়ার কি তাহার প্রতি আক্রমণের কি তাহার অন্যায়মতে অবরোধ হওয়ার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ
করিবার দণ্ডের কথা।

৪৫৬ ধারা। কোন ব্যক্তি রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, কি রাত্রিকালে গৃহভেদ

করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

যে অপরাধের নিমিত্তে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার জন্যে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করিবার কথা।

৪৫৭ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিবার নিমিত্তে, রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে কি রাত্রিকালে গৃহভেদ করিলে, তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করা গেলে, তাহার কারাদণ্ডের কাল চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণের কথা।

৪৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যকে পীড়া দিবার, কিম্বা তাহার প্রতি আক্রমণ করিবার, কি তাহাকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার, অথবা কোন ব্যক্তির পীড়ার কি তাহার প্রতি আক্রমণের কি তাহার অন্যায়মতে অবরোধ হওয়ার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, কি রাত্রিকালে গৃহভেদ করিলে, তাহার চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কাল

কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণকালে গুরুতর পীড়া দিবার কথা।

৪৫৯ধারা। কোন ব্যক্তি লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণকালে কাহাকে গুরুতর পীড়া দিলে কিম্বা কাহার প্রাণনাশ করিতে কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যোগ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

গৃহভেদ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন কাহার প্রাণ নাশ করিলে কিম্বা গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, সকলের দণ্ড হইবার কথা।

৪৬০ ধারা। কোন ব্যক্তি রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা রাত্রিকালে গৃহভেদ করণাপরাধ করণসময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার প্রাণনাশ করিলে, কি গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, কিম্বা প্রাণনাশ করিতে কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যোগ করিলে, যে সকল ব্যক্তি তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পর-গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা রাত্রিকালে গৃহভেদ করণরূপ ঐ অপরাধ করে, তাহাদের প্রত্যেক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহাদের অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বদ্ধকরা যে বাক্সপ্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি থাকে, কি আছে বোধ হয়, তাহা কুটিলভাবে ভগ্ন করিলে তাহার কথা।

৪৬১ ধারা। বদ্ধকরা কোন আধারে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকিতে পারে বোধ করিয়া, কোন ব্যক্তি কুটিল-ভাবে কিম্বা অপকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহা ভাঙ্গিলে কি আলগা করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহার জিম্মা করিয়া দেওয়া যায় এমত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অপরাধ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৪৬২ ধারা। বদ্ধকরা কোন আধার কোন ব্যক্তির জিম্মা করিয়া দেওয়া গেলে, ও তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কিম্বা থাকিতে পারে বোধ করিয়া, সেই ব্যক্তির তাহা খুলিবার অধিকার না থাকিলেও, সে কুটিলভাবে কিম্বা অপকাব করিবার অভিপ্রায়ে ঐ আধার ভাঙ্গিলে কি আলগা করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দলীলসম্পর্কীয় এবং শিল্প ব্যবসায়ির কি স্বামিত্ব-সূচক চিহ্নসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

জাল করণের কথা।

৪৬৩ ধারা। কোন ব্যক্তি সাধারণের কি ব্যক্তিবিশে-

ষের নোকসান কি হানি করিবার, কিম্বা কোন দাওয়ার কি সত্বের পোষকতা করিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি ত্যাগ করাইবার, কিম্বা স্পষ্ট কি ভাবতঃ কোন চুক্তি করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে, কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে, কোন কৃত্রিম দলীল করিলে কিম্বা দলীলের একাংশ কৃত্রিম করিলে, সে জাল করণ অপরাধ করে ইতি।

কৃত্রিম দলীল করিবার কথা।

৪৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রকারের কর্ম্ম করিলে, সে কৃত্রিম দলীল করে বলা যায়, অর্থাৎ,

প্রথম।—ব্যক্তি বিশেষেরদ্বারা কি তাহার অনুমতিমতে দলীল কি দলীলের এক অংশ প্রস্তুত কি স্বাক্ষরিত কি মোহরাঙ্কিত কি সম্পাদিত হয় নাই, কিম্বা অমুক সময়ে তাহা প্রস্তুত কি স্বাক্ষরিত কি মোহরাঙ্কিত কি সম্পাদিত হয় নাই, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়াও, সেই ব্যক্তিরই দ্বারা কি তাহার অনুমতিক্রমে ও সেই সময়ে ঐ দলীল কি দলীলের সেই অংশ প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে ঐ দলীল কি দলীলের ঐ অংশ প্রস্তুত কি স্বাক্ষর কি মোহরাঙ্কিত কি সম্পাদন করিলে, কিম্বা ঐ দলীল যে সম্পাদিত হইয়াছে এই মর্ম্মের কোন চিহ্ন করিয়া দিলে। অথবা

দ্বিতীয়।—আপনি কি অন্য কোন ব্যক্তি দলীল প্রস্তুত কি সম্পাদন করিলে পর কোন ব্যক্তি আইনসিদ্ধ ক্ষমতাবিনা

সেই অন্য ব্যক্তির জীবৎমানে কি মরণান্তেও কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে ঐ দলীলের গুরুতর অংশ বাতিল করণ-দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন করিলে। অথবা

তৃতীয়।—কোন দলীলের মর্ম্ম কি তাহা যেরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে কোন ব্যক্তি মনের বিকৃতি কি মত্তাবস্থা-প্রযুক্ত ইহা জানিতে পারে না, কিম্বা তাহার পক্ষে বঞ্চনার কার্য্য হওয়াপ্রযুক্ত তাহা জানে না, অন্য ব্যক্তি ইহা জানিয়াও কুটিলভাবে কি প্রতারণাক্রমে সেই ব্যক্তিকে সেই দলীলে স্বাক্ষর কি মোহর করাইলে, কি তাহার দ্বারা সেই দলীল সম্পাদন কি পরিবর্ত্তন করাইলে ইতি।

উদাহরণ

(ক) যদু আনন্দের নামে বলরামের উপর ১০,০০০্ টাকার বরাৎ চিঠী লিখিয়া দেয়। আনন্দ প্রতারণা করিয়া বলরামের স্থানে অধিক টাকা লইবার জন্যে, যদু ১,০০,০০০্ টাকা লিখিয়াছিল বলরামের এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, ঐ ১০,০০০্ অঙ্কেতে আর একটি শূন্য দেয়। আনন্দ জাল করে।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট যদুর মহাল বিক্রয় করিয়া, আপনি ঐ মহালের মূল্য লয় এই অভিপ্রায়ে, যদু তাহাকে ঐ মহাল দিল এই মর্ম্মের হস্তান্তর করণপত্র বলিয়া একখান দলীলে, যদুর অনুমতি বিনা, যদুর মোহর ছাপাইয়া দেয়। আনন্দ জাল করে।

(গ) বলরাম কোন মহাজনের উপর এক বরাৎচিঠিতে দস্তখৎ করে, কিন্তু তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখে নাই, ও যাহাকে টাকা দিতে হইবে এমত কোন ব্যক্তির নামও নির্দ্দিষ্ট করে নাই, কেবল যাহার হাতে ঐ চিঠী থাকে তাহাকে টাকা দিতে হইবে এই কথা লেখে। আনন্দ

সেই চিঠি কুড়িয়া পাইয়া প্রতারণা করিয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা লিখিয়া দেয়। আনন্দ জাল করে।

(ঘ) বলরাম আনন্দের গোমাশতা। আনন্দ কোন ব্যাঙ্কের উপর বলরামের নামে এক বরাৎ চিঠি লিখিয়া দেয়। তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখে নাই, কিন্তু বলরামকে বলে যে, অমুক অমুক লোকের পাওনা টাকা দিবার জন্যে দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত তোমার যত প্রয়োজন হয় তাহা ঐ চিঠিতে লিখিয়া ব্যাঙ্কহইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবা। বলরাম প্রতারণা করিয়া তাহাতে ২০,০০০ টাকা লেখে। আনন্দ জাল করে।

(চ) আনন্দ বলরামের অনুমতি না পাইয়া বলরামের নাম করিয়া আপনারি উপর একখানী হুণ্ডী লিখিয়া, এই মনস্থ করে যে ঐ হুণ্ডী প্রকৃত বলিয়া কোন মহাজনের স্থানে ধরাট দিয়া এক্ষণে টাকা লই, পরে হুণ্ডীর মিয়াদ পূর্ণ হইলে ঐ টাকা দিব। এই স্থলে বলরামের মাতবরীতে ঐ হুণ্ডীর টাকা এক্ষণে দেওয়া যাইতে পারে আনন্দ মহাজনকে বঞ্চনা করিয়া তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে, ঐ হুণ্ডী লিখিয়া দেয়। অতএব আনন্দ জাল করণের অপরাধী।

(ছ) যদুর উইলের মধ্যে এই কথা লেখা আছে, "আমি আদেশ করি যে, আমার অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি আনন্দ ও বলরাম ও চাঁদের মধ্যে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়।" কেবল আনন্দকে ও চাঁদকে অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি দেওয়া গেল আনন্দ এমত বিশ্বাস জন্মাইবার মনস্থ করিয়া, কুটিলভাবে বলরামের নাম উঠাইয়া দেয়। আনন্দ জাল করে।

(জ) আনন্দ এক কেতা কোম্পানীর কাগজের পৃষ্ঠে "ইহার টাকা যদুকে, কিম্বা তাহার আজ্ঞামতে অন্য ব্যক্তিকে দেও" এই কথা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করে। বলরাম কুটিলভাবে ঐ কথা উঠাইয়া দিয়া আনন্দের দস্তখৎমাত্র রাখে। তাহাতে ঐ টাকা ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্তিযোগ্য না হইয়া যে কোন ব্যক্তির প্রাপ্তিযোগ্য করে। এস্থলে বলরাম জাল করে।

(ঝ) আনন্দ যদুকে এক খণ্ড ভূমি বিক্রয় করিয়া হস্তান্তরকরণপত্র লিখিয়া দেয়। পরে যদুর নিকটহইতে প্রতারণা করিয়া ঐ ভূমি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে, বলরামের নামে সেই জমি হস্তান্তরকরণপত্র করাইয়া দেয়। কিন্তু যদুকে ঐ ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিবার পূর্ব্বে বলরামকে তাহা হস্তান্তর করিয়া দিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যদুর নামে হস্তান্তরকরণপত্রের যে তারিখ ছিল বলরামের নামে হস্তান্তরকরণপত্রে তাহার পূর্ব্ব ছয় মাসের তারিখ দেয়। আনন্দ জাল করে।

(ট) যদু আনন্দের নিকট আপনার উইলের মর্ম্ম জানাইয়া তাহার দ্বারা লেখাইয়া লয়। কিন্তু আপনার সম্পত্তির এক অংশের অধিকারী বলিয়া যাহার নাম জানায়, আনন্দ জানিয়াশুনিয়া তাহার নাম না লিখিয়া অন্যের নাম লিখিয়া দিয়া, যদুর আদেশমতে ঐ উইল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন যদুর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, ঐ উইলে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। আনন্দ জাল করে।

(ঠ) আনন্দ সৎচরিত্রের লোক, কিন্তু অনপেক্ষিত কোন কারণে বিপদে পতিত হইয়াছে বলিয়া যদুর ও অন্য অন্য ব্যক্তির স্থানে উপকার পাইবার আশয়ে আপনি এই মর্ম্মের এক পত্র লিখিয়া বলরামের অনুমতি বিনা তাহাতে বলরামের নাম দস্তখৎ করে। এই স্থলে যদু তাহাকে আপনার কোন দ্রব্য দেয়, আনন্দ এই কারণে কৃত্রিম দলীল করিল। অতএব আনন্দ জাল করে।

(ড) আনন্দ আপনার সৎচরিত্রের প্রশংসাপত্র লিখিয়া যদুর নিকটে কর্ম্ম পাইবার আশয়ে, বলরামের অনুমতি বিনা ঐ পত্রেতে বলরামের নাম সহী করে। যদু স্পষ্টরূপে কিম্বা ভাবতঃ আনন্দকে কর্ম্ম দিবার চুক্তি করে, আনন্দ তাঁহার এই প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত ঐ জাল করা প্রশংসাপত্রদ্বারা যদুকে বঞ্চনা করিতে মনস্থ করিল। ইহাতে জাল করে।

১ ব্যাখ্যা।—স্থলবিশেষে কোন ব্যক্তি আপনার নাম্নে স্বাক্ষর করিয়াও জালকরণ অপরাধ করিতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক কোন ব্যক্তি হুণ্ডী দিয়াছে, এমত বিশ্বাস জন্মাই- বার অভিপ্রায়ে, ঐ নামের অন্য ব্যক্তি ঐ হুণ্ডীতে আপন নাম স্বাক্ষর করে। এমন স্থলে সে জাল করে।

(খ) বলরাম কোন কাগজে যদুর নামে হুণ্ডী লিখিয়া, যদুর সাকরাণ হুণ্ডীর মত তাহা ব্যবহার করিতে পারে, এই কারণে আনন্দ কোন শাদা কাগজে "স্বীকৃত" এই কথা লিখিয়া যদুর নাম স্বাক্ষর করে। আনন্দ জাল করণের অপরাধী। ও বলরাম তাহা জানিয়া আনন্দের অভিপ্রায়মত ঐ কাগজে হুণ্ডী লিখিয়া দিলে, বলরামও জাল করণের অপরাধী হয়।

(গ) আনন্দ নামক কোন ব্যক্তির একখান হুণ্ডী পড়িয়া রহিয়াছে, ঐ নামের অন্য ব্যক্তি তাহা কুড়িয়া পাইয়া, যাহার নামে হুণ্ডী হইয়াছে তিনিই যেন স্বাক্ষর করিয়াছেন এমত বিশ্বাস জন্মাইবার আশয়ে, আপনি তাহার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করে। এই স্থলে আনন্দ জাল করে।

(ঘ) ডিক্রী জারীক্রমে বলরামের কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে আনন্দ তাহা ক্রয় করে। ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইলে পর বলরাম যদুর সঙ্গে যোগ করিয়া ঐ সম্পত্তির অত্যল্প মালগুজারী ধরিয়া যদুর নামে অনেক কালের নিমিত্তে পাট্টা করিয়া দেয়, ও সম্পত্তি যে দিবসে বিক্রয় হইয়াছিল ঐ পাট্টায় তাহার ছয় মাস পূর্ব্বের তারিখ লিখিয়া দেয়, অভিপ্রায় এই যে আনন্দকে প্রতারণা করিয়া, সেই সম্পত্তি ক্রোক হইবার পূর্ব্বে পাট্টা দেওয়া গিয়াছিল, এমত বিশ্বাস জন্মায়। বলরাম ঐ পাট্টায় আপনি স্বাক্ষর করিলেও অগ্রের তারিখ দেওয়াতে জাল করিল।

(চ) আনন্দ নামক এক জন ব্যবসায়ী ঋণ শোধ করিতে পারিবে না বলিয়া আপন লভ্যের নিমিত্তে, ও মহাজন ন্যায্য পাওনা না পায়, এই কারণে আপনার কোন দ্রব্য বলরামের নিকটে রাখে, ও সেই ব্যাপার- ঘটিত ছলনা ধরা না পড়ে এই নিমিত্ত সে বলরামের স্থানে দ্রব্য পাইয়া- ছিল বলিয়া খৎ লিখিয়া দেয়, কিন্তু ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হওয়ার পূর্ব্বে

সেই খৎ লিখিয়া দেওয়া গিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত ঐ খৎ লিখিবার পূর্ব্বের তারিখ লিখিয়া দেয়। আনন্দ এই ধারার ব্যাখ্যার প্রথম কথা অনুসারে জাল করে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন দলীল প্রকৃত ব্যক্তিদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কল্পিত ব্যক্তির নামে কৃত্রিম দলীল করা, কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবৎমানে দলীল করিয়া গিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মৃত ব্যক্তির নামে কৃত্রিম দলীল করা, জাল করণের তুল্য হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কল্পিত কোন ব্যক্তির নামে হুণ্ডী লিখিয়া তাহা বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রতারণা করিয়া ঐ কল্পিত ব্যক্তির নামে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করে। আনন্দ জাল করে।

জাল করিবার দণ্ডের কথা।

৪৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি জাল করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

আদালতসম্পর্কীয় কাগজপত্র কিম্বা জন্মপ্রভৃতি রেজিষ্টর জাল করণের কথা।

৪৬৬ ধারা। আদালত সম্পর্কীয় কোন কাগজ কি আদালতের রুবকারী বলিয়া যে দলীল দেখায়, কোন ব্যক্তি সেই দলীল, কিম্বা জন্মের কি শিশুর জলসংস্কারের কি বিবাহের কি সমাধি অর্থাৎ কবর দেওনের রেজিষ্টর, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে ঐ কার্য্যকারক যে রেজিষ্টর

রাখেন তাহা, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে তাঁহার লেখা সার্টিফিকট কি দলীল বলিয়া কোন সার্টিফিকট কি দলীল, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কি তাহার উত্তর দিবার কি তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিবার কি দাওয়া স্বীকার করিবার ক্ষমতাপত্র কি মোক্তারনামা জাল করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মূল্যবান নিদর্শনপত্র কিম্বা উইল জাল করিবার কথা।

৪৬৭। মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কি দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র বলিয়া যে দলীল দেখায়, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র করিবার কি হস্তান্তর করিয়া দিবার, কিম্বা সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট আসল টাকা কি সুদ কি ডিবিডেণ্ড আদায় করিবার, কিম্বা কোন টাকা কি অস্থাবর দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র গ্রহণ করিবার কি অন্যকে দিবার ক্ষমতাপত্র বলিয়া যে দলীল দেখায়, কিম্বা ফারখৎ কি টাকা পাইবার রসীদ, কিম্বা কোন অস্থাবর দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ করিবার ফারখৎ কি রসীদ বলিয়া যে দলীল দেখায়, কোন ব্যক্তি সেই দলীল জাল করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বঞ্চনার নিমিত্তে জাল করিবার কথা।

৪৬৮ ধারা। জাল করা দলীলদ্বারা কোন ব্যক্তিকে

বঞ্চনা করা যায়, এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি জাল করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার জন্যে জাল করণের কথা।

৪৬৯ ধারা। জাল করা দলীলদ্বারা কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই দলীল সেই কর্ম্মের নিমিত্তে ব্যবহার হইতে পারে এই জ্ঞানে কোন ব্যক্তি দলীল জাল করিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

জাল করা দলীল কাহাকে বলে তাহার কথা।

৪৭০ ধারা। মিথ্যা দলীলের সমুদয় কি এক অংশ জাল করিয়া প্রস্তুত করা গেলে, তাহা "জাল করা দলীল" নামে কহা যায় ইতি।

জাল করা দলীল প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করিবার কথা।

৪৭১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দলীল জাল করা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, প্রতারণাক্রমে কি কুটিলভাবে সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করিলে, আপনি সেই দলীল জাল করিলে যে দণ্ড হইত তাহার সেই দণ্ড হইবে ইতি।

৪৬৭ ধারামতে যে জালকরণ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মোহর পট্টপ্রভৃতি করিবার কি নিকট রাখিবার কথা।

৪৭২ ধারা। ৪৬৭ ধারামতে যে জালকরণ অপরাধের

দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ করিবার নিমিত্ত কোন মোহরের কি পট্টের কিম্বা অঙ্কাদি করণার্থ কোন যন্ত্রের ব্যবহার হয়, এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি সেই মোহর কি পট্ট কি যন্ত্র নির্ম্মাণ কি কৃত্রিম করিলে, কিম্বা সেই মোহর কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র কৃত্রিম জানিয়া সেই অভিপ্রায়ে নিকট রাখিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

যে জালকরণ অপরাধের অন্য দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ করণের অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মোহর পট্টপ্রভৃতি করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা।

৪৭৩ ধারা। এই অধ্যায়ের ৪৬৭ ধারাভিন্ন অন্য কোন ধারামতে যে জালকরণ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ করিবার জন্যে কোন মোহর কি পট্ট কি অঙ্কাদি করিবার অন্য যন্ত্র ব্যবহার হয়, কোন ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে সেই মোহর কি পট্ট কি যন্ত্র নির্ম্মাণ কি কৃত্রিম করিলে, কিম্বা সেই প্রকারের কোন মোহর কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র কৃত্রিম জানিয়া সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকট রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল জাল করা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে নিকটে রাখিবার কথা।

৪৭৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন দলীল জাল করা জানিয়া প্রতারণাভাবে কি কুটিলভাবে তাহা প্রকৃত বলিয়া

ব্যবহার হয়, এই অভিপ্রায়ে সেই দলীল নিকটে রাখিলে, যদি সেই দলীল ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের দলীল হয়, তবে তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। উক্ত দলীল যদি ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হয়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল প্রামাণ্য করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করিবার কিম্বা যে দ্রব্যেতে ঐ কৃত্রিম করা চিহ্ন থাকে তাহা নিকটে রাখিবার কথা।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন দলীল যে দ্রব্যে লেখা যায়, ঐ দলীল প্রামাণ্য করিবার জন্যে ঐ দ্রব্যে কিম্বা ঐ দ্রব্যের মূলবস্তুতে যে চিহ্নের কি অঙ্কের ব্যবহার হয়, সেই প্রকারের দ্রব্যে যে দলীল জাল করিয়া লেখা গিয়াছে কি পশ্চাৎ লেখা যাইবে তাহা প্রামাণ্য বলিয়া দেখাইবার জন্যে সেই চিহ্নের কি অঙ্কের ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি সেই দ্রব্যে কি সেই দ্রব্যের মূল বস্তুতে সেই চিহ্ন কি অঙ্ক কৃত্রিম করিলে, কিম্বা যে দ্রব্যেতে কি যাহার মূলবস্তুতে তদ্রূপ কোন চিহ্ন কি অঙ্ক কৃত্রিম করা গিয়াছে কোন ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায়ে সেই দ্রব্য নিকট রাখিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীলভিন্ন অন্য দলীল প্রামাণ্য করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিমকরিবার কিম্বা যে দ্রব্যেতে ঐ কৃত্রিম করা চিহ্ন থাকে তাহা নিকটে রাখিবার দণ্ডের কথা।

৪৭৬ ধারা। ৪৬৭ ধারার লিখিত দলীল ছাড়া কোন দলীল যে দ্রব্যে লেখা যায়, ঐ দলীল প্রামাণ্য করিবার জন্যে ঐ দ্রব্যে কিম্বা ঐ দ্রব্যের মূল বস্তুতে যে চিহ্নের কি যে অঙ্কের ব্যবহার হয়, সেই প্রকারের দ্রব্যে যে দলীল জাল করিয়া লেখা গিয়াছে কি পশ্চাৎ লেখা যাইবে তাহা প্রামাণ্য বলিয়া দেখাইবার জন্যে সেই চিহ্নের কি অঙ্কের ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি সেই দ্রব্যে কি সেই দ্রব্যের মূল বস্তুতে তদ্রূপ কোন চিহ্ন কি অঙ্ক কৃত্রিম করিলে, কিম্বা যে দ্রব্যে কি যে দ্রব্যের মূলবস্তুতে তদ্রূপ কোন চিহ্ন কি অঙ্ক কৃত্রিম করা গিয়াছে কোন ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায়ে সেই দ্রব্য নিকটে রাখিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উইল প্রতারণা করিয়া অকর্ম্মণ্য কি নষ্ট প্রভৃতি করণের কথা।

৪৭৭ ধারা। উইল কিম্বা দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র কিম্বা কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র, কিম্বা যে দলীলখানি উইল কি দত্তকগ্রহণের অনুমতিপত্র কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বলিয়া দেখায়, কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া কিম্বা কুটিল-ভাবে কিম্বা সাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের হানি কি নোক-সান করিবার অভিপ্রায়ে সেই দলীল অকর্ম্মণ্য কি নষ্ট কি বিকৃত করিলে কিম্বা অকর্ম্মণ্য কি নষ্ট কি বিকৃত করিতে

উদ্যোগ করিলে, কিম্বা তাহা গোপন করিলে কি গোপন করিতে উদ্যোগ করিলে, কিম্বা সেই দলীল সম্পর্কে কোন অপকার করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

ব্যবসায়ির এবং স্বামিত্বের চিহ্নের কথা।

ব্যবসায়ির চিহ্নের কথা।

৪৭৮ ধারা। কোন দ্রব্য বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা বিশেষ কোন সময়ে কি স্থানে প্রস্তুত কি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা সেই দ্রব্যের বিশেষ গুণ আছে, ইহা দেখাই বার জন্যে ঐ দ্রব্যের যে চিহ্ন দেওয়া যায়, তাহা ব্যবসায়ির চিহ্ন বলে ইতি।

স্বামিত্বের চিহ্নের কথা।

৪৭৯ ধারা। কোন অস্থাবর দ্রব্য কোন বিশেষ ব্যক্তির আছে, ইহা দেখাইবার জন্যে যে চিহ্ন দেওয়া যায়, তাহা স্বামিত্বের চিহ্ন বলে ইতি।

ব্যবসায়ির কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণের কথা।

৪৮০ ধারা। কোন দ্রব্য যে ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত করা যায় নাই কি গড়ান যায় নাই, এমত ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত করা গিয়াছে কি গড়ান গিয়াছে, কিম্বা যে স্থানে কি সময়ে প্রস্তুত করা যায় নাই কি গড়ান যায় নাই এমত সময়ে ও স্থানে প্রস্তুত করা গিয়াছে কি গড়ান গিয়াছে, কিম্বা ঐ

দ্রব্যের যে গুণ নাই তাহার এমত বিশেষ গুণ আছে, কোন ব্যক্তি এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ দ্রব্যে কোন চিহ্ন দিলে, কিম্বা ঐ দ্রব্য ভরা কোন বাক্সে কি বস্তাদিতে কি অন্য আধারে কোন চিহ্ন দিলে, কিম্বা ঐ চিহ্ন যাহাতে থাকে এমত কোন বাক্সের কি বস্তাদির কি অন্য আধারের ব্যবহার করিলে, সে ব্যবসায়ির কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করে, এমত বলা যায় ইতি।

স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহারের কথা।

৪৮১ ধারা। কোন অস্থাবর সম্পত্তি কি দ্রব্য, কিম্বা কোন বাক্সে কি বস্ত্রাদিতে কি অন্য আধারে যে অস্থাবর সম্পত্তি কি দ্রব্য থাকে তাহা যে ব্যক্তির নয়, এমত কোন ব্যক্তির সম্পত্তি কি দ্রব্য আছে, এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কোন ব্যক্তি ঐ অস্থাবর সম্পত্তিতে কি দ্রব্যে কোন চিহ্ন দিলে, কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি কি দ্রব্য যে বাক্সে কি বস্তাদিতে কি অন্য আধারে থাকে তাহাতে কোন চিহ্ন দিলে, কিম্বা যাহার উপর তদ্রূপ চিহ্ন থাকে এমত কোন বাক্সের কি বস্তাদির কি অন্য আধারের ব্যবহার করিলে, সে স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করে, এমত বলা যায় ইতি।

কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করিবার জন্যে ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা।

৪৮২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিবার কি তাহার হানি করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ির কোন্ কৃত্রিম চিহ্ন কি স্বামিত্বের কোন কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিলে,

তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করে অন্য ব্যক্তি নোকসান কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা কৃত্রিম করিলে তাহার কথা।

৪৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করে, অন্য ব্যক্তি সাধারণ লোকদের কি ব্যক্তি বিশেষের নোকসান কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত্রিম করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করেন কিম্বা কোন দ্রব্যের নির্ম্মাতা গুণপ্রভৃতি জানাইবার যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করিবার কথা।

৪৮৪ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, কিম্বা কোন দ্রব্য ব্যক্তিবিশেষের কিম্বা সময় কি স্থানবিশেষে নির্ম্মিত, কিম্বা সেই দ্রব্যের বিশেষ গুণ আছে, কিম্বা তাহা কোন বিশেষ আফিসে গ্রাহ্য হইয়াছে, কিম্বা কোন বিশেষ মাসুলাদিহইতে মুক্ত হইতে পারিবে, ইহা দেখাইবার জন্যে রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন চিহ্ন ব্যবহার করেন, কোন ব্যক্তি সাধারণ লোকদের কি ব্যক্তি বিশেষের নোকসান কি হানি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত্রিম করিলে, কিম্বা তদ্রূপ চিহ্ন কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করিলে, তাহার তিন

বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ির চিহ্ন কৃত্রিম করিবার ছেনি কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র প্রতারণা ভাবে প্রস্তুত করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা।

৪৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সাধারণের কি বিশেষ ব্যক্তির স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ির চিহ্ন কৃত্রিম করিবার জন্যে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে, ঐরূপ চিহ্ন প্রস্তুত করিবার কি কৃত্রিম করিবার ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলে কি নিকটে রাখিলে, কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য যে ব্যক্তির কি যে কুঠীর দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই এমত বিশেষ ব্যক্তির কি কুঠীর দ্বারা নির্ম্মিত কি প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সময়ে কি স্থানে নির্ম্মিত হয় নাই এমত সময়ে কি স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা ঐ দ্রব্যের যে বিশেষ গুণ নাই তাহার এমত গুণ আছে, কিম্বা ঐ দ্রব্য যে ব্যক্তির নয় সেই দ্রব্য তাহার, ইহা জানাইবার নিমিত্তে ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে সেইরূপ কোন ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের চিহ্ন নিকটে রাখিলে, তাঁহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

কোন দ্রব্যে ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন দেওয়া গেল জানিয়া তাহা বিক্রয় করিবার কথা।

৪৮৬ ধারা। কোন দ্রব্যে, কিম্বা সেই দ্রব্য যে বাক্সে কি বস্তাদিতে কি আধারে বদ্ধ থাকে কি রাখা গিয়াছে

তাহাতে, সাধারণ কি বিশেষ ব্যক্তির স্বামিত্বের কি ব্যব-সায়ির কৃত্রিম চিহ্ন দেওয়া গেলে কি ছাপা হইলে, কোন ব্যক্তি সেই চিহ্ন জাল করা কি কৃত্রিম জানিয়া, কিম্বা ঐ চিহ্নদ্বারা ঐ মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য যে সময়ে ও স্থানে ও যাহার নির্ম্মিত কি প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা ঐ চিহ্ন দ্বারা ঐ মালের কি দ্রব্যের যে গুণ বুঝায়, সেই সময়ে ও স্থানে ও সেই ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত না হইলে ও ঐ মালের কি দ্রব্যের সেই গুণ না থাকিলেও কোন ব্যক্তিকে ঠকাই-বার কিম্বা তাহার হানি কি নোকসান করিবার অভিপ্রায়ে ঐ চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে কি ছাপা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়াও ঐ কৃত্রিম চিহ্নযুক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যে বস্তাতে কি আধারে দ্রব্য থাকে তাহাতে প্রতারণা
করিয়া কৃত্রিম চিহ্ন দিবার কথা।

৪৮৭ ধারা। কোন বস্তাদিতে কি আধারে যে দ্রব্য নাই এমত দ্রব্য আছে, কিম্বা যে দ্রব্য আছে এমত দ্রব্য নাই, কিম্বা ঐ বস্তায় কি আধারে বাস্তবিক যে প্রকারের ও যে গুণের দ্রব্য আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের কি অন্য গুণের দ্রব্য আছে, কোন ব্যক্তি রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে প্রতারণা করিয়া ঐ দ্রব্যের বস্তার কি আধারে কোন কৃত্রিম চিহ্ন দিলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল কোন এক

প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

তদ্রূপ কোন কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা।

৪৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের চিহ্ন কৃত্রিম জানিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে প্রতারণা করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে, ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিতমতে তাহার দণ্ড হইবে ইতি।

হানি করিবার অভিপ্রায়ে স্বামিত্বের চিহ্ন বিকৃত করিবার কথা।

৪৮৯ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন উঠাইয়া দিলে কি নষ্ট কি বিকৃত করিলে, কিম্বা উঠাইয়া দিলে কি নষ্ট কি বিকৃত করিলে অন্যের হানি হইতে পারিবে জানিয়া তাহা উঠাইয়া দিলে কি বিকৃত কি নষ্ট করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তি ভঙ্গের বিধি।

জলপথে কি স্থলপথে যাইবার কালে চাকরীর চুক্তি ভঙ্গের কথা।

৪৯০ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমত চুক্তিক্রমে কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে কি সঙ্গে করিয়া লইতে, কিম্বা জলপথে কি স্থলপথে যাইবার কালে কোন ব্যক্তির নিকট চাকরী করিতে, কিম্বা

জলপথে কি স্থলপথে যাইবার সময়ে কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বদ্ধ হইয়া, পীড়িত কি অত্যাচারগ্রস্ত না হইয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে এক জন পালকীর বেহারা আইনমতে যদুকে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া, পথের মধ্যে পালাইয়া যায়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) আনন্দ নামে এক জন মুটিয়া আইনমতে যদুর মোট এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া সেই মোট ফেলিয়া দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) আনন্দের অনেক বলদ আছে, আইনমতে সে আপন বলদের দ্বারা কোন মহাজনের মাল এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া বেআইনীমতে সেই কর্ম্মে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(ঘ) আনন্দ বেআইনী কোন কর্ম্ম দ্বারা বলরাম নামক মুটিয়াকে আপনার মাল তুলিয়া লইতে বেগার ধরে। বলরাম মোট রাখিয়া পলায়। এই স্থলে বলরাম আইনমতে ঐ মোট বহিতে বদ্ধ না হওয়াতে তাহার অপরাধ হয় না।

ব্যাখ্যা।—যাহার নিমিত্তে কর্ম্ম করা যাইবে তাহারি সঙ্গে চুক্তি না হইলেও এই অপরাধ হইতে পারে। যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে সে আইনমতে কোন কাহার সঙ্গে স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ চুক্তি করিলেই ঐ চুক্তি ভঙ্গেতে তাহার অপরাধ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন ডাকগাড়ি কোম্পানীর গাড়ি এক মাস চালাইতে চুক্তি করে। বলরাম কোন স্থানে যাইবার জন্যে ঐ কোম্পানীর ডাকগাড়ি ভাড়া করে, ঐ মাসের মধ্যে আনন্দ যে গাড়ি চালায় ঐ কোম্পানী বলরামকে সেই গাড়ি দেয়। আনন্দ যাইতে যাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক গাড়ি ছাড়িয়া যায়। এই স্থলে যদিও বলরামের সঙ্গে আনন্দের চুক্তি হয় নাই. তথাপি আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অশক্ত ব্যক্তির সেবা করিবার ও তাহার প্রয়োজনীয় বিষয় দিবার চুক্তি ভঙ্গের কথা।

৪৯১ ধারা। যে ব্যক্তি অল্প বয়স, কিম্বা বিকৃত মন, কি রোগ, কি শারীরিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত অশক্ত হয়, কিম্বা আপনার নিরাপদে থাকার উপায় করিতে না পারে, কিম্বা আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, কোন ব্যক্তি আইনমতে তাহার সেবা করিতে কিম্বা সেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্মে ত্রুটি করিলে, তাহার তিন মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

চাকরকে মুনিবের খরচে দূর স্থানে পাঠান গেলে ঐ চাকর সেই স্থানে চুক্তি ভঙ্গ করিলে তাহার কথা।

৪৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে তিন বৎসরের অনধিক কাল ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ দেশের কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নিমিত্তে শিল্পকরের কি মিস্ত্রী প্রভৃতি কর্ম্মকারের কি মজুরের কর্ম্ম করিবার চুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া বদ্ধ হইলে,

ও সেই চুক্তিক্রমে সেই মুনিবের খরচে তাহাকে সেই দেশে পাঠান গেলে কি পাঠাইতে স্থির হইলে পর, ঐ চুক্তি প্রবল থাকিতেও যদি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরী পরিত্যাগ করে, কিম্বা যে কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত কর্ম্ম হইলেও যদি সে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে ঐ কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করে, তবে তাহার এক মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা সেই খরচের দ্বিগুণের অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। কিন্তু মুনিব তাহার প্রতি অত্যাচার করিলে, কিম্বা ঐ চুক্তি-ক্রমে মুনিবের যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহা করিতে তাঁহার ক্রটি হইলে, ঐ ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবে না ইতি।

বিংশতি অধ্যায়।

বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

বৈধ বিবাহ হইয়াছে বঞ্চনাদ্বারা স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাতে উপগত হওয়ার কথা।

৪৯৩ ধারা। স্ত্রীর সঙ্গে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ না হইয়াও বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইয়াছে পুরুষ বঞ্চনাদ্বারা ঐ স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, সেই বিশ্বাসে ঐ স্ত্রীকে আপনার সহিত সহবাস করাইলে কি তাহার সঙ্গে সংসর্গ করিলে, সেই পুরু-ষের দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

স্বামির কি ভার্য্যার জীবিতকালে পুনশ্চ বিবাহের কথা।

৪৯৪ ধারা। যে স্থলে স্বামী কি ভার্য্যা বর্ত্তমানে পুনশ্চ

বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হয়, এমত স্থলে যাহার স্বামী কি ভার্য্যা জীবিত থাকে সে পুনশ্চ বিবাহ করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বর্জ্জিত কথা।—কোন পুরুষের কি স্ত্রীর পূর্ব্ব বিবাহ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতকর্ত্তৃক অসিদ্ধ প্রকাশ হইলে তাহার সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে না। অথবা যদি স্বামী কি স্ত্রী ক্রমশঃ সাত বৎসর পর্য্যন্ত আপন স্ত্রী কি স্বামির নিকটে অনুপস্থিত থাকে ও সেই কালের মধ্যে তাহার জীবিত থাকার সম্বাদ না পায়, তবে এমত স্থলে পূর্ব্ব স্বামী কি স্ত্রী জীবিত থাকিতেও বিবাহ করিলে এই বিধি খাটিবে না, পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, উক্ত প্রকারে যে পুরুষ কি স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চাহে সে যাহাকে বিবাহ করিবে তাহাকে আপনার জ্ঞানমতে ঐ তাবৎ বৃত্তান্ত যথার্থমতে জানায় ইতি।

যাহার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তাহার কাছে পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বিবাহ করিলে তাহার কথা।

৪৯৫ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে যাহাকে বিবাহ করিবে তাহার নিকটে পূর্ব্ব বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপরাধ করিলে, তাহার দশ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

বিধিপূর্ব্বক বিবাহ না হইয়া প্রতারণাক্রমে বিবাহের অনুষ্ঠান করণের কথা।

৪৯৬ ধারা। কোন পুরুষ বিবাহসংক্রান্ত বিধিমতে

কার্য্য করিলেও তাহার বৈধ বিবাহ হয় না জানিয়া শঠতা-ভাবে কিম্বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিবাহসংক্রান্ত বিধিমতে কার্য্য করিলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

পরস্ত্রী গমনের কথা।

৪৯৭ ধারা। কোন স্ত্রী অন্যের পত্নীআছে, ও পুরুষ তাহাকে অন্যের পত্নী বলিয়া জানিলে কিম্বা এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইলেও তাহার স্বামির অনুমতি কি তাহার উপেক্ষা করণ বিনা ঐ স্ত্রীতে উপগত হইলে, ও সেই উপগত হওয়া বলাৎকারের তুল্য অপরাধ না হইলে, ঐ পুরুষের পরস্ত্রী গমনের অপরাধ হয়, ও তাহার পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড,কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। এমত স্থলে সহায় বলিয়া স্ত্রীর দণ্ড হইবে না ইতি।

অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওনের কি হরণকরণের কি আটক করাইয়া রাখণের কথা।

৪৯৮ ধারা। স্ত্রী অন্যের পত্নী আছে, ও কোন ব্যক্তি তাহাকে অন্যের পত্নী বলিয়া জানিলে কিম্বা এমত বিশ্বাস করিবার কারণ জানিলে, সেই স্ত্রী অবৈধমতে কোন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে এই অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি তাহাকে আপন স্বামিহইতে, কিম্বা স্বামির পক্ষে ঐ স্ত্রীর কোন রক্ষক-হইতে হরণ করিলে কি ফুসলাইয়া লইলে, কিম্বা সেই অভি-প্রায়ে তদ্রূপ কোন স্ত্রীকে গোপনে রাখিলে কি আটক

করিয়া রাখিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

একবিংশ অধ্যায়।

অপবাদের কথা।

অপবাদের দণ্ডের কথা।

৪৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার প্রতি কোন দোষারোপ হইলে ঐ ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি হইবে অন্য ব্যক্তি ইহা জানিয়া কিম্বা এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, উচ্চারিত কোন কথাদ্বারা, কিম্বা যাহা পাঠ হইবার অভিপ্রায় থাকে এমত কথাদ্বারা, কিম্বা ইঙ্গিতের কিম্বা দৃশ্য ছবিপ্রভৃতি কোন অনুরূপদ্বারা তাহার প্রতি দোষারোপ করিলে কিম্বা প্রকাশ করিলে, সে ঐ ব্যক্তির অপবাদ করে বলা যায়। কিন্তু পশ্চাৎ লিখিত বর্জিত স্থলে অপবাদ বলা যায় না।

১ ব্যাখ্যা।—মৃত ব্যক্তির নামে দোষারোপ করিলে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে যদি সেই দোষারোপেতে তাহার সুখ্যাতির হানি হইত, ও তদ্দ্বারা যদি তাহার পরিবারের কি অন্য নিকট জ্ঞাতিবর্গের মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে ঐ দোষারোপ করণেতে সেই ব্যক্তির অপবাদ করণের তুল্য অপরাধ হইতে পারে।

২ব্যাখ্যা।—কোন কোম্পানীর কি সমাজের কি একত্রী·

ভূত লোকদের উপর দোষারোপ করা গেলে অপবাদ করণ অপরাধ হইতে পারে।

৩ ব্যাখ্যা।—দ্ব্যর্থকথা কি ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা যে দোষারোপ হয় তাহাও অপবাদ হইতে পারে।

৪ ব্যাখ্যা।—দোষারোপ করণদ্বারা অন্য লোকদের জ্ঞানে স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে কোন ব্যক্তির সৎচরিত্রের কলঙ্ক না হইলে, কি বুদ্ধির প্রতি দোষার্পণ না হইলে, কিম্বা জাতি কি ব্যবসায়াদি সম্পর্কে তাহার সুখ্যাতির কলঙ্ক না হইলে, কিম্বা তাহার মান্যতা খর্ব্ব না হইলে, কিম্বা তাহার শরীর অতি ঘৃণ্য অবস্থায় কিম্বা সাধারণ্যে যাহা লজ্জাকর বোধ হয় এমত অবস্থায় থাকার বিশ্বাস না জন্মইলে, সেই দোষারোপ করণদ্বারা ঐ ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি হয় এমত বলা যায় না।

উদাহরণ।

(ক) যদু বলরামের ঘড়ী চুরি করিয়াছে, আনন্দ এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কহে, যে "যদু সরল মানুষ সে কখন বলরামের ঘড়ী চুরি করে নাই।" এই কথা বর্জ্জিত কোন কথার মধ্যে না আইলে অপবাদ হয়।

(খ) কেহ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করে যে বলরামের ঘড়ী কে চুরী করিয়াছে। আনন্দ যদুর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া যদুই চুরি করিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। এই বিষয় বর্জ্জিত কোন কথার মধ্যে না আইলে অপবাদ হয়।

(গ) যদু বলরামের ঘড়ী চুরি করিল, আনন্দ এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যদু বলরামের ঘড়ী লইয়া পলাইতেছে, এই ভাবের এক খানি

ছবি লিখিয়া দেয়। এই বিষয় বর্জিত কথার মধ্যে না আইলে অপবাদ হয়।

সাধারণ লোকদের মঙ্গলের জন্যে সত্য যে কথা কহা কি প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহা অপবাদ না হইবার কথা।

প্রথম বর্জিত কথা।—সাধারণ লোকদের মঙ্গলের জন্যে কোন ব্যক্তির কোন দোষ জানাইতে কি প্রকাশ করিতে হইলে, সেই ব্যক্তির যথার্থ যে দোষ আরোপ হয় তাহা অপবাদ নয়। কিন্তু তাহা সাধারণ লোকদের মঙ্গলজনক হয় কি না, এই কথা বৃত্তান্তদ্বারা স্থির করা যাইবে।

রাজকীয় পদে রাজকীয় কার্য্যকারকদের কর্ম্মের কথা।

দ্বিতীয় বর্জিত কথা।—রাজকীয় কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে যদ্রূপ আচরণ করেন তাঁহার সেই আচরণসম্পর্কে কোন ব্যক্তি সরলভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিলে, কিম্বা কেবল ঐ আচরণদ্বারা তাঁহার চরিত্র যে পর্য্যন্ত জানা যায় সেই পর্য্যন্ত তাহার চরিত্র বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা অপবাদ নয়।

সাধারণ লোকদের ক্ষতি বা লাভ যাহাতে হয় তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির ব্যবহারের কথা।

তৃতীয় বর্জিত কথা।—সাধারণ লোকদের ক্ষতি কি লাভজনক কোন ব্যাপারসম্পর্কে কোন ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ও কেবল সেই আচরণদ্বারা তাহার চরিত্র যেপর্য্যন্ত জানা যায় সেইপর্য্যন্ত তাহার চরিত্র বিষয়ে সরলভাবে যে অভিমত প্রকাশ করা যায়, তাহা অপবাদ নয়।

উদাহরণ।

বহু সাধারণ লোকদের ক্ষতি কি লাভজনক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত

করণে, কিম্বা সাধারণ লোকদের ক্ষতি কি লাভজনক কোন কার্য্যের নিমিত্তে লোকদের সমাবেশ হইবার আদেশপত্রে স্বাক্ষর করণে, কিম্বা সেই অধিবেশনকালে সভাপতির কর্ম্ম করণে,কিম্বা সভায় উপস্থিত হওনে, কিম্বা সাধারণ লোকদের দ্বারা যে সমাজের প্রতিপোষণ হওয়ার প্রার্থনা হয় সেই সমাজ স্থাপন করণে কিম্বা ঐ সমাজ ভুক্ত হওনে, কিম্বা যে পদের কার্য্য উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ হওনদ্বারা সাধারণ লোকদের স্বার্থ রক্ষা হয় সেই পদে ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করণার্থে আপনার মত জ্ঞাত করণে, কিম্বা অন্য ব্যক্তিদিগকে সম্মত করিতে প্রবৃত্তি দেওনে, যেরূপ আচরণ করিলেন, আনন্দ সরলভাবে যদ্দূর সেই আচরণ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা অপবাদ নয়।

আদালতের বিচারকার্য্যের রিপোর্ট প্রকাশ করিবার কথা।

চতুর্থ বর্জ্জিত কথা।—আদালতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় কিম্বা তদ্রূপ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের যে ফল হয়, তদ্বিষয়ে যে রিপোর্ট বস্তুতঃ সত্য হয়, তাহা প্রকাশ করা অপবাদ নয়।

ব্যাখ্যা।—আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইবার পূর্ব্বে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস কি অন্য কার্য্যকারক খোলা কাছারিতে অনুসন্ধান লইলে, তিনি উক্ত ধারার অর্থের অনুসারে আদালতরূপে গণ্য হন।

আদালতে নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার দোষগুণের কিম্বা সাক্ষিদের ও অন্য ব্যক্তিদের ব্যবহারের কথা।

পঞ্চম বর্জ্জিত কথা।—দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার দোষগুণের বিষয়ে, কিম্বা বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষী কি মোক্তার হইয়া কোন ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে, কিম্বা কেবল ঐ আচরণদ্বারা তাহার চরিত্র যেপর্য্যন্ত জান

যায় সেইপর্য্যন্ত তাহার চরিত্র বিষয়ে, সরলভাবে যে অভিমত প্রকাশ করা যায় তাহা অপবাদ নয়।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ কহে, "ঐ মোকদ্দমার বিচার হওন সময়ে যদু যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহার মধ্যে পরস্পর এমত বিপরীত কথা কহিয়াছিল যে তাহাকে মূর্খ না হয় কুটিল বলিতে হইবে।" আনন্দ যদি সরলভাবে এই কথা বলিয়া থাকে, তবে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে, কেন না সাক্ষিস্বরূপে যদুর যে আচরণ ছিল কেবল সেই আচরণদ্বারা তাহার যে চরিত্র জানা গেল, আনন্দ তাহা ধরিয়া যদুর চরিত্র বিষয়ে আপনার অভিমত প্রকাশ করিল।

(খ) কিন্তু—"যদু কখনও সত্য কথা কহে না তাহা জানি, অতএব ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যাহা কহিল তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় না," আনন্দ যদি এই কথা কহে তবে বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, যে হেতুক যদুর চরিত্র বিষয়ে যাহা কহে তাহা সাক্ষিস্বরূপে যদুর আচরণমূলক নয়।

সাধারণমতে প্রকাশিত কর্ম্মের দোষ গুণের কথা।

ষষ্ঠ বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিয়া সাধারণের বিচারার্থে তাহা সমর্পণ করে, তবে ঐ কর্ম্মের দোষগুণের বিষয়ে, কিম্বা সেই কর্ম্মেতেই কর্ত্তার চরিত্র যত দূর প্রকাশ হয় কেবল তত দূর ঐ চরিত্রবিষয়ে সরলভাবে যে অভিমত প্রকাশ করা যায় তাহা অপবাদ নয়।

ব্যাখ্যা।—কোন কর্ম্ম সাধারণের বিচারার্থে স্পষ্টরূপে অর্পণ হইতে পারে, কিম্বা তাহা সাধারণের বিচারার্থে সমর্পণ করা গিয়াছে ইহা কর্ত্তার কোন কার্য্যদ্বারা ভাবেতে জানা যাইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তি পুস্তক প্রকাশ করিলে তিনি সাধারণের বিচারার্থে ঐ পুস্তক সমর্পণ করেন।

(খ) কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বক্তৃতা করিলে তিনি সাধারণের বিচারার্থে ঐ বক্তৃতা সমর্পণ করেন।

(গ) কোন নাটক কি গায়ক সাধারণের সাক্ষাতে নাট্য ক্রিয়া কি গান করিলে, সে সাধারণের বিচারার্থে আপনার নাট্যক্রিয়া কি গান সমর্পণ করে।

(ঘ) যদু কোন পুস্তক প্রকাশ করে।—আনন্দ বলে "যদুর সেই পুস্তকে অজ্ঞানতা প্রকাশ হয়, যদু অবশ্য নির্ব্বোধ হইবে। যদুর পুস্তকে অতি নির্লজ্জভাব প্রকাশ হয়, যদু অতি কুমতির লোক হইবে।" আনন্দ সরলভাবে এই কথা বলিলে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে, যেহেতুক যদুর পুস্তকে তাহার যত দূর দোষ প্রকাশ হয় কেবল তত দূর তাহার দোষের বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিল, অন্য ভাবে নহে।

(চ) কিন্তু "যদুর পুস্তকে অজ্ঞানের ও নির্লজ্জভাবের কথা প্রকাশ হইল ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় না, যেহেতুক সে নির্ব্বোধ ও লম্পট," আনন্দ এই কথা কহিলে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য নয়, যেহেতুক যদুর চরিত্রবিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা তাহার পুস্তকের কথামূলক নয়।

অন্যের উপর আইনমতে যাঁহার কর্তৃত্ব থাকে তাঁহার দ্বারা সরলভাবে অনুযোগের কথা।

সপ্তম বর্জ্জিত কথা।—আইনের বিধানমতে, কিম্বা অন্যের সঙ্গে আইনমত চুক্তি করিয়া সেই চুক্তির বলে, ঐ অন্যের উপর কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব থাকিলে, যে যে বিষয়ে তাহার সেই বৈধমত কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই সেই বিষয় ধরিয়া

তিনি সরলভাবে ঐ অন্যের চরিত্রের অনুযোগ করিলে, তাহা অপবাদ নয়।

উদাহরণ।

বিচারকর্ত্তা সাক্ষির কিম্বা আদালতের কোন আমলার কর্ম্মের নিমিত্তে সরলভাবে তাহাদিগকে অনুযোগ করেন। দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারক আপনার অধীন লোকদিগকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। পিতা কি মাতা অন্য বালকদের সাক্ষাতে আপন বালককে সরলভাবে অনুযোগ করেন। শিক্ষক পিতা মাতাহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অন্য ছাত্রদের সাক্ষাতে কোন এক ছাত্রকে সরলভাবে অনুযোগ বরেন। চাকরের কর্ম্মের ত্রুটিপ্রযুক্ত প্রভু সরলভাবে তাহাকে অনুযোগ করেন। ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চীস্বরূপে খাজাঞ্চী যে কর্ম্ম করে তাহার ঐ কর্ম্মসম্বন্ধে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ তাহাকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। ইঁহারা সকলে বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসেন।

উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটে সরলভাবে অভিযোগের কথা।

অষ্টম বর্জ্জিত কথা।—কোন বিষয়ে যাহার উপর কোন ব্যক্তির বৈধমতে কর্ত্তৃত্ব থাকে তাহার নামে সেই বিষয় লইয়া সেই ব্যক্তির নিকটে সরলভাবে যে অভিযোগ করা যায়, তাহা অপবাদ নয়।

উদাহরণ।

আনন্দ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে যদুর নামে সরলভাবে অভিযোগ করে। আনন্দ সরলভাবে যদু নামক এক জন চাকরের কোন কার্য্যের বিষয়ে তাহার প্রভুর নিকটে নালিশ করে। আনন্দ সরলভাবে যদুনামক এক বালকের কোন কার্য্যের বিষয়ে তাহার পিতার নিকটে নালিশ করে। এই এই স্থলে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য।

কোন ব্যক্তি নিজ স্বার্থরক্ষার জন্যে সরলভাবে যে দোষ আরোপ করে তাহার কথা।

নবম বর্জ্জিত কথা।—কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য ব্যক্তির কি সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সরলভাবে অন্য লোকের চরিত্রের প্রতি দোষ আরোপ করিলে তাহা অপবাদ নয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে একজন দোকানদার, বলরাম তাহার প্রধান কর্ম্মকারক। আনন্দ বলরামকে কহে, "যদু তোমাকে নগদ টাকা না দিলে তাহাকে কিছু বিক্রয় করিও না, যেহেতুক সে ভাল মানুষ বোধ হয় না।" আনন্দ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যে যদুর উপর দোষারোপ করিলে, এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে।

(খ) মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার উপরিস্থিত কার্য্যকারকের নিকট যে রিপোর্ট করেন তন্মধ্যে যদুর চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করেন। তিনি সরলভাবে ও সাধারণের হিতার্থে ঐ দোষারোপ করিলে, এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসেন।

ব্যক্তিবিশেষের কিম্বা সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্তে সতর্ক করিবার কথা।

দশম বর্জ্জিত কথা।—কোন ব্যক্তি অন্যের মঙ্গলের নিমিত্তে, কিম্বা যে ব্যক্তির সঙ্গে ঐ অন্যের সম্পর্ক থাকে তাহার, কিম্বা সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্তে, কোন ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ে সরলভাবে ঐ অন্যকে সতর্ক করিলে, তাহা অপবাদ নয় ইতি।

অপবাদের দণ্ডের কথা।

৫০০ ধারা। কেহ অন্যের অপবাদ করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করিবাব কথা।

৫০১ ধারা। কোন বিষয় কোন লোকের অপবাদজনক জানিয়া কিম্বা এমত বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কাবণ পাই-য়াও কোন ব্যক্তি সেই বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমত মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু বিক্রয় করিবার কথা।

৫০২ ধারা। মুদ্রিত কি ক্ষোদিত কোন বস্তুতে অপ-বাদজনক কোন বিষয় আছে, কোন ব্যক্তি ইহা জানিয়া সেই বস্তু বিক্রয় করিলে, কি বিক্রয় করিতে চাহিলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার কথা।

৫০৩ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্যের ত্রাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সে আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ নহে ঐ ত্রাসজনক কার্য্য না করার উদ্দেশে তাহাকে এমত কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা আইনমতে তাহার যে কর্ম্ম

করিবার অধিকার আছে সেই কর্ম্মে তাহার ত্রুটি হইবার অভিপ্রায়ে, ঐ ব্যক্তির কি তাহার সুখ্যাতির কি সম্পত্তির হানি, কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির সুখদুঃখে তাহার সম্পর্ক থাকে তাহার কি তাহার সুখ্যাতির হানি করিবার ভয় দেখাইলে, সে অপরাধ ভাবে ভয় জন্মাইবার অপরাধী।

অর্থের কথা।—যাহাকে ভয় দর্শান যায়, মৃত যে ব্যক্তির সুখ্যাতিতে তাহার সম্পর্ক থাকে তাহারও সুখ্যাতির হানি করিবার ভয় দর্শান এই ধারার মধ্যে গণ্য হয়।

উদাহরণ।

বলরাম আনন্দের নামে দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইতে নিরস্ত হয়, এই কারণে আনন্দ তাহাকে বলে তুমি মোকদ্দমা চালাইলে তোমার গৃহ দাহ করিব। আনন্দ অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার অপরাধী।

শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করিবার কথা।

৫০৪ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ কি অন্য কোন প্রকারের অপরাধ হয়, এই অভিপ্রায়ে কি ইহার সম্ভাবনা জানিয়া, অন্য ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে অপমান করিলে, ও তদ্দ্বারা তাহার রাগ জন্মাইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

সৈন্যের অবাধ্যতা কি রাজ্যের বিপক্ষে অপরাধপ্রভৃতি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করিবার কথা।

৫০৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন কথা কি লোকপ্রবাদ কি জনরব মিথ্যা জানিয়া, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের

কি যুদ্ধজাহাজের কোন হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্যতা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সাধারণ লোকদেব ভয় কি ত্রাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, ও তদ্দ্বারা কোন লোককে রাজবিদ্রোহকর কি সর্ব্বসাধারণের শান্তিভঞ্জক কোন অপরাধ করাইবার অভিপ্রায়ে, সেই জনরব প্রভৃতি রাষ্ট্র কি প্রকাশ করিলে. তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অপরাধভাবে ভয় দর্শাইবার দণ্ডের কথা।

প্রাণ নাশ কি গুরুতর আঘাত প্রভৃতি করিবার ভয় দর্শাইলে।

৫০৬ ধারা কোন ব্যক্তি অপরাধভাবে ভয় দর্শাইবার অপরাধী হইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড. কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আর প্রাণনাশ কি গুরুতর আঘাত করাইবার, কিম্বা অগ্নির দ্বারা কোন সম্পত্তি নষ্ট করিবার, কিম্বা যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি সাত বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হয় এমত অপরাধ করাইবার, কিম্বা কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দোষারোপ করিবার ভয় দর্শাইলে, তাহার সাত বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অনামক পত্রাদির দ্বারা অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার কথা।

৫০৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অনামক পত্রাদির দ্বারা অপরাধভাবে ভয় দর্শাইবার অপরাধ করিলে, কিম্বা

যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় সতর্ক হইয়া তাহার নাম কি বাসস্থান গোপন রাখিয়া ঐ অপরাধ করিলে, ইহার পূর্ব্ব ধারামতে ঐ অপরাধের যে দণ্ডের বিধান হইয়াছে তদতিরিক্ত তাহার দুই বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার যে কার্য্য করা যায় তাহাব কথা।

৫০৮ ধারা। এক জন অন্য ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম করাইতে কিম্বা কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করাইতে মনস্থ করিয়া, অমুক কর্ম্ম না করিলে সে কি তাহার সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের কোপে পড়িবে, কিম্বা যাহাতে ঈশ্বরের কোপে পড়ে আপনি এমত কোন কর্ম্ম করিবে, তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, কি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, ঐ অন্য ব্যক্তি আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ নহে তাহার দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম কারাইলে কি করাইবার উদ্যোগ করিলে, কিম্বা সে আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে পারে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমত কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করাইলে কি করাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহার এক বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদু ঈশ্বরের কোপে পড়িবে, আনন্দ তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে তাহার দ্বারে ধরণা দিলে এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) আনন্দ যদুকে ভয় দেখাইয়া বলে যে তুমি অমুক কর্ম্ম না করিলে আমি আপনার এক সন্তানকে এমতে হত্যা করিব যে সকলেই তোমাকে ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র বলিয়া জানিবে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিবার কি অঙ্গভঙ্গি করিবার কথা।

৫০৯ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের লজ্জা-শীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ স্ত্রীলোকের শ্রুতি-গোচর হইবার জন্যে কোন কথা কহিলে, কি কোন শব্দ করিলে, কিম্বা ঐ স্ত্রীলোক দেখিতে পায় এই জন্যে কোন অঙ্গভঙ্গি করিলে, কি কোন বস্তু দর্শাইলে, কিম্বা স্ত্রীলোকেব থাকিবার গোপনীয় স্থানে প্রবেশ করিলে, তাহার এক বৎ-সরের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

মত্ত ব্যক্তি প্রকাশস্থানে অনুচিত আচরণ করিলে তাহার কথা।

৫১০ ধারা। কোন ব্যক্তি মদিরাদিতে মত্ত হইয়া সাধারণ লোকদের গমনাগমনের কোন স্থানে গিয়া, কিম্বা যে স্থানে যাওয়াতে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয় এমত কোন স্থানে গিয়া, যাহাতে কোন ব্যক্তির ক্লেশ হয় এমত আচরণ করিলে, তাহার চব্বিশ ঘণ্টার অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড কিম্বা দশ টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

যে অপরাধের নিমিত্তে দ্বীপান্তরপ্রেরণ কি কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার উদ্যোগের দণ্ডের কথা।

৫১১ ধারা। যে অপরাধ করিলে এই আইনমতে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ড হয়, কোন ব্যক্তি এমত কোন অপরাধ করিতে কি করাইতে উদ্যোগ করিলে, ও সেইরূপ উদ্যোগ ঐ অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করিলে, এই আইনে ঐরূপ উদ্যোগের দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই লক্ষিত অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কি যে প্রকারের কারাদণ্ডের বিধি থাকে, তাহার অর্দ্ধেক কালপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির দ্বীপান্তর প্রেরণ কি সেই প্রকারের কারাদণ্ড হইবে কিম্বা ঐ অপরাধের জন্যে যত অর্থদণ্ডের বিধান হইয়াছে তাহার তত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা চুরী করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু বাক্স খুলিয়া দেখে গহনা নাই। আনন্দ চুরী করিবার উপলক্ষে কর্ম্ম করিয়াছে, অতএব এই ধারামতে অপরাধী।

(খ) আনন্দ যদুর জেবে হাত দিয়া চুরী করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু জেবে কিছু না থাকাতে সেই উদ্যোগ নিষ্ফল হইল। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী।

১৮৭০ সালের নবেম্বর মাসের ২৫ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবকর্তৃক অনুমোদিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের প্রণীত

১৮৭০ সালের ২৭ আইন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করিবার আইন

হেতুবাদ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থে এই এই বিধান করা গেল।

[১ অবধি ১২ পর্য্যন্ত ধারা এই আইনের যথোপযুক্ত স্থানে দেওয়া গিয়াছে।]

দণ্ডবিধির আইনের কোন কোন অধ্যায় খাটিবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত আইনের এই এই অধ্যায়, অর্থাৎ সাধারণ বর্জ্জিত কথা বিষয়ক ৪ অধ্যায়, ও অপরাধের সহায়তা বিষয়ক ৫ অধ্যায়, এবং অপরাধ করিবার উদ্যোগ বিষয়ক ২৩ অধ্যায়, পূর্ব্বোক্ত ১২১ক ও ২৯৪ক ও ৩০৪ক ধারামত দণ্ডনীয় অপরাধের প্রতি খাটিবে, এবং উক্ত ৪ ও ৫ অধ্যায় পূর্ব্বোক্ত ১২৪ক ও ২২৫ ধারামত দণ্ডনীয় অপরাধের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

১২১ক ও ১২৪ক ও ২৯৪ক ধারামতে নালিশ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইতে হইবার কথা।

১৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত ১২১ক কিম্বা ১২৪ক কিম্বা ২৯৪ক ধারামত কোন অপরাধের নালিশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা ঐ গবর্ণমেণ্টহইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে

উপস্থিত না করা গেলে, সেই অপরাধের অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

স্থানীয় ও বিশেষ আইন রক্ষা করিবার কথা।

১৫ ধারা। বিশেষ কিম্বা স্থানীয় কোন আইনের যে বিধান আছে এই আইনের কোন কথার দ্বারা তাহার বৈলক্ষণ্য হইবে না ইতি।

১ নং তফসীল ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের তফসীলের একাংশ বলিয়া ধরিবার কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীল ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের তফসীলের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

কোন কোন বিধান রহিত হইবার কথা।

১৭ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহা ঐ তফসীলে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল তত দূর রহিত করা গেল ইতি।

প্রথম তফসীল।

(১৬ ধারা দেখ।)

ধারা	অপরাধ	পোলীস পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	প্রথমেই পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য
১২১ক	রাজদ্রোহসূচক কোন কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	বিনা পরওয়ানায় ধৃত করিবে না	পরওয়ানা	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত।

ধারা	অপরাধ	পোলীস পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	প্রথমেই পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য
১২৪ক	অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

২২৫ক	সদ মিন না দেওয়া প্রযুক্ত বদ্ধ হইয়া পলায়ন করণ কিম্বা পলাইবার উদ্যোগ করণ	ন য় ধৃত ক তে	ওয় ঃব	ঐ	মিন লও। যাই ত পারে	এক বৎসব পর্য্যন্ত কোন এক প্রক রের ক রাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	জলার মাজিষ্ট্রেট াহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর ম জিষ্ট্রেট।
ক	শর্ত্তি লবার ঘর রাখণ	বিনাপরওয়ানায় ধৃত করিবে না	সমন	ঐ		ছয় মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কা াদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কানম ষ্ট্রট
	শর্ত্তি সম্পর্কীয় প্রস্তাব প্রকাশ করণ	ঐ ...	ঐ ...	ঐ		একসহস্র টাকা দণ্ড	ঐ
ক	অমনোযোগে মৃত্যুর কারণ হওন	বিনাপরওয়ানায় ধৃত করিতে পারে	পরওয়ানা	ঐ		দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিঅর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	সশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহব।

দ্বিতীয় তফসীল।

(১৭ ধারা দেখ।)

নম্বর ও সাল	নাম	যত দূর রহিত হইল
চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের আইনের ৭৪ অধ্যায়	ভারতবর্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকার্য্য উৎকৃষ্ট করণার্থ আইন।	১ অবধি ১০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা ও ১৩, ১৪, ১৫, ২১ ধারা ও ২ অবধি ২৬ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা ও ৩৬,৩৭, ৫১, ৫২,৫৬, ও ১১০ এইসকল ধারাভিন্নসম্পূর্ণ আইন
১৮৪৪ সালের ৫ আইন ...	গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল শর্ত্তি নিবারণার্থ আইন।	সম্পূর্ণ।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন ...	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কোন কোন ধরায় "অপরাধ" শব্দের অর্থ বিস্তৃত করণার্থ ও অন্যান্য কার্য্যার্থ আইন।	সম্পূর্ণ।

উইটলী ষ্টোকস,—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয়

১৮৭২ সালের আইন

হেতুবাদ।

সাক্ষ্য বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

প্রথম অধ্যায়।

পারিভাষিক কথা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৈনিক আদালত সুদ্ধ কোন আদালতে বা কোন আদালতের সম্মুখে বিচার ঘটিত যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার পক্ষে বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন আদালতে কি কোন কার্য্যকারকের নিকট যে আফিডেবিট উপস্থিত

করা যায় কিম্বা সালীসের সম্মুখে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

যে অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে ইতি।

যে যে আইন রহিত করা গেল তাহার কথা।

২ ধারা। সেই দিবসাবধি নিম্নলিখিত বিধান রহিত করা যাইবে।

(১) সাক্ষ্যবিষয়ক যে সকল বিধি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশের প্রচলিত রাজ্যব্যবস্থায় কি আইনে না থাকে সেই বিধি।

(২) ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ২৫ ধারাক্রমে যে সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা আইনের তুল্য বলবৎ হইয়াছে, এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের সঙ্গে তাহার যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর সেই সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা।

(৩) এই আইনের তফসীলের লিখিত সকল বিধান ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল তত দূর রহিত হইবে।

কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন অংশে যে রাজব্যবস্থা কি আইন প্রবল থাকিয়া এই আইনে স্পষ্টরূপে রহিত করা না যায়, এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

অর্থ নির্ণায়ক ধারা।

৩ ধারা। নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের নিম্নলিখিত যে অর্থ নির্ণয় করা গেল, পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, এই আইনে সেই সেই কথার ও শব্দের সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

আদালত।

"আদালত" শব্দের মধ্যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট গণ্য, ও সালীসভিন্ন অন্য যে সকল ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারাও গণ্য।

বৃত্তান্ত।

"বৃত্তান্ত" শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য,—

(১) যে বিষয় বা বিষয়ের যে অবস্থা বা সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রাহ্য হয় তাহা।

(২) কোন ব্যক্তি মানসিক যে ভাব অনুবোধ করেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) কোন স্থানে কোন্ কোন্ দ্রব্য বিশেষ বিশেষ স্থলে সাজান আছে, ইহা বৃত্তান্ত।

(খ) কোন ব্যক্তি কোন কথা শুনিল কিম্বা কোন বিষয় দেখিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(গ) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা কহিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(ঘ) কোন ব্যক্তির বিশেষ অভিমত কিম্বা বিশেষ অভিপ্রায় আছে, কিম্বা সে সরলভাবে বা কুটিলভাবে কর্ম্ম করে, কিম্বা কোন শব্দের বিশেষ

অর্থ ধরিয়া ঐ শব্দ প্রয়োগ করে, কিম্বা সুখদুঃখাদি অনুবোধ করিতেছে বা নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে করিল, এই সকলকে বৃত্তান্ত বলা যায়।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সুকীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি আছে ইহা বৃত্তান্ত।

প্রাসঙ্গিক।

এই আইনে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে যে যে বিধান আছে সেই সেই বিধানের উল্লিখিত কোন এক প্রকারে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের সম্পর্ক থাকিলে, সেই সেই বৃত্তান্ত পরস্পর "প্রাসঙ্গিক" বলা যায়।

ইস্নুঘটিত বৃত্তান্ত।

"ইস্নুঘটিত বৃত্তান্ত" শব্দে এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য,

কোন মোকদ্দমায় কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে যে সত্ব কি দায় কি অক্ষমতা নির্যাস কহা কি অস্বীকার করা যায়, তাহার সত্তা কি অসত্তা কি ভাব কি ব্যাপকতা যে একি বৃত্তান্তদ্বারা, কিম্বা অপর বৃত্তান্তের সহোযোগে যে বৃত্তান্ত দ্বারা অবশ্য অনুভব হয়, সেই বৃত্তান্ত।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে কোন আদালত বৃত্তান্তঘটিত ইস্নু লিপিবদ্ধ করিলে, সেই ইস্নুর উত্তরস্বরূপ যে বৃত্তান্ত নির্যাস কহা কি অস্বীকার করা যায় তাহাই ইস্নুঘটিত বৃত্তান্ত।

উদাহরণ।

বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, বিচারকালে এই এই বৃত্তান্ত লইয়া ইস্নু হইতে পারে,—

আনন্দেরদ্বারা বলরামের মৃত্যু হইল কি না।

আনন্দ বলরামকে বধ করিতে কল্পনা করিল কি না।

বলরামের দ্বারা আনন্দের হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইয়াছিল কি না।

যে ক্রিয়াদ্বারা বলরামের মৃত্যু হয় আনন্দ সেই ক্রিয়া করণ সময়ে ক্ষিপ্তমনা প্রযুক্ত তাহার ভাব বুঝিতে পারিল কি না।

দলীল।

কোন ব্যাপার লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন দ্রব্যের ব্যবহার করিবার উদ্দেশে, কিম্বা ব্যবহার হইতে পারে এই নিমিত্ত, সেই দ্রব্যের উপর অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্নদ্বারা কিম্বা ইহার কএক উপায়দ্বারা ঐ ব্যাপার ব্যক্ত কি বর্ণিত থাকিলে "দলীল" শব্দে তাহাই বুঝায়।

উদাহরণ।

লিখিত কথা দলীল হয়।

কথা ছাপা কি লিথগ্রাফ কি ফটগ্রাফ করা গেলে তাহা দলীল।

ম্যাপ কি নকশা দলীল।

তামার পাতে কি পাতরে কোন কথা খোদিত হইলে তাহা দলীল।

ব্যঙ্গজনক চিত্রাদি দলীল।

সাক্ষ্য।

"সাক্ষ্য" শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

(১) বৃত্তান্তঘটিত ব্যাপারের অনুসন্ধান লওনকালে আদালত সাক্ষিদিগকে আপনার সম্মুখে তৎসম্পর্কীয় যে যে কথা কহিতে দেন বা আদেশ করেন তাহা সাক্ষ্য।

তাঁহাদের সেই কথা বাচনিক সাক্ষ্য বলা যায়।

(২) আদালতের দেখিবার জন্যে যে সকল দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য।

সেই সেই দলীল লিখিত সাক্ষ্য বলা যায়।

প্রমাণিত।

আদালত আপনার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের বিবেচনা করিলে পর বৃত্তান্ত সত্য বিশ্বাস করিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় সেই বৃত্তান্ত সত্য অনুভব করিয়া আচরণ করা বুদ্ধিমান কার্য্যচিন্তক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, এই পর্য্যন্ত সম্ভব জ্ঞান করিলে, তাহা "প্রমাণিত" বলা যায়।

খণ্ডিত।

আদালত আপনার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের বিবেচনা করিলে পর বৃত্তান্ত সত্য নয় বিশ্বাস করিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকারপ্রকার বিবেচনায় সেই বৃত্তান্ত সত্য অনুভব করিয়া আচরণ করা কার্য্যচিন্তক ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়, এই পর্য্যন্ত অসম্ভব জ্ঞান করিলে, ঐ বৃত্তান্ত "খণ্ডিত" বলা যায়।

অপ্রমাণিত।

বৃত্তান্ত প্রমাণিত না হইলে খণ্ডিতও না হইলে তাহা "অপ্রমাণিত" বলা যায় ইতি।

অনুমান করিতে পারেন।

৪ ধারা। আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিতে পারেন এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে, যতকাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায় ততকাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া

জ্ঞান করিতে পারিবেন, অথবা তাহার প্রমাণ চাহিয়া লইতে পারিবেন।

অনুমান করিবেন।

আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিবেন এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে, যত কাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায় ততকাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

এই আইনে এক বৃত্তান্ত অন্য বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, উক্ত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে আদালত অন্য বৃত্তান্ত প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন, ও তাহা খণ্ডিবার জন্যে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি দিবেন না ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

ইস্থঘটিত বৃত্তান্তের ও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ইস্থঘটিত প্রত্যেক বৃত্তান্তের, এবং অন্য যে বৃত্তান্ত পশ্চাদ্ভাগে প্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বৃত্তান্তের সত্তার কি অসত্তার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে, অন্য বৃত্তান্তের নয়।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে তাহার কোন বিধানানুসারে, কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ দেওনার্থে কোন ব্যক্তির

স্বত্ব রহিত হইলে, এই ধারাক্রমে তাহার সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার ক্ষমতা হইতে পারিবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিল বলিয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দের বিচারকালে এই এই বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত।

আনন্দ বলরামকে মুদ্গর দিয়া মারিল কি না।

সেই প্রহার দ্বারা আনন্দ বলরামের মৃত্যুর কারণ হইল কি না।

বলরামকে মারিয়া ফেলিতে আনন্দের কল্পনা ছিল কি না।

(খ) বাদী যে খতের উপর নির্ভর করেন সেই খৎ সঙ্গে আনেন না ও মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে সেই খৎ দেখাইবার জন্যে প্রস্তুত রাখেন না। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মভিন্ন তিনি এই ধারাক্রমে ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হওয়ার পশ্চাৎ কোন সময়ে খৎ দেখাইতে বা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

যে বৃত্তান্ত একি ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হয় তাহার প্রাসঙ্গিকতার কথা।

৬ ধারা। বৃত্তান্ত ইস্যুর মধ্যে ধরা না গেলেও, ইস্যুঘটিত অন্য বৃত্তান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে একই ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হইলে, তাহা প্রাসঙ্গিক। সেই দুই বৃত্তান্ত একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা স্থানে ঘটিলেও প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে প্রহার করণদ্বারা বধ করণাপরাধের অভিযোগ হয়। সেই প্রহার করণ সময়ে আনন্দ কি বলরাম কিম্বা যে ব্যক্তিরা নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা যে যে কথা কহিলেন ও যে যে

কর্ম্ম করিলেন তাহা, কিম্বা তাঁহাদের যে কথা কি কর্ম্ম ঐ প্রহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পশ্চাৎ কহা কি করা প্রযুক্ত ঐ ব্যাপারের একাংশ হয়, সেই সেই কথা কি কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হঙ্গামা হওয়াতে সম্পত্তি নষ্ট করা গেল ও সৈন্যের প্রতি আক্রমণ হইল ও জেলখানা ভাঙ্গিয়া খোলা গেল। আনন্দ সেই হঙ্গামার ভাগী ছিল বলিয়া, তাহার নামে মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ-করণাপরাধের অভিযোগ হইল। উক্ত সম্পত্তি নষ্ট করণাদি সকল ব্যাপারে আনন্দ উপস্থিত না থাকিলেও, সেই সেই কার্য্য উক্ত সাধারণ ব্যাপারের একাংশ বলিয়া, তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) লেখালেখির অঙ্গস্বরূপ কোন পত্রে আনন্দের নামে অপবাদ থাকাতে আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করেন। যে বিষয় ধরিয়া অপবাদের উল্লেখ হয়, সেই বিষয় সম্পর্কে উভয় ব্যক্তির লেখালেখির অন্তর্গত অন্য যে পত্রে ঐ অপবাদ না থাকে, সেই পত্রাদিও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) কএক দ্রব্য পাঠাইতে বলরামের প্রতি আদেশ হইলে সেই দ্রব্য আনন্দের নিকট পঁহুছিল কি না এই প্রশ্ন হয়। ঐ দ্রব্য একে একে অনেক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। ঐ হস্তগত হওনরূপ প্রত্যেক ব্যাপারটি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

যে বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হয় তাহার কথা।

৭ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে কি প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের কি ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হইলে কিম্বা বিষয়ের যে অবস্থায় ঐ বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল অন্য বৃত্তান্ত লইয়া বিষয়ের সেই অবস্থা ঘটিলে, কিম্বা সেই অন্য বৃত্তান্ত দ্বারা ঐ বৃত্তান্ত হইবার কিম্বা ঘটিবার সুযোগ হইল, সেই অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের প্রতি দস্যুতা করিল কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

ঐ দস্যুক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরাম টাকা সঙ্গে লইয়া হাটে যাইতেছিলেন, ও অন্য লোকদিগকে টাকা দেখাইলেন এবং আমার কাছে টাকা আছে এই কথা অন্য লোকদিগকে কহিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামকে বধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

হত্যা ব্যবহার যে স্থানে হইয়াছিল সেই স্থানের কি তাহার নিকট স্থানের মাটিতে হাতাহাতি করিবার যে চিহ্ন থাকে, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) আনন্দ বলরামকে বিষ খাওয়াইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

বিষ খাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বলরামের শারীরিক স্বাস্থ্য, কি অস্বাস্থ্য ছিল, এবং বলরামের রীতি ও চরিত্র আনন্দের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে তাহার বিষ খাওয়াইবার সুযোগ হইল, এই এই বিষয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

প্রবৃত্তির ও পূর্ব্ব উদ্যোগের ও পূর্ব্ব বা পশ্চাৎ আচারের কথা।

৮ ধারা। যে ক্রিয়াদ্বারা ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ প্রকাশ হয়, কিম্বা যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি কি উদ্যোগস্বরূপ হয়, তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

কোন মোকদ্দমা কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যসংক্রান্ত কোন পক্ষ কিম্বা কোন পক্ষের সপক্ষীয় কোন কর্ম্মকারক সেই মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের উপলক্ষে, কিম্বা, সেই মোকদ্দমা প্রভৃতির ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপলক্ষে যে আচরণ করে, ও যে ব্যক্তির বিপক্ষ অপরাধ লইয়া

মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য হয় সেই ব্যক্তি যে আচরণ করে, তদ্দ্বারা ইস্থঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের ফলাফল দর্শিলে, কিম্বা সেই বৃত্তান্ত দ্বারা উক্ত আচরণের ফলাফল দর্শিলে, সেই আচরণ বৃত্তান্তের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ হইলে প্রাসঙ্গিক হয়।

১ ব্যাখ্যা।—কোন কথা কহা গেলে, যদি তৎসঙ্গে কথা ভিন্ন অন্য কার্য্য করা না যায় বা তদ্দ্বারা কার্য্যের ভাব বুঝা না যায়, তবে এই ধারাগত 'আচরণ' শব্দে সেই কথা গণ্য নহে। কিন্তু এই আইনের অন্য কোন ধারা-মতে কথা প্রাসঙ্গিক হইলে, এই ব্যাখ্যার কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক হইলে, যদি তাহার নিকট কিম্বা তাহার সাক্ষাৎ কি শ্রুতিগোচরে কথিত উক্তিদ্বারা ঐ আচরণের বৈষম্য হয় তবে সেই উক্তিও প্রাসঙ্গিক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বধাভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল। বলরাম এই কথা জানিত। বল-রাম সেই কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া আনন্দের স্থানে টাকা চাহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ খৎ দেখাইয়া বলরামের স্থানে টাকা পাইবার নালিশ করেন। বলরাম কহেন আমি সেই খৎ লিখিয়া দিই নাই।

এমন স্থলে খৎ যে সময়ে কথিতমতে লেখা গিয়াছিল সেই সময়ে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে বলরামের টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরামকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

বলরামকে যে বিষ খাওয়ান গিয়াছে, ও বলরামের মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আনন্দ সেই প্রকারের বিষ যে ক্রয় করিয়াছিল এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) কোন এক দলীল আনন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কথিত উইলের বিধানে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, আনন্দ ঐ কথিত উইলের তারিখের অনতিপূর্ব্বে সেই সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লই-লেন, এবং উইল লিখিবার বিষয়ে উকীলদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, এবং উইলের কএক পাণ্ডুলিপি লেখাইয়া পরে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, উক্ত বিষয়ে এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(চ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

এই স্থলে, মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দের পক্ষে যেন সম্ভাব জন্মে এই কারণে সে কথিত অপরাধ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে বা পরে সাক্ষের বিধান করিল, কিম্বা সাক্ষ্য নষ্ট করিল কি গুপ্ত রাখিল, কিম্বা যাহারা সাক্ষ্য দিতে পারিত এমত ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার বাধা দিল, কিম্বা তাহাদের উপস্থিত না হওয়ার উপায় করিল, কিম্বা সেই বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাক্ষী যুটাইল, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ছ) আনন্দ বলরামের প্রতি দস্যুতা করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে বলরামের দ্রব্য অপহরণ করা গেলে পর, "বলরামের দ্রব্য কেহ অপহরণ করিয়াছে পোলীস ইহার সন্ধান লইতে আসিবে" চন্দ্র আনন্দের সাক্ষাৎ এই কথা কহিলে, আনন্দ তৎক্ষণাৎ পলাইয়া গেল। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(জ) আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা ধারে কি না এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ চন্দ্রের স্থানে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহিলে আনন্দের সাক্ষাৎ ও শ্রুতিগোচরে দীননাথ চন্দ্রকে কহিল, আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা

ধারে, তুমি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আর টাকা দিও না, আনন্দ এই কথা শুনিয়া উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

অপরাধিকে ধরিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে আনন্দ সতর্ক করণার্থক এই মর্ম্মের পত্র পাইয়া পলায়ন করিল এই কথা, এবং সেই পত্রের মর্ম্ম প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

কথিত অপরাধ করা গেলে পর আনন্দ পলায়ন করিল, কিম্বা ঐ অপরাধক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা তাহার মূল্য তাহার অধিকারে ছিল, কিম্বা সেই অপরাধ করণে যে যে অস্ত্রাদির ব্যবহার হইয়া ছিল বা হইতে পারিত আনন্দ তাহা গোপনে রাখিবার উদ্যোগ করিল, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) আদরীকে বলাৎকার করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কথিত বলাৎকার করা গেলে পর আদরী সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করেন এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

নালিশ না করিয়া, আমাকে বলাৎকার করা গিয়াছে, ঐ স্ত্রীর এই কথামাত্র এই ধারামতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয়। তথাপি

৩২ ধারা। (১) প্রকরণমতে মুমূর্ষু বাক্য বলিয়া কিম্বা,

১৫৭ ধারামতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া, প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(ড) আনন্দের দ্রব্য চুরি করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কথিত চৌর্য্য ব্যাপারের কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করিলেন এই কথা, এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিলেন এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

নালিশ না করিয়া, আমার দ্রব্য চুরি করা গিয়াছে আনন্দের এই কথামাত্র এই ধারামতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয়। তথাপি

৩২ ধারার। (১) প্রকরণমতে মুমূর্ষু বাক্য বলিয়া, কিম্বা ১৫৭ ধারামতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া, প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা কিম্বা উপস্থিত করণার্থে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক তাহার কথা।

৯ ধারা। ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা কিম্বা উপস্থিত করণার্থে, কিম্বা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তদ্বারা যে অনুভূতির সূচনা হয় তাহার প্রতিপোষকতা করণার্থে, কিম্বা তাহা খণ্ডনার্থে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক, কিম্বা কোন দ্রব্যের কি ব্যক্তির অনন্যতা প্রাসঙ্গিক হইলে তাহা যে বৃত্তান্তদ্বারা নির্ণয় করা যায়, কিম্বা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে কি স্থানে ঘটিয়াছিল সেই সময় ও স্থান যে বৃত্তান্তদ্বারা নির্দ্ধার্য্য হয়, কিম্বা উক্ত বৃত্তান্ত যে ব্যক্তিদের দ্বারা নিষ্পাদন করা যায় সেই ব্যক্তিদের পরস্পর সম্বন্ধ যে বৃত্তান্তদ্বারা দৃষ্ট হয় সেই বৃত্তান্ত সেই সেই কারণে যত দূর আবশ্যক তত দূর প্রাসঙ্গিক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) উপস্থিত দলীলখানি আনন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন হইল। কথিত উইলের তারিখে আনন্দের সম্পত্তির ও তাহার পরিবারের যে অবস্থা ছিল, ইহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(খ) আনন্দের লজ্জাকর আচরণ হইয়াছে, বলরামের এই কথায় আনন্দ তাহার নামে অপবাদের নালিশ করেন। বলরাম এই উত্তর করেন যাহা অপবাদ বলা গেল তাহা সত্য।

অপবাদ যে সময়ে প্রকাশ করা গিয়াছিল সেই সময়ে উভয় পক্ষের যে অবস্থা ও পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত উপস্থিত করিবার উপলক্ষে তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

কথিত অপরাধের সঙ্গে যে বিষয়ের সম্পর্ক নাই এমত বিষয়ে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হইলে, ঐ বিবাদের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু যদি সেই বিবাদের দ্বারা আনন্দের ও বলরামের পরস্পর সম্বন্ধের ব্যত্যয় হইয়া থাকে তবে সেই বিবাদ যে হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(গ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল, ইসুঘটিত বৃত্তান্ত হওয়ার পর ও তজ্জন্য ফল দর্শক আচরণ বলিয়া ৮ ধারামতে তাহার সেই কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক হয়।

যে সময়ে ঘর ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেল সেই সময়ে তাহার সেই অন্য স্থানে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পড়িল, এই কথাটি ঘরহইতে তাহার হঠাৎ যাইবার হেতু বলিয়া প্রাসঙ্গিক হয়।

যে কর্ম্মের নিমিত্তে গিয়াছিল, সেই অত্যাবশ্যক কর্ম্ম হঠাৎ উপস্থিত হইল কেবল ইহা দেখাইবার জন্যে, ঐ কর্ম্মের বিস্তারিত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, নতুবা অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) চন্দ্র আনন্দের নিকট চাকরী করিতে চুক্তি করিলে বলরাম তাহাকে সেই চুক্তি ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি দিলেন বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে অভিযোগ করেন। আনন্দের নিকট চাকরী ত্যাগ করিবার সময়ে চন্দ্র তাহাকে কহিল যে বলরাম আমাকে অধিক বেতন দিতে চাহিয়াছে এই কারণে আমি চাকরী ছাড়িয়া গেলাম। চন্দ্রের ঐ কার্য্য ইসুঘটিত বৃত্তান্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক, এবং ঐ কথা দ্বারা তাহার সেই আচরণের কারণ জানা গেল এই নিমিত্ত সেই কথাই প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) আনন্দের নামে চুক্তি করণাপরাধের অভিযোগ হইলে কোন ব্যক্তি তাহাকে ঐ চোরা দ্রব্য বলরামের হাতে দিতে ও পরে বলরামকে আনন্দের স্ত্রীর হাতে দিতে দেখিয়াছে, ও দিবার সময়ে বলরাম কহিল, 'আনন্দ তোমাকে এই দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে কহিয়াছে।' যে বৃত্তান্ত

উক্ত ব্যাপারের একাংশ হয়, ঐ কথার দ্বারা সেই বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা হইল বলিয়া, বলরামের সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

(চ) দাঙ্গা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়, ও সে জনতার সরদারমতে ফিরিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইল। ঐ জনতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া যে যে কথা কহিয়াছিল তদ্দ্বারা ঐ ব্যাপারের ভাব বুঝা যায় বলিয়া তাহা প্রাসঙ্গিক।

সাধারণ অভিসন্ধি লক্ষ করিয়া সহায় ব্যক্তির কথার বা কর্ম্মের কথা।

১০ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তি অপরাধ কিম্বা অভিযোগের যোগ্য অন্যায় ক্রিয়া করণার্থে ষড়যন্ত্র করিল এমন জ্ঞান করিবার সঙ্গত কারণ থাকিলে, তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির প্রথম সেই অভিসন্ধি হইলে পর তাহাদের কোন ব্যক্তি ঐ সাধারণ অভিসন্ধির উদ্দেশে যে কথা কহে বা লেখে ও যে কর্ম্ম করে, ঐ ষড়যন্ত্র যে হইয়াছে ইহার প্রমাণ করিবার নিমিত্তে এবং উক্ত কোন ব্যক্তি তাহার সহায় ছিল ইহা দেখাইবার নিমিত্তে ষড়যন্ত্রকারি বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিপক্ষে সেই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয় ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমত জ্ঞান করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

সেই ষড়যন্ত্রের উপলক্ষে বলরাম ইউরোপে অস্ত্রসস্ত্র ক্রয় করিল, চন্দ্র সেই অভিপ্রায়ে কলিকাতায় টাকা আদায় করিল, দীননাথ বোম্বাইবাসি কএক ব্যক্তিকে সেই ষড়যন্ত্রে মিলিবার প্রবৃত্তি দিল, আগ্রায় ঈশান সেই অভিসন্ধির পোষকতায় লিপি প্রকাশ করিল, কলিকাতায় চন্দ্র যে টাকা আদায় করে ফকীরচাঁদ দিল্লিতে থাকিয়া কাবলে গগনের নিকট সেই

টাকা পাঠাইল, হরমোহন কোন পত্রে সেই ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্ত লিখিল। ঐ ষড়যন্ত্র হওয়ার প্রমাণার্থে, এবং আনন্দ সেই সকল ব্যক্তিকে না জানিলেও এবং যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ক্রিয়া করে তাহারা আনন্দের অপরিচিত হইলেও এবং সেই ষড়যন্ত্রে আনন্দের মিলিবার পূর্ব্বে কিম্বা ছাড়িয়া যাইবার পরেও ঐ ঐ কার্য্য করা গেলেও আনন্দ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত ছিল ইহার প্রমাণার্থে উক্ত সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

যে বৃত্তান্ত স্থলান্তরে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১১ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্থলান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও এই এই স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়,

(১) ইস্যু ঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সঙ্গে অসঙ্গত হইলে

(২) সেই বৃত্তান্ত দ্বারা, কিম্বা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে সেই বৃত্তান্ত দ্বারা, ইস্যু ঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সত্তা কি অসত্তা অত্যন্ত সম্ভব বা অসম্ভব হইলে ইতি।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় অপরাধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। সেই দিনে আনন্দ লাহোরে ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অপরাধ যে স্থানে করা গেল, আনন্দ ঐ অপরাধ হওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে সেই স্থান হইতে দূরে থাকা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা সেই অপরাধ হওয়া অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত অসম্ভব হইলে, ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হয়।

ভাবগতিক বিবেচনায়, হয় আনন্দ না হয় বলরাম কিম্বা চন্দ্র

অথবা দীননাথ ঐ অপরাধ করিয়াছে। এমন স্থলে অন্য কাহার দ্বারা সেই অপরাধ হইতে পারিল না এবং বলরাম কি চন্দ্র কি দীননাথ সেই অপরাধ করে নাই, ইহা যে বৃত্তান্ত দ্বারা দেখা যাইতে পারে, তাহা প্রাসঙ্গিক।

হানিপূরণের মোকদ্দমায় যে বৃত্তান্ত দ্বারা আদালত হানি নির্ণয় করিতে পারেন তাহা প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

১২ ধারা। মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে, হানি স্বরূপ কত টাকার আজ্ঞা করা উচিত, আদালত যে বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা নির্ণয় করিতে পারেন তাহা প্রাসঙ্গিক ইতি।

স্বত্বের কি রীতির কথা উত্থাপন হইলে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১৩ ধারা। কোন স্বত্ব কিম্বা রীতি প্রবল আছে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপন হইলে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক,—

(ক) যে ব্যাপারের দ্বারা কথিত স্বত্বের বা রীতির সৃষ্টি কি দাওয়া হয়, বা ঐ স্বত্ব বা রীতি মতান্তর কি স্বীকার করা বা নির্যাস কহা বা অস্বীকার করা যায়, কিম্বা যে ব্যাপার ঐ স্বত্ব বা রীতি প্রচলনের সঙ্গে অসঙ্গত হয়, তাহা,

(খ) বিশেষ যে যে স্থলে ঐ স্বত্বের কি রীতির দাওয়া হইয়াছে বা তাহা স্বীকার করা গিয়াছে বা তদনুসারে কার্য্য হইয়াছে কিম্বা তদনুসারে কার্য্য হওন বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে বা তাহা দৃঢ়ীভূত বা ত্যজ্য হইয়াছে সেই সেই স্থল ইতি।

উদাহরণ।

অমুক স্থানে আনন্দের জলকরের স্বত্ব আছে কি না, এই প্রশ্ন হইলে, আনন্দের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে ঐ জলকরের যে দানপত্র দেওয়া যায় তাহা, ও আনন্দের পিতাকর্ত্তৃক ঐ জলকরের বন্ধকী পত্র, ও তৎপশ্চাৎ আনন্দের পিতা কর্ত্তৃক ঐ জলকরের বন্ধকীপত্রের অসঙ্গত এক দানপত্র, বিশেষ যে যে স্থলে আনন্দের পিতা সেই স্বত্বানুসারে কার্য্যকরেন ও যে যে স্থলে আনন্দের প্রতিবাসিদের দ্বারা ঐ স্বত্বের প্রতিবন্ধকতা হয়, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

যে বৃত্তান্ত দ্বারা মানসিক কি শারীরিক অবস্থা কিম্বা শরীরের ভাব জানা যায় সেই বৃত্তান্তের কথা।

১৪ ধারা। মনের কি শরীরের কোন অবস্থা কিম্বা শারীরিক ভাব ইস্থঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক মধ্যে থাকিলে, যে বৃত্তান্ত দ্বারা মনের সেই অবস্থা, অর্থাৎ কল্পনা কি জ্ঞান কি সরলভাব কি তাচ্ছল্য কি দুঃসাহস কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ প্রকাশ হয়, অথবা যে বৃত্তান্ত দ্বারা শরীরের সেই অবস্থা কিম্বা শারীরিক ভাব প্রকাশ পায়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা। মনের প্রাসঙ্গিক ভাব দর্শাইবার জন্যে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়, ঐ ভাব সাধারণ হইলে নয়, বিবাদীয় বিশেষ বিষয়ে প্রকাশ হইল, ঐ বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা দেখাইতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল বিশেষ একটি চোরা দ্রব্য তাহার অধিকারে ছিল ইহার প্রমাণ হইল।

সেই সময়ে তাহার কাছে আরও অনেক চোরা দ্রব্য ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, কেননা তাহার অধিকারগত সকল ও প্রত্যেক দ্রব্য সে চোরা বলিয়া জানিত, উক্ত বৃত্তান্তে ইহার সূচনা করা যায়।

(খ) আনন্দ একটি কৃত্রিম মুদ্রা অন্য ব্যক্তিকে দেওন সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাক্রমে দিল, তাহার নামে এই অভিযোগ হয়।

সেই মুদ্রা দেওনের সময়ে তাহার নিকট আর অনেক গুলিন কৃত্রিম মুদ্রা ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম যে কুকুরকে দুরন্ত জানিত সেই কুকুরে হানি করিয়াছে বলিয়া, আনন্দ বলরামের নামে হানিপূরণের নালিশ করে।

ঐ কুকুর পূর্ব্বে যদুকে ও রাধাকে ও বেঁচুকে কামড়াইয়াছিল ও তাহারা বলরামের নিকট সেই কথা জানাইলেন, ঐ ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আনন্দ একখান হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলেন কিন্তু টাকা গ্রহীতার কৃত্রিম নাম তাহাতে দেওয়া গেল, আনন্দ ইহা জানিত কি না, এই প্রশ্ন হইল।

টাকা গ্রহীতা প্রকৃত ব্যক্তি হইলে আনন্দের নিকট তাহার যে হুণ্ডী পঁহুছিবার সময় থাকিত না, আনন্দ এমত অন্য কএক হুণ্ডী পূর্ব্বেও সাকরাইয়া দিয়াছেন. এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, যেহেতু আনন্দ ঐ টাকা গ্রহীতার নাম কৃত্রিম বলিয়া জানিতেন এই অনুভব হয়।

(চ) আনন্দ বলরামের মান হানি করিবার কল্পনায় তাহার বিষয়ে কুকথা প্রকাশ করিলেন বলিয়া আনন্দের নামে অপবাদ করণাপরাধের অভিযোগ হয়।

আনন্দ তৎপূর্ব্বে বলরামের বিষয়ে নানা কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তাহাতে বলরামের প্রতি তাহার দ্বেষ প্রকাশ হয়, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক যেহেতুক উক্ত বিশেষ অপবাদ প্রকাশ করিয়া বলরামের মানহানি করিতে আনন্দের কল্পনার প্রমাণ হয়।

পূর্ব্বে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ ছিল না, কিন্তু যে বিষয়ের নালিশ হয় আনন্দ কেবল অন্যের নিকট শুনিয়া তাহা লিখিলেন

এই বৃত্তান্তও প্রাসঙ্গিক, যেহেতুক তদ্দ্বারা আনন্দ বলরামের মানহানি করিতে কল্পনা করেন নাই ইহা দৃষ্ট হয়।

(ছ) চন্দ্র ঋণশোধ করিতে সক্ষম, আনন্দ প্রতারণাক্রমে বলরামকে এই কথা কহিলে, চন্দ্রের প্রতি বলরামের বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল, কিন্তু চন্দ্র ঋণশোধ করিতে অক্ষম হওয়াতে বলরামের হানি হইল। ইহা বলিয়া আনন্দের নামে নালিশ হয়।

আনন্দ যে সময়ে চন্দ্রকে ঋণশোধ করিবার সক্ষম বলিয়া জানাইলেন সেই সময়ে চন্দ্রের প্রতিবাসিগণ ও অন্য যে লোকেরা তাঁহার সঙ্গে কারবার করিতেন তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ঋণশোধ করিতে সমক্ষ জানিতেন, এই বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দ সরলভাবে উক্ত কথা কহিলেন প্রকাশ হওয়াতে তাহা প্রাসঙ্গিক।

(জ) চন্দ্র আনন্দের ঘরে কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে বলরামকে সেই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিলেন। বলরাম সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্তে আনন্দের নামে নালিশ করেন।

আনন্দ উত্তর করিলেন যে চন্দ্রের সঙ্গে বলরামের চুক্তি ছিল।

আনন্দ চন্দ্রকে সেই কার্য্যের মূল্য দিলেন এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কারণ তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে আনন্দ সরলভাবে চন্দ্রের প্রতি সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ভার দিলেন ও চন্দ্র আনন্দের পক্ষে কর্ম্ম কারকস্বরূপ না হইয়া আপনার পক্ষে বলরামের সঙ্গে চুক্তি করিতে পারিলেন।

(ঝ) আনন্দ কোন দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া কুটিলভাবে তাহার অবৈধ ব্যবহার করিল, এই অপরাধে তাহার নামে অভিযোগ হয়, তাহাতে আনন্দ যে সময়ে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিল সেই সময়ে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না, এই কথা সরলভাবে জানিত কি না, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

আনন্দ যে স্থানে ছিল সেই স্থানে ঐ দ্রব্য হারাইবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত, প্রাসঙ্গিক কারণ তদ্দ্বারা জানা যায়

যে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামীর সন্ধান পাইতে না পারিবার কথায় আনন্দ সরল ভাবে বিশ্বাস করিত না।

চন্দ্র সেই দ্রব্য হারাণ যাইবার কথা শুনিয়া, মিথ্যা দাওয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া, প্রতারণা ভাবে যে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়াছিল, আনন্দ ইহা জানিত কিম্বা তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল, এই বৃত্তান্তও প্রাসঙ্গিক, কারণ ইহাতে জানা যায় যে ঐ জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ হওয়ার কথা জানিলেও আনন্দের সরলভাবের অপ্রমাণ হয়না।

(ট) আনন্দ বলরামকে বধ করিবার কল্পনায় তাঁহাকে গুলি করিল, এই অভিযোগ হইলে, আনন্দের সেই কল্পনা প্রমাণ করিবার জন্যে, সে পুর্ব্বেও বলরামকে গুলি করিয়াছিল এই কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ঠ) আনন্দ বলরামের নিকট ভয় দর্শাইবার কএকখানি পত্র পাঠাইল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। ঐ ঐ পত্রের তাৎপর্য্য দর্শাইবার জন্যে আনন্দ পূর্ব্বে বলরামের নামে ভয় দর্শাইবার অন্য অন্য পত্র পাঠাইল, ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ড) আনন্দ আপন স্ত্রী বামার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিবার অপরাধী কি না, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

কথিত নির্দ্দয়াচরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে তাহাদের পরস্পরের ভাব সূচক যে যে কথা কহা গেল, তাহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঢ) বিষ সেবন দ্বারা আনন্দের মৃত্যু হইল কি না এই প্রশ্ন হয়।

আনন্দ পীড়ার সময়ে আপন পীড়ার যে যে লক্ষণ জানাইলেন তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আনন্দ যে সময়ে আপন জীবনের উপর বিমা গ্রহণ করেন সেই সময়ে তাহার শরীরের কি ভাব ছিল, এই প্রশ্ন হয়।

সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ আপন শরীরের স্বাস্থ্যাদিবিষয়ে যে কথা কহিলেন তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ত) যে গাড়ীর ব্যবহার করা যুক্তিতে উচিত নয় বলরাম আনন্দকে এমত গাড়ী ভাড়া দেওয়াতে আনন্দের হানি হইলে আনন্দ বলরামের নামে তাচ্ছল্যের অভিযোগ করেন।

পূর্ব্বে কোন কোন সময়ে বলরামকে ঐ গাড়ীর দোষের কথা বলা গিয়াছিল, এই এই কথা প্রাসঙ্গিক।

বলরাম যে যে গাড়ী ভাড়া দিয়া থাকে তাহাতে নিয়ত তাচ্ছল্য প্রকাশ করে, এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(থ) আনন্দ পূর্ব্ব কল্পনা করিয়া বলরামকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে বধাপরাধে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ পূর্ব্বেও কএকবার বলরামকে লক্ষ করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল, এই কথা দ্বারা বলরামকে গুলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে, সে কথা প্রাসঙ্গিক।

আনন্দ আর আর লোককে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া বন্দুক ছুড়িত, এই কথা অপ্রাসঙ্গিক।

(দ) কোন অপরাধ হেতুক আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ সেই অপরাধ করিবার কল্পনা প্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

সেই প্রকারের অপরাধ করিবার সাধারণ ভাব প্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

কার্য্য অকস্মাৎ না কল্পনা পূর্ব্বক করা গেল এই বিষয়ে যে বৃত্তান্ত বর্ত্তে তাহার কথা।

১৫ ধারা। যে কোন কার্য্য অকস্মাৎ, না কল্পনা পূর্ব্বক করা গেল, এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ক্রিয়া তদনুরূপ কার্য্যশ্রেণীর একাংশ ছিল ও সেই প্রত্যেক ঘটনায় ক্রিয়াকারি ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ঘরের উপর বিমা লওয়া গিয়াছে। আনন্দ সেই বিমার টাকা পাইবার আশয়ে আপনার গৃহ দাহ করে, ইহা বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইল।

আনন্দ ক্রমশঃ অনেক ঘরে বাস করিয়াছে, প্রত্যেক ঘরের উপর বিমা গ্রহণ হইয়াছিল, প্রত্যেক ঘুরে আগুণ লাগিল, এক এক ঘর দগ্ধ হইলে আনন্দ বিমার ব্যবসায়ি কোন আফিস হইতে টাকা পাইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যায় যে অকস্মাৎ আগুন লাগে নাই। অতএব সেই সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের খাতকদের নিকট টাকা আদায় করিতে নিযুক্ত হন। টাকা পাইলে খাতায় জমা করা আনন্দের কর্ত্তব্য। কোন সময়ে যত টাকা পাইলেন খাতায় তাহার কম টাকা জমা করিলেন।

আনন্দ সেই মিথ্যা কথা অকস্মাৎ, না কল্পনা করিয়া লেখেন এই প্রশ্ন হইল।

সেই খাতায় আনন্দের লিখিত আর আর কথা মিথ্যা, ও প্রত্যেকবার সেই মিথ্যা কথা লেখাতে তাহার লাভ হইত, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) আনন্দ বলরামকে প্রতারণাপূর্ব্বক কৃত্রিম টাকা দিল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়।

ঐ টাকা দেওয়া অকস্মাৎ হইয়াছিল কিনা, এই প্রশ্ন হইল।

বলরামকে ঐ টাকা দিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ চন্দ্রকে ও দীননাথকে ও ঈশানকে কৃত্রিম টাকা দিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যায় যে বলরামকে ঐ মুদ্রা দেওয়া আকস্মিক কার্য্য নয়। সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

কার্য্যের ধারা যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১৬ ধারা। বিশেষ কোন ক্রিয়া করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইলে, ঐ কার্য্য সচরাচর যে প্রণালীমতে করা যাইত এমত কোন কার্য্যপ্রণালী থাকাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন পত্র পাঠান গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কার্য্যের প্রণালীমতে যত পত্র ডাকে যাইবে তাহা কোন বিশেষ স্থানে রাখা গিয়া থাকে, উক্ত পত্রও সেই স্থানে রাখা গিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) বিশেষ একটি পত্র আনন্দের নিকট পঁহুছিল কি না এই প্রশ্ন হইলে, সেই পত্র নিয়মমতে ডাকঘরে দেওয়া গিয়াছিল এবং ডেড লেটর আফিস হইতে তাহা ফিরিয়া পাঠান যায় নাই, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

স্বীকারবাক্যের কথা।

১৭ ধারা। বাচনিক কি লিখিত যে বর্ণনাদ্বারা ইস্যু-ঘটিত কি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে অনুভূতির সূচনা হয়, তাহা নিম্নলিখিত কোন অবস্থায় ও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কহা গেলে কি লেখা গেলে তাহাই স্বীকার বাক্য ইতি।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষের বা তাহার মোক্তারের কথা স্বীকারবাক্য হওয়ার কথা।

১৮ ধারা। আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের এক পক্ষ, কিম্বা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় আদালত তাঁহার যে মোক্তারকে স্বীকার বাক্য কহিতে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ঐ পক্ষ হইতেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোক্তার, যে বর্ণনা করেন তাহা স্বীকার বাক্য ইতি।

বাদী স্থলাভিষিক্তস্বরূপ যে বর্ণনা করেন তাহা স্বীকার বাক্য হওয়ার কথা।

মোকদ্দমার কোন পক্ষ অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপে

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা তাঁহার নামে উপস্থিত করা গেলে সেই স্থলাভিষিক্ত পদে থাকিতে যে বর্ণনা করেন তাহা স্বীকারবাক্য, নতুবা স্বীকার বাক্য নয়।

বিবাদীয় বিষয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে তাঁহার স্বীকার বাক্যের কথা।

(১) যে বিষয় লইয়া কার্য্যানুষ্ঠান হয় সেই বিষয়ে যে ব্যক্তিদের অধিকারিত্ব কি ধনঘটিত কোন স্বার্থ থাকে, তাহারা সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিস্বরূপ, কিম্বা

যে ব্যক্তির স্থানে স্বার্থ পাওয়া গেল তাঁহার বর্ণনার কথা।

(২) মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বার্থ যে ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপন্ন হইল,

সেই ব্যক্তিরা তাঁহাদের সেই স্বার্থ থাকিতে যে বর্ণনা করেন তাহাই স্বীকার বাক্য ইতি।

মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তির পদের প্রমাণ করা আবশ্যক তাঁহার স্বীকার বাক্যের কথা।

১৯ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তিদের পদের কি দায়ের প্রমাণ করা আবশ্যক, এমত ব্যক্তিদের দ্বারা কিম্বা তাঁহারদের নামে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমার যদি সেই পদ কিম্বা সেই দায়সম্পর্ক ঐ বর্ণনা তাঁহাদের বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক হইত, এবং ঐ ব্যক্তির সেই পদে কিম্বা সেই দায়ের অধীন থাকিতে যদি সেই বর্ণনা করা গিয়া থাকে, তবে তাঁহাদের সেই বর্ণনাটি স্বীকার বাক্য ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিমিত্ত খাজানা আদায় করিতে প্রতিজ্ঞা করেন।

চন্দ্রের স্থানে বলরামের যে খাজানা পাওনা আছে আনন্দ তাহা আদায় না করাতে, বলরাম তাঁহার নামে নালিশ করেন।

আনন্দ কহেন যে চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নাই।

চন্দ্র কহেন যে বলরামের নিকট আমার খাজানা দেনা আছে ইহা স্বীকার বাক্য। এবং চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নয় আনন্দ যদি এই কথা কহেন, তবে তাঁহার বিপক্ষে ঐ স্বীকারবাক্য প্রাসঙ্গিক।

মোকদ্দমার এক পক্ষ যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেন
তাঁহার স্বীকার বাক্যের কথা।

২০ ধারা। মোকদ্দমার এক পক্ষ বিবাদীয় কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্যে অন্য যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেন, সেই ব্যক্তির বর্ণনা স্বীকার বাক্য ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে ঘোড়া বিক্রয় করিলে সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ কি না, এই প্রশ্ন হইলে।

আনন্দ বলরামকে কহেন, তুমি গিয়া চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, চন্দ্র সকল বৃত্তান্ত জানেন। এই স্থলে চন্দ্রের বর্ণনা স্বীকার বাক্য।

যাঁহারা স্বীকার বাক্য কহেন তাঁহাদের বিপক্ষে বা দ্বারা
বা সপক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ হওয়ার কথা।

২১ ধারা। স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক, ও সেই বাক্যবাদির কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কথা কহেন তাঁহার কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দ্বারা কি তাঁহার সপক্ষে নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন ঐ কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না ইতি,

(১) যে ব্যক্তি স্বীকার বাক্য কহেন, তাঁহার মৃত্যু

হইলে যদি ঐ বাক্যের ভাব প্রযুক্ত তাহা ৩২ ধারামতে তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হইত, তবে সেই ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাঁহার পক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তির মনের কি শরীরের যে ভাব প্রাসঙ্গিক কি ইস্যু ঘটিত হয়, সেই ভাব থাকিতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে মানসিক কি শারীরিক সেই ভাব বিষয়ে যে স্বীকার বাক্য কহা যায়, ও যে আচরণদ্বারা ঐ কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব হয়, তৎকালে এমত আচরণও হইলে, ঐ বাক্যবাদি ব্যক্তি ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবেন কিম্বা তাঁহার পক্ষে ঐ কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(৩) স্বীকারবাক্য স্বরূপ প্রাসঙ্গিক না হইয়া যদি স্বীকার-বাক্য প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হয়, তবে ঐ বাক্যবাদী তাহার প্রমাণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তৎপক্ষে তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) অমুক দলীলখানি জাল করা কি না, এই বিষয় লইয়া আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হয়। আনন্দ দলীল খানি প্রকৃত বলেন, বলরাম কৃত্রিম বলেন।

বলরাম ঐ দলীল যে প্রকৃত বলিয়াছে আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন, ও আনন্দ ঐ দলীল যে কৃত্রিম বলিয়াছে বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন। কিন্তু আনন্দ যে আপনি ঐ দলীল প্রকৃত বলিয়াছেন, আনন্দ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না, এবং বলরাম যে আপনি ঐ দলীল কৃত্রিম বলিয়াছেন বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাওন প্রযুক্ত ঐ জাহাজের আনন্দ নামক কাপ্তানের বিচার হয়।

ঐ জাহাজের যে পথে যাওয়া উচিত সেই পথভিন্ন অন্য পথে চালান হইয়াছিল ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

আনন্দ প্রতিদিন হিসাব করিয়া জাহাজের পথ নিরূপণ করিলাম বলিয়া রীতিমতে যে বহীতে লিখিতেন সেই বহী দেখাইলেন, তাহাতে দেখা গেল যে জাহাজের যাইবার উপযুক্ত পথহইতে অন্য পথে লইয়া যাওয়া গেল না আনন্দের যদি মৃত্যু হইত, তবে ৩২ ধারার ২ প্রকরণমতে তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য অতএব আনন্দ ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিলেন।

(গ) কলিকাতায় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই তারিখে লাহোরে থাকিয়া এক পত্র লিখিলেন ও লাহোরের ডাকঘরের সেই তারিখের ছাপ ঐ পত্রে আছে। আনন্দ সেই পত্র দেখান।

আনন্দের মৃত্যু হইলে ৩২ ধারার ২ প্রকরণমতে পত্রের সেই তারিখসূচক উক্তি গ্রাহ্য হইত, অতএব তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য।

(ঘ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

তিনি ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যের ন্যূন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন না এই কথার প্রমাণ করিতে চাহেন।

এই কথা স্বীকার বাক্য হইলেও আনন্দ তাহার প্রমাণ করিতে পারেন, কারণ ঈস্যঘটিত বৃত্তান্তের দ্বারা তাঁহার যে আচরণ হইয়াছিল উক্ত কথাদ্বারা সেই আচরণের ব্যাখ্যা হয়।

(ঙ) আনন্দ কৃত্রিম মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাক্রমে নিকট রাখেন তাঁহার নামে এই অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই মুদ্রা কৃত্রিম সন্দেহ করিয়া কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহার পরীক্ষা করিতে কহিলে তিনি পরীক্ষা করিয়া তাহা অকৃত্রিম জানাইয়া ছিলেন আনন্দ এই কথার প্রমাণ করিতে চাহেন।

ইহার পূর্ব্ব উদাহরণের উল্লিখিত কারণে আনন্দ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারিবেন।

দলীলের মর্ম্মবিষয়ে বাচনিক স্বীকার বাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

২২ ধারা। কোন পক্ষ দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করিলে, নিম্ন লিখিত বিধিমতে তাঁহার ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ প্রমাণ দিবার যে স্বত্ব আছে যদিও যত কাল তাহা দেখাইতে না পারেন কিম্বা যে দলীল উপস্থিত করা যায় যদি তাহার প্রকৃত হওন বিষয়ের বিবাদ না হইয়া থাকে, তবে ঐ দলীলের মর্ম্মের বাচনিক স্বীকারবাক্য প্রাসঙ্গিক নয় ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকারবাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

২৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায়, স্বীকার বাক্যের প্রমাণ যে দিতে হইবে না এই স্পষ্ট নিয়ম করিয়া কোন স্বীকার বাক্য কহা গেলে কিম্বা তাহার প্রমাণ দিতে হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ এক বাক্য হইয়াছেন যে ভাব গতিক ক্রমে আদালতের এইরূপ অনুভব হইতে পারে এমত ভাবগতিকে ঐ স্বীকার বাক্য কহা গেলে, তাহা প্রাসঙ্গিক নয় ইতি।

ব্যাখ্যা।—১২৬ ধারামতে বারিষ্টারের কি প্লীডারের কি মোক্তারের কি উকীলের যে যে বিষয়ের সাক্ষ্য বলক্রমে

লওয়া যাইতে পারে এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাঁহাকে সেই প্রমাণ দেওনহইতে মুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওনের কি ভয়দর্শাওনের কিম্বা অঙ্গীকারের বলে অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

২৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলেও, তাহার নামে যে অভিযোগ হয় আদালতের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি তাহাকে তৎসম্পর্কে প্রবৃত্তি দেওয়াতে কিম্বা ভয় দেখাইবাতে কিম্বা কোন অঙ্গীকার করাতে সে ঐ অপরাধ স্বীকার করিল এবং যদি অপরাধ স্বীকার করি তবে উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে কিম্বা আমি কিয়ৎকালীন বিপত্তি হইতে এড়াইতে পারিব প্রবৃত্তি দায়ি ব্যক্তি ক্ষমতাবিশিষ্ট পদে থাকাপ্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে এমত সঙ্গত অনুমান হইতে পারে আদালতের এইরূপ বিবেচনা থাকিলে ঐ ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকট অপরাধ স্বীকার হইলে প্রমাণ করিতে না হইবার কথা।

২৫ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকদের নিকট অপরাধ স্বীকার করা গেলে ঐ স্বীকার বাক্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না ইতি।

পোলীসের রক্ষণে থাকিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার বিপক্ষে প্রমাণ করিতে না হইবার কথা।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি পোলীসের রক্ষণে থাকিতে অপরাধ স্বীকার করিলেও, যদি মাজিষ্ট্রেটের নিজ সাক্ষাৎই স্বীকার না করে, তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সন্ধান জানায় তাহার যে অংশ প্রমাণ করা যাইতে পারে ইহার কথা।

২৭ ধারা পরন্তু কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারকের রক্ষণে থাকে তৎকালে তাহার স্থানে সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত কোন বৃত্তান্ত জানা গেল বলিয়া সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া গেলে, সেই সন্ধান অপরাধ স্বীকার করার তুল্য হইলে বা না হইলেও, প্রকাশিত বৃত্তান্তের সহিত ঐ সন্ধানের যতদূর সেই স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে তত দূর সেই সন্ধানের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

প্রবৃত্তি দেওন কিম্বা ভয় দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার দ্বারা মনের যে সংস্কার হয়, তাহা নিরাকরণ হওনান্তর স্বীকার বাক্যের কথা।

২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রবৃত্তি দেওন কি ভয় দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার করণ দ্বারা মনের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইলে পর ২৪ ধারার উল্লিখিত স্বীকার বাক্য কহা গেল আদালতের এমত বিবেচনা থাকিলে, সেই বাক্য প্রাসঙ্গিক ইতি।

অপরাধ স্বীকার প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে গোপনে রাখিবার প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি হেতুক অপ্রাসঙ্গিক না হওয়ার কথা।

২৯ ধারা। অপরাধস্বীকার যদি কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক হইয়া থাকে, তবে কাহাকেও না কহিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে স্বীকার করা গেল, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার করাইবার কল্পনায় তাহার পক্ষে প্রতারণার কার্য্য করা গেল, কিম্বা সে তৎকালে মাতাল ছিল কিম্বা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহার আবশ্যক ছিল না, ঐ প্রশ্ন যে কোন প্রকারেই করা যাউক, ঐ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ স্বীকার করা গেল কিম্বা সে অপরাধ স্বীকার করিতে আবদ্ধ নয় ও ঐ কথার সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহাকে এইমতে সতর্ক করিয়া দেওয়া গেল না কেবল এই এই কারণে সেই বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় না ইতি।

যে অপরাধ স্বীকারের প্রমাণ হয় তদ্দারা স্বীকারকারির ও সেই অপ-রাধের নিমিত্ত বিচারাধীন অন্য ব্যক্তিদের সাধারণ্যে লাভ কি ক্ষতি হইলে তদ্বিষয়ের বিবেচনার কথা।

৩০ ধারা। একি অপরাধের নিমিত্তে একের অধিক ব্যক্তির একত্র বিচার হওন কালে যদি তাহাদের কোন এক ব্যক্তি আপনার এবং উক্ত অন্য কোন ব্যক্তির উপকার কি অপকারজনক কোন কথা স্বীকার করে তবে তাহার প্রমাণ হইলে আদালত নিজ স্বীকারকারি ব্যক্তির বিপক্ষে ও সেই অন্য ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ স্বীকার বাক্যের ফল বিবে-চনা করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্রকে বধকরণাপরাধে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের একত্র

বিচার হইতেছে। "বলরাম ও আমি চন্দ্রকে বধ করিলাম" আনন্দের এই কথার প্রমাণ করা গেল। বলরামের বিপক্ষে সেই স্বীকার বাক্যের যে ফল হইতে পারে আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(খ) চন্দ্রকে বধ করিল বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। আনন্দ ও বলরাম উভয়েই চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল এবং বলরাম কহিল যে আনন্দ ও আমি চন্দ্রকে বধ করিয়াছিলাম এই এই কথার প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য থাকিলেও,

আনন্দ ও বলরাম উভয়ের একত্র বিচার না হওয়াতে আনন্দের বিপক্ষে সেই কথার যে ফল হয় আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন না।

স্বীকার বাক্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলেও বাধক হইতে পারিবার কথা।

৩১ ধারা। যে বিষয়ের স্বীকার করা যায় ঐ স্বীকার বাক্য সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়। কিন্তু পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে বাধকস্বরূপ তাহার ফল দর্শিতে পারিবে ইতি।

যে ব্যক্তিদিগকে সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করা যাইতে না পারে তাঁহারদের উক্তির কথা।

মৃত কিম্বা অনুদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্তির কথিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিয়া মরিলে, কিম্বা অনুদ্দেশ্য, কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে, অথবা অনেক সময় হরণ ও অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করাইতে পারা না গেলে, এবং আদালত বিষয় বুঝিয়া তত কাল বিলম্ব ও তত টাকা

খরচ করা অযুক্ত জ্ঞান করিলে, ঐ ব্যক্তির সেই উক্তি নিম্ন-লিখিত স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

মৃত্যুর হেতু বিষয়ক উক্তি।

(১) মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিষয়ে প্রশ্ন হইলে, সেই ব্যক্তি আপন মৃত্যুর যে কারণ কহিয়াছিল কিম্বা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয় সেই ব্যাপারের আকার প্রকারের বিষয়ে যে কথা কহিল সেই কথা।

সেই কথা কহিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা থাকিলে, কি না থাকিলেও, এবং আনুষ্ঠানিক যে কার্য্যে তাহার মৃত্যুর কারণ লইয়া তর্ক হয় সেই কার্য্যের যে ভাব হউক, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

কিম্বা ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারামত উক্তি।

(২) ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে ঐ উক্তি করিলে বিশেষতঃ ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে কিম্বা আপন বৃত্তি ঘটিত কর্ম্ম নিষ্পাদনকালে যে খাতাবহী প্রভৃতি রাখিতেন সেই বহীর লিখিত কোন দফা কিম্বা স্মরণার্থ কথা লইয়া, কিম্বা টাকা কি মাল কি নিদর্শনপত্র বা কোন প্রকারের সম্পত্তি পাইবার যে রসীদ লিখিয়া কি স্বাক্ষর করিয়া দেন তাহা লইয়া, কিম্বা বাণিজ্যকার্য্যে যে দলীলের ব্যবহার হয় তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত সেই দলীল লইয়া, কিম্বা সে সচরাচর যে পত্রের কি অন্য দলীলের তারিখ লিখিতেন কিম্বা যে পত্র কি অন্য দলীল লিখিয়া তাহাতে সাক্ষর করিতেন সেই পত্রাদির তারিখ লইয়া ঐ উক্তি হইলে, সেই উক্তিই প্রাসঙ্গিক।

কিম্বা ঐ বাক্য বাদির স্বার্থের বিপক্ষ উক্তি।

(৩) যে ব্যক্তি সেই কথা কহেন সেই উক্তি যদি তাঁহার ধন কিম্বা অধিকারিত্ব ঘটিত স্বার্থের বিপক্ষ হয়, কিম্বা সেই উক্তি সত্য হইলে যদি তাঁহার নামে অপরাধের অভিযোগ কিম্বা হানিপূরণের মোকদ্দমা হইতে পারে কি হইতে পারিত তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

কিম্বা সাধারণের স্বত্ব কি রীতি কি স্বার্থ যুক্ত বিষয়ের অভিমতসূচক উক্তি।

(৪) সাধারণে যে স্বত্ব কি রীতি কিম্বা সাধারণের স্বার্থযুক্ত যে বিষয় থাকিলেই ঐ ব্যক্তির অবশ্য জ্ঞাত থাকা সম্ভাবনা যদি এমত স্বত্বাদি থাকার বিষয়ে তাঁহার অভিমত লইয়া ঐ উক্তি হইয়া থাকে, এবং সেই স্বত্বের কি রীতির কি বিষয়ের কোন বিবাদ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই উক্তি করা গিয়া থাকে তবে ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

কিম্বা কুটুম্বিতার উক্তি।

(৫) কোন ব্যক্তিদের মধ্যে সগোত্রক্রমে কি বিবাহ দ্বারা কি দত্তকদ্বারা সম্বন্ধ থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ উক্তি করেন, যদি সেই সগোত্রক্রমে কি বিবাহ দ্বারা কি দত্তকদ্বারা সম্বন্ধ * থাকার বিষয়ে তাঁহার জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ সুযোগ থাকে ও বিবাদীয় বিষয়ে উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধের বিষয়ে তাঁহার উক্তি হইয়া থাকে, তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা।

কিম্বা উইলে কি পরিবারীয় ব্যাপার সম্পর্কীয় দলীলে
যে উক্তি করা যায় তাহা।

(৬) যে ব্যক্তিরা গত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্য সগোত্র-ক্রমে কি বিবাহদ্বারা কি দত্তকদ্বারা সম্বন্ধ* থাকার বিষয়ে ঐ উক্তি হইলে, এবং কোন উইলে কি উক্ত কোন মৃত ব্যক্তি যে পরিবারের লোক ছিলেন সেই পরিবারের ব্যাপার সম্পর্কীয় দলীলে, কিম্বা পরিবারের বংশাবলীতে, কিম্বা কবরের উপর কোন পাতরে, কিম্বা ছবি প্রভৃতি যে দ্রব্যে তদ্রূপ উক্তি হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ উক্তি করা গেলে, এবং বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ঐ উক্তি করা গেলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

কিম্বা ১৩ ধারার (ক) প্রকরণের উল্লিখিত ব্যাপার
বিষয়ক উক্তির কথা।

(৭) ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে যে ব্যাপারের উল্লেখ হইয়াছে তদ্রূপ কোন ব্যাপার সম্বন্ধীয় কোন দলীলে কি উইলে কিম্বা অন্য লিপিতে ঐ উক্তি থাকিলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ভাব প্রকাশক অনেক ব্যক্তির উক্তি।

(৮) অনেক ব্যক্তি উক্তি করিলে, ও সেই উক্তি দ্বারা বিবাদীয় বিষয়ে তাঁহাদের অনুরোধ কি মনোগত ভাব ব্যক্ত হইলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দকে বধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল কিম্বা, কোন ব্যাপারে আদরমণী অনেক কষ্ট পাইয়া সেই অপকার দ্বারা

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা।

মরিল, তৎকালে তাহাকে বলাৎকারও করা গেল। বলরাম তাহাকে বলৎকার করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ যে গতিকে বলরাম কর্ত্তৃক হত হয় তদ্বিবেচনায় আনন্দের স্ত্রী বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি না এই প্রশ্ন হইল।

উক্ত হত্যা ও বলাৎকার ও নালিশ করণোপযুক্ত অন্যায় কার্য্য সম্পর্কে আনন্দ কিম্বা আদরমণী আপন মৃত্যুর কারণ বিষয়ে যে যে কথা কহিল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) কোন্ তারিখে আনন্দের জন্ম হয় এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত ডাক্তর আপন কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে আনন্দের মাকে দেখিতে গিয়া তাহার একটি পুত্র প্রসব করাইলাম, এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) নির্দ্দিষ্ট কোন দিনে আনন্দ কলিকাতায় ছিলেন কি না এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত উকীল কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে নির্দ্দিষ্ট অমুক কার্য্য বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্যে কলিকাতা নগরের অমুক স্থানে তাহার নিকট গেলাম। এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজ অমুক দিবসে খুলিয়া গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

ঐ জাহাজের বোঝাই দ্রব্য লণ্ডন নগরস্থ যে ব্যক্তিদের নামে পাঠান গেল সওদাগরী কুঠীর এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট "উক্ত জাহাজ বোম্বাই বন্দর হইতে অমুক দিবসে যাত্রা করিল" এই মর্ম্মের পত্র লিখিয়া পরে মরিলেন। এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(চ) আনন্দকে অমুক জমীর খাজানা দেওয়া গিয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের গোমস্তা তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া কহিলেন আমি

তোমার ঐ খাজানা পাইয়াছি ও তোমার কথনমতে তাঁহা রাখিয়াছি। পরে গোমাস্তার মৃত্যু হয়। ঐ পত্র প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ছ) আদরমণীর সহিত বলরামের বৈধবিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

যে ভাবগতিক থাকিলে তাহাদের বিবাহ করা অপরাধ হয় কোন আচার্য্য কহেন এমত ভাবগতিকে আমি তাহাদের বিবাহ সাধন করিয়াছি। ঐ আচার্য্যের মৃত্যু হইলে ও ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(জ) আনন্দ নামক অনুদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিনে পত্র লিখিয়াছিলেন কি না এই প্রশ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া তাহাতে সেই দিনেরই তারিখ দিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) জাহাজ ভঙ্গ হইবার কারণ কি, এই প্রশ্ন হইল।

কাপ্তানকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না কিন্তু তিনি জাহাজের যাত্রা করিবার আপত্তি করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) নির্দ্দিষ্ট অমুক পথ সাধারণের গমনীয় পথ কি না এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ নামক গ্রামের মৃত মণ্ডল ঐ পথ সাধারণের গমনীয় পথ কহিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট হাটে শস্য কি দরে বিক্রয় হইয়াছিল এই প্রশ্ন হইল। কোন মৃত বণিক্ আপন ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে শস্যের অমুক দর লিখিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ড) মৃত আনন্দ বলরামের পিতা কি না, এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম আমার সন্তান তাঁহার এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঢ) কোন্ দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের মৃত পিতা কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া অমুক দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই কথা লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আদরমণীর সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কিনা ও কথন্ বিবাহ হয় এই প্রশ্ন হইল।

চন্দ্র নামক আদরমণীর মৃত পিতা কোন বহীতে অমুক তারিখে আমার কন্যার সহিত বলরামের বিবাহ হয় এই কথা লিখিয়াছিলেন ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ত) ব্যঙ্গ ভাবের কোন ছবী কোন ব্যক্তির দোকানের দ্বারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া গেলে আনন্দ অপবাদের অভিযোগে বলরামের নামে নালিশ করেন। ঐ ব্যঙ্গভাবের ছবী ও তাহার অপবাদজনক ভাব উভয় মিলে কি না এই প্রশ্ন হয়, লোকেরা দাড়াইয়া ছবী দেখিয়া এই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল তাহা প্রাসঙ্গিক।

ভূতপূর্ব্ব মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৩ ধারা। মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে, কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে, কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে পর মরিলেন কিম্বা অনুদ্দেশ্য হইলেন কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলেন কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা তাঁহাকে গোপনে রাখা গেল কিম্বা তাঁহাকে উপস্থিত করিতে যত কাল বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হইতে পারে মোকদ্দমার ভাবগতিক দৃষ্টে আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত খরচ করা অসঙ্গত, এই স্থলে ঐ সাক্ষ্যে যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত হয় তাহার সত্যতার প্রমাণার্থে সেই সাক্ষ্য পশ্চাৎ কোন মোকদ্দমায় কিম্বা সেই মোকদ্দমার বিচারকার্য্যের পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়।

কিন্তু উক্ত স্থলে প্রয়োজন যে,

যাঁহারা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদী ছিলেন

পশ্চাৎ মোকদ্দমায় তাঁহারাই কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ বাদী প্রতিবাদী হন।

এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমার প্রতিবাদীর কূট পরীক্ষা করিবার স্বত্ব ও সুযোগ ছিল,

এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমার ইসুতে যে যে প্রশ্ন হয় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় বস্তুতঃ সেই সেই প্রশ্ন ছিল।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার অর্থানুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কি অনুসন্ধান কার্য্য অভিযোগী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

বিশেষ ভাবগতিকে কথিত উক্তি বিষয়ক কথা।

খাতাবহীর লিখিত কথা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৪ ধারা। আদালতের যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন ব্যবসায়ের ধারাক্রমে নিয়মিত রূপে রাখা খাতা বহীর লিখিত কোন কথা সেই বিষয় সম্পর্কীয় কথা হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেবল সেই উক্তিই কোন ব্যক্তির উপর দায়ের ভারার্পণের যথোচিত সাক্ষ্য হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নামে ১০০০, দাবীতে নালিশ করিয়া আপন খাতার হিসাবে বলরামের তত টাকার ঋণের প্রমাণ করেন। ঐ খাতাবহীর লিখিত কথা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু অন্য সাক্ষ্য না থাকিলে কেবল তদ্দারা ঐ ঋণের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনে রাজকীয় কাগজ পত্রে যে কথা লেখা থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৫ ধারা। রাজকীয় কিম্বা সরকারী কার্য্য সংক্রান্ত কোন বহীতে কি রেজিষ্টরে কি কাগজ পত্রে ইস্যু ঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তসূচক যে কথা লেখা থাকে রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার পদের কার্য্য সম্পাদনক্রমে ঐ কথা লিখিলে, কিম্বা ঐ বহী কি রেজিষ্টর কি কাগজপত্র অন্য দেশে রাখা গেলে অন্য ব্যক্তি সেই দেশের আইনের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন ক্রমে সেই কথা লিখিলে, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

ম্যাপ ও চার্ট ও নকশা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৬ ধারা। সাধারণের ক্রয়ার্থে প্রকাশিত ম্যাপে কি চার্টে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে লিখিত ম্যাপে কি নক্‌শায় সামান্যতঃ যে যে বিষয় লেখা কি বর্ণিত থাকে, সেই সেই বিষয়ে ঐ ম্যাপ প্রভৃতিতে ইস্যু ঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি থাকে তাহাই প্রাসঙ্গি বৃত্তান্ত ইতি।

গবর্ণমেণ্টের কোন কোন আইনে কি জ্ঞাপনপত্রে সাধারণ ভাবের বৃত্তান্ত বিষয়ক যে উক্তি থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৭ ধারা। সাধারণ ভাবাপন্ন কোন বৃত্তান্তের সত্তা-বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করিতে হইলে, পারলি-মেণ্টের কোন আইনের কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রি সভাধি-ষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আইনের, কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেটে, কি স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কিম্বা লণ্ডন গেজেটে কিম্বা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর কোন উপনিবেশের কি অধিকৃত দেশের যে মুদ্রিতপত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেট বলিয়া খ্যাত হয়, সেই পত্রে প্রকাশিত কোন জ্ঞাপনীর উল্লিখিত কথায় উক্ত বৃত্তান্তের যে কথা প্রকাশ করা যায়, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

ব্যবস্থা গ্রন্থের উল্লিখিত কোন আইন বিষয়ক উক্তি প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৩৮ ধারা। কোন দেশের ব্যবস্থা বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করিতে হইলে, ঐ ব্যবস্থা যে পুস্তকের মধ্যে থাকে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে মুদ্রিত কি প্রকাশিত বলিয়া সেই পুস্তকে ঐ ব্যবস্থা বিষয়ক কোন কথা, এবং ঐ দেশের আদালতের বিধির রিপোর্ট বলিয়া যে পুস্তকে ঐ বিধি প্রকাশ করা যায় সেই পুস্তকের লিখিত রিপোর্ট প্রাসঙ্গিক হয়।

উক্তির যে অংশের প্রমাণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

উক্তি কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কি পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর একাংশ হইলে যে সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৯ ধারা। যে উক্তির সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা দীর্ঘতর উক্তির কি কথোপকথনের কিম্বা পৃথক দলীলের একাংশ কিম্বা যে দলীল পুস্তকের কিম্বা পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর

অংশ হয় সেই দলীলের একাংশ হইলে, সেই বিশেষ স্থলে উক্তির ভাব ও ফল ও তাহা যে ভাবগতিকে কহা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার নিমিত্তে আদালত ঐ উক্তির কি কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কিম্বা পত্র কি লিপিশ্রেণীর যে অংশ আবশ্যক জ্ঞান করেন, সেই অংশের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে, তদধিকের নয় ইতি।

আদালতের নিষ্পত্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তদ্বিষয়ক কথা।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা কি বিচার নিবারণার্থে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৪০ ধারা। কোন বিশেষ মোকদ্দমা আদালতের গ্রাহ্য কিম্বা বিচার করা কর্ত্তব্য কি না এই প্রশ্ন হইলে, যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী হইলে সেই আদালতের ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে কিম্বা তাহার অনুসন্ধান লইতে নিষেধ হয়, এমত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী থাকাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি॥

প্রবেট প্রভৃতির বিচারাধিপত্য সম্পর্কে কোন কোন নিষ্পত্তি প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৪১ ধারা। কোন ব্যক্তির ব্যবস্থাসম্মত পদ থাকা, কিম্বা দ্রব্য বিশেষে তাহার স্বত্ব থাকা যদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, তবে উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন আদালত প্রবেট দেওনের কিম্বা বিবাহ বা জাহাজসম্বন্ধীয় বা ঋণশোধনের অক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যক্রমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কি

আজ্ঞা কি ডিক্রী করিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থাসম্মত সেই পদ প্রদান করিলে কিম্বা তাহা হইতে সেই পদ হরণ করিলে, কিম্বা তাহাকে সেই পদের স্বত্ববান প্রকাশ করিলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিপক্ষভিন্ন নিরপেক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের স্বত্ববান প্রকাশ করিলে, সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

তদ্রূপ কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী দ্বারা ব্যবস্থাসম্মত যে পদ প্রদত্ত হয়, সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রবল হওন সময়েই সেই পদ বর্ত্তিল,

ও তদ্দ্বারা উক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবস্থাসম্মত যে পদের স্বত্ববান বলিয়া প্রকাশ করা গেল, উক্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীতে* সেই ব্যক্তির সেই পদ বর্ত্তিবার যে সময় প্রকাশ থাকে, সেই সময়েই তাহার সেই পদ বর্ত্তিল,

ও সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীক্রমে* উক্ত কোন ব্যক্তির স্থানে ব্যবস্থাসম্মত পদ হরণ করা গেলে, ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীতে* তাঁহার সেই পদ রহিত হওয়ার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সময়াবধি তাঁহার সেই পদ রহিত হইল,

ও সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীতে* কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের স্বত্ববান প্রকাশ হইলে, নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীতে* ঐ সম্পত্তি যে সময়ে তাহার সম্পত্তি হইল বা হইবে বলিয়া প্রকাশ হয়, সেই সময়াবধি ঐ সম্পত্তি তাহারই ছিল,

---

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ৩ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী এই সকল কথার সিদ্ধান্ত প্রমাণ ইতি।

৪১ ধারার উল্লিখিত নিষ্পত্তি প্রভৃতি ভিন্ন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার ও তৎফলের কথা।

৪২ ধারা। ৪১ ধারার উল্লিখিত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীভিন্ন কোন নিষ্পত্তি প্রভৃতি যদি অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিক সাধারণ ভাবাপন্ন বিষয় সম্পর্কীয় হয়, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তন্মধ্যে যাহা ব্যক্ত থাকে সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয় ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম আমার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করেন। বলরাম কহেন যে সেই ভূমিতে সাধারণের যাইবার পথস্বত্ব আছে আনন্দ তাহা অস্বীকার করেন।

আনন্দ অন্য মোকদ্দমায় চন্দ্রের নামে সেই স্থানে অনধিকার প্রবেশ করণাভিযোগে নালিশ করেন চন্দ্রও সেই পথস্বত্ব থাকার কথা কহিলে তাঁহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় চন্দ্রের পক্ষে সেই ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত কিন্তু সেই পথস্বত্ব থাকার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়।

৪০—৪২ ধারার উল্লিখিত নিষ্পত্ত্যাদিভিন্ন নিষ্পত্ত্যাদি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৩ ধারা। ৪০,৪১ ও ৪২ ধারায় যে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা ও ডিক্রীর উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে আছে এই কথা ইসুঘটিত বৃত্তান্ত না হইলে, কিম্বা এই আইনের অন্য কোন বিধানমতে প্রাসঙ্গিক না হইলে, অপ্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ও বলরামের নামে অপবাদ সূচক কথা প্রকাশ হওয়াতে দুই জনে চন্দ্রের নামে অপরাধের স্বতন্ত্র দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই দুই মোকদ্দমায় অপবাদ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে তাহা সত্য, চন্দ্র এই উত্তর করেন এবং ভাবগতিক দৃষ্টে, হয় দুই মোকদ্দমায় সেই কথা সত্য কিম্বা উভয় মোকদ্দমায় অসত্য হওয়া সম্ভাবনা।

চন্দ্র আপনার নির্দোষীতার প্রমাণ করিতে না পারাতে আনন্দ তাহার বিপক্ষে হানিপূরণের ডিক্রী পাইলেন। বলরাম ও চন্দ্র এই দুয়ের মধ্যে সেই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির সহিত বলরাম ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

বলরাম কহে যে চন্দ্রমণী আনন্দের স্ত্রী নয়, কিন্তু আদালত বলরামের পরদার গমনাপরাধ নির্ণয় করেন।

পশ্চাৎ চন্দ্রমণী আনন্দের বর্ত্তমানে বলরামকে বিবাহ করে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়, চন্দ্রমণী কহে আনন্দের সঙ্গে আমার কখন বিবাহ হয় নাই।

বলরামের বিপক্ষে পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহা চন্দ্রমণির বিপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম আমার গরু চুরি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করেন। ও বমরামের অপরাধ নির্ণয় হয়।

বলরামের অপরাধ নির্ণয় হওয়ার পুর্ব্বে তিনি চন্দ্রের নিকট ঐ গরু বিক্রয় করিয়াছিলেন আনন্দ চন্দ্রের স্থানে ঐ গোরু ফিরিয়া পাইবার জন্যে তাহার নামে নালিশ করেন। আনন্দের ও চন্দ্রের মধ্যে যে বিবাদ আছে তৎসম্পর্কে বলরামের বিপরীত উক্ত নিষ্পত্তি অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আনন্দ ভূমির অধিকার পাইবার নালিশে বলরামের বিরুদ্ধে ডিক্রী পান তৎপ্রযুক্ত চন্দ্র নামক বলরামের সন্তান আনন্দকে বধ করে।

ঐ ডিক্রী অপরাধের প্রবৃত্তিজনক কারণ প্রকাশ করে বলিয়া সেই ডিক্রী প্রাসঙ্গিক।

ডিক্রী প্রাপণার্থে প্রতারণার কি গণতার ও আদালতের অক্ষমতার প্রমাণ করিতে পারিবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্যে ৪০ বা ৪১ কি ৪২ ধারামতে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক হইলে ও এক পক্ষ তাহা প্রমাণীত করিলে, সেই ডিক্রী প্রভৃতি করিবার অক্ষম কোন আদালতের দ্বারা তাহা করা গেল কিম্বা গণতাক্রমে কি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গেল অন্য পক্ষ ইহা দর্শাইতে পারিবে ইতি।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতের কথা।

৪৫ ধারা। যদি ভিন্নদেশীয় আইন কি বিজ্ঞান কি বিদ্যাগত কোন বিষয়ে, কিম্বা কোন ব্যক্তির হাতের লিখন নিশ্চয় করণ বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করা প্রয়োজন হয়, তবে সেই ভিন্নদেশীয় আইন ও বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় কিম্বা হাতের লিখন নিশ্চয় করণ বিষয়ে * যাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

উক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রবীণ বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বিষ খাইয়া মরিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ৪ ধারা।

যে বিষে আনন্দের মৃত্যু অনুমান হয় সেই বিষের কি কি লক্ষণ এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ কোন ক্রিয়া করণ সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত সেই ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে ও সে অন্যায় বা আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম ছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের কার্য্যে যে লক্ষণ দেখা গেল তাহা সামান্যতঃ মনের বিকৃতির প্রমাণ হয় কি না, এবং তদ্রূপে মনের বিকৃতি হইলে লোক সামান্যতঃ আপনার ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে, এবং সে অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম হইয়া থাকে কি না, এই এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(গ) কোন দলীল আনন্দের লিখিত কি না, এই প্রশ্ন হইলে অন্য যে দলীল আনন্দের লিখিত বলিয়া প্রমাণ বা স্বীকার করা গেল তাহাও উপস্থিত করা যায়।

দুই দলীল একি ব্যক্তির না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত, এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের কথা।

৪৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় সেই স্থলে সেই বৃত্তান্ত ঐ অভিমতে প্রতিপোষক বা অযৌক্তিক হইলে প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দকে বিশেষ প্রকারের বিষ খাওয়ান গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

প্রবীণ লোকেরা সেই বিষের যে যে লক্ষণ জানান বা অগ্রাহ্য করেন, অন্য লোক সেই বিষ খাইলে তাহাতে সেই লক্ষণ দেখা গেল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) সমুদ্রতীরে পোস্তা বাঁধা প্রযুক্ত বন্দরের নৌকাদির পথাবরোধ হইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

তত্তুল্য অবস্থাপন্ন অন্য বন্দরের পোস্ত বাঁধা না হইলেও সেই সময়ে অবরোধ হইতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

হাতের লিখন বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৭ ধারা। কোন দলীল কাহার হাতে লেখা বা তাহাতে কাহার স্বাক্ষর এই বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করিতে হইলে, যে ব্যক্তির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া বোধ হয় তাঁহার হাতের লেখা অন্য যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানেন, ঐ পত্র উক্ত ব্যক্তিরই লিখিত কি স্বাক্ষরিত কি না এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে, কিম্বা আপনি কিম্বা আপনার অনুমতি ক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির নামে পত্রাদি লেখা গেলে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া তাহার উত্তর পাইলে, কিম্বা ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্র বলিয়া পত্রাদি নিত্য তাঁহার সম্মুখে অর্পিত হইলে, তিনি ঐ অন্য ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তমরূপে জানেন এমত বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

কোন পত্র উপস্থিত করা গেলে তাহা লণ্ডননগরের আনন্দ নামক বণিকের লেখা কি না এই প্রশ্ন হয়।

বলরাম নামক কলিকাতার এক জন বণিক আনন্দের নামে কএক পত্র লিখিয়াছেন ও আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া কএক পত্র পাইয়াছেন।

বলরামের নামে যত পত্র আইসে চন্দ্র নামক তাঁহার কেরাণী তাহা দেখিয়া নথীতে গাঁথিয়া রাখেন। দীননাথ বলরামের দালাল, আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া যত পত্র আসিত বলরাম দীননাথকে দেখাইয়া সেই পত্রের লিখিত কথার বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন।

এই স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দীননাথ আনন্দকে পত্র লিখিতে কখন না দেখিলেও, সেই পত্র আনন্দের হস্ত লিখিত কি না এই বিষয়ে তাঁহাদের মত প্রাসঙ্গিক হয়।

স্বত্ব কি রীতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৮ ধারা। সাধারণের কোন রীতি কি স্বত্ববিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করা প্রয়োজন হইলে, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকিলে যে ব্যক্তিদের সেই বিষয় জ্ঞাত থাকা সম্ভাবনা, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকার বিষয়ে সেই ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—'সাধারণের রীতি কি স্বত্ব' এই কথার মধ্যে বহু লোকশ্রেণীর কোন সাধারণ রীতি বা স্বত্বও গণ্য ইতি।

উদাহরণ।

কোন গ্রামবাসীদের কোন বিশেষ কূপের জল লইবার যে স্বত্ব আছে এই ধারার অর্থ মতে তাহা সাধারণ স্বত্ব।

আচার বিধি প্রভৃতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৯ ধারা। কোন লোক শ্রেণীর কি কুলের আচার ও বিধি বিষয়ে,

কিম্বা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্য্যের সংস্থিতি কি অধ্যক্ষতার বিধি বিষয়ে,

কিম্বা প্রদেশবিশেষে কি বিশেষ লোকশ্রেণীর মধ্যে যে কথা কি শব্দ চলিত আছে তাহার অর্থ বিষয়ে,

আদালতের অভিমত স্থির করিবার প্রয়োজন হইলে, যে ব্যক্তিদের সেই সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ উপায় থাকে, তাঁহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

কুটুম্বিতা বিষয়ের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৫০ ধারা। দুই ব্যক্তির পরস্পর কুটুম্বিতা বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করিতে হইলে, সেই পরিবারের লোক হইয়া বা না হইয়াও যে ব্যক্তির সেই বিষয় জ্ঞাত থাকার বিশেষ সুযোগ থাকে, এমত ব্যক্তি আচরণ দ্বারা ঐ কুটুম্বিতা থাকার বিশেষ যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। পরন্তু স্ত্রী সম্বন্ধ খণ্ডন করণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৪ বা ৪৯৫ বা ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারামতে যে মোকদ্দমা হয়, সেই কার্য্য বা মোকদ্দমায় বিবাহের প্রমাণ করণার্থে উক্ত অভিমত প্রচুর নহে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আদরমণীর সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

তাঁহাদের পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞানে নিত্য গ্রাহ্য করিতেন ও সেই জ্ঞানানুসারে তাঁহাদের প্রতি আচরণ করিতেন এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের ঔরস সন্তান কি না এই প্রশ্ন হইলে, পরিবারের সকল লোক আনন্দের প্রতি বলরামের ঔরস সন্তান জ্ঞানে আচরণ করিতেন এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অভিমতের হেতু যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৫১ ধারা। জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক হইলে, তাঁহার সেই অভিমতের যে মূল কারণ থাকে তাহাও প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

উদাহরণ।

প্রবীণ ব্যক্তি অভিমত স্থির করণার্থে যে দ্রব্যের যদ্রূপ পরীক্ষাদি করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

চরিত্র যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় আরোপিত কর্ম্মের প্রমাণার্থে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৫২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির প্রতি যে কর্ম্ম আরোপিত হয়, তাঁহার সেই কর্ম্ম করা সম্ভব কি অসম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যে তাঁহার চরিত্রের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রকারান্তরে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় সেই বৃত্তান্তদ্বারা উক্ত চরিত্র প্রকাশ হইলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে ইতি।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্ব সচ্চরিত্র প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৫৩ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সচ্চরিত্র এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হওয়ার কথা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু উত্তরভিন্ন অন্যস্থলে পূর্ব্ব কুচরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৫৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। সে কুচরিত্র লোক এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু তাহার সৎচরিত্রের প্রমাণ দেওয়া গিয়া থাকিলে সেই কুচরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তির কুচরিত্রই ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইলে এই ধারা খাটে না ইতি।

হানিপূরণের পক্ষে চরিত্রের কথা।

৫৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির হানিপূরণস্বরূপ কত টাকা পাওয়া উচিত, চরিত্রানুসারে তাহা ন্যূন কি অধিক হইতে পারিলে সেই চরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ ধারায় "চরিত্র" শব্দের মধ্যে খ্যাতির ও স্বভাব উভয় গণ্য। কিন্তু কেবল সাধারণ খ্যাতির ও সাধারণ স্বভাবের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ খ্যাতি বা স্বভাব প্রকাশ হয় তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে না ইতি।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রমাণের কথা।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয় তদ্বিষয়ক কথা।

বিচারকার্য্যে প্রাসঙ্গিক যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার সাক্ষ্যের অপ্রয়োজনের কথা।

৫৬ ধারা। আদালত বিচারকার্য্যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

আদালত যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন তাহার কথা।

৫৭ ধারা। আদালত বিচারকার্য্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন,—

(১) যে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ যে বিধি এইক্ষণে কি ইতিপূর্ব্বে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে প্রবল আছে কি ছিল বা ভাবিকালে হইবে তাহা।

(২) পারলিমেণ্ট রাজকীয় যে সকল আইন প্রণীত করিয়াছেন বা করেন এবং উক্ত পারলিমেণ্ট বিচারকার্য্যে স্থান বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কীয় যে সকল আইন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করেন তাহা।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কিম্বা সামরিক নাবিকদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন।

(৪) উক্ত পারলিমেণ্টের, এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক আইন অনুসারে কিম্বা তৎসম্পর্কীয় অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে স্থাপিত মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালী।

ব্যাখ্যা। (২) ও (৪) প্রকরণের উল্লিখিত পারলিমেণ্ট শব্দে,

১। গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের পারলিমেণ্ট।

২। গ্রেটব্রিটনের পারলিমেণ্ট।

৩। ইঙ্গলণ্ডের পারলিমেণ্ট।

৪। স্কটলণ্ডের পারলিমেণ্ট। ও

৫। ঐরলণ্ডের পারলিমেণ্ট গণ্য।

(৫) যিনি যৎকালে গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের অধিপতি হন তাঁহার আধিপত্যপদারোহণ ও তদীয় স্বাক্ষর।

(৬) ইঙ্গলণ্ডীয় আদালত বিচারকার্য্যে যে সকল মোহর সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোহর। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালতের মোহর এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে সকল আদালত স্থাপিত হয় সেই সকল আদালতের মোহর। আডমিরলটী অর্থাৎ মহাসাগরে যে অপরাধ করা যায় তাহার বিচার এবং জাহাজীয় নাবিকদের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালতের ও পবলিক নোটরির মোহর এবং পারলিমেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের ব্যবস্থার তুল্য বলবৎ অন্য আইন দ্বারা যে ব্যক্তি মোহর ব্যবহার করিবার অনুমতি পান তাঁহার মোহর।

(৭) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যাঁহারা যে সময় কোন রাজকীয় পদভুক্ত হন, ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহাদের সেই পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করা গেলে সেই ব্যক্তিদের পদ গ্রহণ ও তাহাদের নাম ও খ্যাতি ও কার্য্য ও স্বাক্ষর।

(৮) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতি অন্য যে যে অধিকারের, কি রাজ্যের সত্তা ও খ্যাতি ও দেশীয় পতাকা স্বীকার করেন তাহা।

(৯) সময়ের ভাগবিভাগ ও ভূগোলবিদ্যানুসারে ভূবিভাগ এবং রাজকীয় গেজেটে সাধারণের যে পর্ব্ব ও উপবাস ও বন্দের দিন প্রকাশ করা যায় তাহা।

(১০) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির অধীন দেশ।

(১১) অন্যান্য রাজ্যের বা ব্যক্তিদলের সহিত ব্রিটনীয় রাজ্যের সংগ্রামাদি কার্য্যের আরম্ভ ও প্রচলন ও অন্ত।

(১২) আদালতসংক্রান্ত ব্যক্তিদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের ও তাঁহাদের নাএবদের ও অধীন কর্ম্মকারকদের ও সহকারিদের নাম ও যে সকল কর্ম্মকারক আদালতের পরওয়ানা সাধনার্থ কার্য্য করেন তাঁহাদের নাম এবং আডবোকেট ও টর্ণি ও প্রক্টর ও উকীল ও পক্ষসমর্থনকারি প্রভৃতি যে ব্যক্তিরা আইনমতে আদালতে উপস্থিত হইয়া ব্যবহারকার্য্য করিতে অনুমতি পান তাঁহাদের নাম।

(১৩) স্থলপথে বা সমুদ্রপথে * যাতায়াতের বিধি উক্ত সকল স্থলে এবং সাধারণ ইতিবৃত্ত ও সাহিত্য ও বিজ্ঞান ও বিদ্যাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে, আদালত তৎপ্রকাশক উপযুক্ত পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করিয়া সাহায্য লইতেপারিবেন।

কোন ব্যক্তি আদালতের নিকট বিচারকার্য্যে কোন বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে প্রার্থনা করিলে, ঐ আদালত তাহা করণার্থে যে পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন, সেই ব্যক্তি সেই পুস্তকাদি উপস্থিত না করিলে ও যত কাল উপস্থিত না করেন আদালত ততকাল ঐ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।

*১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ৫ধারা।

স্বীকৃত বৃত্তান্তের প্রমাণ করা অপ্রয়োজন হওয়ার কথা।

৫৮ ধারা। মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের মোক্তারেরা ঐক্যবাক্য হইয়া শ্রবণ কালে কোন বৃত্তান্ত স্বীকার করিতে, কিম্বা শ্রবণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা স্বীকার করিতে সম্মত হইলে, কিম্বা উত্তরপ্রত্যুত্তর করণের যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে উত্তরপ্রত্যুত্তর দ্বারা কোন বৃত্তান্ত স্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইলে, সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে সেই স্বীকৃত বৃত্তান্ত স্বীকার করণভিন্ন প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা বৃত্তান্তের প্রমাণের কথা।

৫৯ ধারা। দলীলের মর্ম্মভিন্ন সকল বৃত্তান্ত বাচনিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারিবে ইতি।

বাচনিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা।

৬০ ধারা। বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা যদি দেখা যাইতে পারে, তবে 'আমি দেখিয়াছি' যিনি ইহা কহিতে পারেন এমত সাক্ষ্য প্রয়োজন।

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা যদি শুনা যাইতে পারে, তবে 'আমি শুনিয়াছি' যিনি ইহা কহিতে পারেন এমত সাক্ষির সাক্ষ্য প্রয়োজন।

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য হইলে, 'আমি সেই ইন্দ্রিয়-দ্বারা বা সেই প্রকারে তাহা গ্রাহ্য করিলাম' যিনি ইহা কহিতে পারেন এমত সাক্ষির সাক্ষ্য প্রয়োজন।

কোন অভিমতের কিম্বা যে কারণে সেই অভিমত হয় সেই কারণের উল্লেখ হইলে, যে ব্যক্তির সেই কারণে সেই অভিমত থাকে তাঁহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

পরন্তু যে পুস্তক সামান্যতঃ বিক্রয়ার্থ থাকে, প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত যদি এমত কোন পুস্তকাদিতে ব্যক্ত হয়, ও সেই অভিমত প্রকাশক ব্যক্তি যদি গত কিম্বা অনু-দ্দেশ্য কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হন, কিম্বা তাঁহাকে উপ-স্থিত করিতে যত বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হয় যদি আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত অর্থব্যয় করা অযুক্তি, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করণদ্বারা সেই অভিমতের প্রমাণ ও তাহা যে যে হেতুতে স্থির করা যায় তাহারও প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

আরো যদি সেই বাচনিক সাক্ষ্য দলীলভিন্ন কোন দ্রব্যের সত্তা কি অবস্থা সম্পর্কীয় হয়, তবে আদালত বিহিত

বোধ করিলে সেই দ্রব্য দেখিবার জন্যে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

দলীলের মর্ম্মের প্রমাণের কথা।

৬১ ধারা। মুখ্য বা গৌণ সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করাইতে পারিবে ইতি।

মুখ্য সাক্ষ্যের কথা।

৬২ ধারা। আদালতের দেখিবার জন্যে দলীলই উপস্থিত করা গেলে তাহাই মুখ্য সাক্ষ্য।

১ ব্যাখ্যা।—কোন দলীল ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সম্পাদন হইলে, প্রত্যেক ভাগ ঐ দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য হয়।

কোন দলীলের অনুলিপি করিয়া সেই দলীল সম্পাদন হইলে ও প্রত্যেক অনুলিপি ঐ দলীল সংক্রান্ত কেবল এক বা কএক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদন হইলে, যে ব্যক্তিরা ঐ অনুলিপি করিলেন তাঁহাদের পক্ষে সেই অনুলিপি মুখ্য সাক্ষ্য।

২ ব্যাখ্যা।—যদি একিরূপ যন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ প্রেসে ছাপাইয়া কি লিথগ্রাফ কি ফটোগ্রাফ করিয়া দলীলের অনেকখানি করা যায় তবে উহার প্রত্যেক খানি দলীল অবশিষ্ট সকল খানির কথার মুখ্য সাক্ষ্য হইবে। কিন্তু যদি সে সকলই একি মূল দলীলের নকল হইয়া থাকে, তবে ঐ সকল নকল মূল দলীলের কথার মুখ্য সাক্ষ্য নয় ইতি।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির নিকট অনেক ঘোষণাপত্র থাকে সমুদয়ই একি আসল পত্র দেখিয়া মুদ্রিত হয়। উক্ত সকল পত্রের মধ্যে কোন এক পত্র অন্য সকল পত্রের মর্ম্মের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্য কোন পত্র আসল পত্রের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না।

গৌণ সাক্ষ্যের কথা।

৬৩ ধারা। গৌণ সাক্ষ্য শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝায় ও নিম্নলিখিত বিষয় গণ্য,—

(১) নিম্ন লিখিত বিধানমতে সর্টিফিকটযুক্ত যে প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা।

(২) যে যন্ত্রদ্বারা প্রতিলিপি করা গেলেই ঐ প্রতিলিপি নিশ্চয় ঠিক হইবে এমত যন্ত্রদ্বারা আসলপত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায় তাহা এবং ঐ প্রতিলিপির সহিত অন্য যে প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল তাহা।

(৩) আসল পত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায় এবং আসল পত্রের সহিত যে প্রতিলিপি মিলান গেল তাহা।

(৪) দলীল সংক্রান্ত যে ব্যক্তিরা দলীলের অনুলিপি সম্পাদন করেন নাই তাঁহাদের বিপক্ষে ঐ অনুলিপি।

(৫) কোন ব্যক্তি নিজে কোন দলীল দেখিয়া তাহার মর্ম্মের যে বাচনিক বৃত্তান্ত কহেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) আসল পত্র ফটগ্রাফ করিয়া তাহার প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে, আসলের সঙ্গে সেই ফটগ্রাফ মিলাইয়া না দেখা গেলও তাহা ঐ আসল পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য হয়।

(খ) কাপিইং মাশিন অর্থাৎ প্রতিলিপি করিবার যন্ত্রদ্বারা আসল পত্রের প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে সেই প্রতিলিপির সঙ্গে অন্য যে প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল, তাহা ঐ পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য।

(গ) কোন প্রতিলিপি দেখিয়া প্রতিলিপি করা গেলেও পশ্চাৎ আসলের সঙ্গে মিলান গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য। কিন্তু যে প্রতিলিপি দেখিয়া তাহা করা যায় আসলের সঙ্গে সেই প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেলেও ঐ দ্বিতীয় প্রতিলিপি আসলের সঙ্গে মিলান না গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য হয় না।

(ঘ) আসলের সঙ্গে যে প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত, ও আসলহইতে ফটগ্রাফ দ্বারা কিম্বা প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায় তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত আসল পত্রের গৌণ সাক্ষ্য নয়।

মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের প্রমাণের কথা।

৬৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন, মুখ্য সাক্ষ্য দ্বারা দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

দলীল বিষয়ে গৌণ সাক্ষ্য যে স্থলে দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৬৫ ধারা। দলীল যে আছে এই কথার ও সেই দলীলের অবস্থার বা মর্ম্মের গৌণ্য সাক্ষ্য নিম্নলিখিত স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে,—

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে দলীলের প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়,

কিম্বা যে ব্যক্তির নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে পারে না কিম্বা যে ব্যক্তি আদালতের পরওয়ানার অনধীন আছে,

কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে তাহা উপস্থিত করিতে আবদ্ধ,

আসল দলীল তাঁহার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে আছে ইহার প্রমাণ কি অনুভব হইলে,

ও ঐ ব্যক্তি ৬৬ ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইয়াও তাহা উপস্থিত না করিলে,

(খ) যে ব্যক্তির বিপক্ষে আসল পত্রের প্রমাণ করা গেল সেই ব্যক্তি কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি লিখিয়া সেই আসল পত্র থাকার কথা ও তাহার অবস্থা কি মর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন ইহার প্রমাণ হইলে,

(গ) মূলপত্র নষ্ট কি অনুদ্দেশ্য হইলে, কিম্বা যে পক্ষ ঐ পত্রের মর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে চাহেন তিনি নিজ শৈথিল্য কি ত্রুটিভিন্ন কোন কারণে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিলে,

(ঘ) যাহা অনায়াসে স্থানান্তর করা যায় না মূল সাক্ষ্য এমন ভাবাপন্ন হইলে।

(চ) মূলপত্র ৭৪ ধারার অর্থানুযায়ি রাজকীয় দলীল হইলে,

(ছ) এই আইনদ্বারা কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত অন্য কোন আইন দ্বারা যে দলীলের শংসিত প্রতিলিপি সাক্ষ্যস্বরূপে দিবার অনুমতি আছে, মূলপত্র সেই প্রকারের দলীল হইলে,

(জ) অনেক হিসাবখাতা বা অন্য দলীল লইয়া সেই মূলপত্র হইলে, ও সেই সকল খাতা ও দলীল সুবিধামতে

আদালতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে না পারিলে, ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সেই সমুদয় পত্রাদির সার ফল হইলে।

(ক) (গ) ও (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের মর্ম্মের কোন গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(খ) প্রকরণের স্থলে লিখিত স্বীকারবাক্য গ্রাহ্য।

(চ) ও (ছ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের শংসিত প্রতিলিপি গ্রাহ্য কিন্তু অন্য প্রকারের গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।

(জ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে, যে ব্যক্তি সেই প্রকারের দলীল পরীক্ষা করণে পটু এমত ব্যক্তি তাহা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ঐ দলীলের সার ফলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন ইতি।

উপস্থিত করিবার নোটিসের বিধি।

৬৬ ধারা। ৬৫ ধারার (ক) প্রকরণে যে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দিতে চাহিলে, সেই দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার মোক্তারকে কি উকীলকে * আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা উপস্থিত করিবার নোটিস দিবেন। আইনে নোটিস নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মোকদ্দমার গতিক বিশেষে আদালত যে নোটিস যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন সেই নোটিস দিবেন। না দিলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না।

---

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

পরন্তু নিম্নলিখিত কোন স্থলে, কিম্বা অন্য যে স্থলে আদালত ঐ নোটিস না দেওয়া বিহিত জ্ঞান করেন সেই স্থলে, গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হওয়ার নিমিত্ত উক্ত প্রকারের নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই,

(১) যে দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে সেই দলীলই নোটিস হইলে।

(২) বিপক্ষ পক্ষের সেই দলীল উপস্থিত করিতেই হইবে মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় বিপক্ষ পক্ষ ইহা অবশ্য জানিয়া থাকিলে,

(৩) বিপক্ষ ব্যক্তি প্রতারণা বা বলক্রমে মূলপত্র হস্তগত করিয়াছেন ইহা দৃষ্ট হইলে বা ইহার প্রমাণ হইলে,

(৪) মূলপত্র আদালতে বিপক্ষ পক্ষের কিম্বা তাঁহার মোক্তারের নিকট থাকিলে,

(৫) দলীল হারাইয়াছে বলিয়া বিপক্ষ পক্ষ কিম্বা তাঁহার মোক্তার ইহা স্বীকার করিলে।

(৬) দলীল যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে না পারিলে, কিম্বা তিনি আদালতের পরওয়ানার অধীন না হইলে ইতি।

উপস্থিত দলীল অমুকের স্বাক্ষরিত বা লিখিত বলিয়া কথিত হইলে স্বাক্ষরের ও হাতের লেখার প্রমাণের কথা।

৬৭ ধারা। দলীল কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বলিয়া কিম্বা সম্পূর্ণপত্র কি তাহার একাংশ কোন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, ঐ স্বাক্ষর তাঁহারই এবং দলীলের

যে অংশ তাঁহার হস্তলিখিত বলিয়া কথিত হয় তাহা প্রকৃতই তাঁহার হস্তলিখিত, ইহার প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

আইন অনুসারে যে দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা প্রয়োজন তাহার স্বাক্ষরের প্রমাণের কথা।

৬৮ ধারা। আইন অনুসারে যদি দলিলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক, তবে স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষী জীবিত থাকিলে, এবং আদালতের পরওয়ানার অধীন হইলে, ও সাক্ষ্য দিবার সক্ষম হইলে, সেই সাক্ষিকে ঐ পত্র সম্পাদন হওয়ার প্রমাণ দিবার জন্যে আহ্বান না করা গেলে, তাহা সাক্ষ্যস্বরূপে ব্যবহার হইবে না ইতি।

স্বাক্ষরকারি স্বাক্ষির উদ্দেশ না পাওয়া গেলে পত্রের প্রমাণের কথা।

৬৯ ধারা। স্বাক্ষরকারি কোন সাক্ষির উদ্দেশ না পাওয়া গেলে, কিম্বা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে দলীল সম্পাদন হইল বলিয়া দেখা গেলে, স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষির স্বাক্ষর তাঁহার নিজের হাতের লেখা ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করেন তাঁহার স্বাক্ষর তাঁহার নিজ হাতে লেখা হইয়াছে এই এই বিষয়ের প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

এক পক্ষ সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত দলীলের সম্পাদন স্বীকার করিলে তাহার কথা।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত দলীল আমি সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে, আইন অনুসারে সেই দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক

হইলেও, সেই স্বীকার বাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে ইতি।

স্বাক্ষরকারি সাক্ষী সেই পত্র সম্পাদন অস্বীকার করিলে প্রমাণের কথা।

৭১ ধারা। দলীল সম্পাদন হইল স্বাক্ষরকারি সাক্ষী এই কথা অস্বীকার করিলে, কি তাঁহার স্মরণ নাই বলিলে, অন্য স্বাক্ষ্যদ্বারা সেই পত্র সম্পাদনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

আইনক্রমে যে দলীলে স্বাক্ষিদের স্বাক্ষর করা অনাবশ্যক সেই দলীলের প্রমাণের কথা।

৭২ ধারা। যে দলীলে আইনমতে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক নয়, সাক্ষিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত না হওয়ার ন্যায় সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত ঐ দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

স্বাক্ষর কি হাতের লেখা কি মোহর স্বীকৃত বা প্রমাণিত অন্য স্বাক্ষরাদির সহিত মিলাইয়া দেখিবার কথা।

৭৩ ধারা। স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর যে ব্যক্তির দ্বারা লেখা কি করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় প্রকৃত তাহারই স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর ইহা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত অন্য যে স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর তাঁহারই লেখা কি করা বলিয়া স্বীকার হইল কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা গেল, তাহা অন্য কারণে উপস্থিত বা প্রমাণিত না হইলেও, উক্ত যে স্বাক্ষরাদির প্রমাণ করিতে হইবে তাহার সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারিবে।

কোন কথা কি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বলিয়া

কথিত হইলে, আদলত সেই কথার কি অঙ্কের সঙ্গে মিলাইবার নিমিত্ত, আদালতে উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে অন্য কোন কথা কি অঙ্ক লিখিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

রাজকীয় দলীলের কথা।

রাজকীয় দলীলের কথা।

৭৪ ধারা। নিম্নলিখিত দলীল রাজকীয় দলীল হয়।

১। যে দলীল

(১) দেশাধিপতির, ও

(২) রাজকীয় সমাজের ও আদালতের, ও

(৩) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিম্বা ভিন্নদেশের ব্যবস্থাপন বা বিচার বা রাজকার্য্যসম্পাদন করণার্থ রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন কি আইনের লিপি হয়, তাহা।

২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে সাধারণ ব্যক্তিদের দলীলের যে রাজকীয় লিপি রাখা যায় তাহা ইতি।

স্বকীয় দলীলের কথা।

৭৫ ধারা। অন্য সকল দলীল ব্যক্তিদের স্বকীয় দলীল ইতি।

রাজকীয় দলীলের শংসিত প্রতিলিপির কথা।

৭৬ ধারা। রাজকীয় যে দলীল সাধারণ কোন ব্যক্তির দৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে ফী দিয়া তাহার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে, ঐ দলীল রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সংরক্ষণে থাকে তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ দলী-

লের প্রতিলিপি দিবেন ও সেই প্রতিলিপি যে ঐ দলীলের কিম্বা বিষয় বিশেষে তদংশের যথার্থ প্রতিলিপি ঐ প্রতি-লিপির তলভাগে এই মর্ম্মের সর্টিফিকট লিখিয়া দিবেন, ও উক্ত কার্য্যকারক সেই সর্টফিকেটে তারিখ ও আপন নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। এবং উক্ত কার্য্যকারক আইনমতে মোহর ব্যবহার করিতে পারিলে ঐ সর্টিফিকট তাঁহার মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে ও তদ্রূপ সর্টিফিকট যুক্ত সেই প্রতিলিপি শংসিত প্রতিলিপি নামে খ্যাত হইবে ইতি।

ব্যাখ্যা।—কোন কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কার্য্যের ধারাক্রমে তিনি তদ্রূপ প্রতিলিপি দিবার সক্ষম হইলে, এই ধারার অর্থমতে সেই দলীল তাঁহারই রক্ষণে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

শংসিত প্রতিলিপি উপস্থিত করিয়া তাহার প্রমাণ করিবার কথা।

৭৭ ধারা। সেই শংসিত প্রতিলিপি রাজকীয় যে দলীলের কিম্বা তাহার যে অংশের প্রতিলিপি বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তাহার মর্ম্মের প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

রাজকার্য্যসংক্রান্ত অন্য অন্য দলীলের প্রমাণের কথা।

৭৮ ধারা। নিম্নলিখিতমতে রাজকীয় নিম্নলিখিত দলী-লের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে,—

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কর্তৃত্বকার্য্য সম্পাদন সম্প-কীয় কোন কর্ম্মবিভাগের কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের

কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্ম বিভাগের আইনের কি আজ্ঞার কি জ্ঞাপনপত্রের প্রমাণ

ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের প্রধান কর্ম্মকারকদের সর্টিফিকট সহিত ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের রিকার্ড দ্বারা,

কিম্বা উক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া কোন দলীলের দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(২) ব্যবস্থাপ্রণেতাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ ঐ ঐ কর্ম্মকারকদের কার্য্যের দৈনিক বৃত্তান্তপত্রদ্বারা কিম্বা প্রকাশিত আইনের কি তাহার সারাংশের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া তৎপ্রতিলিপি দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা প্রিবিকৌন্সেলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের প্রচারিত ঘোষণাপত্রের কি আজ্ঞার কি বিধানের প্রমাণ

লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত কিম্বা মাহারণীর প্রিণ্টরের দ্বারা মুদ্রিত বলিয়া ঐ পত্রাদির প্রতিলিপির কি তাহা হইতে উদ্ধৃত কথার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(৪) ভিন্নদেশের কর্ত্তৃত্বকার্য্য সম্পাদকদের আইনের কিম্বা ব্যবস্থা প্রণেতৃগণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত পত্রাদির কিম্বা তদ্দেশে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত বলিয়া সামান্যতঃ যে পত্রাদি গৃহীত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা কিম্বা তদ্দেশের বা তদ্দেশাধিপতির মোহরে শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা, কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের কোন

সাধারণ আইনেতে স্বীকৃত হওন দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(৫) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত মুনিসিপল অর্থাৎ নগরসম্বন্ধীয় সমাজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণে প্রতিলিপি ঐ কার্য্য বৃত্তান্তের আইনমত রক্ষকের দ্বারা শংসিত হইবে সেই প্রতিলিপির দ্বারা, কিম্বা ঐ সমাজের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন মুদ্রিত পুস্তকদ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(৬) ভিন্ন দেশীয় অন্য কোন প্রকারের রাজকীয় দলীল মূলপত্রদ্বারা, কিম্বা মূলপত্র আইনমতে যে কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকে তৎকর্ত্তৃক নিয়মিত রূপে শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া নোটরি পবলিকের কিম্বা ব্রিটনীয় কন্সলের কিম্বা রাজদূতস্বরূপ কর্ম্মকারকের মোহরাঙ্কিত সর্টিফিকট সহিত উক্ত আইনমত রক্ষকের শংসিত প্রতিলিপিদ্বারা, এবং ভিন্ন দেশীয় ব্যবস্থামতে দলীলের ভাবের প্রমাণক্রমে সপ্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

দলীল বিষয়ক অনুমানের কথা।

শংসিত প্রতিলিপি প্রকৃত বলিয়া অনুমান হইবার কথা।

৭৯ ধারা। সর্টিফিকট বা শংসিত প্রতিলিপি বা অন্য যে দলীল আইনমতে কোন বিশেষ বৃত্তান্তের সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ এতদ্দেশীয় কোন রাজ্যাধিকারের অন্তর্গত যে কার্য্যকারককে সর্টিফিকট দিবার নিয়মিত ক্ষমতা

প্রদান করেন তাঁহার দ্বারা শংসিত হওয়ার মত দেখাইলে, আদালত সেই পত্র প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন। কিন্তু আইনেতে যে পাঠে ও যে মর্ম্মানুসারে সেই পত্র লিখিবার আজ্ঞা থাকে উক্ত দলীল যেন বস্তুতঃ সেই পাঠে ও সেই মর্ম্মানুসারে লেখা থাকে।

আরো উক্ত কোন দলীল যে কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত কিম্বা শংসিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তিনি উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করণকালে রাজকীয় যে পদ উল্লেখ করিলেন তাঁহার তৎকালে সেই পদ ছিল, আদালত ইহার অনুমান করিবেন ইতি।

সাক্ষ্যের লিপি বলিয়া দলীল উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮০ ধারা। বিচার কার্য্যসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে সাক্ষির দত্ত সাক্ষ্যের কি তদংশের লিপি বদ্ধ পত্র কি মর্ম্মাত্মকপত্র বলিয়া, কিম্বা কোন বন্দির কি অভিযুক্ত ব্যক্তির আইন অনুসারে গৃহীত উক্তি কি অপরাধ স্বীকার বলিয়া, কোন দলীল কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত বলিয়া, কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, আদালত এই অনুমান করিবেন, যে

ঐ দলীল প্রকৃত, এবং যে ভাবগতিকে তাহা লওয়া যায় স্বাক্ষরকারি ইহার যে উক্তি করিলেন বলিয়া কথিত হয়

তাহা সত্য, ও সেই সাক্ষ্য ও উক্তি ও অপরাধস্বীকার নিয়মিতরূপে লিখিয়া লওয়া গেল ইতি।

গেজেটের ও সংবাদ পত্রের ও পারলিমেণ্টের স্বকীয় আইনের ও অন্য অন্য দলীলের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮১ ধারা। লণ্ডন গেজেট কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির কোন উপনিবেশের কিম্বা তদীয় শাসনাধীন কি অধিকৃত দেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সম্বাদপত্র কি দৈনিক পত্র কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রিণ্টরকর্তৃক মুদ্রিত পারলিমেণ্টের স্বকীয় আইনের প্রতিলিপি বলিয়া যে দলীল উদ্দিষ্ট হয় আদালত সেই প্রত্যেক দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন দলীল রক্ষা করিবার আদেশ থাকিলে সেই দলীল বলিয়া কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে যদি বস্তুতঃ সেই দলীল আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাখা গিয়া থাকে, ও উপযুক্ত ব্যক্তির রক্ষণ হইতে উপস্থিত করা যায়, তবে সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন ইতি।

ইঙ্গলণ্ডে মোহরের কিম্বা স্বাক্ষরের প্রমাণ ভিন্ন যে দলীল গ্রাহ্য হয় তদ্বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮২ ধারা। ইঙ্গলণ্ডে কি ঐরলণ্ডে যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয় তদনুসারে কোন দলীলে যে মোহর কি ইষ্টাম্প থাকে কিম্বা যথার্থ বলিয়া তাহাতে যে স্বাক্ষর দেওয়া যায় তাহার প্রমাণ না লইয়া ও তাহা যে ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তিনি আপনার যে পদ ব্যক্ত করিয়াছেন

আদালতসংক্রান্ত কিম্বা রাজকার্য্যান্বটিত তাঁহার সেই পদের প্রমাণ না লইয়া ইঙ্গলণ্ডের কিম্বা ঐরলণ্ডের কোন আদালতে কোন বিশেষ বাক্যের প্রমাণে ঐ দলীল উপস্থিত করা যাইতে পারে এমত দলীল বলিয়া কোন দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, উক্ত মোহর কি ইষ্টাম্প কি স্বাক্ষর প্রকৃত আছে ও যে ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তিনি আপনাকে আদালত কি রাজ্যসংক্রান্ত যে পদ বিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তৎকালে তাঁহার সেই পদ ছিল আদালতের এমত অনুমান হইবে,

এবং ইঙ্গলণ্ডে ও ঐরলণ্ডে ঐ দলীল যে কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইত সেই কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে ম্যাপ বা নক্শা করা যায় তাহার প্রমাণের কথা।

৮৩ ধারা। কোন ম্যাপ কি নকশা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে তাহা সেই আজ্ঞামতে করা গেল ও তাহা পরিশুদ্ধ আছে আদালতের এমত অনুমান হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমার উপলক্ষে যে ম্যাপ কি নক্শা করা যায় তাহার শুদ্ধতার প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

আইন সংগ্রহের ও নিষ্পত্তির রিপোর্টের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮৪ ধারা। কোন পুস্তকে কোন দেশের কোন আইন আছে ও তাহা ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে,

এবং কোন পুস্তক ঐ দেশের আদালতের নিষ্পত্তির

রিপোর্ট বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে, আদালত তাহা প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন ইতি।

মোক্তার নামা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮৫ ধারা। মোক্তারনামা বলিয়া কোন দলীল নোটরি পবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ব্রিটনীয় কনসলের কি প্রতিনিধি কনসলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্লাভিবিজের সম্মুখে সম্পাদন করা গেল ও তৎকর্তৃক সত্যাকৃত হইল বলিয়া উপস্থিত করা গেলে, তাহা উক্ত প্রকারে সম্পাদিত ও সত্যাকৃত হইয়াছে আদালত এমত অনুমান করিবেন ইতি।

ভিন্ন দেশীয় আদালতের কাগজ পত্রের শংসিত প্রতিলিপি বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮৬ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারের অন্তর্গত দেশ ভিন্ন কোন দেশের আদালতের কোন কাগজপত্রের শংসিত প্রতিলিপ বলিয়া কোন দলীল উদ্দিষ্ট হইলে, তদ্দেশে আদালতের কাগজপত্রের প্রতিলিপি শংসিত করিবার যে রীতি চলন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের তদ্দেশনিবাসী কোন প্রতিনিধি ঐ দলীল সেই রীতিমতে শংসিত হইয়াছে বলিয়া সর্টিফিকট দিলে, আদালত সেই দলীল প্রকৃত ও পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিবেন ইতি।

পুস্তকের ও ম্যাপের চার্টের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮৭ ধারা। আদালত রাজকীয় কিম্বা সাধারণের স্বার্থ

সংক্রান্ত বিষয়ের সন্ধান জানিবার জন্যে যে পুস্তকে দৃষ্টি করেন, এবং প্রকাশিত যে ম্যাপের কি চার্টের কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয় ও আদালতের দেখিবার জন্যে উপস্থিত করা যায় সেই পুস্তক ও ম্যাপাদি যে ব্যক্তির দ্বারা যে স্থানে যে সময়ে লিখিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই পুস্তকাদি সেই ব্যক্তির দ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিবেন ইতি।

টেলিগ্রাফের দ্বারা প্রেরিত বার্ত্তা বিষয়ের অনুমানের কথা।

৮৮ ধারা। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে কোন ব্যক্তির নামে বার্ত্তা আইল বলিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠান গেলে, যে আফিস হইতে তাহা পাঠান গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় ঐ বার্ত্তা সেই আফিস হইতে প্রেরিত বার্ত্তার সঙ্গে মিলে, আদালত ইহা অনুমান করিতে পরিবেন। কিন্তু ঐ বার্ত্তা পাঠাইবার জন্যে যে বাক্তির দ্বারা দেওয়া গেল আদালত সেই ব্যক্তির বিষয়ে কোন প্রকারের অনুমান করিবেন না ইতি।

দলীল উপস্থিত না করা গেলে তাহার উচিত মতে সম্পাদনাদি হওয়ার অনুমানের কথা।

৮৯ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলে পর উপস্থিত না করা গেলে, তাহা আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সাক্ষিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইল ও তাহাতে ইষ্টাম্প করা গেল আদালত এই অনুমান করিবেন ইতি।

ত্রিশ বৎসরের দলীল বিষয়ক অনুমানের কথা।

৯০ ধারা। কোন দলীল ত্রিশ বৎসরের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট কি প্রমাণিত হইলেও মোকদ্দমা বুঝিয়া আদালতের বিবেচনামতে সেই দলীল যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকা উচিত এমত ব্যক্তির নিকট হইতে তাহা উপস্থিত করা গেলে, সেই দলীলের স্বাক্ষর ও অন্য সকল ভাগ যে ব্যক্তিবিশেষের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় আদালত তাঁহারই হাতের লেখা বলিয়া অনুমান করিবেন। ও সেই দলীলে সম্পাদকের ও সাক্ষিদের স্বাক্ষর থাকিলে, যাঁহাদের দ্বারা সম্পাদন বা স্বাক্ষর হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তাঁহাদেরই দ্বারা নিয়মমতে সম্পাদন ও স্বাক্ষর করা গেল এই অনুমান করিতে পারিবেন ইতি।

ব্যাখ্যা। দলীল যথাবিধি স্থানে থাকিলে কিম্বা যথাক্রমে যাঁহার সংরক্ষণে থাকা উচিত তাঁহার নিকট থাকিলে উপযুক্ত ব্যক্তির সংরক্ষণে আছে বলা যায়, কিন্তু স্থানান্তরে থাকার ব্যবস্থাসিদ্ধ কারণের প্রমাণ হইলে কিম্বা স্থলবিশেষের গতিক বিবেচনায় তদ্রূপ কারণ সম্ভব হইলে যাঁহার সংরক্ষণে হউক তাহা অনুচিত নয়।

এই ব্যাখ্যার কথা ৮১ ধারার প্রতিও খাটে।

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূমি অনেক বৎসরাবধি আনন্দের অধিকারে আছে ও তিনি সেই ভূমি বিষয়ক আগমপত্র আপনার রক্ষণ হইতে দেখাইয়া দেন। সেই রক্ষণটি উচিত।

(খ) আনন্দের কোন কোন ভূমির বন্ধকগৃহীতা হইয়া ঐ ভূমি

বিষয়ক দলীল উপস্থিত করেন কিন্তু সম্পত্তি বন্ধকদাতার অধিকারে আছে। সেই রক্ষণটি উচিত।

(গ) বলরামের অধিকারে যে ভূমি আছে আনন্দ নামক তাঁহার কুটুম্ব ঐ ভূমিবিষয়ক দলীল উপস্থিত করেন। বলরাম নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্তে আনন্দের হাতে সেই দলীল দিয়াছিলেন। সেই রক্ষণটী উচিত।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওন বিষয়ক বিধি।

চুক্তি ও সম্পত্তি দান ও অন্য প্রকারের বিনিয়োগ দলীল করিয়া লেখা গেলে তাহার নিয়মের সাক্ষ্যের কথা।

৯১ ধারা। চুক্তির নিয়ম কিম্বা সম্পত্তি নিরূপণের কি প্রকারান্তরে বিনিয়োগ করণের নিয়ম দলীলের পাঠে লেখা গেলে পর, এবং যে যে স্থলে আইন অনুসারে কোন বিষয় দলীলের পাঠে লিখিয়া দেওয়ার আজ্ঞা থাকে সেই সেই স্থলে, ঐ চুক্তির কি সম্পত্তি নিরূপণের কিম্বা অন্য প্রকারে বিনিয়োগের কিম্বা সেই বিষয়ের নিয়মের প্রমাণার্থে ঐ দলীলভিন্ন, কিম্বা পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য ভিন্ন, কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না ইতি।

বর্জনীর ১ কথা।—আইনমতে রাজকীয় কোন কার্য্য-কারকের নিয়োগ লিখনক্রমে হওয়া আবশ্যক হইলে এবং বিশেষ ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন

ইহা দর্শান গেলে, যে পত্র দ্বারা তাঁহাকে নিযুক্ত করা গেল তাহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বর্জনীয় ২ কথা।—ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে উইলের প্রবেট লইবার অনুমতি হয় সেই * ইউলের প্রমাণ প্রবেট দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

১ ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত চুক্তি কি সম্পত্তি নিরূপণের কিম্বা বিনিয়োগের নিয়ম একি দলীলের মধ্যে থাকিলে কিম্বা একের অধিক দলীলের মধ্যে থাকিলেও এই ধারার বিধি বর্ত্তে।

২ ব্যাখ্যা।—একের অধিক আসল দলীল থাকিলে কেবল এক আসল দলীলের প্রমাণ আবশ্যক।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন দলীলের মধ্যে এই ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত ভিন্ন কোন বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিলে, ঐ বর্ণনা হেতুক সেই বৃত্তান্তের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার নিষেধ নাই।

উদাহরণ।

(ক) কোন চুক্তির কথা অনেক পত্রে লেখা থাকিলে, তাহা যত পত্রে লেখা থাকে সেই সকলের প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) হুণ্ডীতে চুক্তি লেখা থাকিলে, সেই হুণ্ডীর প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) তেকরু হুণ্ডী লেখা গেলে, কেবল এক কেতার প্রমাণ করা প্রয়োজন।

(ঘ) আনন্দ কোন বিশেষ নিয়মানুসারে নীল দিব বলিয়া বলরামের নিকট চুক্তিপত্র লিখিয়া দেন। অন্য সময়ে নীল দিবার যে

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারা।

বাচনিক চুক্তি হইয়াছিল বলরাম আনন্দকে তাহার মূল্য দিয়াছেন উক্ত চুক্তি পত্রে এই কথা লেখা আছে।

অন্য নীলের জন্যে টাকা দেওয়া যায় নাই ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা গ্রাহ্য।

(চ) বলরাম টাকা দিলে আনন্দ তাঁহাকে রসীদ দেন সেই টাকা যে দেওয়া গেল ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

বাচনিক নিয়মের প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারের কোন চুক্তি পত্রের কিম্বা সম্পত্তি নিরূপণপত্রের কি প্রকারান্তরে বিনিয়োগ করণ-পত্রের নিয়ম কিম্বা আইনমতে অন্য যে বিষয় দলীলের পাঠে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহার নিয়ম ইহার পূর্ব্ব ধারামতে প্রমাণিত হইলে, সেই নিয়ম অস্বীকার কি পরি র্ত্তন করিবার কিম্বা তাহাতে অন্য নিয়ম সংযোগ করিবার কিম্বা তাহা হইতে নিয়ম তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত, উক্ত নিদর্শন পত্রের উভয় পক্ষের কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাঁহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাচনিক কোন নিয়মের কি বর্ণনার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

১ উপবিধি।—প্রতারণা করণ, কিম্বা ভয় দর্শাওন, কিম্বা আইন উল্লঙ্ঘন, কিম্বা দলীল নিয়মমতে সম্পাদিত না হওন, কিম্বা চুক্তিকারি অন্যতর ব্যক্তির অক্ষমতা, কিম্বা পারিতোষিক না দেওন কি দিবার ত্রুটি হওন, কিম্বা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত ভুল থাকন প্রভৃতি যে বৃত্তান্তদ্বারা কোন দলীল অসিদ্ধ হইতে পারে, কিম্বা কোন ব্যক্তি সেই

দলীল সম্বন্ধে কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান হন, তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

২ উপবিধি।—কোন বিষয় দলীলে লিখিত না হইয়াও সেই দলীলের নিয়মের সঙ্গে অসঙ্গত না হইলে এমত বিষয়ের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। স্থলবিশেষে এই উপবিধি খাটে কি না, এই বিষয়ের বিবেচনা করণ কালে ঐ দলীলে দলীল লিখিবার ধারা যত দূর পালন হইয়াছে আদালত ইহার প্রতি লক্ষ করিবেন।

৩ উপবিধি।—উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্র কি সম্পত্তি নিরূপণপত্র কি বিনিয়োগকরণ পত্রদ্বারা যে দায় বর্ত্তে, তাহা বর্ত্তিবার পূর্ব্বে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে এই মর্ম্মের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

৪ উপবিধি।—উক্ত প্রকারের চুক্তিপত্র বা সম্পত্তি নিরূপণ কি বিনিয়োগকরণপত্র আইনমতে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন থাকার, কিম্বা দলীল রেজিষ্টরী করণবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত হয় তদনুসারে সেই পত্র রেজিষ্টরী করণের স্থল ভিন্ন, উক্ত চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিনিরূপণ কি বিনিয়োগ করণ পত্র রহিত বা মতান্তর করণসূচক স্পষ্ট যে বাচনিক নিয়ম পশ্চাৎ করা যায়, এমত নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

৫ উপবিধি।—বিশেষ প্রকারের চুক্তিপত্রে নৈমিত্তিক যে কথা স্পষ্ট লেখা যায় না তাহা সচরাচর সেই প্রকারের চুক্তিপত্রে সংযোগ করা গিয়া থাকে, এই প্রকারের আচা-

রের বা রীতির প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এই স্থলে প্রয়োজন যে সেই নৈমিত্তিক কথা চুক্তিপত্রের স্পষ্ট নিয়মের বিপরীত বা অসঙ্গত না হয়।

৬ উপবিধি।—উপস্থিত বৃত্তান্তের সঙ্গে দলীলের ভাষার যে প্রকারে সম্বন্ধ থাকে ইহা দর্শাইবার কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) "যে যে জাহাজ কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগরে যাইবে" সেই সেই জাহাজের মালের উপর বিমাপত্র দেওয়া গেল। কোন জাহাজে মাল চালান হইলে সেই জাহাজখানি সমুদ্রে মারা পড়িল। সেই বিমাপত্রের মধ্যে বাচনিক কথার দ্বারা সেই জাহাজই যে ধরা যায় নাই ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(খ) আনন্দ কোন নিয়ম না করিয়া "১৮৭৩ সালের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখ বলরামকে ১০০০ টাকা দিব" এই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দেয়। সেই সময়ে মার্চ্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ টাকা না দিবার কোন বাচনিক নিয়ম যে করা গিয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(গ) "রামপুরের চা বাড়ী" নামে এক মহাল যে দলীলক্রমে বিক্রয় করা যায় সেই দলীলে বিক্রীত সম্পত্তির নক্‌শা থাকে। নক্‌শায় যাহা লেখা নাই এমত আর কতক ভূমি সর্ব্বদাই ঐ মহালসংক্রান্ত ভূমি বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে ঐ দলীলে সেই ভূমিও ধরিবার অভিপ্রায় ছিল এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ কোন কোন নিয়ম করিয়া বলরামের কএক খনিতে কর্ম্ম করিবার চুক্তি লিখিয়া দেন। বলরাম ঐ খনির মূল্য বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিল আনন্দ সেই কথা শুনিয়া ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলেন কিন্তু সেই কথা মিথ্যা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম চুক্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধন করেন এই নিমিত্ত আনন্দ তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ চুক্তিপত্রের একটি নিয়ম ভুলক্রমে লেখা গিয়া ছিল বলিয়া সেই নিয়ম সম্পর্কে ঐ চুক্তিপত্র সংশোধনও হইবার প্রার্থনা করেন। যে প্রকারের ভুল থাকিলে আইন অনুসারে তাহার সেই চুক্তিপত্র সংশোধন করাইবার স্বত্ব থাকে আনন্দ এমত ভুলের প্রমাণ করিতে পারিবেন।

(চ) আনন্দ বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া কএক দ্রব্য চালান করিবার আদেশ করেন। কিন্তু সেই পত্রে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিবার সময় নির্দ্দেশ হয় নাই। দ্রব্য পঁহুছিলে আনন্দ তাহা গ্রহণ করেন। পরে বলরাম মূল্য পাইবার জন্যে আনন্দের নামে নালিশ করেন। ঐ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দিবার কথা হইয়াছিল ও সেই মিয়াদ অদ্যাপি ফুরায় নাই, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন।

(ছ) আনন্দ বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ এই সুনিশ্চিত কথা মুখে কহেন। "আনন্দের নিকট ৫০০ টাকাতে একটি ঘোড়া ক্রয় করা গেল" আনন্দ এই মাত্র কথা লিখিয়া বলরামকে দেন। ঐ ঘোড়া সুস্থাঙ্গ বলরাম আনন্দের এই সুনিশ্চিত বাক্যের প্রমাণ করিতে পারিবেন।

(জ) বলরামের বাড়ীর মধ্যে আনন্দ কএক ঘর ভাড়া করিয়া লইয়া "মাসে ২০০ টাকায় কএক ঘর" এই মাত্র কথা একখান কার্ডে লিখিয়া দেন। ঐ টাকার মধ্যে আহারের খরচও ধরিবার বাচনিক নিয়ম ছিল আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন।

আনন্দ বলরামের বাড়ীর মধ্যে কএক ঘর এক বৎসর মিয়াদে ভাড়া করিয়া লন এবং নিয়মিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উকীলের দ্বারা এক খান এগ্রীমেণ্টও লিখিয়া দেন, তাহার মধ্যে আহারের কোন কথার উল্লেখ হয় নাই। আহারের খরচও ধরিবার কথা ছিল আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

(ঝ) বলরামের স্থানে আনন্দের টাকা পাওনা হওয়াতে আনন্দ সেই

টাকার রসীদ লিখিয়া পাঠাইয়া ঐ টাকা চাহিলেন, বলরাম সেই রসীদ রাখিয়া টাকা দিলেন না। ঐ টাকা পাইবার মোকদ্দমায় আনন্দ উক্ত ব্যাপারের প্রমাণ করিতে পারিবেন।

(ঞ) বিশেষ ব্যাপার ঘটিলে এই চুক্তি প্রবল হইবে বলিয়া আনন্দ ও বলরাম কোন চুক্তি লিখিয়া দেন। সেই চুক্তিপত্র বলরামের নিকট থাকে। পরে বলরাম সেই পত্র ধরিয়া আনন্দের নামে নালিশ করেন। পত্রখানি যে ভাবগতিকে দেওয়া গেল আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবেন।

অস্পষ্ট দলীলের অর্থ করিবার কি সংশোধন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯৩ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা অভিমুখেই অস্পষ্ট কি অপূর্ণ হইলে, যে বৃত্তান্তদ্বারা তাহার অর্থ প্রকাশ কি তাহার অভাব পূর্ণ করা যাইতে পারে এমত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ '১০০০ বা ১৫০০ টাকায়' বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিবার নিয়ম পত্র লিখিয়া দেন।

ঘোড়ার নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না।

(খ) কোন দলীলের স্থানে স্থানে ফাক থাকে। সেই সেই স্থানে যে যে কথা লিখিবার মনস্থ ছিল ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি দলীলের কথা না খাটিবার প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯৪ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা স্পষ্ট হইলে এবং উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটিলে, ঐ বৃত্তা-

ন্তের প্রতি সেই দলীল খাটাইবার অভিপ্রায় ছিল না ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বিক্রয়পত্র লিখিয়া "রামপুরে আমার ১০০/ বিঘা পরিমাণের এক মহাল" বলিয়া বলরামকে এক মহাল বিক্রয় করেন। রামপুরে আনন্দের ১০০/ বিঘা পরিমাণের এক মহাল আছে। আনন্দ যে মহাল বিক্রয় করিতে চাহিলেন তাহা অন্য স্থানে, কি তাহার অন্য পরিমাণ আছে এই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবেন না।

উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে যে দলীল অনর্থক হয় তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

৯৫ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা স্পষ্ট কিন্তু উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে অনর্থক, এমন স্থলে বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া ঐ ভাষার ব্যবহার হইল ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

বিক্রয় পত্রে আনন্দ "কলিকাতাস্থ আমার ঘর" কেবল এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ঘর বিক্রয় করেন।

কলিকাতায় আনন্দের ঘর নাই কিন্তু হাবড়ায় তাহার একটি ঘর ছিল ও দলীল সম্পাদন হইবার কালাবধি তাহা বলরামের অধিকারে আছে।

ঐ বিক্রয় পত্রে হাবড়ার ঘরের বিষয় লেখা হইয়াছে উক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

অনেক ব্যক্তির মধ্যে কেবল একের প্রতি যে ভাষা খাটিতে পারে তাহা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা।

৯৬ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয় তদ্দৃষ্টে বৃত্তান্ত কোন এক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিতে পারে কিন্তু অনেক ব্যক্তির কি দ্রব্যের মধ্যে একের অধিক ব্যক্তির কি

দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় হইতে পারিত না, এমন স্থলে উক্ত ব্যক্তিদের কি দ্রব্যের মধ্যে ঐ কথা কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় ছিল, ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) "আমার শাদা ঘোড়া" এই মাত্র বর্ণনা লিখিয়া আনন্দ ১০০০ টাকাতে বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন। কিন্তু আনন্দের দুটি শাদা ঘোড়া আছে। এই স্থলে কোন্ ঘোড়াটী লক্ষ করিয়া উক্ত নিয়ম করা যায় ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে হয়দরাবাদে যাইতে করার করেন। দক্ষিণ দেশে হয়দরাবাদ নামে এক স্থান আছে সিন্ধুদেশেও সেই নামের এক স্থান আছে ইহার মধ্যে কোন স্থানটি লক্ষ করিয়া ঐ নিয়ম করা যায় ইহা দেখাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

দুই প্রস্থ বৃত্তান্তের মধ্যে যে ভাষা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক না খাটে একতর বৃত্তান্তের প্রতি সেই ভাষা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা।

৯৭ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা এক প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে ও অন্য প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে কিন্তু সম্পূর্ণ কথা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটে না, এমন স্থলে ঐ দুই বৃত্তান্তের মধ্যে কোন্ বৃত্তান্তের প্রতি ঐ কথা খাটিবার অভিপ্রায় ছিল ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ

"ঘোষপাড়ায় যদুর দখলে আমার যে ভূমি আছে" আনন্দ এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ভূমি বিক্রয় করিবার নিয়ম করেন। ঘোষপাড়ায়

আনন্দের জমী আছে কিন্তু তাহা যদুর দখলে নাই। যদুর দখলে তাঁহার অন্য জমী আছে কিন্তু তাহা ঘোষপাড়ায় নাই। এমন স্থলে আনন্দ কোন জমী বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

অপাঠ্য অক্ষরাদির অর্থ বিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

৯৮ ধারা। যে অক্ষরাদি অপাঠ্য কি সামান্যতঃ বুঝা না যায় তাহার, এবং ভিন্নদেশীয় ও অপ্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক ও স্থানবিশেষের কি প্রদেশবিশেষের ব্যবহার্য্য শব্দের ও সংক্ষিপ্ত কথার ও বিশেষ ভাবানুসারে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার অর্থ জানাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক কোন যন্ত্রকার বলরামের নিকট "আমার সকল যন্ত্র" বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন। এই স্থলে তাঁহার নির্ম্মিত যন্ত্র বা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার হাতিয়ার বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

দলীলের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার নিয়মের প্রমাণ কে দিতে পারেন তদ্বিষয়ের কথা।

৯৯ ধারা। দলীলে যে ভাবের কথা আছে তৎসমকালীন কোন নিয়ম দ্বারা ঐ ভাবের পরিবর্ত্তন হইলে, যাঁহারা ঐ দলীলের এক পক্ষ নন কিম্বা স্বার্থসম্বন্ধে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত নন তাঁহারা উক্ত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম আনন্দের নিকট তুলা বিক্রয় করিবেন তুলা পাইলেই মূল্য দিবেন তাঁহাদের এই মর্ম্মের চুক্তিপত্র করা যায়। সেই সময়ে তিন মাস

পরে ঐ মূল্য আদায় হইবে তাঁহারা পরস্পর এই বাচনিক নিয়ম করেন। আনন্দ ও বলরামের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে তাঁহারা উহার প্রমাণ দিতে পারিবেন না কিন্তু তদ্দারা যদি চন্দ্রের কোন ক্ষতি কি লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে চন্দ্র সেই বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারিবেন।

উইলের বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনের বিধান প্রবল থাকার কথা।

১০০ ধারা। উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন নামে ১৮৬৫ সালের ১০ আইনে উইলের অর্থকরণ বিষয়ের যে বিধান আছে এই অধ্যায়ের কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

তৃতীয় ভাগ।

সাক্ষ্য উপস্থিত করণের ও তৎফলের কথা।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

প্রমাণের ভারের কথা।

১০১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তের সত্তার উপর আইনমত যে অধিকার কিম্বা যে দায় নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে কোন আদালতের বিচার প্রার্থনা করিলে, সেই ব্যক্তির ঐ বৃত্তান্তের সত্তার প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে আবদ্ধ

হইলে প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে, ইহা বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে আনন্দ ইহা বলিয়া তাহার সেই অপরাধের দণ্ড হয় আদালতের এমন নিষ্পত্তি প্রার্থনা করেন।

বলরাম যে সেই অপরাধ করিয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) বলরামের অধিকারে ভূমিখণ্ড আছে। আনন্দ কোন কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আপনি ঐ ভূমির অধিকারী আছেন, আদালতের এমত বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু বলরাম কহেন যে ঐ বৃত্তান্ত সত্য নয়।

আনন্দের সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে তাহার কথা।

১০২ ধারা। মোকদ্দমার কি অনুষ্ঠানিক কার্য্যে সাক্ষ্য-মাত্র না দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি অকৃতার্থ হইতেন প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) ভূমি বলরামের অধিকারে আছে। চন্দ্র নামক বলরামের পিতা উইল করিয়া আনন্দকে ঐ ভূমি দিয়া গেলেন আনন্দ ইহা বলিয়া ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করেন।

উভয় পক্ষের সপক্ষ কোন সাক্ষ্য না দেওয়া গেলে বলরাম অধিকার রাখিবার স্বত্ববান হইতেন।

অতএব প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) খতের টাকা পাওনা আছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করেন।

ঐ খৎ লেখার বিষয়ে বিবাদ নাই, কিন্তু বলরাম বলেন যে ছলনা করিয়া ঐ খৎ লওয়া গেল। আনন্দ তাহা স্বীকার করেন।

খতের বিবাদ না হওয়াতে ও কোন পক্ষের সপক্ষ সাক্ষ্য না দেওয়া গেলে ছলনারও প্রমাণ না হওয়াতে আনন্দ জিতিতেন।

অতএব বলরামের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

বিশেষ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৩ ধারা। কোন বিশেষ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বর্ত্তে আইনে এই মর্ম্মের বিধান না থাকিলে, ঐ বিশেষ বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে যে ব্যক্তি আদালতের বিশ্বাস জন্মাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারই উপর সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার থাকে ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম চুরি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করিয়া চন্দ্রের নিকট বলরাম সেই কথা স্বীকার করিয়াছে আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহেন। এই স্থলে বলরাম সেই কথা যে স্বীকার করিল আনন্দের ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

আমি তৎকালে অন্যত্র ছিলাম বলরাম আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহেন। তাঁহারই সেই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার নিমিত্ত যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবার জন্য অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ঐ সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের "মুমূর্ষু" বাক্যের প্রমাণ করিতে চাহেন। বলরামের মৃত্যু যে হইয়াছে আনন্দের এই কথা প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল হারাইলে আনন্দ গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে চাহেন।

ঐ দলীল যে হারাইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা বর্জনীয় কথার মধ্যে আইসে ইহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৫ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, সেই কার্য্যটি যে গতিক প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জিত কথার মধ্যে, অথবা ঐ আইনের কিম্বা অন্য যে আইনের অপরাধের অর্থ করা গেল সেই আইনের কোন ভাগের উল্লিখিত বিশেষ বর্জনীয় কথার বা উপবিধির মধ্যে ধরা যাইতে পারে, আদালত এমত গতিক না থাকাই অনুমান করিবেন। ঐ গতিক থাকার প্রমাণ করিবার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে, যে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত আপন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারি নাই।

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(খ) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে হঠাৎ গুরুতর ক্রোধজনক কার্য্য হওয়াতে আমি আত্মদমন করিতে পারিলাম না।

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(গ) দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারার এই বিধান, ৩৩৫ ধারার উল্লি-খিত স্থলভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্যস্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও গুরুতর হানি করিলে তাহার অমুক অমুক দণ্ড হইবে।

আনন্দের নামে ৩২৫ ধারামতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হানি করিবার অভিযোগ হয়।

সেই অভিযোগ যাহাতে ৩৩৫ ধারার অধীনে আইসে ইহার প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

যে বৃত্তান্ত বিশেষ জানা আছে তাহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত যদি কোন ব্যক্তির বিশেষ জানা থাকে, তবে ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহা-রই প্রতি বর্ত্তে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন ক্রিয়ার ভাব ও গতিক বিবেচনায় যে অভিপ্রায় বোধ হয়, ঐ ক্রিয়াকারি ব্যক্তি তদ্ভিন্ন কোন অভিপ্রায়ে ঐ কর্ম্ম করিলে, সেই অভিপ্রায়ের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

(খ) আনন্দ টিকিট না লইয়া রেলওয়ের গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছেন এই অভিযোগ হইলে, তিনি যে টিকিট পাইয়াছিলেন ইহার প্রমাণ করি-বার ভার তাহারই প্রতি থাকে।

ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যিনি বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৭ ধারা। অমুক ব্যক্তি জীবিত আছেন কি গত হইয়াছেন এই বিষয়ের বিবাদ হইলে, যদি গত ত্রিশ বৎস-রের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করা যায়, তবে তিনি যে গত হইয়াছেন এই কথা যে ব্যক্তি বলেন তাঁহা-রই প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে ইতি।

সাত বৎসর যাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই তাঁহার বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৮ ধারা। কিন্তু * অমুক ব্যক্তি জীবিত আছেন কি গত হইয়াছেন এই বিষয়ের বিবাদ হইলে, সে জীবদ্দশায় থাকিলে যে ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাঁহার সন্ধান পাইতেন এমত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পান নাই ইহার প্রমাণ করা গেলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে জীবিত কহেন তাঁহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তিবে ইতি।

অংশীদের ও ভূম্যধিকারী ও প্রজা ও মুখ্য ব্যক্তি ও তদীয় কর্ম্মকারকের মোকদ্দমায় তাঁহাদের পরস্পর ঐ২ সম্বন্ধের প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৯ ধারা। অমুক ব্যক্তিদের পরস্পর অংশী, কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজা, কিম্বা কর্ত্তা ও কর্ম্মকারকের সম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয়ের বিবাদ হইয়া যদি তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ থাকার ন্যায় কার্য্যকরার প্রমাণ করা যায় তবে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ নাই, কিম্বা পূর্ব্বে থাকিলেও এখন সেই সম্বন্ধ নাই, এই কথা যে ব্যক্তি কহেন তাঁহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে ইতি।

স্বামিত্ব বিষয়ে প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১১০ ধারা। কোন দ্রব্য অমুক ব্যক্তির অধিকারে আছে ইহা দর্শান গেলেও, তিনি ঐ দ্রব্যের স্বামী কি না এই বিষয়ের বিবাদ হইলে, তিনি স্বামী নহেন এই কথা যে ব্যক্তি কহেন তাঁহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে ইতি।

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ৯ ধারা দেখ।

কোন ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাসভাজন হইলে কোন ব্যাপারে তাঁহার সরলতার প্রমাণের কথা ।

১১১ ধারা। কর্ম্ম সম্পর্কে এক ব্যক্তি অন্যের বিশ্বস ভাজন হইলে অমুক কোন ব্যাপার সরলভাবে করা গিয়াছে কি না এই বিষয়ে যদি তাঁহাদেরই মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন, ঐ ব্যাপারটির সরলতার প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) মওক্কেল উকীলের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করেন। সেই বিক্রয় ব্যাপাব সরল ভাবাপন্ন কি না মওক্কেলের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার উকীলের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে পিতার নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করেন। সেই বিক্রয় ব্যাপার সরল ভাবাপন্ন কি না পুত্রের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার পিতার প্রতি বর্ত্তে।

বিবাহিতাবস্থায় যে সন্তান জন্মে তাহার ঔরষ হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণের কথা।

১১২ ধারা। জননীর সঙ্গে পুরুষের পতি পত্নী ভাব থাকিতে, কিম্বা সেই সম্বন্ধ বিলোপ হইবার পর দুই শত আশী দিনের মধ্যে জননী অবিবাহিতা থাকিতে যদি সন্তান প্রসব করেন, তবে যে সময়ে গর্ভ সঞ্চার হয় সেই সময়ে উক্ত পুরুষের ও স্ত্রী সমাগম হইতে পারিল না ইহার প্রমাণ না হইলে, উক্ত বৃত্তান্ত ঐ সন্তানের ঔরসজাত হওয়া সিদ্ধান্ত প্রমাণ হয়।

দেশ দত্ত হওয়ার প্রমাণের কথা।

১১৩ ধারা। ব্রিটনীয় দেশের কোন অংশ এতদ্দেশীয় কোন রাজ্যাধিকারে বা রাজ্যের বা কর্ত্তার দেশভুক্ত করা গিয়াছে, ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইলে, ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে সেই দেশ সিদ্ধরূপে দত্ত হইয়াছে, ঐ জ্ঞাপনপত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ ইতি।

কোন কোন বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে আদালতের অনুমান করিতে পারিবার কথা।

১১৪ ধারা। স্বাভাবিক কোন ব্যাপার ও লোকাচার এবং সাধারণের ও ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসায়াদি সামান্যতঃ যে ধারামতে হইয়া থাকে, আদালত কোন বিশেষ বৃত্তান্ত সহিত সেই ব্যাপারাদির সম্বন্ধ বিবেচনায় যে বৃত্তান্ত ঘটা সম্ভব বোধ করেন, তাহা ঘটিয়াছে এমত অনুমান করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

আদালত এই এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ক) কোন দ্রব্য চুরী করা যাইবার অল্পকাল পরে তাহা যে ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায়, সে কি প্রকারে পাইল ইহা জানাইতে না পারিলে সেই চোর অথবা চোরা দ্রব্য জানিয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে।

(খ) গুরুতর না না বিষয়ে সহায়ের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন না হইলে, সে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।

(গ) হুণ্ডী সাকরাইয়া দেওয়া গেলে কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেলে, উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহা সাকরাইয়া দেওয়া গেল কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেল।

(ঘ) কোন বিষয় কি কোন বিষয়ের ভাব সচরাচর যত কাল স্থায়ি

থাকে তদপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে স্থায়ি আছে ইহার প্রমাণ করা গেলে সেই বিষয় কি সেই বিষয়ের সেই ভাব অদ্যাপি আছে।

(ঙ) আদালত সংক্রান্ত ও রাজকীয় পদসংক্রান্ত কার্য্য, নিয়মমতে করা গেল।

(চ) কার্য্য করিবার চলিত ধারামতে বিশেষ স্থলেও কার্য্য করা গেল।

(ছ) প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিলে ও না করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা গোপনে রাখেন ঐ প্রমাণ উপস্থিত হইলে তাঁহার বিপক্ষ হয়।

(জ) যে ব্যক্তি আইনমতে কোন এক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নহেন, তিনি যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকার করেন, তবে উত্তর দিলে তাহা তাঁহার বিরুপ হয়।

(ঝ) যে দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কার্য্য করিতে নিবদ্ধ হন, সেই দলীল, ঐ কর্ম্মের নিবন্ধন কর্ত্তার হাতে থাকিলে সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইল।

কিন্তু স্থলবিশেষে উক্ত নিয়ম খাটে কি না আদালত নিম্নলিখিত প্রকারের বৃত্তান্ত লক্ষ করিয়া তাহা বিবেচনা করিবেন।

(ক) উদাহরণের স্থলে।—টাকাতে কোন চিহ্ন দেওয়া গেল, চুরি হইবার কিঞ্চিৎ পরে ঐ টাকা কোন দোকানদারের গেব্যাতে পাওয়া গেল কিন্তু ব্যবসায়ক্রমে তিনি সর্ব্বদাই টাকা পাইয়া থাকেন, অতএব সেই টাকাটি কাহার কাছে পাইলেন তাহা জানেন না।

(খ) উদাহরণের স্থলে।—কোন কল স্বস্থানে সাজাইয়া রাখিবার সময়ে অমনযোগ হওয়াতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে আনন্দ নামে অতি ভদ্র এক ব্যক্তি ঐ মৃত্যু ঘটাইলেন বলিয়া তাঁহার বিচার হয়। বলরাম নামক তাঁহার মৃত্যু ভদ্র আর এক ব্যক্তি সেই কল সাজাইয়া রাখিবার কার্য্যের অংশী ছিলেন ও কি কি কার্য্য হইয়াছে তাহা বিশেষমতে উল্লেখ করিয়া আনন্দ ও আমি উভয়ের অমনোযোগ হইয়াছিল এই কথা স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন।

(খ) উদাহরণের স্থলে।—অনেক ব্যক্তি মিলিয়া কোন অপরাধ করিলে, আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র নামক তিন জন অপরাধী তৎস্থানেই ধৃত হইয়া তাহাদিগকে পৃথক পৃথক রাখা গেল। প্রত্যেক জন ঐ অপরাধের বর্ণনা করিয়া সহায় বলিয়া দীননাথের নাম দিল এবং তাহাদের বর্ণনা পরস্পর যেরূপে মিলে তাহা দেখিয়া তাহাদের কোন ষড়চক্রের সম্ভাবনা বোধ হয় না।

(গ) উদাহরণের স্থলে।—আনন্দ নামক যে ব্যক্তি হুণ্ডী লিখিয়াছিলেন তিনি ব্যবসায়ী। বলরাম নামক যে ব্যক্তি তাহা সাকরাইয়া দিলেন তিনি যুবা ও অজ্ঞ ও সম্পূর্ণরূপে আনন্দের বসতাপন্ন।

(ঘ) উদাহরণের স্থলে।—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কোন নদীর স্রোত বিশেষ খাত দিয়া বহিয়া যাইত ইহার প্রমাণ হইল কিন্তু তৎপরে কএকবার বন্যা হওয়াতে তাহার প্রবাহের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

(ঙ) উদাহরণের স্থলে।—আদালতের কোন কার্য্য নিয়মমতে হইল কি না এই বিবাদ হওয়াতে, অসাধারণ ভাবগতিকে সেই কার্য্য করা গিয়া থাকিবে।

(চ) উদাহরণের স্থলে।—অমুক পত্র পাওয়া গিয়াছে কি না এই প্রশ্ন হওয়াতে সেই পত্র ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যায়, কিন্তু কোন হঙ্গামাপ্রযুক্ত রীতিমতে ডাক পত্র চালানের ব্যাঘাত হইল।

(ছ) উদাহরণের স্থলে।—সামান্য কোন এক চুক্তিপত্রের উপর কোন ব্যক্তির নামে নালীশ হয়, কিন্তু ঐ চুক্তি সম্পর্কীয় একখানি দলীল উপস্থিত করিলে তাঁহার পরিবারস্থ লোকদের দুঃখ ও তাঁহাদের মানের হানি হইতে পারে বলিয়া তিনি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করেন।

(জ) উদাহরণের স্থলে।—অমুক ব্যক্তি আইনমতে অমুক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নহেন, কিন্তু যে ব্যাপার সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায় উত্তর দিলে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যাপারে তাঁহার হানি হইতে পারে।

(ঝ) উদাহরণের স্থলে।—নিবন্ধন কর্ত্তার হাতে খৎ পাওয়া গেলে, কিন্তু ভাবগতিক বিবেচনায় তিনি তাহা চুরি করিয়া লইয়া থাকিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধাবিষয়ক কথা।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

১১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞান পূর্ব্বক আপনার কথার বা ক্রিয়ার দ্বারা কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণদ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মান বা জন্মাইতে দেন ও সেই বিশ্বাসানুসারে তাঁহাকে কার্য্য করান বা কার্য্য করিতে দেন, তবে তাঁহার এবং সেই ব্যক্তির কিম্বা তদীয় স্থলাভিষিক্তের মধ্যে মোকদ্দমা কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, সেই প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ঐ কথা সত্য নয় বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

কোন ভূমি খণ্ড আমার বলিয়া আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ অসত্য কথায় বলরামের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে সেই ভূমি ক্রয় করিয়া মূল্য দিবার প্রবৃত্তি দেন।

পশ্চাৎ ঐ ভূমি যথার্থই আনন্দের সম্পত্তি হইল, ও বলরামের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে ঐ ভূমিতে আমার স্বত্ব ছিল না বলিয়া আনন্দ ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এই স্থলে পূর্ব্বে তাঁহার স্বত্ব না থাকার প্রমাণ করিবার অনুমতি হইবে না।

প্রজার ও ভোগাধিকারির স্থানে পাট্টাদারের স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

১১৬ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজা যে সময়ে

প্রজা হন সেই সময়ের প্রারম্ভে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে ভূস্বামির স্বত্বছিল না ঐ প্রজার যত কাল অধিকার থাকে ততকাল তিনি কিম্বা তাঁহার দ্বারা কোন দাওয়াদার ইহা কহিতে পাইবেন না। ও কোন স্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তির ভোগাধিকারে থাকে তাঁহার অনুমতিপত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিতে প্রবেশ করিলে, ঐ অনুমতি দেওন সময়ে সেই ব্যক্তির অধিকারের স্বত্ব ছিল না ইহা কহিতে পাইবেন না ইতি।

যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেন তাঁহার বা ন্যাসধারির বা অনুমতি প্রাপ্তার স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধার কথা।

১১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলে ঐ হুণ্ডীর লেখক তাহা লিখিতে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে সক্ষম নহেন ইহা কহিতে পাইবেন না। ও দ্রব্য যে সময়ে ন্যস্ত করা যায় বা অনুমতিপত্র যে সময়ে দেওয়া যায় সেই সময়ে ন্যাসদাতার বা অনুমতিদাতার ন্যাস বা অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না ঐ ন্যাসধারী কি অনুমতি প্রাপ্তা ব্যক্তি ইহা কহিতে পাইবেন না।

১ ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেন হুণ্ডী যাঁহার লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় সেই ব্যক্তির লিখিত নয় ইহা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২ ব্যাখ্যা।—ন্যাসধারী যদি ন্যাসদাতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত দ্রব্য সমর্পণ করিয়া থাকেন, তবে ন্যাসদাতার বিপক্ষে সেই ব্যক্তির স্বত্ব প্রবল আছে এই কথার প্রমাণ করিতে পারিবেন ইতি।

৯ নবম অধ্যায়।

সাক্ষিদের কথা।

যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন তাঁহাদের কথা।

১১৮ ধারা। কোমল বয়স কিম্বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্য কিম্বা শরীরের রোগ কি মনের বিকৃতি কিম্বা তাদৃশ অন্য কারণে কোন ব্যক্তি আদালতের বিবেচনায় জিজ্ঞাসিত কথা বুঝিতে অক্ষম হইলে কিম্বা ঐ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিতে না পারিলে এমত ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই সাক্ষ্যদিতে সক্ষম ইতি।

ব্যাখ্যা।—ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় ক্ষিপ্তমনা প্রযুক্ত তিনি তাহা বুঝিতে ও সেই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন না এমত স্থল ভিন্ন, ক্ষিপ্ত ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিবার অক্ষম নহেন ইতি।

মূক সাক্ষিদের কথা।

১১৯ ধারা। কোন সাক্ষী কথা কহিতে না পারিলেও লিখন বা সঙ্কেত প্রভৃতি অন্য কোন প্রকারে ভাব বোধ গম্য করিতে পারিলে সেই প্রকারে সাক্ষ্য দিতে পারিবে। কিন্তু লিখিয়া দিলে মুক্তদ্বার আদালতে লিখিতে হইবে ও সঙ্কেত করিলে মুক্তদ্বার আদালতে সঙ্কেত করিতে হইবে। তদ্রূপে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা বাচনিক সাক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের স্ত্রীর বা স্বামির কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিচারাধীন ব্যক্তির স্বামির বা স্ত্রীর কথা।

১২০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে মোকদ্দমার কোন পক্ষ এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষের স্বামী বা ভার্য্যা যোগ্য সাক্ষী হইবেন। কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে, ঐ ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী যোগ্য সাক্ষী হইবেন ইতি।

জজের ও মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১২১ ধারা। আদালতে জজ কি মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ অধিবিষ্ট হইয়া কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট আদালতে যদ্রূপ আচরণ করেন কিম্বা যে বিষয় অবগত হন, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করা গেলে, তিনি যে আদালতের অধীন থাকেন সেই আদালত হইতে বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে, তাঁহার স্থানে বলক্রমে সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু অধিবিষ্ট হওন কালে তাঁহার সাক্ষাৎ অন্য যে ব্যাপার ঘটিল তদ্বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) সেশন আদালতে আনন্দের বিচার হইতেছে এমন সময়ে সে কহে যে বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষ্য লন তাহা অনুচিতমতে লওয়া গিয়াছে। উপরিস্থ আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না হইলে সেই বিষয়ে বল পূর্ব্বক বলরামের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না।

(খ) বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বলিয়া সেশন আদালতে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। আনন্দ বি

কহিয়াছিল, সেশন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না থাকিলে বলরামের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিবে না।

(গ) বলরাম নামক সেশন জজের সম্মুখে আনন্দের বিচার হইতেছে এমন সময়ে সে পোলীসের কর্ম্মকারককে বধ করিতে চেষ্টা করিল, সেশন আদালতে তাহার নামে এই অভিযোগ হইলে, সেই ব্যাপারের বিষয়ে বলরামের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

বিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীর ও স্বামীর পরস্পর উক্তির কথা।

১২২ ধারা। স্বামির ও স্ত্রীর মধ্যে যে মোকদ্দমা হয়, কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত যে ব্যাপারে স্ত্রীর বা স্বামির বিপক্ষে স্বামির বা স্ত্রীর কোন অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্ভিন্ন স্থলে, যে পুরুষ বা স্ত্রী বিবাহিত আছেন বা ছিলেন তাঁহারা বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহেন তাহা তাঁহাদের একতর ব্যক্তিদ্বারা বলক্রমে প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে না, এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা বলিলেন তিনি কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সম্মত না হইলে তাঁহার প্রতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি হইবে না ইতি।

রাজব্যাপার বিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

১২৩ ধারা। রাজ্যের কোন কর্ম্ম বিভাগে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষ হন, তাঁহার অনুমতি না হইলে কোন ব্যক্তি সেই বিভাগ সংক্রান্ত রাজকীয় কোন অপ্রকাশিত কাগজপত্রের উল্লিখিত কোন রাজ ব্যাপারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পাইবেন না। ঐ অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাধীন ইতি।

রাজকীয় কার্য্যঘটিত উক্তি বিষয়ক কথা।

১২৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তির নিকট

বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহা প্রকাশ করিলে যদি তদীয় বিবেচনায় সাধারণের স্বার্থের হানি হয়, তবে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রচার করাণ যাইবে না ইতি।

অপরাধবিষয়ক সন্ধান দেওয়ার কথা।

১২৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারিক অপরাধ হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহার দ্বারা বলক্রমে প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না ইতি।

উকীল প্রভৃতির নিকট প্রকাশিত বাক্যের কথা।

১২৬ ধারা। কোন বারিষ্টর কিম্বা মোক্তার কিম্বা প্লীডর কিম্বা উকীলস্বরূপ কোন বারিষ্টরের কি মোক্তারের কিম্বা প্লীডরেব কি উকীলের কার্য্য করণকালে ও সেই কার্য্যের উদ্দেশে, তাঁহার মওক্কেল কিম্বা তৎপক্ষ কোন ব্যক্তি তাঁহাকে যে কথা কহেন মওক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে তিনি কস্মিনকালে তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার সেই কার্য্যক্রমে কিম্বা আপন পদের কার্য্যের উদ্দেশে কোন দলীলের মর্ম্মের কি অবস্থার বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হন তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার উক্ত কার্য্যক্রমে বা ঐ কার্য্যের উপলক্ষে মওক্কেলকে যে পরামর্শ দেন তাহা প্রচার করিতে পাইবেন না।

পরন্তু এই ধারাক্রমে নিম্নলিখিত কথা গোপনে রাখিবার অনুমতি নাই।

(১) বেআইনী * কোন কার্য্যসাধন করিবার উদ্দেশে উক্ত প্রকারের যে কথা কহা যায় তাহা।

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণ।

(২) কোন বারিষ্টর কি প্লীডর কি মোক্তার কি উকীল কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে পর যে বৃত্তান্তদ্বারা কোন অপরাধ কি প্রতারণার কার্য্য হওয়া দৃষ্ট হয় কার্য্যক্রমে এমত বৃত্তান্ত তাহার জ্ঞান গোচর হইলে তাহা।

সেই বৃত্তান্তের প্রতি মওক্কেলের দ্বারা বা তাঁহার সপক্ষীয় অন্য ব্যক্তির দ্বারা বারিষ্টরের বা প্লীডরের * বা মোক্তারের বা উকীলের মনোযোগ করাণ গেলেও বা নাগেলেও ইহা অকিঞ্চিৎকর ইতি।

ব্যাখ্যা।—উক্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পরও এই ধারার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রবল থাকে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক মোক্তারকে কহে আমি জালকরণ অপরাধ করিয়াছি আপনি আমার পক্ষ সমর্থন করুন।

যাহাকে অপরাধী বলিয়া জানা আছে তাহার পক্ষসমর্থন করা অপরাধঘটিত অভিপ্রায় নয়, অতএব উক্ত কথা গুপ্ত রাখা যাইবে।

(খ) আনন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক উকীলকে কহেন, আমি কৃত্রিম দলীল দেখাইয়া কোন সম্পত্তির অধিকার পাইতে চাহি তুমি সেই দলীলের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত কর।

অপরাধ সফল করিবার উদ্দেশে এই কথা কহা গেল অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকিবার কথা নয়।

(গ) আনন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিবার অভিযোগ হওয়াতে তিনি আপনার পক্ষে উত্তর দিবার জন্যে বলরাম নামক উকীলকে নিযুক্ত করেন। আনন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিয়া যত টাকা লইবার অভিযোগ

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ১০ ধারার ১ প্রকরণ।

হয় আনন্দের খাতাবহীতে ঐ টাকা তাহার নামে খরচ লেখা আছে, বলরাম মোকদ্দমার চলন সময়ে ইহা দেখিতে পান কিন্তু মোকদ্দমার আ স্তে খাতায় সেই কথা ছিল না।

বলরাম মোকদ্দমার কার্য্য চলন সময়ে উক্ত ব্যাপার অবগত হইলেন ও কার্য্যানুষ্ঠানের আরম্ভ হইবার পর ঐ প্রতারণাকার্য্য করা গেল ইহা দেখা যায়, অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকার কথা নয়।

দোভাষি প্রভৃতির প্রতি ১২৬ ধারা বর্ত্তিবার কথা।

১২৭ ধারা। দোভাষিদের প্রতি এবং বারিষ্টরদের ও প্লীডারদের ও মোক্তারদের ও উকীলদের কেরাণী ও চাকরদের প্রতিও ১২৬ ধারার বিধান বর্ত্তে ইতি।

কোন পক্ষ স্ব ইচ্ছাতে সাক্ষ্য দিলে উক্ত বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ না হইবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন্ পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিম্বা অন্য কারণে সাক্ষ্য দিলে, তৎপ্রযুক্ত ১২৬ ধারার লিখিত কথা প্রকাশ করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না। মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যের কোন পক্ষ আপনার উক্ত বারিষ্টারকে বা প্লীডরকে* বা মোক্তারকে বা উকীলকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করিয়া যদি তাঁহাকে কোন বিষয়ের প্রশ্ন করেন, তবে সেই প্রশ্ন না করিলে ঐ বারিষ্টর প্রভৃতি যে যে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন না জিজ্ঞাসিত কেবল সেই সেই বিষয় প্রকাশ করিতে পারিবেন, মওক্কেলের এই বিষয়ে সম্মতি হইয়াছে জ্ঞান হইবে ইতি।

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ১০ ধারা।

উকীল প্রভৃতির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

১২৯ ধারা। কোন ব্যক্তি উকীল প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করণকালে বিশ্বাসপূর্ব্বক যে যে কথা জ্ঞাত করেন আদালতে তাঁহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই কথা প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি নিজে সাক্ষী হইবার প্রস্তাব করেন, তবে যে সাক্ষ্য দেন তাহার ব্যাখ্যা করণার্থে উক্ত কথার যে অংশ আদালতের বিবেচনায় প্রকাশ করা আবশ্যক, তাঁহার দ্বারা বল পূর্ব্বক সেই কথা প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে, অন্য কথা নয় ইতি।

মোকদ্দমার একপক্ষভিন্ন কোন সাক্ষির আগমপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

১৩০ ধারা। মোকদ্দমার এক পক্ষভিন্ন কোন সাক্ষির সম্পত্তির যে অধিকারপত্র থাকে কিম্বা যে দলীলের শক্তিতে তিনি বোধ কি বন্ধক গ্রহীতাস্বরূপ কোন সম্পত্তি ভোগ করেন কিম্বা অন্য যে দলীল উপস্থিত করা গেলে তাঁহাকে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, তিনি ঐ দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থিকের নিকট কিম্বা তাঁহার দ্বারা অন্য দাওয়াদারের নিকট ঐ দলীল উপস্থিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা লিখিয়া না দিলে, তাঁহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই দলীল উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না ইতি।

কোন ব্যক্তি যে দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিতে পারেন সেই দলীল অপর ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

১৩১ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট দলীল থাকিলে যদি তাহা দেখাইতে তাঁহার অস্বীকার করিবার অধিকার

থাকে, তবে তাঁহার অনুমতি না হইলে অন্য ব্যক্তির নিকট তাঁহার সেই দলীল বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না ইতি।

প্রশ্নের উত্তর দিলে সাক্ষিকে অপরাধী করা যায় এই কারণে উত্তর দেওয়া ক্ষমা না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ইস্যুঘটিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, সাক্ষী সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে তাঁহার অপরাধী হইতে হইবে, কিম্বা তদ্দ্বারা তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করা যাইতে পারিবে কিম্বা তাঁহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবে কিম্বা তদ্দ্বারা তাঁহাকে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ঐ দণ্ডের দায়ী করা যাইতে পারিবে, ইহা বলিয়া তাঁহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমা হইবে না।

উপবিধি।

কিন্তু সাক্ষির স্থানে বল পূর্ব্বক সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া গেলেও, সেই উত্তরক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যে অভি-যোগ হইতে পারে তদ্ভিন্ন, ঐ সাক্ষী তদ্ধেতুক ধৃত হইতে, কিম্বা তাঁহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে না, ও ফৌজ-দারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে তাঁহার বিপক্ষ সেই উত্তরের প্রমাণ করা যাইবে না ইতি।

সহায়ের কথা।

১৩৩ ধারা। সহায় ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযোগ্য সাক্ষী হইবেন এবং সহায়ের সাক্ষ্যের প্রতিপো-

যণ না হইলেও সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দোষ নির্ণয় হইল কেবল ইহা বলিয়া ঐ দোষ নির্ণয় বেআইনী নয় ইতি।

সাক্ষিদের সংখ্যার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের প্রমাণার্থে কোন বিশেষ সংখ্যার সাক্ষিদের প্রয়োজন নাই ইতি।

১০ দশম অধ্যায়।

সাক্ষিদের পরীক্ষার কথা।

সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিবার ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্রমের কথা।

১৩৫ ধারা। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান সম্পর্কে যৎকালীন যে আইন ও ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তদনুসারে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাঁহাদের পরীক্ষা করিবার ক্রম ধার্য্য হইবে। তদ্রূপ কোন আইন না থাকিলে আদালতের বিবেচনামতে ঐ ক্রম ধার্য্য হইবে ইতি।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য কি না এই বিষয় বিচারপতির নির্ণয় করণের কথা।

১৩৬ ধারা। কোন এক পক্ষ কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তাব করিলে, ঐ কথিত বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইলে কি প্রকারে প্রাসঙ্গিক হয়, বিচারপতি ঐ সাক্ষ্য দেওনের প্রস্তাবকারিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ও সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক হয়, বিচারপতি

এমত জ্ঞান করিলে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন নতুবা করিবেন না।

যে বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ ভিন্ন তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য না হইলে, সেই পক্ষ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে অঙ্গীকার না করিলে ও আদলত সেই অঙ্গীকার হৃদ্বোধজনক জ্ঞান না করিলে প্রথমোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে শেষোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

কথিত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ না হইলে যদি কথিত অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক না হয়, তবে বিচারপতি স্বীয় বিবেচনামতে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার অনুমতি দিবেন, কিম্বা প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার আদেশ করিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কথিত হইয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের বিষয়ে সেই ব্যক্তির উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, ও ৩২ ধারামতে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

এই স্থলে যে ব্যক্তি ঐ উক্তির প্রমাণ দিতে চাহেন ঐ উক্তির প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির যে মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল হারাইয়াছে বলিয়া প্রতিলিপি দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিলিপি দেখাইবার প্রস্তাব করেন প্রতিলিপি উপস্থিত

করিবার পূর্ব্বে মূলপত্র যে হারাইয়াছে তাঁহার এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

ঐ দ্রব্য তাঁহার নিকট নাই তাঁহার এই উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ দ্রব্য প্রকৃত সেই দ্রব্য কি না তদনুসারে তাঁহার অস্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবেক। অতএব ঐ দ্রব্য তাঁহার নিকট নাই এই কথার প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে, আদালত ঐ দ্রব্য নিশ্চিত করিবার আজ্ঞা দিতে, অথবা আপনার বিবেচনামতে ঐ দ্রব্য নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই এই কথার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিবেন।

(ঘ) ইসুঘটিত কোন বৃত্তান্তের কারণ কি ফল বলিয়া অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়। সেই বৃত্তান্ত ইসুঘটিত বৃত্তান্তের কারণ কি ফলস্বরূপ জ্ঞান করিবার পূর্ব্বে ক খ গ চিহ্নিত বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক। আদালত ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন অথবা ঐ অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার পূর্ব্বে ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মুখ্য পরীক্ষার কথা।

১৩৭ ধারা। যে পক্ষ সাক্ষিকে আহ্বান করেন তাঁহার দ্বারা সাক্ষির যে পরীক্ষা হয়, তাহা মুখ্য পরীক্ষা বলা যায়।

কূট পরীক্ষার কথা।

বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা ঐ সাক্ষির যে পরীক্ষা হয়, তাহা কূট পরীক্ষা কহা যায়।

পুনঃ পরীক্ষার কথা।

যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করেন কূট পরীক্ষার পর তাঁহার দ্বারা ঐ সাক্ষির যে পরীক্ষা হয়, তাহা পুনঃপরীক্ষা বলা যায় ইতি।

পরীক্ষা লইবার ক্রম। পুনঃ পরীক্ষার ধারার কথা।

১৩৮ ধারা। প্রথমে সাক্ষিদের মুখ্য পরীক্ষা লওয়া যাইবে। পরে বিপক্ষ পক্ষের ইচ্ছা হইলে তাহার কূটপরীক্ষা হইবে। পরে যে পক্ষ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন তাঁহার ইচ্ছা হইলে সাক্ষির পুনঃপরীক্ষা হইবে। পরীক্ষা ও কূট-পরীক্ষা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ধরিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মুখ্য পরীক্ষা করণ কালে সাক্ষি যে বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেন, কূট পরীক্ষা কালে সেই বৃত্তান্তভিন্ন অন্য বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

কূট পরীক্ষাকালে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হয় তাহার ব্যাখ্যা করণোদ্দেশে পুনঃপরীক্ষা হইবে। পুনঃপরীক্ষাকালে আদালতের অনুমতিক্রমে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করা গেলে, বিপক্ষ পক্ষ পুনরায় সেই বিষয় ধরিয়া কূটপরীক্ষা করিতে পারিবেন ইতি।

দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত ব্যক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তি দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত হইয়া দলীল দেখাইলে কেবল এই কারণে সাক্ষী হন না। ও সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করা না গেলে তাঁহার কূট পরীক্ষা হইতে পারিবে না ইতি।

চরিত্র বিষয়ক সাক্ষিদের কথা।

১৪০ ধারা। চরিত্র বিষয়ক সাক্ষিদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা হইতে পারিবে ইতি।

উত্তরলক্ষ্য প্রশ্নের কথা।

১৪১ ধারা। প্রশ্নকারি ব্যক্তি প্রশ্নের যে বিশেষ উত্তর পাইতে ইচ্ছা বা আশা রাখেন প্রশ্নদ্বারাই তাহা জানা গেলে, তাহাকে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন বলা যায় ইতি।

যে স্থলে তদ্রূপ প্রশ্ন করিতে হইবে না তাহার কথা।

১৪২ ধারা। উত্তরলক্ষ্য কোন প্রশ্ন বিষয়ে বিপক্ষ পক্ষ আপত্তি করিলে, আদালতের অনুমতি বিনা মুখ্য পরীক্ষা বা পুনঃপরীক্ষাকালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশে যে বিষয় ব্যক্ত হয় সেই বিষয়ের, কিম্বা অবিবাদীয় বিষয়ের, কিম্বা আদালতের বিবেচনায় যে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে আদালত সেই সেই বিষয়ের উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিবেন ইতি।

যেস্থলে ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৪৩ ধারা। কূটপরীক্ষাকালে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ইতি।

লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৪৪ ধারা। কোন সাক্ষির পরীক্ষা হইতেছে এমন সময়ে তিনি যে চুক্তি কি সম্পত্তিদান কি নিরূপণ বিষয়ক সাক্ষ্য দিতেছেন তাহা কোন দলীলে লেখা হইয়াছে কি না তাঁহার নিকট এই প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে, ও তিনি

হাঁ বলিলে কিম্বা কোন দলীলের মর্ম্মবিষয়ে কোন কথা কহিতে উদ্যত হইলে, ও আদালতের বিবেচনায় সেই দলীল উপস্থিত করা কর্ত্তব্য হইলে, সেই দলীল যতকাল উপস্থিত না করা যায়, কিম্বা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে সাক্ষির আহ্বানকারী ব্যক্তির গৌণ সাক্ষ্য দিবার অধিকার জন্মে যত কাল সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ না করা যায়, বিপক্ষ পক্ষ ততকাল ঐ সাক্ষ্য দেওনের আপত্তি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে অন্য ব্যক্তিদের বর্ণনাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইলে, সাক্ষী সেই বর্ণনার বাচনিক সাক্ষ্য দিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম, পত্র লিখিয়া আমার নামে চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ করিয়াছেন, আমিও তাহার প্রতি হিংসা করিব, আনন্দের নিকট দীননাথের এই কথা শুনিয়া চন্দ্র সাক্ষ্য দিলেন, এই কথার দ্বারা আনন্দের মনে আক্রমণ করিবার প্রবর্ত্তক ভাব প্রকাশ হয়, অতএব প্রাসঙ্গিক কথা হওয়াতে ঐ পত্রের অন্য সাক্ষ্য না দেওয়া গেলেও উক্ত কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

লিখিত পূর্ব্বউক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৪৫ ধারা। সাক্ষী পূর্ব্বে যদি লিখিয়া কোন উক্তি করেন কিম্বা করিবার পর তাহা লিখিয়া দেন তবে সেই কথা বিবাদীয় বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ লিখন তাঁহাকে না দেখাইয়া ও তাহা প্রমাণিত না হইয়া তাঁহার সেই কথার বিষয়ে কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি সেই

লিখন দ্বারা তাঁহার উক্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে ঐ লিখনের যে যে কথার দ্বারা তাঁহার কথা খণ্ডিবার অভিপ্রায় হয় সেই সেই কথার প্রতি তাঁহাকে মনোযোগ না করাইলে, ঐ লিখনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না ইতি।

কূটপরীক্ষাকালে যে প্রশ্ন করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৪৬ ধারা। সাক্ষির কূটপরীক্ষা হওন কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রশ্ন ভিন্ন যে যে প্রশ্নের দ্বারা

(১) তাঁহার সত্যবাদিতার পরীক্ষা হয়,

কিম্বা (২) তিনি কে ও তাঁহার সাংসারিক কি অবস্থা আছে ইহা জানা যাইতে পারে,

কিম্বা (৩) তাহার চরিত্রের দোষ প্রকাশ করণদ্বারা তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে,

সেই সেই প্রশ্ন তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করিবার ভাবাপন্ন হইলেও, কিম্বা তদ্দ্বারা তাঁহার অর্থ কি সম্পত্তিদণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইলে কিম্বা স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে তাঁহার সেই দণ্ড হইবার সম্ভাবনার প্রবর্ত্তক হইলেও, তাঁহাকে ঐ ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ইতি।

যে স্থলে সাক্ষির উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। উক্ত কোন প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হইলে তাহার প্রতি ১৩২ ধারার বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

যে স্থলে প্রশ্ন করা যাইবে ও সাক্ষির উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে এই কথা আদালতের নির্ণয় করিবার কথা।

১৪৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রশ্ন দ্বারা যতদূর সাক্ষির

চরিত্রের দোষ প্রকাশ হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে ততদূর প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তদ্ভিন্ন মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের অপ্রাসঙ্গিক হইলে সাক্ষির স্থানে বলক্রমে উত্তর লওয়া যাইবে কি না আদালত এই কথা নির্ণয় করিবেন, এবং সাক্ষী তাহার উত্তর দিতে আবদ্ধ নহেন আদালত উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া এই কথা কহিতে পারিবেন। স্বীয় বিবেচনাধীন উক্ত কার্য্য করণ কালে আদালতের এই এই বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে,

(১) প্রশ্নের ভাবদৃষ্টে যে দোষারোপ হয় তাহা সত্য হইলে সাক্ষি যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন তৎসম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে, আদালতের অভিমতের গুরুতর বৈলক্ষণ্য হইতে পারিলে সেই প্রশ্ন উপযুক্ত।

(২) প্রশ্ন দ্বারা যে দোষারোপ হয় তাহা বহুকাল গত বিষয়সম্পর্কীয় হওয়া প্রযুক্ত, কিম্বা ভাবদৃষ্টে আরোপিত দোষ সত্য হইলেও সাক্ষী যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন তৎসম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস যোগ্যতা বিষয়ে আদালতের অভিমতের বৈলক্ষণ্য না হইলে কিম্বা কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হইলে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত।

(৩) প্রশ্নদ্বারা সাক্ষির চরিত্র পক্ষে যে দোষারোপ হয় তাহার গুরুত্বের ও তদীয় সাক্ষ্যের গুরুত্বের মধ্যে অত্যধিক বৈষম্য থাকিলে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত।

(৪) সাক্ষী যদি উত্তর দিতে অস্বীকার করেন, তবে

উত্তর দিলে তাঁহার বিপরীত হইবে আদালত উচিত বোধ করিলে এই অনুমান করিতে পারিবেন ইতি।

সঙ্গত কারণ না থাকিলে প্রশ্ন না করিবার কথা।

১৪৯ ধারা। কোন প্রশ্ন দ্বারা যে দোষারোপ হয় তাহা সমূলক, প্রশ্নকারির এমত জ্ঞান করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলে ১৪৮ ধারার উল্লিখিত প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) গুরুতর কোন এক জন সাক্ষী দস্যু, মোক্তার কি উকীল বারিষ্টরকে এই কথা জ্ঞাত করিলে, তুমি দস্যু কি না, এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে।

(খ) গুরুতর কোন সাক্ষী দস্যু, আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তি উকীলকে এই কথা জানাইলে, উকীল তাঁহার স্থানে আর আর সন্ধান লইয়া তাঁহার সেই উক্তির হৃদ্বোধজনক কারণ দেখিতে পান। এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না, এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে।

(গ) কোন সাক্ষির বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না, তুমি দস্যু কি না হঠাৎ তাহাকে এই প্রশ্ন করা যায়। এই স্থলে সেই প্রশ্ন যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই।

(ঘ) কোন সাক্ষির বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না, কিন্তু তাঁহার জীবিকা চালাইবার উপায়ের প্রশ্ন হইলে তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না, এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিতে পারে।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকিলেও প্রশ্ন করা গেলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫০ ধারা। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা উক্ত প্রকারে কোন প্রশ্ন করা গেল আদালতের যদি এই অভিমত হয়,

তবে বারিষ্টার কি প্লীডর কি উকীল কি মোক্তার সেই প্রশ্ন করিলে, আদালত হাই কোর্টে কিম্বা ঐ বারিষ্টার কি প্লীডর কি উকীল মোক্তার আপনার বৃত্তি সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে অন্য যে কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাধীন থাকেন তাঁহাকে সেই ব্যাপারের ভাবগতিক জ্ঞাত করিবেন ইতি।

লজ্জাকর ও নিন্দাজনক প্রশ্নের কথা।

১৫১ ধারা। আদালতের সম্মুখে বিবাদীয় যে যে বিষয় উপস্থিত থাকে কোন প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা তৎসম্পর্কীয় হইলেও আদালত তাহা লজ্জাকর কি নিন্দাজনক জ্ঞান করিলে, সেই জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রশ্ন ইসুঘটিত বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় হইলে কিম্বা ইসুঘটিত বৃত্তান্ত সত্য কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে যে কথা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ঐ জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন সেই কথা সম্পর্কীয় হইলে, নিষেধ করিবেন না ইতি।

অপমান কি বৈরক্তিজনক প্রশ্নের কথা।

১৫২ ধারা। অপমান করিবার কিম্বা বৈরক্তি জন্মাইবার উদ্দেশে কোন প্রশ্ন করা গেল বলিয়া বোধ হইলে কিম্বা প্রশ্নই উপযুক্ত হইলেও যে ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে অনাবশ্যক বৈরক্তি জন্মিতে পারে আদালত ইহা বোধ করিলে ঐ প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিবেন ইতি।

সত্যবাদিতার পরীক্ষার্থ প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

১৫৩ ধারা। অনুসন্ধানার্থে কার্য্যের প্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষির চরিত্রদোষ প্রকাশ হইয়া তাঁহার বিশ্বাস-

যোগ্যতার যতদূর হানি হয় তত দূর সেই প্রশ্ন করা গেলে ও তাহার উত্তর দেওয়া গেলে পর, ঐ সাক্ষির কথা খণ্ডাইবার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি তাঁহার উত্তর সত্য না হয়, তবে তৎপরে তাঁহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে।

১ বর্জ্জনীয় কথা।—ইহার পূর্ব্বে তোমার অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়াছিল কি না, সাক্ষির নিকট এই প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অস্বীকার করে, তবে পূর্ব্বে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২ বর্জ্জনীয় কথা।—যে প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষির অপক্ষপাতিতার দোষারোপ হইতে পারে তাঁহার নিকট এমত প্রশ্ন হইলে যদি উত্তর দিয়া উদ্দিষ্ট বৃত্তান্ত অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার কথা খণ্ডান যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যে ব্যক্তি জাহাজের বিমাপত্র দেন তাঁহার উপর টাকার দাওয়া হইলে প্রতারণা হইয়াছে বলিয়া তিনি ঐ দাওয়ার বিপক্ষতা করেন।

ইহার পূর্ব্বে কোন ব্যাপারে দাওয়াদার প্রতারণাপূর্ব্বক কোন দাওয়া করিয়া ছিলেন কি না, তাঁহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে তিনি অস্বীকার করিলেন।

কিন্তু তিনি সেই প্রকারের দাওয়া করিয়া ছিলেন ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।

(খ) প্রবঞ্চনাহেতুক তোমাকে কর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল কি না, কোন সাক্ষির নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল।

প্রবঞ্চনাহেতুক তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।

(গ) অমুক দিনে বলরামকে লাহোরে দেখিলাম, আনন্দ এই কথা কহিলেন।

তাহাতে তুমিই সেই দিনে কলিকাতায় ছিলে কি না আনন্দের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে তিনি অস্বীকার করিলেন।

আনন্দ যে সেই দিনে কলিকাতায় ছিলেন ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য। ফলতঃ যে কথার দ্বারা আনন্দের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আনন্দের কথা খণ্ডাইবার জন্যে তাহা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু সেই দিনে বলরামকে লাহোরে দেখিলেন তাঁহার এই কথা খণ্ডাইবার জন্যে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

উক্ত কোন স্থলে সাক্ষী অস্বীকার করিয়া যে কথা কহিলেন তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাঁহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষ সাক্ষ্য দিতেছেন এমত সময়ে বলরামের বংশের সঙ্গে তোমার বংশের বহুকালাবধি বৈরিভাব আছে কি না, তাঁহার নিকট এই প্রশ্ন করা যায়।

আনন্দ তাহা অস্বীকার করেন। ঐ প্রশ্নদ্বারা তাঁহার পক্ষপাতিতা দোষ প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া তাঁহার সেই অস্বীকার বাক্য খণ্ডান যাইতে পারে।

কোন পক্ষের নিজ সাক্ষির প্রতি প্রশ্নের কথা।

১৫৪। বিপক্ষ পক্ষ কূটপরীক্ষা করিয়া যে প্রশ্ন করিতে পারেন যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করেন আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকেও সাক্ষির নিকট সেই প্রকারের প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষির বিশ্বাসযোগ্যতায় দোষারোপ করণের কথা।

১৫৫ ধারা। বিপক্ষ পক্ষ, কিম্বা আদালতের অনুমতি হইলে যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করেন তিনিও নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষির বিশ্বাসযোগ্যতার দোষারোপ করিতে পারিবেন।

(১) আমরা পূর্ব্বাবধি এই সাক্ষিকে জানিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য জ্ঞান করি, এই সাক্ষ্যদায়ি ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা।

(২) সাক্ষিকে উৎকোচ দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাঁহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাব হইলে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন * কিম্বা তাঁহার সাক্ষ্য দিবার অন্য কোন কুটিল প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে ইহার প্রমাণ করণ দ্বারা।

(৩) তাঁহারা সাক্ষ্যর যে অংশ খণ্ডান যাইতে পারে সেই অংশের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব যে উক্তি অসঙ্গত হয় সেই উক্তির প্রমাণ করণদ্বারা।

(৪) স্ত্রী কোন ব্যক্তির নামে বলাৎকারের কিম্বা বলাৎকার করিবার উদ্যোগের অভিযোগ করিলে, ঐ স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এক সাক্ষী অন্য সাক্ষিকে বিশ্বাসের অযোগ্য কহিলে, তিনি মুখ্য পরীক্ষাকালে আপনার সেই জ্ঞানের হেতু দিবেন না। কিন্তু কূটপরীক্ষা কালে তাঁহাকে সেই হেতুর প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে, ও তাঁহার উত্তর খণ্ডান

---

* ১৮৭২ সালের ১৮ আইনের ১১ ধারা।

যাইতে পারিবে না, কিন্তু মিথ্যা হইলে পশ্চাৎ তাঁহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অভিযোগ হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া তাঁহাকে দেওয়া গেলে আনন্দ ঐ দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করেন।

চন্দ্র কহেন আমি বলরামের হাতে ঐ দ্রব্য অর্পণ করিলাম।

কিন্তু বলরামের নিকট ঐ দ্রব্য অর্পণ করি নাই, সে পূর্ব্বে এই কথা কহিয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(খ) বলরামকে বধকরণাপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

যে আঘাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে আনন্দদ্বারা আমার সেই আঘাত হইয়াছে বলরাম মুমূর্ষুকালে এই কথা কহিলেন, চন্দ্রের এই সাক্ষ্য।

কিন্তু আনন্দের দ্বারা কিম্বা তাঁহার সাক্ষাৎ ঐ আঘাত করা যায় নাই চন্দ্র পূর্ব্বে কোন সময়ে এই কথা কহিলেন ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তবিষয়ক সাক্ষ্যের প্রতিপোষণসূচক প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবার কথা

১৫৬ ধারা। যে সাক্ষির কথা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকে তিনি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিলে সেই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও স্থানে ঘটিয়াছিল তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ও স্থানে অন্য যে ভাবগতিক দেখিতে পাইয়াছেন, সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইলে সাক্ষী প্রাস-

ঙ্গিক বৃত্তান্তের যে সাক্ষ্য দেন সেই সাক্ষ্যের প্রতিপোষণ হইতে পারে আদালতের এই অভিমত থাকিলে, সেই ভাবগতিকের বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন দস্যুতা ব্যাপারের সহায় হইয়া সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহেন। ও যে স্থানে দস্যুক্রিয়া হইয়াছিল সেই স্থানে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময়ে ঐ দস্যুক্রিয়ার অসম্পর্কীয় যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল এমত অনেক ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহেন।

ঐ দস্যুতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেন তাহার প্রতিপোষণার্থ ঐ ঐ বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

একি বৃত্তান্তের বিষয়ে সাক্ষির পশ্চাৎ উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার পূর্ব্ব উক্তির প্রমাণ করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। কথিত বৃত্তান্ত যে সময়ে ঘটিয়াছিল সেই সময়ে কি তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কি পরে সাক্ষী সেই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিলেন কিম্বা আইনমতে ঐ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে যে কথা কহিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে সেই সাক্ষির পশ্চাৎ উক্তির প্রতিপোষণার্থ সেই পূর্ব্ব কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

প্রামাণিক যে উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হয় তৎসম্পর্কীয় যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাঁহার কথা।

১৫৮ ধারা। কোন উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হইয়া প্রমাণ করা গেলে, যে ব্যক্তি সেই উক্তি করিলেন তাঁহাকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করা গেলে ও তিনি কূট পরীক্ষা কালে লক্ষিত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করিলে

যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইত, ঐ ব্যক্তির সেই উক্তি খণ্ডিবার কি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, অথবা তাঁহার বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ কি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত, সেই সকল বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

স্মরণের সাহায্যের কথা।

১৫৯ ধারা। সাক্ষির নিকট যে ব্যাপারের প্রশ্ন করা যায় সেই ব্যাপার ঘটিবার সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যৎকালের মধ্যে আদালতের বিবেচনামতে তাঁহার মনে ঐ ব্যাপারের স্পষ্ট স্মরণ থাকিতে পারে তৎকালে যে কথা লিখিয়া রাখিলেন, পরীক্ষা হওন সময়ে তিনি ঐ লিখন দেখিয়া আপন স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবেন।

আরো যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কথা লিখিয়া থাকেন এবং সাক্ষী উক্ত কালের মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া তাহা যথার্থ জানিয়া থাকেন, তবে সেই লিখনও দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবেন।

যে স্থলে স্মরণের সাহায্যের নিমিত্তে দলীলের প্রতিলিপির ব্যবহার হইতে পারে তাহার কথা।

যে স্থলে সাক্ষির প্রতি দলীল দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইবার অনুমতি হইতে পারে, সাক্ষী সেই স্থলে আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ দলীলের প্রতিলিপিও দেখিতে পারিবেন। কিন্তু এই স্থলে মূলপত্র উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আছে আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

কোন বিদ্যায় প্রবীণ ব্যক্তি বিদ্যা ঘটিত পুস্তক দেখিয়া আপনার স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবেন ইতি।

১৫৯ ধারার উল্লিখিত দলীলে যে বৃত্তান্ত থাকে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৬০ ধারা। ১৫৯ ধারায় যে প্রকারের দলীলের উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে যে বৃত্তান্ত লেখা থাকে, সাক্ষির নিজ মনে সেই বৃত্তান্তের স্পষ্ট স্মরণ না থাকিলেও ঐ দলীলে সেই বৃত্তান্ত শুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে ইহা যদি নিশ্চয় জানেন, তবে সেই বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য দিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

মুহরির স্বীয় কার্য্যের ধারাক্রমে শুদ্ধরূপে খাতা লিখিয়া থাকেন ইহা জানিলে যদি উপস্থিত বিশেষ ব্যাপার তাহার স্মরণে না থাকে তথাপি ঐ বহীতে আপনার লিখিত কথার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

স্মরণের সাহায্যার্থে যে যে লিপির ব্যবহার হয় তৎসম্পর্কে বিপক্ষ পক্ষের স্বত্বের কথা।

১৬১ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার বিধানমতে যে লিপির উল্লেখ হইয়াছে বিপক্ষ পক্ষ তাহা দেখিতে চাহিলে উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে হইবে তিনি ইচ্ছা করিলে সেই দলীল ধরিয়া সাক্ষির কূট পরীক্ষা করিতে পারিবেন ইতি।

দলীল উপস্থিত করিবার কথা।

১৬২ ধারা। সাক্ষিকে দলীল দেখাইবার জন্যে সমন করা গেলে সেই দলীল যদি তাঁহার নিকটে কি অধিকারে থাকে, তবে ঐ দলীল দেখাইবার কি গ্রাহ্য হওয়ার যে আপত্তি হউক তাঁহার ঐ দলীল আদালতে আনিতেই

হইবে। সেই আপত্তি সিদ্ধ কি না আদালত ইহা নির্ণয় করিবেন।

আদালত যদি বিহিত বোধ করেন, তবে রাজকীয় ব্যাপার বিষয়ক দলীল না হইলে তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ দলীল গ্রাহ্য কি না ইহা নির্ণয় করিতে পারিবার জন্যে অন্য সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

দলীলের অনুবাদের কথা।

উক্ত কার্য্যহেতুক দলীল অনুবাদ করা প্রয়োজন হইলে কিন্তু সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করিতে না হইলে আদালত বিহিত বিবেচনায় অনুবাদককে ঐ দলীলের মর্ম্ম গোপনে রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। অনুবাদক সেই আজ্ঞা না মানিলে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

নোটিস দিয়া যে দলীল তলব হইয়া উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য স্বরূপ দিবার কথা।

১৬৩ ধারা। এক পক্ষ দলীল আনাইবার আদেশ করিয়া অপর পক্ষকে তাহা আনিবার নোটিস দিলেও সেই দলীল উপস্থিত করা গেল ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন তিনি তাহা দেখিলে ও যে পক্ষ উপস্থিত করেন তিনি ঐ পত্র স্বাক্ষ্যস্বরূপে অর্পণ করিবার আদেশ করিলে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্যস্বরূপে তাহা দিতে আবদ্ধ আছেন ইতি।

নোটিস পাইলে ও যে দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করা যায় তাহা সাক্ষ্যস্বরূপে উপস্থিত করিবার কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি দলীল উপস্থিত করি-

বার নোটিস দেওয়া গেলেও যদি তিনি তাহা দেখাইতে অস্বীকার করেন তবে বিপক্ষ পক্ষের সম্মতি কিম্বা আদালতের আজ্ঞা না হইলে তিনি পশ্চাৎ সাক্ষ্যস্বরূপে ঐ দলীলের ব্যবহার করিতে পারিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন নিয়ম পত্রের উপর বলরামের নামে নালিশ করিয়া তাঁহাকে সেই পত্র আনিতে নোটিস দেন। বিচারকালে আনন্দ ঐ পত্র দেখাইতে বলিলে বলরাম তাহা দেখাইতে স্বীকার করেন না। আনন্দ সেই পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দেন, পরে বলরাম আনন্দের ঐ গৌণ সাক্ষ্য খণ্ডিবার জন্যে কিম্বা নিয়ম পত্রে ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ পত্র দেখাইতে চেষ্টা করিলেও পারিবেন না।

প্রশ্ন করিবার কিম্বা দলীল আনিতে আজ্ঞা দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৬৫ ধারা। বিচারপতি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপযুক্ত প্রমাণের সন্ধান পাইবার কিম্বা সেই প্রমাণ পাইবার উদ্দেশে যখন যে প্রশ্ন ইচ্ছা করেন প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে কোন প্রকারে কোন সময়ে সাক্ষির কি কোন পক্ষের নিকট সেই প্রশ্ন করিতে ও কোন দ্রব্য কি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। ও কোন পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের মোক্তারেরা উক্ত প্রশ্নের কি আজ্ঞার উপর কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। ও সাক্ষী সেই প্রশ্নের যে উত্তর দেন তদ্বিষয়ে আদালতের অনুমতি ভিন্ন তাঁহার কূট পরীক্ষা করিতে পারিবেন না।

কিন্তু এই আইনে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া ব্যক্ত

হইয়াছে, নিষ্পত্তি নিয়মিত রূপে প্রমাণিত সেই বৃত্তান্ত মূলক হইবে।

পরন্তু বিপক্ষ পক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিলে যদি এই আইনের ১২১ অবধি ১৩১ পর্য্যন্ত কোন ধারামতে তাঁহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে কিম্বা দলীল লেখাইতে অস্বীকার করিবার অধিকার থাকিত, তবে এই ধারাক্রমে বলপূর্ব্বক সাক্ষির সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াইতে কিম্বা সেই দলীল দেখাইয়া দিতে বিচারপতির ক্ষমতা হইবে না। এবং ১৪৮ বা ১৪৯ ধারামতে অন্য ব্যক্তির যে প্রশ্ন করা অনুচিত হয় বিচারপতি এমত প্রশ্ন করিবেন না, এবং পূর্ব্ব বজিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে বিচারপতি এই ধারার বলে কোন দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য উপেক্ষা করিবেন না ইতি।

জুরীর বা আসেসরদের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৬ ধারা। বিচারপতি আপনি যে প্রশ্ন করিতে পারেন ও যাহা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, জুরির বা আসেসরদের সহায়তাক্রমে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরি কিম্বা আসেসরেরা বিচারপতির দ্বারা কিম্বা তাঁহার অনুমতি ক্রমে সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন ইতি।

১১ একাদশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

সাক্ষ্য অনুচিত মতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হওনপ্রযুক্ত নূতন বিচার না হইবার কথা।

১৬৭ ধারা। সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইল বলিয়া আপত্তি করা গেলে, গ্রাহ্য করা যে সাক্ষ্যের বিষয়ে আপত্তি করা গেল সেই সাক্ষ্য না থাকিলেও, নিষ্পত্তি প্রবল রাখার যথোচিত সাক্ষ্য আছে, ও অগ্রাহ্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা গেলেও নিষ্পত্তির মতান্তর করা উচিত নয়, আদালতের এইরূপ জ্ঞান থাকিলে, সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিতমতে গ্রাহ্য করাই নূতন বিচারের কিম্বা নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিবার কারণ হইবে না ইতি।

মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিলেন।

১৮৭২ সালের ১৮ আইন।

সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

যদ হেতু।

সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেলে।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা

ও বিধিবদ্ধ হইলেই প্রচলিত হইবে ইতি।

১৮৭২ সাইলের ১ আইনের ৩২ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণ সংশোধন করিবার কথা।

২ ধারা। সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইনের ৩২ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে "কুটুম্বিতা" শব্দ ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "সগোত্র ক্রমে কি বিবাহ দ্বারা কি দত্তকদ্বারা সম্বন্ধ" এই কথা দিতে হইবে ইতি।

৪১ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৩। ঐ আইনের ৪১ ধারার ২১ ও ২৪ ও ২৮ পংক্তিতে "নিষ্পত্তিতে" এই শব্দের পরে "কি আজ্ঞায় কি ডিক্রীতে" এই এই শব্দ দিতে হইবে ইতি।

৪৫ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৪ ধারা। ঐ আইনের ৪৫ ধারার ৬ পংক্তিতে "বিদায়" এই শব্দের পরে "কিম্বা হাতের লিখন নিশ্চয় করণ বিষয়," এই কথা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে ইতি।

৫৭ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৫ ধারা। ঐ আইনের ৫৭ ধারার (১৩) প্রকরণে "পথে" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "স্থলপথে কি সমুদ্র পথে" এই কথা দিতে হইবে ইতি।

৬৬ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৬ ধারা। ঐ আইনের ৬৬ ধারার ৫ পংক্তিতে "তাঁহাকে" এই কথার পরে "কিম্বা তাঁহার মোক্তারকে কি উকীলকে" এই কথা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে ইতি।

৯১ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৭ ধারা। ঐ আইনের ৯১ ধারার বর্জনীয় ২ বিধিতে "ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনমত উইলের" এই কথার পরিবর্ত্তে "ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে উইলের প্রবেট লইবার অনুমতি হয় সেই উইলের" এই কথা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

(১৮৭২ সালের সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯২ ধারার বাঙ্গলা অনুবাদ অশুদ্ধ না হওয়াতে এই ৮ ধারার অনুবাদ হয় নাই।)

১০৮ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৯ ধারা। ঐ আইনের ১০৮ ধারার ১ পংক্তির প্রথমেই "কিন্তু" শব্দ দিতে হইবে ইতি।

১২৬ ও ১২৮ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১০ ধারা। ঐ আইনের ১২৬ ধারার ২৫ পঁক্তিতে "বারিষ্টরের" এই শব্দের পরে "বা প্লীডরের" এই কথা এবং ঐ আইনের ১২৮ ধারার ৮ পঁক্তিতে "বারিষ্টরকে" এই শব্দের পরে "বা প্লীডরকে" এই কথা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। ঐ আইনের ১২৬ ধারার ১৭ পঁক্তিতে "অপরাধঘটিত" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "বেআইনী" শব্দ পাঠ করিতে হইবে ইতি।

১৫৫ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১১ ধারা। ঐ আইনের ১৫৫ ধারাব ২ প্রকরণের ২ পঁক্তিতে "প্রস্তাব হইয়াছে" এই কথার পরিবর্ত্তে "প্রস্তাব হইলে তিনি গ্রাহ্য করিয়াছেন" এই কথা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ১২ ধারা প্রবল রাখিবার কথা।

১২ ধারা। সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইনের কোন কথার দ্বারা সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ১২ ধারার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

মন্তব্য। — এই আইনে যে পঁক্তি প্রভৃতির উল্লেখ হইয়াছে বাঙ্গলা গেজেটে প্রকাশিত [illegible] সেই সেই পঁক্তি [illegible]ক সংখ্যা প্রভৃতি উল্লেখ হইল।

[illegible] উইট্‌লী ষ্টোকস্‌,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible]রী।

JOHN ROBINSON, Deputy Translator.